CONTENTS

Thursday the 30th March, 1989.

Friday, the 31st March, 1989 :

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace, Agartala, on the Wednesday, the 29th March, 1989 at 11 A.M.

PRESENT

Mr. Speaker (Hon'ble Jyotirmoy Nath) in the Chair, The Chief Minister, 6 Ministers, 7 Ministers of State and thirty-eight Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যাসূচীতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য মহোদয়ের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা আছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্য মহোদয়ের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে-কোন প্রশ্নের নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তার উত্তর দেবেন। শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩,

প্রশ্ন

১) তাকমা ছড়ায় নির্মিয়মাণ ইণ্ডাস্ট্রিয়েল গ্রোথ সেণ্টারটির নির্মাণ কাজ কবে নাগাদ শেষ হবে বলে আশা করা যায় ?

২) উক্ত সেণ্টারটির নির্মাণে কত টাকা ব্যয় হবে বলে আশা করা যায় ?

৩) ঐ সেণ্টারের কাজ পুরাদমে চালু হলে কতজন শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত বেকারের কর্ম সংস্থান হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১) যত শীঘ্র সম্ভব গ্রোথ সেণ্টারটির নির্মাণ কাজ শেষ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

২) প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার পর কত টাকা ব্যয় হবে, তার পরিমাণ জানা যাবে।

৩) প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হওয়ার পর কতজন শিক্ষিত এবং অর্ধ শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান হবে, তা পরে জানান যাবে।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই গ্রোথ সেণ্টারটি স্থাপন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তা সত্বেও এই সেণ্টারটি হতে এত বিলম্ব হওয়ার

কারণ কি ? এবং দেখা গিয়েছে যে প্রস্তাবিত সেন্টার করার জন্য যে জায়গাটা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল, তার বেশ কিছু জায়গাই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট আবার দখল করে নিয়েছে, এটা সত্যি কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমাদের ত্রিপুরাতে মোট ৩টি গ্রোথ সেন্টার করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিগত বামফ্রন্ট সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেগুলির একটা হওয়ার কথা ছিল পশ্চিম জেলার মন্দয়নগরে, দক্ষিণ জেলার তাকুমাছড়াতে এবং উত্তর জেলার উপ্তাখালিতে। এগুলির জন্য মোট বরাদ্দ ধরা ছিল ৬ কোটি টাকা। এগুলির জন্য একটা করে প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলা হয়েছিল, কিন্তু বিগত সরকার সেগুলির জন্য প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী করেন নি। আমরা সরকারে আসার পর আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ৩টি গ্রোথ সেন্টারই খোলা হবে, তবে দক্ষিণ জেলার তাকুমাছড়া না হয়ে উদয়পুরের গকুলপুরে করার কথা প্রথমে বলা হয়েছিল, কিন্তু আমরা প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেটা তাকুমাছড়াতে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা এর জন্য সরকার থেকে উদ্যোগও নিয়েছি। শুরুতে বলা হয়েছিল যে ব্যয় হবে ৬ কোটি টাকা, কিন্তু প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরী না হলে, মোট কত টাকা ব্যয় হবে, সেটা এগুলি বলা সম্ভব নয়। এছাড়া ইতিমধ্যে এই গ্রোথ সেন্টার করা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে, আগে যেটা ছিল ৬ কোটি টাকা, এখন সেটাকে করা হয়েছে ১৫ কোটি টাকা, যদিও একটা করার জন্যই এটা করা হয়েছে, তবু আমরা তিন জেলাতেই ৩টি গ্রোথ সেন্টার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আর এই জন্যই সেগুলি করতে কিছুটা দেরী হয়ে গেল।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি যে, তাকমাছড়াতে গ্রোথ সেন্টার করার যে সিদ্ধান্ত সেটা জনতা সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছিল রাজীব গান্ধী নয় ? তারপরে এটাকে সরিয়ে অন্যত্র করার প্রস্তাব হয়। তাহলে শিল্প কেন্দ্র করার জন্য নির্দিষ্ট কোন জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে ? এবং তার প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বুঝতে পারি না, উনাদের সময়ে তারা যদি করে থাকেন তাহলে নিশ্চই জায়গাটা কোথায় হয়েছে উনারা জানেন ! তাকুমাছড়াতে যে জায়গাটা ঠিক করা হয়েছে সেখানে স্বশাসিত জেলা পরিষদের কিছু জায়গা পড়েছে। এর জমির পরিমাণ ৩০০ একর। এর মধ্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের হচ্ছে ৫০ একর। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট জমি দিতে রাজী হয়েছে এবং স্ব-শাসিত জেলা পরিষদও জমি দিতে রাজী হয়েছে।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার ষ্ট্যাটমেন্টে বলেছেন

যে গ্রোথ সেন্টারের জায়গাটা গকুলপুর থেকে সরিয়ে তাক্‌মাছড়াতে করা হবে। তাহলে তার প্রোজেক্ট রিপোর্ট তৈরী হয়েছে কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি যে, এটা ঠিক যে এই তিনটি গ্রোথ সেন্টার করা হবে এবং সেই গ্রোথ সেন্টার করার প্রস্তাব পূর্ববর্তী সরকার করেছিলেন।

একটা হবে মলয়নগরে, দ্বিতীয়টা হবে তাক্‌মাছড়াতে এবং তৃতীয়টা হবে উপ্তা খালি। এই ব্যাপারে প্রোজেক্ট রিপোর্ট এখনও হয় নি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন ত্রিপুরাতে আসেন তখন গ্রোথ সেন্টার করার জন্য এই তিনটি জায়গা নির্দিষ্ট করে দেন। এগুলি আনুমানিক ব্যয় হবে ছয় কোটি টাকা।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী বাদল চৌধুরী।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৩৯। ইণ্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নং ৩৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) গত ১লা জুলাই, ১৯৮৮ ইং থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮ ইং এই তিন মাসে ত্রিপুরা জুটমিলে কত টাকা ওভার টাইম দেওয়া হয়েছে,

২) ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং থেকে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা জুটমিলের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১) ১,৭০,৬৭০,০৬ টাকা।

২) নগদ ক্ষতি—২১৪.৮৭ লক্ষ টাকা।
নীট ক্ষতি—২৭৬.৮৭ লক্ষ টাকা।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৮৮ ইং সালের জুলাই, আগষ্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে ওভারটাইম দেওয়া বাবদ যে টাকা খরচ করা হয়েছিল তার আগের বছর এই তিন মাসে ওভারটাইম বাবদ কত টাকা খরচ করা হয়েছিল, তার হিসাব। দ্বিতীয়তঃ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে ২.৭৬ কোটি গত এক বছরে নীট ক্ষতি পুরণ দিতে হয়েছে, অর্থাৎ প্রতিমাসে ২৪-২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে মিল চালানোর জন্য। এত বড় ক্ষতির কারন কি ? এটা ঠিক কিনা যে, জুট মিল থেকে কিছু লোককে চাকুরী ছাঁটাই করা হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকার জন্য। আমি

তাদের নাম বলছি স্যার— চন্দন ভট্টাচার্য্য, তাকে দিতে হয়েছে ৫৩'৫৮৭ হাজার টাকা। সুশেষ চৌধুরী— তাকে দিতে হয়েছে ৫৩'৫৮৭ হাজার টাকা। লক্ষ্মী কান্ত দেববর্মা, তাকে দিতে হয়েছে ৫৩৮৩৫ হাজার টাকা। সুভাষ দেওয়ান— তাকে দিতে হয়েছে ৩৫'৮২৫ হাজার টাকা। দিলীপ দেববর্মা, তাকে দিতে হয়েছে ৩৬'৬৭ হাজার টাকা। স্বপন মণ্ডল— তাকে দিতে হয়েছে ৩৬'৬৭ হাজার টাকা। এই ৬ জন কর্মচারীকে চাকুরী থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছিল মোট ২,৬৮,৭৩২ টাকা। এই টাকাটা ১'৭৬ কোটি টাকার ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিনা? তারপর নারায়ণ দেবনাথ, তিনি '৭৮ইং সালে চাকুরী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তাকে আবার এনে ৭৭,৭২৫ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। জুট মিলের চেয়ারম্যানের বাড়ীতে অফিস সাজানোর জন্য ৩০ হাজার টাকা, এবং গত দুই মাসে গাড়ীর জন্য ৩০ হাজার টাকা তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এই যে বিরাট ক্ষতি, সে ক্ষতি ১'৭৬ কোটি টাকার অন্তর্ভুক্ত কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে তথ্য দিয়েছেন সেটা ঠিক নহে। জুট মিলের লোকসানের কারণ হচ্ছে, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের অভাবের জন্য, দক্ষ শ্রমিকের অভাব, শ্রমিকদের অতিমাত্রায় অনুপস্থিতির কারণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার পার্টসের অভাবের জন্য এই লোকসান হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বামফ্রন্ট যখন সরকারে ছিলেন, তখন প্রায় ৬ কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ হিসাবে নিয়েছিলেন। বামফ্রন্ট সরকার তখন কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এই টাকাটা এক কালীন মকুব করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এবং তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটা টিমও এখানে পাঠিয়েছিলেন এবং তারা সুপারিশও করেছিলেন এই এক্সাইজ ডিউটি মকুব করার জন্য। এই টাকার জন্য এখন কয়েক লক্ষ টাকা সুদ দিতে হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ঋণটা মকুব করার জন্য প্রস্তাব দিয়েছেন কি না বা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে এই ধরণের কোন আশ্বাস পাওয়া গিয়েছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী মতিলাল সরকার (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এটা আলাদা প্রশ্ন, উনি আলাদা প্রশ্ন করলে নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়া হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, আজকে অভার টাইমের নামে, গাড়ীর নামে, চেয়ারম্যানের বাড়ী ইলেক্ট্রিফিকেশ্যানের নামে সেখানে হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে যার জন্য ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে এবং চুরি, আসামী এই সমস্ত যারা অভিযুক্ত তাদের ঢুকানো হচ্ছে এটা একটা পরিকল্পিত চক্রান্ত, জুট মিল যেখানে সম্ভাবনা প্রচুর এবং এখনও অনেক পোষ্ট খালি পড়ে আছে, এটা বন্ধ করার জন্য সরকার পরিকল্পিত ভাবে চক্রান্ত করছেন কিনা?

শ্রী মতিলাল সরকার (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, সেই তথ্য সঠিক নয়।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় স্পিকার স্যার, জুট মিলের এই ক্ষতি মেটানোর জন্য সরকার কি উদ্যোগ নিয়েছেন, এই যে বিরাট ক্ষতি এসেছে তা মেটানোর জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন ?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এখানে একটা ক্ষতির হিসাব দিচ্ছি প্রতি বছর কিভাবে হয়েছে। স্যার, লোকসান, নগদ, ক্ষতি ১৯৮৫-৮৬তে ১১৮.৯৯ লক্ষ টাকা। ৮৭-৮৮তে ১৯৮.০৪ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮৮-৮৯ সালে হয়েছে ১৭৬.৫৫ লক্ষ টাকা। আপনি কম্পারেটিভ হিসাবটা দেখুন, এটা কমেছে—

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই যে ক্ষতি আমাদের বুঝতে হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ অসত্য ভাষণ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— লেট হিম আনসার ফার্স্ট, প্লিজ ইউ সিট ডাউন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, আমি কোন্ কথা বিশ্বাস করব ? কারণ একটু আগে এই সভার মধ্যে মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন ২ কোটি ৭৬ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ১ কোটি ৯৬ লক্ষ, কোনটা স্বীকার করতে হবে ? দুই মন্ত্রীর মুখে দুই রকম কথা।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) : দুইটাই ঠিক। স্যার, উনাদের বলুন একটু অংক শিখে কথা বলতে সেখানে তিন মাসের কথা।

(গণ্ডগোল)

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সেখানে তিন মাসের কথা বলা হয় নি।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এখানে তিন মাসের কথা বলা হয়েছে এবং সেখানে এক বৎসরের কথা বলা হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— আপনিই বলুন স্যার, একই হাউসে দুই মন্ত্রী দুই রকম কথা বলতে পারেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লিজ সিট ডাউন। আপনারা প্রশ্ন করেছেন, মিনিষ্টার উত্তর দিচ্ছেন। উত্তর সঠিক হচ্ছে কি না হচ্ছে তার ব্যবস্থা অন্যভাবে করবেন।

শ্রী পতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে বলা হয়েছে ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৮৮ ইং থেকে ৩০শে জানুয়ারী, ৮৯ ইং পর্যন্ত জুট মিলের ক্ষতির পরিমাণ আমি নীট দিয়েছিলাম ১৭৬৮৭ কোটি টাকা, ওখানে মুখ্যমন্ত্রী নগদ ক্ষতির পরিমাণ আপটু ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বলা হয়েছে ১৯৮৮-৮৯ ইং। এইটা ডিফারেন্স ত আসবেই। এইটা জানুয়ারী থেকে হয়েছে, আর এইটা হয়েছে আফ্‌টার মার্চ। উনি বলেছেন নগদ ক্ষতি, নীট ক্ষতি বলা হয় নি। নীট ক্ষতি হয়েছে ১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। উনি নগদ ক্ষতির পরিমান বলেছেন, আমি নীট ক্ষতির কথা বলেছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে, যা দেওয়া আছে সেটা ত প্রসিডিংসে যাচ্ছে, প্রসিডিংস থেকে অমিট হচ্ছে না। হোয়াই ইউ আর রেইজিং দি কোয়েশ্চান?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আমি আমার ক্ল্যারিফিকেশানটা দিচ্ছি স্যার। স্যার, এই খানে যেটা বলা হয়েছে, ৩০শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী। তার অর্থ এইখানে ২টা অর্থ বৎসরের হিসাব। আমি আবার পরিষ্কার করে বলছি স্যার, ৩০শে জানুয়ারী থেকে ৩০শে জানুয়ারী। এইখানে ২টা অর্থ বৎসর আছে। ১টা অর্থ বৎসর হচ্ছে ১৯৮৭-৮৮ আর একটা হচ্ছে ৮৮-৮৯। সুতরাং ৮৮-৮৯ নিশ্চয়ই আপনারা দেখেছেন এর আগের সালে ৮৭-৮৮র একটা অংশ আছে। ৮৮-৮৯র আর একটা অংশ। দ্বিতীয় অংশ গিয়ে সেটা থাকে। আপটু ডেইট। (বাদল চৌধুরীকে লক্ষ্য করে) আপনি যেদিন প্রশ্ন করেছেন, সেই তারিখে পর্যান্ত আপটু ডেইট।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে, বিগত ১৯৮১, ১৯৮২ এবং ৮৩ সনের এই যে জুট মিলের ব্যয় হয়েছিল এই টাকা মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে সেখানে নির্বাচনে ব্যয় করেছেন, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার আমি বাজেট ভাষণে সেটা উল্লেখ করেছি যে জুট মিলে ২ হাজারের বেশী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেখানে দৈনিক ৬ টন উৎপাদন হত। তার অর্থ কি? ২ হাজারে ৬ টন করার কথা নয়। এর প্রডাকটিভ ক্যাপাসিটি ছিল ৩৫ টন পার ডে। সুতরাং কেন ৬ টন হল? সুতরাং লোকসানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই লোকসানটার ভার

এখন আমাদের উপর এসেছে। তাদের অপকর্মের ফল আজকে এই সরকারকে বহন করতে হচ্ছে। আজকে সেখানে ১৯ থেকে ২১ টন উৎপাদন করছে। সেটা কেন হবে না? তখন কাউকে কাজ করতে হত না, হয় তাদের অস্ত্র বানাতে হত কোথায় কংগ্রেসীদের খুন করা হবে।

এখানে শিল্পমন্ত্রী আছেন যিনি এই খুনের নায়ক এবং এই সমস্ত জুট মিলে বিভিন্ন জায়গা থেকে সারা রাজ্যে যত সেরা খুনী ছিল তাদেরকে এনে এখানে নিয়োগ পত্র দিয়েছিলেন এবং তারা শুধু খুনের কাজ করত, উৎপাদন করলে দুই হাজারে ছয় টন হতে পারে না। উনি বলুন এর বেশী উৎপাদন হয়েছে কি না? উনি দেখুন এখন উৎপাদন বেড়েছে কি না? তবে এত তাড়াতাড়ি লোকসান কমানো সম্ভব না এবং মাননীয় সদস্য যে কথাটা বলেছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই জুট মিলকে প্রয়োগ করার ফলেই এইটা হয়েছে। বর্তমান সরকার চায় এইটাকে একটা ইণ্ডাষ্ট্রি হিসাবে গড়ে তুলে লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ফেব্রুয়ারী মাসে গড়ে কত টন ডেইলী উৎপাদন হয়েছে?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— আপনি আলাদা প্রশ্ন করুন নিশ্চই জবাব দেব। তবে আমি বলেছি ১৯ থেকে ২১ টন গড়ে উৎপাদন হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৮।

শ্রী মতিলাল সাহা (বাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পর্ষদগুলি স্থানীয় সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ প্রাপ্ত শিল্পোদ্যোগীদের উৎপাদিত মাল ক্রয় না করিয়া অন্য প্রদেশের উৎপাদিত মাল ক্রয় করিতেছেন এবং এর ফলে স্থানীয় সংস্থাগুলি আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িতেছে?

উত্তর

২। সত্য নহে, প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী দীপক নাগ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিভিন্ন ক্ষুদ্র শিল্পী যারা আছেন তারা শিল্প দপ্তর থেকে আর্থিক

সাহায্য নিয়ে, ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে বিভিন্ন মাল তৈরী করার পর বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে বিশেষ করে স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশানের মাধ্যমে যে-সমস্ত প্রতিষ্ঠান সরকারী বা আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাল সাপ্লাই করছে, বিভিন্ন সরকারী দপ্তরগুলিতে সরকারের সুনির্দিষ্ট আদেশ থাকা সত্বেও, সেই মাল অন্যত্র থেকে আনা হচ্ছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা দেখছি ইতিপূর্বে বিগত সরকার তরফ একটা সিদ্ধান্ত ওনারা নিয়েছেন এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ওনারা বলেছেন, এই রাজ্যের যে সমস্ত শিল্প সংস্থায় যে-সমস্ত জিনিস উৎপাদন করেন রাজ্য সরকারের প্রয়োজনে সেগুলি সেখান থেকে ক্রয় করা হবে, এই ব্যবস্থা ছিল কিন্তু সে ব্যবস্থা কার্যতঃ পালন করা হয়নি এবং পালন করা হয়নি বলেই বহু ইণ্ডাষ্ট্রি এখান থেকে প্রায় উঠে গিয়েছিল। আমি একটা ইণ্ডাষ্ট্রির খবর বলতে পারি-কুমারঘাট সেখানে একটা কনডাকটার ইণ্ডাষ্ট্রিজ ছিল এবং এ,সি,সি, থেকে টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এবং শিল্প দপ্তর থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু একটা মালও, যদিও এই রাজ্যের বাইরে থেকে কনডাকটার কেনা হত, প্রতি বছর, একটা মালও তাদের থেকে কিনে নি।

যারফলে সেই ইণ্ডাষ্ট্রির প্রায় লাল বাতি জ্বলে গিয়েছিল। আমরা সরকারে পর আমার নির্দেশ দিয়েছি যেসমস্ত জিনিষ এখানে প্রস্তুত হয় সেগুলি যাতে সাবজেক্ট টু কোয়ালিটি কনট্রোল এখান থেকে কেনা হয়। এখন পর্যন্ত সে পদ্ধতি চলছে। কোথায়ও এই নিয়ম ভাঙ্গা হয়নি। যদি কোথায়ও সেটার কোন ব্যাতিক্রম হয়ে থাকে তাহলে আমাদের জানালে নিশ্চয়ই আমরা দেখব।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, ত্রিপুরায় উৎপাদিত এসব জিনিষের জন্য বাহিরে বাজার সৃষ্টি করার কোন উদ্যোগ নেওয়া হবে কিনা, যদি নেওয়া হয় তাহলে কবে নাগাদ এই উদ্যোগ কার্য্যকরী হবে বলে আমরা আশা করতে পারি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় উৎপাদিত জিনিষ যাতে বহিঃ রাজ্যে এমনকি বহিঃ বাণিজ্যের আওতায় যেতে পারে তারজন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী প্রিয়রঞ্জন দাস মুন্সির সঙ্গে আলাপ করেছি এবং তার দপ্তর থেকে একটা আকশন প্ল্যানও দিয়েছে, এখন সেটা রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী নকুল দাস :— (রাজনগর) :— সাপ্লিমেণ্টারি স্যার, বামফ্রণ্ট সরকার ১০ পার্সেণ্ট প্রাইস বাড়িয়ে দিয়ে এ সমস্ত সংস্থার কাছ থেকে মাল কেনার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছিলেন এবং যুবকদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের তৈরী মাল কিনে বিভিন্ন দপ্তরে বিক্রীর জন্য টি.এস.আই.সি.র মাধ্যমে ব্যবস্থা করে-

ছিলেন। কিন্তু আজকে আমরা দেখিছে যে, এই টি.এস.আই.সি.র ১ লক্ষ টাকা পাওনা, ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যাংকের কাছে দেনা এবং সরকারী উদ্যোগে যেসব জিনিষ এণ্টারপ্রেনিউর্যারদের কাছ থেকে কেনা হচ্ছে, সেসব জিনিসের দাম এণ্টারপ্রেনিউয়ারদের দেওয়া হচ্ছেনা, এজন্য সমস্ত এণ্টারপ্রেনিউযারদের কাজকর্ম লাটে উঠছে। এসব তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না? যদি জানা না থাকে তাহলে খোঁজ করে দেখবেন কিনা যাতে এণ্টারপ্রেনিউয়াররা ঠিকমত কাজ করতে পারেন, জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এটা আলদা প্রশ্ন তবুও আমি তথ্য দিচ্ছি যে এই টি.এস. আই.সি. কেন তখন করা হয়েছিল? টি.এস.আই.সি. করা হযেছিল বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন যেসব শিল্প আছে তাদেরকে কাঁচা মাল সরবরাহ করার জন্য এবং তাদেরমাল বাজারে বিক্রীর ব্যবস্থা করার জন্য। কিন্তু বামফ্রণ্ট সরকার কিভাবে এই টি.এস.আই.সি. কে ব্যবহার করেছে তার একটা তথ্য আমি দিচ্ছি স্যার। ওরা মদের কারখানা করেছে, ইটের ভাট্টা করেছে কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয় যে, যেদিন আমরা সরকারে এসেছি তারপরে আমরা এই টি.এস.আই.সি.র চেয়ারম্যান নিয়োগ করেছি। এই চেয়ারম্যান নিয়োগ করার পর দেখা গেল টি.এস.আই.সি.র কোনহিসাব নাই। মাননীয় সদস্য এটা সত্য কথা বলেছেন যে, এই টি.এস.আই.সি. কিছু কিছু জিনিষ কিনেছে এখানকার যারা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প পরিচালনা করে তাদের কাছ থেকে এবং তার জন্য টাকাও নিয়েছে কিন্তু সে টাকার কোন হিসাব নাই। আজকে বহু কষ্টে এই টি.এস.আই.সি চালানো হচ্ছে যেহেতু আমরা বলেছি যে, এই টি.এস.আই.সি কাঁচা মাল সরবরাহ করবে, উৎপাদিত মাল কিনবে এবং এই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে চালুও রাখবে।

এই টি, এস, আই, সি, কে আমরা নতুন করে চালাচ্ছি। যেটা হচ্ছে কাঁচামাল শিল্পের কাঁচা-মাল সরবরাহ করবে এবং উৎপদিত শিল্প দ্রব্যাদিকে বাজারজাত করার ব্যবস্থা করবে। কিন্তু যেহেতু কিছু অর্ডার আগে থেকে নিয়েছেন, সমস্ত লেনদেন ঠিক করার জন্য এই বৎসর চালু করা হয়েছে। আগামী বৎসর থেকে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। স্যার, আমরা বলেছি যে, এইটাকে অডিট করার জন্য। কিন্তু অডিট কি করবে? কোথাও কোন কাগজপত্র পাওয়া যাচ্ছে না, ক্যাশবুক নেই কিছু চৌথা পাওয়া গেছে এখানে ওখানে, -এর দ্বারা এতবড় একটা বিরাট হিসাব চলতে পারেনা। এখানে মাননীয় প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী রয়েছেন, তিনি বলতে পারেন সে সমস্ত হিসেবটা কোথায় গেল? তবে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে সে হিসাবগুলি বের করার জন্য।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে, টি, এস, আই, সি, ৪৫ লক্ষ টাকার ব্যাংক ঋণ নিয়েছিল সেটা অদ্য পর্য্যন্ত পরিশোধ না করায় সুদেমূলে ১ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা দেনা হয়েছে, এইটা সত্য কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এইটা সত্য।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এইটা জানাবেন কি না যে, টি, এস, আই, সি,র হিসাব নাই ? এইটা অত্যন্ত মারাত্মক ব্যাপার। একটা করপোরেশন তার যদি হিসাবের কাগজ-পত্র না থাকে এর চাইতে তো অন্য কোন বড় জালযাতি বা দুর্নীতি থাকতে পারে না। এইখানে একাউন্টস মেনটেইন করার জন্য একটা একাউন্টস সেকসান রয়েছে এবং সেই অনুসারে একাউন্টস রাখা হয় এবং অডিট ইত্যাদি হয়। তাছাড়া বিধানসভায় একটি পাবলিক একাউন্টাস কমিটি রয়েছে, তারাও সেটা দেখেন। কাজেই এই একাউন্টস সেকসানে যারা অফিসার রয়েছেন তারা কেন একাউন্টস রাখলেন না এবং এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা বা তাদের ছাটাই ইত্যাদি করা হয়েছে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? আর যদি তাদের ছাটাই বা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন সেটা অসত্য কি না ? কোনটা ঠিক তা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, উনারা তো বলেন যে, আমাদের যেভাবে তারা কাজ করতে বলেছেন আমরা সেইভাবে কাজ করেছি। এখন প্রশ্নটা হচ্ছে একটা একাউন্টস্ সম্পর্কে যদি ব্যবস্থা নিতে হয় তাহলে তার অডিট ইত্যাদি করতে হয়। কিন্তু যাদের উপর অডিট ইত্যাদির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, এই সব হিসাব ঠিক করার জন্য যাদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তারা যদি কাগজ-পত্র না পান কিসের ভিত্তিতে তারা সেটা করবেন ? এখন নিশ্চয় আমাদের অন্য ব্যবস্থা নিতে হবে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এইটা আমরা মনে করি ঠিকই, এইটা একটা জঘন্য অপরাধ এবং তার বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু এই বিচারটা কিভাবে করা হবে, তার হিসাবটা কোথায় ? কাগজপত্র নাই, ক্যাশ বুক নাই, কিসের ভিত্তিতে অডিট হবে ? এখন সেখানে যে-সমস্ত কর্মচারী রয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে তো এইভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। উনারা যদি বলেন যে, আমাদের এভাবে কাজ করতে বলা হয়নি। সুতরাং যদি তারা বলেন এই কথা তাহলে আমাদের কি করার আছে ? তার জন্য তো পথ বের করতে হবে এবং তার ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১২৮।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মি: স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১২৮।

প্রশ্ন নং ১) বিলোনীয়া মহকুমার শান্তির বাজারে খাদ্দেশ্বরী চিনির কলটি চালু আছে কি না, ?

উত্তর :— না, চালু নাই।

প্রশ্ন নং (২) না থাকিলে চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

উত্তর :— চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই।

প্রশ্ন নং (৩) থাকিলে কবে নাগাদ কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী অমল মল্লিক : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে, ১৯৭৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পের উন্নতি করার লক্ষ্যে এইখানে চিনির কল করা হয়েছিল। এবং সম্পূর্ণ পরিচালন ব্যবস্থার অব্যবস্থার জন্য সেই চিনির কল এখন ধ্বংসের পথে। সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটা সত্য যে, ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে এই চিনির কলটি তৎকালীন কংগ্রেস সরকার স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বামফ্রণ্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিগত ৬.৬.৮৩ইং তারিখে উক্ত চিনির কলটি বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শ্রী গৌরীশংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কলটি বিক্রয় হয়ে গেছে আমরা শুনেছি। এবং সম্ভবত কেরেলার কোন একটি কোম্পানীর কাছে। কিন্তু কলটি বিক্রয় হলেও ঘরটি এখনও আছে। বিরাট ঘর। ঘরটি টেক্সটাইল কাজে ব্যবহার করা হবে কিনা বা এরকম কোন পরিকল্পনা সরকারের কাছে আছে কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : -- মাননীয় স্পীকার স্যার, কারখানার মেশিনপত্র বিক্রয় করার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। জায়গা ও ঘরগুলি ত্রিপুরা তাঁত ও হস্ত শিল্প নিগমকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় জানাবেন কিনা যে, এই শিল্পকে এই চিনির বলকে ঘিরে বিলোনীয়ার আখ চাষীরা ব্যাঙ্ক থেকে লোন পেয়েছিলেন। কলটি বন্ধ থাকার ফলে কৃষকরা যে সাবসিডি পাওয়ার কথা ছিল তা থেকে তারা বঞ্চিত হলেন এবং ব্যাঙ্ক লোনের টাকা তাঁহারা ফেরত দিতে পারছেন না। এখন তাহারা ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ রয়েছে। ইহার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নিবেন কিনা এটা মন্ত্রী মহোদয় জনাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— এটা অত্যন্ত সত্য কথা স্যার, আমাদের সরকার দেখছেন যে এই ব্যাপারে কি করা যায়।

শ্রী অমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, পুনরায় এই চিনির কল চালু করে আখ চাষীদের উৎসাহিত করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত সরকার এটাকে একটা এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, এটাকে পুনরায় চালু করার সম্ভাবনা কম। তবুও আমরা চিন্তা ভাবনা করে দেখছি যে, পুনরায় এটিকে চালু করার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৬।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পিকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৮৬।

প্রশ্ন

১। বর্তমানে ন্যায্য মূল্যের দোকানে ও খোলা বাজারে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার রাজ্যের কৃষি মজুর, জুমিয়া, ভূমিহীন ও গরীব কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকীতে রেশনের চাল সরবরাহের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন কিনা, এবং

২। রাজ্যের এ, ডি, সি, এরিয়ায় পুনরায় ডাবল রেশন ব্যবস্থা চালু করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে এই রকম কোন পরিকল্পনা এই সরকারের কাছে নেই।

২। ডুম্বুর নগর ব্লক-এ ডবল রেশন ব্যবস্থা চালু আছে। এবং ১লা মার্চ থেকে অন্য এ,ডি,সি, এলাকাগুলিতেও দেড় গুণ হারে ভর্তুকিতে রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে।

শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি বিগত বামফ্রন্ট সরকার এ,ডি,সি, এলাকাগুলি ছাড়াও দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে অভাবী মানুষদের সাহায্য করার জন্য ডবল রেশন ব্যবস্থা চালু করেছিলেন। তবে কেন এই অভাবের সময় বর্তমান সরকার এগিয়ে আসছেন না বা তাদের রক্ষা করতে পারছেন না ? বাঁধাটা কোথায় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যখন খাদ্য সংকট থাকে তখন আমরা এ.ডি.সি, এলাকাগুলিতে ডাবল রেশন ব্যবস্থা চালু করি। এবং আগে আমরা সেটা করেও ছিলাম। এখন যদিও খাদ্য সংকট নেই তবুও আমরা দেড়গুণ ভর্তুকিতে এ,ডি,সি, এলাকাগুলিতে রেশন ব্যবস্থা চালু রেখেছি গত ১লা মার্চ থেকে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা অবগত আছেন কি যে, পাহাড় অঞ্চলে রেশন সপ থেকে ১ কে, জি, করে গম দেওয়া হচ্ছে, অথচ মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে দেড় কে, জি, করে দেওয়া হচ্ছে, এটা আপনি সঠিক ভাবে তদন্ত করে দেখবেন কি ? আর, দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে বামফ্রন্টের আমলে এফ, সি, আই, কর্তৃক রাজ্য সরকারকে যে চাউল সরবরাহ করা হয়েছে, সেগুলিকে টেক্‌নিক্যাল টীম মনুষ্য অনুপোযোগী বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং আমরা জানি যে, সেগুলি অকুমবুতিনগর গোদামেই পড়ে রয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই নীচু মানের চাউলকে গ্রামাঞ্চলের রেশন সপগুলিতে ভোক্তাদের জন্য পাঠানো হয়েছে, ফলে সেই চাউল খেয়ে রাজ্যে গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষদের মধ্যে আন্ত্রিক রোগ সংক্রমিত হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে, রাজ্যের দুর্গম অঞ্চলের রেশন সপে যদি চাউল বা গমের কোন অভাব দেখা দেয়, তাহলে সরাসরি আপনারা আমাদের সংঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, আর তাহলে আমরা আরও নিশ্চিত ভাবে সেই রেশন সপের যোগান দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারব। আর আপনার দ্বিতীয় যে প্রশ্ন সেটা যেহেতু এখনকার প্রশ্নের সংঙ্গে রিলেটেড নয়, আলাদা করে প্রশ্ন করলে, আমি নিশ্চয় তার উত্তর দেব।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সরকার রেশন সপগুলিতে তিন রকমের চাউল সরবরাহ করে থাকেন, যেমন কমন রাইস, ফাইন রাইস এবং সুপার ফাইন রাইস, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যে গরীব মানুষ থাকে, তারা অনেক সময় টাকা পয়সার জন্য কমন রাইসও রেশন সপ থেকে তুলতে পারেন না, ফাইন রাইস অথবা সুপার ফাইন রাইস তো দূরের কথা। কাজেই গ্রামাঞ্চলের গরীব মানুষেরা যাতে নির্দিষ্ট দামে অন্তত: কমন রাইসটা সব সময়ে রেশন সপের মাধ্যমে পেতে পারে, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে প্রশ্নটা রেখেছেন, তা রিলেটেড না হলেও আমরা তার প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রী বাদল চৌধুরী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনুষ্য অনুপযোগী যে চাউল গোডাউনে পড়ে আছে, জানা গেছে যে এ সমস্ত চাউল কিছু চাউলকলের মালিক এবং অন্যান্যরা মজুত করে রেখেছে, সরকার থেকে তাদেরকে চাউল মজুত করার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- স্যার, উনি এখন যে প্রশ্নটা রেখেছেন তার সংঙ্গে আগের প্রশ্নটার মিল নেই। স্যার, আমি জানি যে কিছুদিন আগে এফ, সি, আই, আমাদের এখানে খারাপ চাউল পাঠিয়েছিল, আমরা সেই চাউল রিসিভ করিনি, ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপর, এখন পর্য্যন্ত আমরা কোন রকম খারাপ চাউল পাইনি। আমরা বলে দিয়েছি যে খারাপ চাউল দিলে আমরা সেটা রিসিভ করব না। কাজেই কোয়ালিটি সম্পর্কে আমাদের কোন বিন্দু মাত্র সন্দেহ নাই, কারণ এটা আমদের সঙ্গে এফ, সি, আইর কন্ট্রাকট। তবে মাননীয় সদস্য এখানে যেটা বলছেন, সেটা বোধ করি রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যই বলছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) :— মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী জানাবেন কি যে গোডাউনে যে সব মনুষ্য অনুপযোগী চাউল আছে, সেটা কি এখনও গোডাউনেই আছে না বাইরে চলে গেছে ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে আমরা সরকারে আসার পর এখন পর্যন্ত কোন খারাপ চাউল রিসিভ করিনি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, যে স্টকটা কেন্দ্রীয় গোডাউনে ছিল, ইন্দ্রনগরে, সেই স্টকের অবস্থাটা কি ? সেটা কি বিক্রী হয়ে গেছে ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে, এই ধরণের খারাপ চাউল সরকার রিসিভ করেন নি। কাজেই টকের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে স্টকটার কথা বলছি সেখানে কয়েক হাজার মেট্রিক টন চাউল আছে। সেই টকটা কোথায় গেল?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন খারাপ চাউল রাজ্য সরকার রিসিভ করে নি। এটা আপনাদের আমলে হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী গোপালচন্দ্র দাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩১৭। ফুড অ্যাণ্ড সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৩১৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য বর্তমানে রাজ্যের রেশনসপগুলি হইতে প্রায়ই ভোক্তা সাধারণকে নিম্নমানের চাউল সরবরাহ করা হইতেছে?	১) সত্য নহে।
২) সত্য হলে তার কারণ?	২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) রাজ্যের খাদ্য দপ্তর এ.ফ.সি. আই, থেকে চাল গ্রহণের সময় যথোপযুক্ত ভাবে পরীক্ষা করে দেখেন কি না?	৩) হাঁ।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নিম্নমানের চাউল সরকার সরবরাহ করেন নি। আমি আপনার মাধ্যমে এই স্যাম্পলটা দিতে চাই। কারণ এই ধরণের

চাউল ম্যাজ্যের রেশনসপ গুলিতে সরবরাহ করা হচ্ছে। উদয়পুরে এস ডি.ও.র কাছেও দিয়েছিলাম। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরীক্ষা করে দেখবেন কি না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এই চাউলটা কোথা থেকে এনেছেন তার কোন প্রমাণ আছে কিনা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা কালেক্ট করতে পারেন। আমি প্রয়োজন হলেই আপনাদের কাছ থেকে চেয়ে নেব।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য বলছি, আপনারা স্যাম্পল কালেকশান করতে পারেন, স্পীকারের নিকট আবেদন করতে পারেন। স্পীকার যদি প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আপনাদের কাছ থেকে নেবেন। আপনারা বসুন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করছি, তিনি কোন রেশন সপ থেকে এটা এনেছেন এবং কত তারিখে এনেছেন, দয়া করে যদি বলেন তাহলে আমি দপ্তর থেকে অফিসার পাঠিয়ে তদন্ত করে দেখব।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস :- স্যার, আমি ২০.২.৮৯ ইং তারিখে হদ্রা রেশন সপ থেকে এই স্যাম্পল কালেকশান করেছি এবং উদয়পুরের এস.ডি.ও. মহোদয়কেও আমি এই অভিযোগ জানিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্ন-বিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তর-পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। (ANNEXURES—"A" & "B") ,

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ একটি নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর পেয়েছি। আমি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর

গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য।

শ্রী বাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :— স্যার, আমার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো—"দোকান করার বিকল্প ব্যবস্থা না করে আগরতলা শহরের বুকে যে-সমস্ত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী খাস জায়গায় দোকান করছেন, তাদের চৈত্র মাসের মধ্যে ব্যাপক ভাবে উচ্ছেদ করার নোটিশ সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন। আজ অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই নোটিশটির জবাব ৬-৪-৮৯ইং তারিখ দেব।

মিঃ স্পীকার :—আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি গুরুত্ব অনুসারে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারী চত্তর পৌষ মেলায় আসার পথে ও যাওয়ার পথে মেলা কমিটির অব্যবস্থার জন্য তিন জনের জলে ডুবে মৃত্যু হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীর বর্মন রঞ্জন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি এই নোটিশের জবাব ৫-৪-৮৯ইং তারিখে দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী গোপাল দাস।

শ্রী গোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়বস্তু হলো :— "গত ১৫ই ফেব্রুয়ারী" ৮৯ইং বাংলায় জনৈক ছাত্র সুশীল দাস সহ ২ জনের 'রক্ত জয়ন্তী' বাস দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীর রঞ্জনবর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত এই নোটিশটির জবাব আমি ৫-৪-৮৯ইং তারিখ দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আজ আমি মাননীয় সদস্য শ্রী কেশব মজুমদার মহাশয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের আমি অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ৯-১-৮৯ইং বিল্লা থানার অধীনে মনিথাং বাড়ীর শীঘ্র বাহাদুর মজুমদার ১৬ বছরের মেয়ে বেশনবালা মজুমদারকে পাশবিক অত্যাচারের ঘটনা সম্পর্কে'।

মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই নোটিশটির উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করেছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রী সমীর রঞ্জনবর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত এই নোটিশটির জবাব আমি ৬ ৪.৮৯ইং তারিখ দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

'গত ১৪ই ও ২১শে জানুয়ারী, ১৯৮৯ইং সদর মহকুমার জিরানীয়া ব্লকে চাম্পাবাড়ী পঞ্চায়েতে গঙ্গাশ্বরী করবং ও বিশুলক্ষ্মী করবং একই পরিবারের দুই জনের কাজ ও খাদ্যের অভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা সম্পর্কে'।

GENERL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1989-90

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ— স্যার মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির জবাব আমি ৫.৪.৮৯ইং তারিখ দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্মা মহাশয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে নোটিশটির উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো ঃ—

'গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যের দুইটি প্রধান হাসপাতাল জি. বি. এবং ভি. এম. হাসপাতালে ডাক্তারদের ধর্মঘট সম্পর্কে'।

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী কাশীরাম রিয়াং (মন্ত্রী) ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টিআকর্ষণী নোটিশটির জবাব আমি ৫.৪.৮৯ইং তারিখ দেব।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1989-90

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো ঃ— '১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা (জেনারেল ডিস্কাশন্ অন্ দি বাজেট এষ্টিমেটস ফর দি ইয়ার ১৯৮৯-৯০ইং'। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করবো আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাঁদের বক্তব্য ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন। আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে-সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমাকে দেবার জন্য।

আমি এখন বিরোধী দল নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি সময়সীমাটা বলে দিচ্ছি ১৩৫ মিনিট, আর ১০০ মিনিট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :- মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ১৭ই মার্চ এই হাউসে মাননীয় রাজ্যপাল কে,ভি, কৃষ্ণ রাও এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার যে টি, এন, ভির গণহত্যার বিভীষিকার কথা উল্লেখ করেছেন তাদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি যারা খুনী টি, এন, ভির হাতে প্রাণ দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করছি, সেই ভদ্রলোক এখন কোথায় যিনি আসাম রাইফেলস্ প্যারেড গ্রাউণ্ডে নির্বাচনের ৪-৫ দিন আগে বলেছিলেন যে, এই টি, এন, ভি, শ্রী দশরথ বাবু এবং নৃপেনবাবুর চক্রান্তে সৃষ্টি হয়েছে ? সেই ভদ্রলোক এখন কোথায় ? যার কাছে টি, এন, ভি, নেতা বিজয় রাংখল চিঠি দিয়েছিলেন, আমরা আত্মসমর্পন করতে চাই, আমাদের দুটো মাত্র দাবী, আমরা স্বাধীন ত্রিপুরার দাবী ছেড়ে দিয়েছি। একটি দাবী হল, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির রাজ্য মন্ত্রী সভাকে বাতিল করতে হবে, আর একটি আমরা যুদ্ধ বিরতি চাই। আমাদের যাতে সেনাবাহিনী বা সমস্ত পুলিশগুলি করে হত্যা না করে। আমি খবরের কাগজে দেখলাম, চেয়ারম্যান বিজয় রাংখল তিনি দিল্লীতে গিয়ে অভিযোগ করেছেন যে, আমাদের আরও ৫ হাজার টি, এন; ভি, আছে যে টি, এন, ভিরা আত্মসমর্পন করেছেন তাদের সংখ্যা ৪ শতেরও কিছু কম। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে, তাদের লিষ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই ৫ হাজার টি, এন, ভির লিষ্ট তিনি সংগ্রহ করুন। আমরা দেখতে চাই তারা কারা ? মাননীয় স্পীকার স্যার, টি, এন, ভির হাতে খুন হয়েছে মাননীয় রাজ্যপালের হিসাব মত ৪৭৫। এই টি, এন, ভির হাতে খুন হয়েছে সেই হিসাব মত ৮৭ সনে ৭৪ জন, খুন কমে আসছিল। হঠাৎ জানুয়ারী মাসে ১৯৮৮ সনের সেই খুন বেড়ে ৮৭টায় দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে জানুয়ারী মাসে নির্বাচনের ১০ দিন আগে, কারণ এই খুন না হলে আরমি আনা যায় না, উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করা যায়না, যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সেই চুক্তির শর্ত পালন করা যায়না। তোমরা এই সরকারকে হঠাও, তোমাদের এই শর্ত আমরা মেনে নেব। তাই হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে-সমস্ত টি, এন, ভি, আত্মসমর্পন করেছে, যে ৫ হাজার টি, এন, ভি এখনও আত্মসমর্পন করে নাই তারা কারা ? আকাশ থেকে পড়েছে ? টি, ইউ, জে, এসের চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করুন না তারা কারা ? আকাশ থেকে পড়েনি। তারা প্রত্যেকে টি, ইউ, জে, এসের কর্মী ছিল, সমর্থক ছিল। ওরা টি, এন, ভিকে ডেকে এনেছে, রাস্তা রোকো করেছে, দিল্লীতে টেলিগ্রাম করছে রাষ্ট্রপতির শাসন চাই, উপদ্রুত অঞ্চল ঘোষণা কর, আরমি নামাও। আজকে ওরা বলছেন যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জন্য যে বিজয় রাংখলের টি, এন, ভি, দলে ভর্তি হওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, বাংলাদেশে যাওয়ার লোক পাওয়া যাচ্ছিল না, সেখান থেকে লোক চলে আসছিল পালিয়ে।

সেই বিজয় বাংগলকে রক্ষা করা হয়েছে, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জন্য যে, ত্রিপুরার জাতী উপজাতির লোকের মধ্যে ৮০ সাল থেকে একটা মাত্র কাজ আমরা বামফ্রন্ট সরকার করেছি সেটা হচ্ছে জাতী-উপজাতির মধ্যে ঐক্য রক্ষা করা এবং এই ঐক্য রক্ষা করতে পেরেছি বলেই আমরা কিছু কাজ করতে পেরেছি। কেউ যেতে পারত না। কত কন্ট্রাক্টার, কর্মচারী, অফিসার খুন হয়েছে ওদের হাতে, পি, ডবলিও, ডির কর্মীরা খুন হয়েছে, শিক্ষকরা যেতে পারত না। এই সন্ত্রাসের মধ্যে যারা কাজ করেছে তাদের বীরত্বের তুলনা হয় না! স্যার, এইটা শুধু ত্রিপুরার পক্ষেই ঘটছে তা নয়, কেন্দ্রীয় সরকার খালিস্থান আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলন সৃষ্টি করেছেন। যেখানে কংগ্রেস (ই)-র সরকার নাই সেই সার পাশ্চিমবঙ্গের সরকারই হোক, যে সরকারই হোক সেই সমস্ত সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্য টি.এন.ভি. ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদীর দল সৃষ্টি করেছেন। তাদের যত জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব কমছে তত তারা এই পথ নিতে বাধ্য হচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করি এই খালিস্থানীরা কারা? আমাদের বলার দল তোমরা টি, এন, ভি. দমন করতে পার না। দিল্লী থেকে পাঞ্জাব কত দূর? খুন বাড়ছে না কমছে? যদি ইচ্ছা করে জিইয়ে রাখা হয় তো দমন করার ক্ষমতা কারও নাই? যদি পলিটিক্যাল ইচ্ছা না থাকে দমন করার তাহলে দমন করার ক্ষমতা কারও নাই। জিজ্ঞাসা করুণ ঐ লালডাঙ্গাকে, তিনি বলেছেন, বিগেডিয়ার সাইলয়ের সাইলোর সরকারকে মুছে ফেলার জন্য আমাকে ব্যবহার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করুণ নাগাল্যাণ্ডের লোককে, এন, এস, বি, এমকে ব্যবহার করা হয়েছে জামিরকে জিতানোর জন্য। আজকে যে ঘটনাটা ঘটছে আসামে দুঃখজনক, একদিকে বরোদের আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। স্বাধীন বরোল্যাণ্ড হয় না, আপোষ আলোচনায় বসতে হবে, আমরা তাদের আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন করি। যখন তারা আসামের মধ্যে একটা আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন দাবী করে এবং আদায় করতে পারেনি, আমরা তাদের পক্ষে আছি। স্যার, ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মাত্র রাজ্য আছে যেখানে শতকরা ৭০ জন অউপজাতী, বিশেষ করে বাঙ্গালী এবং যেখানে শতকরা ২৯ জন ট্রাইবেল, আর একটা রাজ্যও দেখতে পাবেন না যেখানে ৬ষ্ঠ তপশীল স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করতে পেরেছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ৫ কোটি ২০ লক্ষ ট্রাইবেল গত সেনসাস রিপোর্ট অনুসারে নাগাল্যাণ্ডে না, মেঘালয়ে না, সেটা ট্রাইবেলের রাজ্য। কিন্তু একটা বাঙ্গালীর রাজ্যে সেই জায়গায় কত খানি গণতান্ত্রিক চেতনা থাকলে একবাক্যে একটা বিধানসভার মধ্যে একটা পোশ হয়ে যায় কংগ্রেস বিরোধীতা করেছে, শেষ পর্যন্ত বিরোধীতা করেছে। আমরা বাঙ্গালীতো বিরোধীতা করেছেই। কংগ্রেস ও "আমরা বাঙ্গালী" একসঙ্গে কাজ করেছে যাতে ট্রাইবেলরা স্ব-শাসনের সুযোগ না পায়। তাদের ভাষা, সংস্কৃতি রক্ষা করার সুযোগ যাতে তারা না পায়। তবু ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা সে সুযোগ দিতে পেরেছি। রাজীব গান্ধী বুঝতে পেরেছিলেন টি,এন,ভি, দিয়ে এসব হবে না। লাল ঝাণ্ডা রক্ষার ক্ষমতা আজকেও নাই। লাল ঝাণ্ডার ক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। ওরা যেটা চাইছেন

সেটা হচ্ছে কোথাও ভয়েস অব্ ডিসেন্ট রাখবনা। তাই এই কংগ্রেস ও টি,ইউ,জে,এস, মিউনিসিপালিটি ভেঙ্গে দিয়েছে, পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়েছে। আবার এ,ডি,সি, ভাঙ্গার চেষ্টা করছে একটা তদন্ত কমিশন বসিয়ে। আজকে আমরা দেখছি কো-অপরেটিভগুলি ভেঙ্গে দিয়েছে, বি,ডি,সি, ভেঙ্গে দিয়েছে, একমাত্র আছে এই বিধানসভা। তারা চাইছে ভয়েস অব্ ডিসেন্ট থাকতে পারবেনা, তাদের দেখে নেব। তার অস্তিত্ব স্বীকৃত, তার পতাকা স্বীকৃত, তার প্রতিনিধি পাঠাবার অধিকার স্বীকৃত মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কেবিনেটের কোন দরকার হয় না। ৭০৪টা পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে একটা নোটিফিকেশান করে এর কোন আইনের অস্তিত্ব নাই তবু বলছে, আমরা করেছি। ওটা কি পুতুল খেলা ? এভাবে পঞ্চায়েত ভেঙ্গেছে, কো-অপারেটিভগুলি ভেঙ্গেছে। কোন গণতান্ত্রিক চেতনা থাকলে কোন মানুষ এই ধরণের সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই পথ তারা নিয়েছে। এই পথ গভার্ণরের দিক থেকেও। মাননীয় গভার্ণরের বক্তৃতা যদি কেউ পড়ে থাকেন তাহলে দেখবেন যে গভার্ণর কি বলেছেন। গভার্ণর বলেছেন to establish rule of law. Governor বলেছেন আমরা ইচ্ছা rule of law প্রতিষ্ঠা করার।

কেন বলেছেন ? উনি বীরচন্দ্র মনু যান নাই, সেখানে গিয়ে দেখেন নাই রুলস্ অব্ ল। ষড়যন্ত্র করে ১১ জন কমিউনিষ্ট পার্টির নেতাকে, কর্মীকে খুন করা হলো পুলিশ দিয়ে। খুন করা হলো কি— তাদের ডেড বডি দেওয়া হলো না। কারণ ধড় থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। এ, ডি, সি, মেম্বার এবং স্ত্রীকে দেখতে দেওয়া হলো না, পুড়িয়ে দেওয়া হলো সমস্ত কিছু— রুলস অব্ ল। যারা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন তাদের গ্রেপ্তার করা হলো. ১৫ জনকে ওয়ারেন্ট করা হয়েছে যারা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী ছিলেন—রুলস্ অব্ ল। ১৩ জন লোককে খুন করা হলো আর যারা তার প্রত্যক্ষদর্শী তারা সাক্ষ্য দিতে পারবে না, তাদের গ্রেপ্তার করা হবে— দিস ইজ্ রুলস্ অব্ ল। ওদের থানায় এনে লক্ আপ্ করে রেখে দিয়েছে। দিস্ ইজ্ রুলস্ অব্ ল।

এই খুনের ব্যাপারে পার্লামেন্ট বিরোধী দলের এম, পি, রা কাঁপিয়ে দিয়েছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর বাড়ি পর্য্যন্ত ত'ারা কাঁপিয়ে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের সব রাজ্য বুঝতে পেরেছেন যে, স্বাধীনতা লাভের ৪২ বছরের মধ্যে এই ধরণের রাজনৈতিক গণহত্যা এই প্রথম, আর হয় নাই। দিস ইজ রুলস্ অব্ ল ?

আমি এই কথাই তাদের বলেছি যে, এইটা বোমারিং করবে, গণতন্ত্র যদি না থাকে সংবিধান যদি না থাকে, নাগরিক অধিকার যদি না থাকে আপনিও বাঁচবেন না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনিও বাঁচবেন না।

কি হয়েছে ? বিলোনীয়াতে মতি ভট্টাচার্য্য খুন হলো। এইখানে খোকন ভৌমিক-ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, তাকে গুম করা হলো। মারপিট করা হলো। আর সেখানে পুলিশকে ন্যাক্কারজনক-ভাবে ব্যবহার করা হয়েছে এইটাকে ঢাকবার জন্যে। তারপর আগরতলা শহরে কি হচ্ছে ? তাদের গুলিও চালাতে হচ্ছে। এমন দিন যায় না যে তাদের রাস্তায় নামতে হয় না। শুধু আগরতলায় কেন সমস্ত জায়গায় এইটা হচ্ছে। গণতন্ত্রকে যদি হত্যা করা হয়, আইনের শাসন যদি চলে যায়, গুণ্ডাদের রাজত্ব যদি কায়েম হয়, তাহলে জনগণ সেটা মানবে না, তাদের রেহাই দেবে না। এরা অফিসে অফিসে ঢুকছে তাদের পেটোয়া অফিসার, একেবারে এন্টি কমিউনিস্ট বলা যায় তিনিও তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ইঞ্জিনিয়াররা কাজ করতে পারেন না অফিসে। এই কুমারঘাটের ইঞ্জিনিয়ার-তিনি বলেছেন- "আমি কাজ করব না এইভাবে হলে" তারপর এগ্রিকালচার দপ্তরের অফিসার কাজ করতে পারবেন না বলেছেন। তারপরে একটা ব্যাঙ্কের অফিসগুলি, ইউ, সি, আই, যে কংগ্রেসের অফিস ছিল। সেখানে বসে এই কাণ্ডমেলা দেওয়া হতো। সম্পূর্ণ বে-আইনী হাইকোর্টের নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করে, জাল দস্তাবেজের ভিত্তিতে এইটা করা হলো। তারপর এইটা যে সীল হয়ে গেছে। কারণ এখন সাধারণ ঋণ আনতে গেলেও গুণ্ডাদের হাতে মার খেতে হচ্ছে। তার গ্রামীন ব্যাঙ্কের অফিসে তালা বন্ধ, তারা এই তালা খুলতে পারছেন না এন্টি-সোসালিস্টদের ভয়ে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এ ডি, সির কাজকর্ম অচল করে দেওয়া হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী একটা হুমকি দিয়েছিলেন। তারপর যখন এ, ডি, সির চীপ একজিকিউটিভ মেম্বার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন, তখন উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, জনসাধারণকে কিভাবে ধাপ্পা দিয়েছিলেন। ওর একটা কথাও সত্যি নয়। উনি বুঝতেই পারেন না যে এ, ডি সি, কি ? বুঝতেই পারেন না এখানকার ট্রাইবেল মন্ত্রীরা যে এ ডি, সির ক্ষমতা রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে আসে না। ওর বক্তব্যে কি বলেছেন ? সহযোগীতা চাই। আর গভর্ণরকে দিয়ে বলাচ্ছে, ওদের একটা ধমক দিন। আর এ, ডি, সিকে সুপ্রীম কোর্টে যেতে হচ্ছে। ঐ তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট যাতে গ্রহন না করে। আর ঐ সুপ্রীমকোর্ট নির্দ্দেশ দিয়েছে যে, কাগজপত্র না দেখিয়ে আপনাদের কাগজপত্র কার্য্যকর করা যাবে না। এ, ডি, সির বিরুদ্ধে চক্রান্ত সত্য না মিথ্যা ? এ, ডি, সির বিরুদ্ধে চক্রান্ত মানে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে চক্রান্ত জাতি উপজাতি ঐক্য ভাঙ্গার চক্রান্ত এখনো বিরাম নেই। প্রথমে ট্রাইবেল তারপর তফশীলি জাতির রিজার্ভেশন, ও, বি, সি, কমিটি তো এখনো শতরাও জলের তলে পড়ে আছে। কাল না পরশু দেখলাম ওরা মিছিল করেছে। বলছে, আমাদের কি হল ? ওরা বলছেন আমরা কমিটি করেছি। কেন কমিটি করা কেন ? অন্যান্য রাজ্য যেহেতু করেছে তোমরা কেন করবে না ? তফশীলি ভুক্ত করে তাদের চাকরি দেওয়া হবনা কেন ? আমরা হিসাব করে দেখেছি যে ও, বি, সি, সমস্ত সিডিউল যে সমস্ত বেকোয়ার্ড ক্লাসে রাখা তাদের যদি তফশিল ভুক্ত করা হয় তাহলে শতকরা ৮৫ ভাগ রিজার্ভেশন তারা পাবেন। তাহলে অন্য লোকেরা কি

কাজ করবেন ? চক্রবর্তী, ভট্টাচার্য্য, বর্মন, এরা কোথায় যাবেন ? এই সমস্ত চক্রবর্তী, বর্মন, এদের নামই এ.বি.সি, নেন না, এই সব ধাপ্পাবাজ।

আসল কথা হল এ,ডি,সি, আক্রমনের পিছনে রয়েছে আমরা বাঙ্গলী। স্যার, ওরা শতকরা ৫৮ টা সীটে আমাদের বিরুদ্ধে প্রার্থী দিয়েছিল। এখন ওরা কোথা ? এখন ওদের তো ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না। হাওয়া হয়ে গেছে ? আমরা বাঙ্গালী হাওয়া হওয়ার মত লোক না। ওরা টাইম বোমা এনেছিলেন ইলেকশনের আগে। ট্রাইবেল খুন করেছে আমরা বাঙ্গালী। মান্দাই এবং দামছড়াতে ওরা ট্রাইবেল মায়েদের, ট্রাইবেল বোনদের খুন করেছে। পিয়াং মায়েদের ওরা খুন করেছে। ওরা সাধারণ না, ওরা অসাধারণ। আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে তারা যুক্ত। সাধু সন্ন্যাসী হয়ে গেছেন ? এখন ওরা দেখছে যে, এই সরকার আমাদের হয়ে কাজ করছেন ট্রাইবেলদের মাথা তুলতে দিবে না। আরও বলেছেন যে, আমরা নাকি উস্কানী দিচ্ছি। মর্য্যাদা যদি কেউ দিয়ে থাকেন তবে আমরা তো দিয়েছি। মনিপুরীদের মুসলিমদের এবং সমস্ত ধরণের সংখ্যালঘুদের আমরা, একমাত্র বামফ্রন্ট দিয়েছি। কারণ প্রকৃত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী।

স্যার, আমি এখন বাজেট প্রস্তাবে আসছি। স্যার, বাজেটটা কি স্টেটিউট, আমাদের তো একটা করে বাজেট ছিল, আমরা দশ বছর ধরে বাজেট রচনা করছি, তার একটা ২টি টা এ্যাণ্ড লঙ্গ টার্ম পার্সপেক্টিভ ছিল। স্যার, আজকে মানুষকে কাজ দিতে হবে, খাদ্য দিতে হবে, তাদের জীবিকার সন্ধান দিতে হবে। কবে আগরতলায় রেল আসবে, তার উপর নির্ভর করলে তো চলবে না। আমরা দুটো বিদ্যুতের কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত একটা কিপলি, আর একটা লোকটাক, দুটোরই শেয়ার হোল্ডার। একটা থেকেও রীতিমত বিদ্যুত আসছে না, তার জন্য আমাদের বসে থাকলে চলবে কি ? এগুলির জন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার করতে দেরী হয়, সেজন্য আমরা বলেছিলাম যে ১৫ থেকে ২০ বছরের জন্য আমাদের এখানে সর্ট টার্ম প্লেনিং হচ্ছে, আমাদের এই রাজ্যে যে সমস্ত টিলা আছে, সেগুলিকে কাজে লাগানো। স্যার, ওরা জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন মাত্র ৩ পার্সেন্ট, এটাকে তো রাতারাতি ৬০ পার্সেন্ট করা যাবে না, কিন্তু বিদ্যুৎ না গেলে যে জলসেচের ব্যবস্থা করা যাবে না, এটা সবাই বুঝে। কাজেই টিলাকে কাজে লাগাবার মতো ত্রিপুরাতে অফুরন্ত সুযোগ আছে। এখানে রাবার বাগান মাইলের পর মাইল চলে গেছে, ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা হচ্ছে সেকেণ্ড স্টেট। উত্তর পূর্বাঞ্চলে ৭টি রাজ্য আছে, কোন রাজ্য কি অগ্রসর হয়েছে ? আর আছে চা-বাগান, মুমূর্ষু চা-বাগানকে আমরা জীবিত করেছি এবং সেগুলিতে অনেক বেকার শ্রমিককে কাজ দিয়েছি। তারপর আমরা তৈরী করেছি ফলের বাগান। স্যার, এই রাজ্যে একটা ফলের সংরক্ষণ কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে। স্যার, এটার ভবিষ্যত ঐ চিনির কলের মতোই হবে, এটা আমি বলে দিচ্ছি। ১৮ টাকায় চিনি উৎপাদন করে ৬ টাকায় বিক্রি। স্যার, এক টুকরো জমিতে

আনারস চাষ করে নি, উৎপাদকেরা যদি চাষ না করে, তাহলে আনারস হবে কি? এক একটা আনারসের তো ৩/৪ টাকা পড়বে, তখন কোটা ভরা আনারস কেউ কিনবে না। আনারসের জন্য কোটা কি এখানে তৈরী হয়? পৃথিবীর মধ্যে আর কোথাও কি আনারসের কোটা তৈরী হয় না? এরপর মুখ্যমন্ত্রী বা অন্য মন্ত্রীরা বলবেন, তারা গোয়াবা করবেন, এগুলি করে বাইরে বিক্রি করা হবে। বাইরের কোথায় বিক্রি করা হবে এই আনারসটা? এখানকার কোন জিনিস ভর্তুকী ছাড়া বাইরে বিক্রি হয়েছে? হয় নি, এটা বুঝাবার ক্ষমতা যদি তাদের থাকতো, তাহলে সমস্ত জিনিসকে তারা এভাবে সস্তা করে দিতেন না। আজকে আমরা দেখছি জল চলে গেছে। যেখানে পরিকল্পনার প্রাণ শক্তি জনসাধারণ, মানুষ যারা সৃষ্টি করে চলেছে, তাদের মাছটা কি হবে? মাছটার পঁচা গন্ধ তাদের কিছু মশার আকর্ষণ হতে পারে, যে পরিকল্পনায় জনসাধারণের সহযোগীতা নাই, যারা সৃষ্ট কর্তা তাদের সহযোগীতা নাই, সেখানে কোন জিনিস উৎপাদন হবে কি করে? উৎপাদন, সংরক্ষণ এবং বিক্রি কোনটার সঙ্গে কোনটার সম্পর্ক নাই। পরিকল্পনা অঁতুর ঘরেই মৃত্যু হবে। স্যার, বড় বড় শিল্প গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের যদি ইচ্ছা থাকতো, তাহলে পূর্বাঞ্চলের মত অনগ্রসর এলাকাটাকে এভাবে রাখতো না। দুটো স্টেট আছে যেখানে এক ইঞ্চি রেল যায় নি। স্যার, একটা মাত্র শিল্প আমরা এখানে সৃষ্টি করেছিলাম, আমরা আসার আগে এখানে গানের বাজনার একটা হল ঘর ছিল, আর কোন চিহ্ন ছিল না। আমরা এসে সেটাকে চালু করেছি, আমাদের ট্রাইবেল ছেলেদের ট্রেনিং পর্য্যন্ত দিয়েছি. এখানে স্পিনার্স ছিল না, বাইরে থেকে স্পিনার্স এনে উইভার্সদের ট্রেনিং দিয়েছি, এই সমস্ত কিছু করার পর আজকে তারা সেটাকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কারণ কি? শ্রমিক শ্রমিকের আতঙ্ক, তারা ঐক্যবদ্ধ।

কেন্দ্রীয় সরকার বললো আমরা টীম পাঠাচ্ছি। সেই টীম আমাদের পক্ষে রিকমেনডেশন করেছে ৫/৬ কোটি টাকা লাগবে। মাত্র পাঁচ কোটি টাকা ঋণ পেলে সেল্লাসাফিসয়েন্ট হয়ে যাবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সেই দিকে দৃষ্টি নাই। এন.ই.সির মিটিং যখন হয় সাতটি রাজ্যের প্রতিনিধিদেরকে নিয়ে তখন কেন্দ্রীয় সরকারকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। এখানে দলের কোন প্রশ্ন নেই। দলমতনির্বিশেষে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধীতা করছে। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে শোষণের বিরুদ্ধে কেন্দ্র হাত পাকাচ্ছে। তাদের উন্নয়নের জন্য কমিটি করা হয়েছে। একটা ফ্লাড প্রোটেকশন স্কীম ব্রহ্মপুত্র ভেলী, আমি ইঞ্জিনীয়ারকে জিজ্ঞাসা করলাম স্কীমের কি হল? বললো যে, সাতবাঁ জলের নীচে, টাকা নাই। দিল্লীতে সাতটা চীফ মিনিষ্টার একটা পরিকল্পনা করলাম। জিজ্ঞাসা করেছি সেই পরিকল্পনার কি হল? বললো যে টাকা নাই। কিছু করছে না। অথচ এখান থেকে সমস্ত শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে। লড়াই না করে চলবে? বেকার, ১৯৭৮ সালে ১৯ লক্ষ বেকার ছিল। আর এখন তা বেড়ে ১৯৮৮ তে হয়েছে ৩ কোটি। রাজীব গান্ধী এদেরকে চাকুরী দেবে? কাপড়ের কল

বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, ইস্পাতের কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিক্ষা নীতি কি? বড় মডেল জন্য মোডেল স্কুল করা হচ্ছে। তেমিলানাড়ুতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী এই সমস্ত নীতির কথা বলছেন না। বলেছেন এক জোড়া শাড়ী, খেলনা এগুলির কথা বলছেন। আজকে কেন্দ্রীয় বাজেটের উপর লোকসভায় বলা হবে চেষ্টা হবে ইনফ্রেশন হবে এবং, তার ফলে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়বে। কিন্তু উৎপাদন যদি না বাড়ে, কৃষকদের উৎপাদনের ক্ষমতা যদি না বাড়ে, তাহলে শুধু নোট ছাপালে চলবে? এক টাকার দাম হয়েছে ১১ পয়সা। যে-কোন সৎ অসৎ লোক লক্ষ লক্ষ টাকা কামাই করে তার মুখে হাসি ফুটে। গরীব মানুষের মুখে হাসি কিসে ফুটবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মন্ত্রীসভা নন-সীরটার। প্রতিটি মন্ত্রী মানেই মন্ত্রীসভা, তিনিই আইন করতে পারেন, তাঁকে মন্ত্রীসভার যেতে হয় না। এই যে পঞ্চায়েত তুলে দেওয়া হলো, একজনই আইন করেছেন। সব ব্যাপারেই একজন। স্যার, ওঁদের এমপ্লয়মেন্ট পলিসী, ট্রান্সফার পলিসী, ফুড পলিসী কেউই জানেন না। স্যার, আগেকের সময় ডিক্লারেশন অব স্টক ইজ মাস্ট। কাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে? বড় বড় জোতদার, ট্রেডার্স, মিলের মালিকদেরকে ডিক্লেয়ার করতে হবে। আমরা প্রতি বছর নোটিশ দিয়েছি, কেস হয়েছে। বাণীর বাজারের চাল কলের মালিকরা আমাদের উপর এত স্পর্দ্ধা কেন? এই কারনেই। ওদের চাউল ধরা পড়েছে। আর ওঁদের কিছু আছে? ওঁরা কাদের সরকার? ব্ল্যাক মার্কেটিয়াদের সরকার। যে সমস্ত লোক অন্য লোকের মাথার উপর বসে খাচ্ছে, তাঁরা তাদের সরকার। ওদেরকেই রক্ষা করছেন। দরকার হলে পুলিশ, গুণ্ডা, এমনকি আইনও নিয়ে আসবেন। রাজত্বকে রক্ষা করতে ওঁদের জনসাধারণের প্রয়োজন হয় না। স্যার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে আমাদের প্রধান মন্ত্রীর ঘুম হয় না। কারণ, রাজ্যস্তর অতিক্রম করে একেবারে গ্রাম সকট চলে যেতে হবে। গণতন্ত্রকে গ্রামস্তরে নিয়ে যেতে হবে, পরিকল্পনাকে গ্রামস্তরে নিয়ে যেতে হবে পঞ্চায়েত রাজ্যের সাবজেক্ট। রাজ্যকে ঠুটো জগন্নাথ করে দেওয়া হচ্ছে। স্যার, আমি যখন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে যেতাম, তখন এটাই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যে, আর কত জিনিষ আপনারা রাজ্যের হাত থেকে কেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। ফরেষ্ট রাজ্যের বিষয় ছিল। ইমারজেন্সীর সময়ে ফরেষ্ট কেন্দ্রের হাতে চলে গেল। স্যার, একটা স্কুল স্টার্ট করতে চাই, শুধু রিজার্ভ ফরেষ্টে নয়, প্রটেকটেড ফরেষ্ট, আমাকে দিল্লী যেতে হবে অনুমোদন নেওয়ার জন্য। যখন আমরা বড়মুড়াতে গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসালাম, তখন আমাকে বলা হলো, স্যার, ওখানে করা যাবে না, কারণ এটা রিজার্ভ ফরেষ্ট। আমি বললাম, মানিনা এটা রিজার্ভ ফরেষ্ট, তুমি কর। যদি জবাব দিতে হয় আমি দেব। আমি একবার মুখ্যমন্ত্রীর সম্মেলনে প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রীকে বলেছিলাম, ফরেষ্ট মানে হচ্ছে আমার রাজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ জমির উপর জমিদারী করছে আপনার ফরেষ্ট। একটা গরু ঢুকতে পারে না, একটা স্কুল করতে পারি না, হাজার হাজার রিফিউজী আসছে তাদের জমি দিতে পারি না। তাঁকে ধন্যবাদ, তিনি জবাব দিয়েছিলেন, আমি এটা

স্টেটকে দিতে পারি। কিন্তু আপনারা জানেন তো, এনভাইরমেন্ট কোয়েশ্চান ইজ নাউ ওয়ার্ল্ড কোয়েশ্চান। এটা রাজ্যের কোয়েশ্চান না, দেশের কোয়েশ্চান না, এটা সারা বিশ্বের কোয়েশ্চান।

স্যার, আপনার অফিসার কি এনভাইরণমেন্ট রক্ষা করবেন, না আমাদের এখানকা মন্ত্রীরা যারা প্রতিনিধি তাঁরা এনভাইরণমেন্ট রক্ষা করবেন? তিনি মেনে নিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, একজন মন্ত্রী ঠিক করুন যে এনভাইরণমেন্ট লিষ্ট রাজ্যগুলির হাতে তাকে আমরা ছেড়ে দিতে পারবো যখন তাঁরা এটা গ্রহণ করবেন। আজকে কি হয়েছে? মুখ্যমন্ত্রী ঐ জিরানীয়া ব্লক থেকে আরম্ভ করে বিশালগড় পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে লাখ টাকা নয়, কোটি টাকার কাঠ, আইন সংশোধন করা হয়েছে ফরেষ্টের লোক ঢুকতে পারে, যে কোন জায়গায় চেক করতে পারে, এই কাঠ কোথা থেকে আসল? এই রকম যারা খুনী, যারা শিক্ষককে খুন করে হাত পাকিয়েছে তাদের বনে যেতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, কাঠ কেটে আন। তাদের কাঠ কেউ ধরবে না, তাদের বাড়ীর সামনে কাঠ কেউ দেখেন না, মন্ত্রীরা তার পাশ দিয়ে যান না। আপনারা কি বলেন ফরেষ্ট দপ্তরকে এই কাঠ কোথা থেকে এসেছে? ওরা সিজ করা তো দূরের কথা কাঠ দিয়ে দিচ্ছে, সরাসরি দিয়ে দিচ্ছে উদয়পুর। আমরা কি করেছিলাম? আমরা কাঠ কেটে এক জায়গায় রেখেছিলাম, কোন কন্ট্রাক্টর ঢুকতে পারতো না উদয়পুরে গিয়ে দেখুন সমস্ত নিয়ম বাতিল হয়ে গেছে, কারণ কয়েকজন মুষ্টিমেয় কন্ট্রাক্টার তাদের হাতে কাঠের চোরাকারবারি দিয়ে কোটি কোটি টাকার জাতীয় সম্পদ নষ্ট করেছেন। তারপরও সাহস? আমরা রাজ্যের উপকারের জন্য করছি। সাহস থেকে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন, প্রতিটি মজুত কাঠ এখনই পরীক্ষা করে, দেখুন ফরেষ্ট থেকে সেখানে কাঠ সংগ্রহ করেছেন কিনা। এই ক্ষমতায় মুখ্যমন্ত্রী আর দুই দিনও নেই, মুখ্যমন্ত্রী থাকতে পারবেন না, আপনাকে তারা সমাজ-বিরোধী করেছে, আপনার সরকারকে তারা তৈরী করেছে সমাজ বিরোধীতে, মুখ্যমন্ত্রী আর ক্ষমতায় থাকতে পারবেন না।

মিঃ স্পীকার :— আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আমার কয় মিনিট হয়েছে ?

মিঃ স্পীকার :— ৪০ মিনিট।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমাকে আর দু মিনিট সময় দিন। স্যার, ইতিহাস সব কথা তুলে নেয়। রবীন্দ্রনাথের কথা "কোন কথা তুমি কবি সব শুনেছ।" এই কালো ইতিহাস যে ইতিহাস ওরা সৃষ্টি করেছে, আধা ফ্যাসিষ্ট সন্ত্রাসের ইতিহাস, মানুষের রুটি, মানুষের রুজি কেড়ে নিয়ে মুষ্টিমেয়

লোককে বড় করার ইতিহাস সেই ইতিহাস মানুষ ক্ষমা করবে না। এখানে যতই মাশ্‌ল পেশী দেখাবার চেষ্টা করুন না কেন ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিন, রাস্তায় কুকুরের মত পিটিয়ে মারা হয়েছে মুসোলিনীকে, কেউ রক্ষা করতে পারেনি। আমরা হিংসায় বিশ্বাস করিনা, আমরা অন্যায়ের রাজনীতি করিনা। এই রাস্তায় যদি চলতে থাকে আমরা ওদের রক্ষা করতে পারবনা, যখন মানুষের রোষ, মানুষের ক্রোধ, ক্ষুধার্ত মানুষের আগুনে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আমাদের তখন ক্ষমতা থাকবেনা ওদের বাঁচাবার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, উনারা যে খুন করার পরিকল্পনা নিয়েছেন এই হাউসে এইটা প্রমান হয়ে গেল। যে খুনী এইখানেই।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, ওকে বলুন রেকর্ড দেখতে কোন জায়গায় বলিনি খুনের ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এইটা একটা থ্রেট, খুন করা হবে।

মিঃ স্পিকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় (সোনামুড়া) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৯-৯০ ইং সনের যে বাজেট হাউসে উত্থাপন করেছেন আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের দলনেতা শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় এই বাজেটকে বিরোধীতা করতে গিয়ে উনি যথেষ্ট হতাশার ভাব প্রকাশ করেছেন। উনি বলেছেন এই নির্বাচনে, সেনা দিয়ে, ভোটকেন্দ্র দখল করেছে এবং কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, সরকার গঠন হয়েছে, ত্রিপুরার বামফ্রন্টের হাত থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেন চক্রবর্তী কি অস্বীকার করবেন, উনি নির্বাচন অবাধ হয়েছে, নির্বাচন সুষ্ঠু এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হয়েছে, শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হয়েছে উনি এই বক্তব্য আগে রেখেছেন। নির্বাচনের পরের দিন এবং আজকেও বলেছেন যে, নির্বাচন অবাধ হয় নাই। উনাদের মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেছে স্যার? বাজেটকে বিরোধীতা করতে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের মধ্যে কিভাবে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে বা বাজেটের উপর কোন বক্তব্য নাই। উনি বলেছেন, ৮০ ইং দাঙ্গার পরে বামফ্রন্ট সরকার শান্তি শৃঙ্খলা বাঙ্গালী এবং ট্রাইবেলদের মধ্যে ফিরিয়ে এনেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, যখন আমাদের কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দিল্লী থেকে শুরু করে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত নেতৃবৃন্দ নৃপেন বাবু এবং দশরথ বাবুকে অনুরোধ করেছেন, শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য পরামর্শ

গ্রহন করুন। আপনারা শুধু টি, এন, ভির কাছ থেকে নয়, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির হাত থেকে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির বাড়ী থেকে আগ্নেয়াস্ত্রগুলি সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করুন। করেছিলেন ? এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল কয়েকদিনের মধ্যে এই নৃপেন বাবুরা পুনরায় দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য উদয়পুর রমেশ হাই স্কুলে শুধু মুসলিমদের নিয়ে একটি পরিকল্পনা-মূলক সভা অনুষ্ঠিত করেছিলেন। যে সভার মধ্যে আব্বাস্ মিঞা একটি মুসলিম ছেলে নৃপেন বাবুকে বলেছিল, পুনরায় দাঙ্গা সৃষ্টি করার জন্য এইখানে এই মিটিং করতে পারবেন না, উনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল শুধু টি, এন, ভি, টি, এন, ভি, করে আপনারা চীৎকার করছেন। সেই টি, এন, ভির জন্ম কোথা থেকে ? সমস্ত ইতিহাস আমাদের মুখ্য-মন্ত্রীর তরফ থেকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফ থেকে সেই ইতিহাস বেরোচ্ছে। কিভাবে এই টি, এন, ভির জন্ম হল ? আপনাদের এই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পূর্বে ত কোনদিন টি, এন, ভির নাম শুনিনি। আগে ট্রাইবেলরা বাঙ্গালীদের ডাকত মামা, বাঙ্গালীরা ট্রাইবেলদের ডাকত ভাগিনা। এই যে আন্তরিকতা, সামাজিকতা ছিল, এইটাকে চক্রান্ত করে মানুষে মানুষে হানাহানির সৃষ্টি করে।

স্যার, টি, এন, ভির উপদ্রপ কেন কমিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার, সেই সম্পর্কে সমালোচনা করেছেন, সাহস কত বড় ? ত্রিপুরার মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্র, ত্রিপুরার মানুষ বামফ্রন্টের পরাধীনতার কবল মুক্ত করে স্বাধীন করেছে কেন্দ্র। বৃটিশ আমলে এই ভারতবর্ষের মানুষ যেমন পরাধীন ছিলেন তার চেয়েও বেশী পরাধীন ছিল বামফ্রন্টের আমলে ত্রিপুরার জনগণ, এইটা অস্বীকার করতে পারবেন না। আমি আশা করব উপস্থিত মাননীয় সদস্যরা হাউসের যারা বিরোধী বেঞ্চে আছেন আপনারাও স্বীকার করবেন যদিও আমি জানি আপনাদের দুই নেতার চক্রান্ত আপনারা এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি, তাই আপনারা তাদের পক্ষে আছেন। আমি আশা করি, আপনাদের সুবুদ্ধি ফিরে আসুক, আপনারা আমাদের সঙ্গে চলে আসুন, ত্রিপুরাকে বাঁচান, রক্তক্ষয়ী আন্দোলন কংগ্রেস চায় না, রক্তক্ষয়ী বিপ্লব আমরা চাই না। আজকে আপনারা এখানে খুনের কোন অভিযোগ আনতে পারলেন না। এখানে বলছেন নারী নির্যাতনের কথা, নারীদের কলংক সৃষ্টি করার নায়ক আপনারা, আজকে সেই ইজ্জত নিয়ে আপনারা টানাটানি করছেন এই হাউসের মধ্যে। স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতা এখানে আর একটা কথা বলেছেন। আমাদের সদস্যদের শুনিয়েছেন, আমাদের কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন কাঠ নাকি চুরি হচ্ছে, বনের কাঠ চুরি হচ্ছে অভিযোগ এনেছেন। আমি তো এই হাউসে একদিন বলেছিলাম, আমরা তখন বিরোধী ছিলাম। আমি যখন বলেছিলাম যে, তদন্ত করুন আপনার মন্ত্রী আরবের রহমনের বাড়ীতে লক্ষ লক্ষ টাকার চুরির কাঠ ওখানে জমা আছে, আপনি আজকে দুপুরে গাড়ী নিয়ে তদন্তে চলে যান। স্যার, বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোন তদন্ত করেন নি। ভাগ্য বসতঃ আমার এই হাউসের আওয়াজ শুনে ঐ বি, এস, এফ, বাহিনী সেই দিন রাত্রিবেলাই সেই সমস্ত মালামাল আরবের রহমনের

বাড়ী থেকে সীজ করেছেন, আর আজকে আপনারা আমাদের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ এনেছেন। হ্যাঁ, আমাদের কর্মীরা আজকে হতাশাগ্রস্থ, বিগত বামফ্রন্ট সরকারের দশটা বছর যেভাবে তাদেরকে শোষণ করেছেন, তার ফলে ওরা আজকে হতাশায় ভুগছেন। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরা এক দিনেই তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না, অনেক সময় লাগবে, কাজেই হতাশার ভাব আসবেই। আজকে ভাষণে ওনারা যা বলেছেন আমি স্যার, আপনার মাধ্যমে বিরোধী দলের নেতাকে আমি জিজ্ঞাসা করি যে, বিজয় রাংখলের চুক্তিতে তিনি গোসা হয়েছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তির পরিস্থিতি হয়েছে বলে তিনি খোশ প্রকাশ করলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করি, তিনি দাঙ্গা থামিয়ে দিয়ে কি করেছেন? ১৯৮০ সালের পরে ১৯৮৪ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে উগ্রপন্থীর নেতা বিনন্দ জমাতিয়াকে নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রেখেছেন। নৃপেন বাবুর গাড়ীতে চড়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে গিয়েছিলেন উগ্রপন্থীর নেতা বিনন্দ জমাতিয়া এইটা সত্য কি না কাঠালিয়ার তিনি বক্তব্য রেখেছেন, নির্বাচনে উনি শান্তি ফিরিয়ে এসেছেন বলছেন। তিনি বলেছেন পঞ্চায়েত নির্বাচনে কাঠালিয়াতে মহেশপুরের জনসাধারণ যদি বামফ্রন্টের প্রার্থীদের জিতিয়ে না দেয় তাহলে বিনন্দ জমাতিয়ার বন্দুকের নলে ঝংকার এখনও পড়ে নি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এই বক্তব্য রেখেছেন।

মিঃ স্পীকার :— ইউ মে কনটিনিউ আ্যাফটার টু পি এম, সো দা হাউস ইজ এডজর্ণ টিল টু পি এম।

After recess at 2·00 P. M.

মিঃ স্পীকার :- - মাননীয় সদস্য শ্রী রসিকলাল রায়।

শ্রী রসিকলাল রায় :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা বাজেট ভাষণ দিতে গিয়ে আইন-শৃঙ্খলার কথা বলেছেন ওনার বক্তব্যে উনি বলছেন আইন-শৃঙ্খলা ভাল না। আমি বলতে চাই ১৯৮০ সালের ৬ই জুনের দাঙ্গার পূর্ব মুহূর্তে এই ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন শহরে ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন কেন? এই ১৪৪ ধারা জারি করা সত্ত্বেও বামফ্রন্টের গণমুক্তি পরিষদের লোকেরা প্রকাশ্য দিবালোকে রামদা নিয়ে মিছিল করেছিল কেন? তাহলে এটা কি আসল আইন-শৃঙ্খলা? হ্যাঁ, এটাই আপনারা আসল আইন-শৃঙ্খলা মনে করেছিলেন আর তারজন্যই এটা ছিল আপনাদের আমলের আইন-শৃঙ্খলা আর চালিয়েছিলেন পুলিশী প্রশাসন। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্যভাবে ডিক্লারেশন দিয়ে মানুষের বাড়ী বাড়ী আক্রমণ করাইযাছিলেন। এই আক্রমণের জন্যই নৃপেনবাবুর সরকার তখন ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন। মিঃ স্পীকার স্যার, এই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বামফ্রন্ট ১৪৪ ধারা জারি করেছিল, মানুষের চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল, পুলিশ নামিয়েছিল, গণমুক্তি পরিষদকে নামিয়ে দিয়েছিল প্রকাশ্য দিবালোকে মানুষকে কুপিয়ে মারতে। আজকে সেই জিনিষটা তারা করতে পারছেন না, তাই বলছেন এখন আইন-শৃঙ্খলা নাই। আজকে এই সরকার তাদের সে জিনিষটা বন্ধ করে দিয়েছেন।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা আজকে স্বীকার করছেন যে, এভাবে রামদা নিয়ে আর মিছিল করা চলবেনা। কারণ এই সরকার এটা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুক্ষণ আগে বিরোধী বেঞ্চের থেকে বিরোধী সদস্যরা খাদ্য মন্ত্রীর সঙ্গে বিতর্ক করছিলেন রেশনের চাল পঁচা, রেশনে চাল যাচ্ছেনা বলে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাদের আমলে কি হয়েছে? আমাদের কাছে বহু প্রমাণ ছিল তখন রেশন শপগুলিতে বস্তায় বস্তায় চাল যাওয়ার পর দেখা গেল রেশন শপগুলি খালি। মানুষ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পরে ফিরে গেছে, তাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে চাল নাই। আর এই চাল কোথায় গেছে? এই চাল খোলা বাজারে চলে গেছে। হাতে ধরে পুলিশের কাছে দেওয়া সত্ত্বেও কোন বিচার হয়নি। এখানে এই আগরতলা শহরে ট্রাকে ট্রাকে রেশনের চাল গোল বাজারে চলে গেছে, কিছুই তাদের বিরুদ্ধে গ্রহন করা হয়নি। বরং মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলা হত, কেন্দ্রীয় সরকার চাল দিচ্ছেনা। মাননীয় সদস্য গোপালবাবু পঁচা চালের একটা পুটলা এখানে দিয়েছিলেন। আমি বলতে চাই, এ রকম বহু পুটলা আমরা দিয়েছিলাম। আরে পঁচা হলেও ১কে, জির জায়গায় আধা কে, জি, করে দেওয়া যেত। আরে, জনসাধারনকে যে একেবারেই আপনারা দিতেন না। সমস্ত চালই রেশন সপ ফাঁকা করে বাজারে পাঠিয়ে দিতেন। এইটা আমাকে বলতে হয় স্যার যে, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা উন্নয়নমূলক কাজের সমালোচনা করছেন, কেন্দ্রের সমালোচনা করছেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমালোচনা করছেন। আমি বলতে চাই যে, এই ত্রিপুরা রাজ্যে আজকে যে বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে এই রাজ্যের ২২ লক্ষ-২৪ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের জন্য। আপনি বলুন যে, বিগত দশটা বৎসর তো আপনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, রাজ্যের রুর‍্যাল ডেভেলাপমেন্টে কোন জায়গায় একটা সম্পদ আপনারা সৃষ্টি করে গিয়েছেন? হ্যাঁ, লেখা রয়েছে, আমরা বহু কাগজপত্র দেখেছি, বহু রেজোলিউসান দেখেছি, বহু প্রস্তাব দেখেছি, দৈনিক সন্ধ্যা সময় আকাশবানীর রেডিওর বাক্সে যেভাবে প্রচার করা হতো যে, অমুক উন্নয়ন হয়ে গেছে, বাদলবাবুর ফিসারিজের উন্নয়ন হয়ে গেছে, ফিসারম্যানদের উন্নয়ন হয়ে গেছে, কৃষকদের উন্নয়ন হয়ে গেছে, তাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, গ্রামের রাস্তা ঘাটের উন্নয়ন হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায়? আজকে আমাদের এই সরকার ক্ষমতায় আসার পরে গ্রামে গিয়ে কাজ শুরু করেছেন। এইটাও আবার উনাদের সহ্য হয় না। উনারা গোঁসা করছেন কাজ যে হয়ে যাচ্ছে।

এই বিগত দশ বছরে রাস্তাঘাট মেরামতির জন্য এস, আর ই, পি,/এন, আর, ই, পি, এবং আর, এল, ই, জি, পি, কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন, সে টাকা কোথায় খরচ করেছেন? তার কোন প্রমান নাই, তার কোন নিদর্শন নাই। দেখা গেছে সোনামুড়া বিভাগের মধ্যে আগরতলা-সোনামুড়া

থেকে ওয়াংবাড়ি জে, বি, স্কুল রাস্তা নাকি হয়ে গেছে। সেখানে নাকি ইট সলিং হয়ে গেছে। কিন্তু কোথায়? এখন আমাদের সরকার এসে সেখানে জঙ্গলা কেটে রাস্তা তৈরী করছে। রাস্তা? বিগত দশ বৎসর পূর্বে যে-সমস্ত রাস্তাঘাট তৈরী হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামেগঞ্জে সে-সমস্ত রাস্তাঘাটের একটা গ্রামের থেকে আরেকটা গ্রাম পর্য্যন্ত যে কমিউনিকেসন তৈরী করা হয়েছিল সেগুলি সব ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন নতুনভাবে এই রাস্তাঘাটগুলি এই জোট সরকার তৈরী করছেন। আপনারা কি কাজ করেছিলেন? শুধু কাগজে কলমে দেখিয়েছেন, খরচ দেখিয়ে গেছেন সে-সমস্ত অর্থগুলি আপনারা কেডারদের, তাদের জন্য অস্ত্র খরিদ করার জন্যে, তাদের পোষার জন্যে যা কিছু প্রয়োজন তাই দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই হাউসে বলতে আমার লজ্জা হয়, তারা এডভান্স বলে দিয়েছেন, কেডারদেরকে যে, তোমরা তোমাদের আত্মপোষণের জন্য লাভ ম্যারেজ করার পূর্বেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে দাও যে তাদের চাকুরী দেবে। এবং তার বিনিময়ে তারা তোমাদের সঙ্গে চলবে। এইভাবে ত তারা কেডার পোষন করেছেন। বলুন আপনারা, প্রমাণ আমার কাছে আছে। কেডারদের স্ত্রী না হতেই চাকরী হয়ে গেছে। তারপর চাকুরী হয়ে গেলে পরে তাদের বিয়ে হয়েছে। কাজেই চাকুরীর কোন নীতি আপনাদের ঠিক ছিল না।

এই সরকার সমস্ত আবর্জনা, এই সব সমস্যার স্তুপ সরিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের সমস্ত প্রকার সমস্যার জন্য আজকে ১৯৮৯-৯০ ইং সনের বাজেট এইখানে উৎথাপিত করেছেন। এই বাজেট ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নয়নমুখী বাজেট, ত্রিপুরার জনসাধারণের জলসেচের বাজেট, ত্রিপুরার জনসাধারণের পানীয় জলের বাজেট, ত্রিপুরার কমিউনিকেশনের উন্নয়নের জন্য বাজেট। এই ত্রিপুরা-রাজ্যের রক্তবিপ্লব ছেড়ে দেওয়া যারা রক্তপিপাসু তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য এই বাজেট। আমি তো সেই দিনই আপনাদের, এই কথা বলেছি। কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে তো আমি কোন কাউন্টার রিপ্লাই পাইনি। বিলোনীয়া সাব-ডিভিসনের মধ্যে প্রায় দেড়লক্ষ লোক সন্ত্রস্ত জয়নগরের কতিপয় মানুষের জন্য। সেই ব্যক্তিরা সেখানে দিনে রাত্রে চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস সমস্ত কিছু সৃষ্টি করতেন। আমরা বহু বহু চিৎকার করেছিলাম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আর আজকে আমাদের জোট সরকার এসে আপনাদের হাপুলদারদের ধরে ফেলেছে।

সোনামুড়া বিভাগের মধ্যে, সোনামুড়া সাবডিভিসানের মধ্যে, সমস্ত দেড় লক্ষ মানুষ সন্ত্রস্ত থাকতে হইত একটা এলাকার কতিপয় মানুষের জন্য। সেই ব্যক্তিরা দিনে, দুপুরে, রাত্রে সর্বদাই চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি কাজে লিপ্ত থাকতেন। আমরা বহু চিৎকার করেছিলাম আপনাদের আমলে।

আজ আমাদের এই সরকার এসে সব ধরে ফেললেন। আজ আগরতলাতেও আছে। নির্দিষ্ট প্রমানে ধরা হয়েছে। পিস্তল, লাঠি, রামদা সবই তাদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়াছে। তাঁদের পরিচয় কি? তারা বামফ্রন্টের একনিষ্ঠ কর্মী। দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি পুলিশের গুলিতে মারা যেতেন এবং পিস্তলটা সঙ্গে না থাকত, তাহলে বোধ হয় উক্ত মৃত ব্যক্তিকেই শহিদ হিসাবে মানা হইত। এই বাজেটের লক্ষ্য মানুষকে শান্তি প্রিয় করে তোলার। কাজেই আপনারা এটাকে সমর্থন করবেন না।

রাজ্যের মায়েদের চোখের জল মুছে দেওয়ার জন্য এই বাজেট। আপনাদের আমলে একটা মা তাঁর ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন না যতক্ষন পর্য্যন্ত না তাঁর ছেলে ঘরে ফিরে না আসে। স্বামী অফিস গিয়েছেন ফিরবেন কিনা সেই এক দুশ্চিন্তায় কাটাতে হইত। মায়েদের, স্ত্রীদের নিশ্চিন্ত করার জন্যই এই বাজেট ১৯৮৯-৯০ ইং বর্ষের। কাজেই এটাকে আপনারা কি করে সমর্থন করতে পাবেন? আপনারা এটা চান না। চান না ত্রিপুরাতে শান্তির বাতাবরণ ফিরে আনতে। কিন্তু আমরা শান্তির বাতাবরণ ফিরিয়ে এনেছি। আজকে খুন নেই। তবে একেবারে নেই তা আমি বলব না, কারণ যে-সমস্ত এলাকায় সি, পি, এম-এর কর্মীরা সন্ত্রাস চালাচ্ছে সেখানে হয়ত দু-চারটা হচ্ছে। তবে আপনাদের আমলে যা হইত তা এখন নেই বললেই চলে। এই সরকারের বয়স মাত্র ১৩ মাস। আপনারা বিলোনিয়াতে কিভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিলেন? আর আজকে সেই সমস্ত আপনাদের লোকেরা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ছেড়ে দিয়ে শান্তির ও রাজ্যের প্রগতির শপথ নিয়ে কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগদান করেছে। এই ব্যাপারে মাননীয় বিধায়ক অনন্ত মল্লিক আপনাদের এবং এই হাউসকে অবশ্যই বলবেন।

আপনারা আরও শুনুন। আপনারা সৃষ্টি করেছেন চোর, ডাকাত, খুনী, নারী নির্যাতনকারী। ১৯৮০ জুনের দাঙ্গার কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। আপনাদের বিধায়ক সম্পর্কে এই হাউসে কত অভিযোগ করা হল। কোথায়, একটিও তো প্রতিবাদ আপনারা করলেন না। কোনই চেলেঞ্জ করেন নাই।

আপনারা গ্রামাঞ্চলে ঐ মান্দাইতে যে অত্যাচার চালিয়েছিলেন, যাদেরকে জীবন্ত কবর দিয়েছেন, আপনাদের সেই সব কাজ-কর্মের ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আর কোন দিন ভুলতে পারবে না। রসিরাম বাবু, আপনার সেই দিনের ঘটনার তদন্ত চলছে, আর কয়টা দিন অপেক্ষা করুন তাহলে বুঝতে পারবেন, আপনারা সেই দিন সত্যিই কি করেছিলেন। সেই রূপ বাদল বাবুরা বিলোনিয়ায় করেছেন, আর আপনাদেরই প্রাক্তন বিধায়ক সুবল বাবুরা সোনামুড়ার গ্রামে গঞ্জে করেছেন। সেই দিন আপনারা রাজ্যের যুবকদের, মানুষদের যে-ভাবে বিপথে চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, তার কোন তুলনা

হয় না, যার জন্য আজকে আমাদের প্রশাসন চালাতে অনেক বেগ পেতে হচ্ছে। ক্যাজই যে-সমস্যাগুলি আপনারা সৃষ্টি করে গেছেন, যেমন ত্রিপুরাতে কৃষির উন্নতি, জলসেচের উন্নতি, রাস্তা ঘাটের উন্নতি, বিদ্যুতের উন্নতি, পানীয় জল সরবরাহের উন্নতি, এমন কি যে সিডিউল্ড কাস্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের উন্নতির জন্য আপনাদের চোখের জল সব সময় ঝড়তো, তাদের জন্য যে বরাদ্দ আপনারা করেছিলেন, তার ১০০ ভাগের ১ ভাগও যদি আপনারা তাদের উন্ননির জন্য খরচ করতেন, তাহলে একটা কথা ছিল, কিন্তু সেটা করেন নি। আর করেন নি বলেই তারা যে স্তরে ছিল, এখনও সেই স্তরেই রয়ে গেছে, আমরা তাদের উন্নতির জন্যও এই বাজেটে বরাদ্দ ধরেছি। আপনারা এই সব অবহেলিত মানুষগুলির জন্য যতটা প্রচার করেছেন, কাজ করেছেন অতি নগন্য, অর্থাৎ তাদের নামে বরাদ্দকৃত অর্থটাই আপনারা আপনাদের দলের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। এই যদি হয়, তাহলে আপনারা তো এই রাজ্যে আগামী ৫০ বছরেও আর ক্ষমতায় আসতে পারবেন না, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ আপনাদের চরিত্র ইতিমধ্যে অনুধাবন করে ফেলেছেন। এই বলেই যে বাজেট এই হাউসে পেশ করা হয়েছে, তাকে সমর্থণ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, আমি তাকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। কারণ, আমরা দেখছি যে, এই বাজেটের মধ্যে চোরা কারবারীদের লুটপাট করার একটা ভাল ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, কেননা এই বাজেট ভাষণে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী তাদের সম্বন্ধে হুসিয়ার করে দেওয়ার মত একটি কথাও উল্লেখ করেন নি। এছাড়া আমরা আর লক্ষ্য করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কোন রূপ-রেখা নেই এবং এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর যে-সমস্ত প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন, সেগুলি বাস্তবায়নের কোন কথাও উল্লেখ নাই। স্যার, এই সরকার তাদের নির্বাচনী ইস্তহারে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য বলেছিলেন যে, এক লক্ষ বেকাদের কর্মসংস্থান তারা ক্ষমতায় আসলে করবেন, এমন কি প্রতিটি পরিবারের এক জনকে চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি, এই বাজেটে সেই রকম কোন সংস্থান রাখা হয় নি। স্যার, শুধু তাই নয়, এই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে যে-সব বেকার রয়েছেন, অর্থাৎ যারা দিন মজুর, যাদের বছরে সব সময়ের জন্য কাজ থাকে না তাদের জন্য এই বাজেটে কোন সুস্পষ্ট ব্যবস্থা নাই। এমন কি, আমরা দেখছি কেন্দ্রীয় সরকার এবার যে, বাজেট পেশ করছেন, তাতে আগে কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা ছিল, সেটাকে তুলে দিয়েছেন, ফলে এই সরকার জনগণের সঙ্গে বঞ্চনা করছেন। বামফ্রন্টের আমলে এই রাজ্যে স্কুলগুলিতে প্রাথমিক স্তরে যে টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল, এই সরকার ক্ষমতায় এসে তার বরাদ্দ বাড়াননি। তারপর বামফ্রন্ট আমলে এই রাজ্যের বৃদ্ধ বৃদ্ধা

এবং বর্গা কৃষক অথবা রিক্সাওয়ালাদের জন্য যে ভাতার প্রবর্তন করেছিলেন, আমরা দেখছি, জোট সরকার তার জন্য এবার এক পয়সা ওবাড়াননি। বাজেট এই সরকার যে বাজেট পেশ করেছেন, তা এই রাজ্যের জনসাধারণের কোন কল্যাণে আসবে না। মোট ৫২৪.৪৫ কোটি টাকার বাজেটের মধ্যে ২২ কোটি টাকার ঘাটতি দেখানো হয়েছে, এই ঘাটতি কি ভাবে পূরণ করা হবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব এর মধ্যে নেই। আবার আমরা যদি দেখি বাজেটে বিভিন্ন দপ্তরের যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে এই সমস্ত টাকা যোগ করলে দেখা যায় ৬২৬ কোটি ৯৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় হবে। তাতে দেখা যায় ৫২৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকার যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাতে ১০২ কোটি ৫০ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা সেখানে ঘাটতি থাকে। আর ২২ কোটি টাকা যোগ করলে স্যার, ১২৪ কোটি টাকার মত দাঁড়ায়। এই ঘাটতি কোথা থেকে পূরণ করা হবে তার কোন উল্লেখ এই বাজেটে নাই। যদিও কেন্দ্র এবং নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিল থেকে কিছু টাক আসতে পারে। কিন্তু সেইটা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা যাবে না। ইতি মধ্যে বিভিন্ন জিনিষপত্রের দাম বাড়বে। তখন সাধারণ মানুষের উপর কর বসিয়ে সেই ঘাটতি পূরণ করার জন্য চেষ্টা করা হবে। তাতে সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কেন্দ্রীয় বাজেটে আমরা দেখছি স্যার, ৭৩৩৭ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করা হয়েছে। স্বাভাবিক কারণেই সেই ঘাটতি বাজেটের প্রস্তাব এই রাজ্যের মানুষের উপর পড়বে। আবার আমরা দেখছি, সেই ঘাটতি এক জায়গায় থাকে না। ইনফ্লেশন করে নোট ছাপিয়ে সেট পূর্ণ করতে গিয়ে দেখা যায় হারও বেড়ে যায়। আমরা লক্ষ্য করছি স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার ১২৮৭ কোটি টাকার কর বসিয়েছে। তার মধ্যে নিউজ প্রিন্ট অন্যতম। স্পায়ার পার্টস, ইলেকট্রনিক্সসের জিনিস এবং অন্যান্য জিনিসের উপর কর বসানোর ফলে সাধারণ মানুষের ব্যয় ভার বাড়ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রায় ৯০ হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক ঋণ ভারতবর্ষের মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। আমরা এখন ভীষণ অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে বাস করছি। আই. এম. এফের ঋণ পরিশোধ করতে হয় অত্যন্ত কঠিন সর্তের মধ্যে দিয়ে। তার জন্য যাত্রীভাড়া পরিবহন ভাড়া এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের উপর টেক্স বসিয়ে সেই পরিশোধ করতে হয়। ইতিমধ্যে আমরা আবার ৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা আই. এম. এফের কাছ থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য আবেদন করেছি। এমনিভাবে ভারতবর্ষকে আমেরিকার কাছে বিকিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এখানে আইন শৃঙ্খলার বড়াই করা হচ্ছে। প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর তদন্ত করার জন্য যে কমিশন বসানো হয়েছিল, ঠক্কর কমিশন রিপোর্ট বেড়িয়েছে। সেই রিপোর্টে প্রতীয়মান হয়েছে যে প্রয়াত প্রধান মন্ত্রীর উপদেষ্টা আর. কে. ধাওয়ান এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সিকিউরিটি স্ট্যাফের ডিউটি চেঞ্জ করে সতবন্ত সিং এবং কেহর সিংকে আনা হয়েছিল এবং শ্রীমতি গান্ধী কোন্ পথ দিয়ে যাবেন এগুলি তাদের নখ দর্পণে ছিল। যে দেশে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নাই ওরা আবার আইন শৃঙ্খলার বড়াই করছে ?

এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর গত এক বৎসরে ৬০ জন বামফ্রণ্ট-এর সমর্থককে হত্যা করা হয়েছে এবং হাজার হাজার কর্মীকে থানার লকআপের মধ্যে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, দলীয় লোকদের দিয়ে পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হবে। উনারা বিধানসভাকে পবিত্র অঙ্গন বলেন কিন্তু এখানে এই সব কথা বলতে ওদের জিহ্বা কাঁপে না।

স্যার, আজকে আমাদের দলীয় লোকদের পিটিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে স্যার, । আবশিলজ্জের মতো সবাই মন্ত্রী এই পবিত্র বিধানসভায় এসে এই সব কথা বলছেন। তাবার তাঁরা গণতন্ত্র বলে চীৎকার করছেন। কিসের গণতন্ত্র ? এই ভাবে তাঁরা সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ভয়বহ অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে অন্ধকারের রাজত্বে পরিণত করেছেন। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে রেল আদৌ আসবে কিনা এই বাজেটের তার কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। কেন্দ্রীয় সরকার যে রেল বাজেট পেশ করছেন তাতে ৮৭৬ কোটি টাকার কর বসানো হয়েছে এবং এই মাশুল বাড়ানোর ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রত্যান্তল ত্রিপুরা রাজ্যে তার চাপ পড়বে। এই রাজ্যের যাতায়াতের একমাত্র পথই হচ্ছে রেল। আসাম দিয়ে যে সমস্ত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ত্রিপুরা রাজ্যে আসে, সেগুলির দাম বেড়ে যাবে এবং তার চাপ এসে পড়বে ত্রিপুরা রাজ্যে খেটে খাওয়া মানুষের উপর, গরীব মানুষের উপর। কিন্তু, তা সত্বেও ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা পর্যন্ত রেল আসবে কিনা তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত কেন্দ্রীয় রেল বাজেটেও নাই এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট ভাষণেও নাই। আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি পরিকল্পনা কমিশনের সঙ্গে এ সম্পর্কে কোন আলোচনা করা হয় নি। যার জন্য এই বাজেটে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। স্যার, আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, এই মন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে বাস ভাড়া প্রতি কি, মি, ০৫ পয়সা হারে বাড়ানো হবে ১লা এপ্রিল থেকে। পরে তা পুনর্বিবেচনা করে প্রতি কি, মি, ০'০৩ পয়সা হারে বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে জনসাধারণের উপর চাপ পড়বে স্যার, বামফ্রণ্ট সরকারে থাকাকালীন এক সঙ্গে এত হারে কোন দিন বাস ভাড়া বৃদ্ধি করেননি। এই বৃদ্ধির মধ্যে সাধারণ মানুষের পকেট কাটার ব্যবস্থা করছে সরকার সাধারণ মানুষের আয়ের সংস্থান না করে, কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না করে উল্টে এই রাজ্যের গরীব মানুষের পকেট কাটার ব্যবস্থা করছে স্যার । সাধারণ মানুষের সর্বনাশ করছে। স্যার, আজকে বেকার সমস্যা অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গেছে স্যার। সারা ভারতবর্ষে আজকে বেকারের সংখ্যা। তিন কোটির উপর। গত এক বছরের অপশাসনের ফলে, বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা না করার ফলে রাজ্যে বেকাররের সমস্যা আজকে অত্যন্ত তীব্র আকর ধারণ করেছে। আজকে অফার প্রাপ্ত বেকাদের নিয়ে এই সরকার ছিনিমিনি খেলছে স্যার। বামফ্রণ্ট সরকার যে সমস্ত বেকারদেরকে অফার দিয়ে গিয়েছিলেন,

এই সরকার তাদেরকে এপয়েন্টমেন্ট দিচ্ছেন না। আজকে অফারপ্রাপ্ত বেকাররা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের জীবন অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। স্যার, অফারপ্রাপ্ত বেকার, ফিজিকেলী হ্যাণ্ডিক্যাপ্ট রোশনা বেগম, না খেতে পেয়ে হতাশায় হাস্পাতালে মারা গেছে। অথচ, এই সরকারের টনক নড়ছে না। আজকে এই রাজ্যের মানুষ না খেতে পেয়ে অভাবে তাড়নায় শিশু সন্তানদের বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে শিক্ষার নামে স্কুল কলেজগুলিতে নৈরাজ্য চলছে। ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের ছেলে সুদীপ বর্মন, সেই কলেজেরই একজন ছাত্র খোকন ভৌমিক-এর উপর নির্যাতন করেছেন। আজকে স্কুল কলেজগুলিতে বোমাবাজি হচ্ছে, শিক্ষার নামে কুশিক্ষা চলছে। আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসাররা, ছাত্ররা নির্ভয়ে সেখানে যেতে পারছে না। শিক্ষার নামে দলবাজী চলছে। বিগত এক বৎসরের অপশাসনের ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা রসাতলে গেছে স্যার।

স্যার, আমরা দেখছি যে শিল্পের কথা বলছেন, কিসের শিল্প? আজকে এক বছরে কি শিল্প হয়েছে? কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে এই বাজেটের মধ্যে? স্যার, আমাদের বামফ্রন্টের আমলে প্রস্তাব ছিল ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজ কলের জন্য, সূতা কলের জন্য কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে আমরা লক্ষ্য করছি নূতন কলকারখানা করার কোন প্রস্তাব সেখানে নেই। যে প্রস্তাব বামফ্রন্ট সরকার নিয়েছিলেন প্রচুর গ্যাস ত্রিপুরা গ্যাসের উপর ভাসছে সেই গ্যাস নিয়ে বাড়ী বাড়ী পাইপ লাইনের মাধ্যমে সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে, সেই সমস্ত পরিকল্পনা আজকে সুদূর পরাহত, সেটা সাতগাঁও জলের নীচে চলে গেছে। সেই সমস্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার কোন লক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এই সমস্ত তাঁরা ফাঁকা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। এই বাজেট ভাষণে আছে গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান প্রকল্প রূপায়নের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েতের ভূমিকা আছে, সেই সমস্ত পরিকল্পনা তারা কি করেছেন? সেই পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিয়ে অগণতান্ত্রিক ভাবে নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে লুটের রাজত্ব বসানো হয়েছে, উন্নয়নের নামে সেখানে লুটপাট কমিটি গঠিত হয়েছে। শুধু পঞ্চায়েত নয় স্যার, সেখানে ঐ কো-অপারেটিভের বিভিন্ন নির্ব্বাচিত সংস্থা সমস্ত কিছু ভেঙ্গে দিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, এই হচ্ছে জোট সরকারের চরিত্র স্যার। স্যার, তথ্য এবং প্রচার দপ্তরের ভূমিকা কি? যত কাপ-প্রচার, যত মিথ্যার জালিয়াতি এই সমস্ত ঐ দপ্তর থেকে প্রচার করছে। স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি প্রস্তাব রাখছি ঐ তথ্য এবং প্রচার দপ্তর তার নাম পরিবর্ত্তন করে দেওয়া হোক "গোয়েবলস্ দপ্তর" এটাই একমাত্র উপযুক্ত হবে, এছাড়া অন্য কোন পথ

আমি দেখতে পারেছি না স্যার। রাজ্যের হাসপাতালগুলির অবস্থা কি? হাসপাতালে কোন ঔষধ পাওয়া যায় না, এমন কি একজন রোগীকে নীড়েল পর্যন্ত কিনে দিতে হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে হাসপাতালের দুধ যারা সরবরাহ করেন সেই দুধের টাকা পর্যন্ত দেওয়া হয় না তাই তারা বাধ্য হচ্ছে দুধের সাপ্লাই বন্ধ করে দেওয়ার জন্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :— স্যার, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন। স্যার, সেই সমস্ত ডাক্তার, নার্স তাদের কোন নিরাপত্তা নেই। আমরা দেখছি সেই ভি.এম, হাসপাতালে সেখানে উগ্রপন্থী দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত আসামী ছিল যাকে সমীরবাবু তার চেলা বানিয়েছেন, জেল থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং তিনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, সমীরবাবু যা বলবেন তাই শুনবেন তার নির্দ্দেশে সেখানে ভি.এম, হাসপাতালে গিয়ে ডাক্তারের উপর নির্যাতন করেছে। এমনই তো চলছে জোট রাজত্বে, কাজেই এই সমস্ত কথা আর কত বলব? বিদ্যুতের কথা বলে লাভ নেই, শিল্প রাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন যে, বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিচ্ছে না বলেই জুট মিল চলছে না। কাজেই সেই সমস্ত কথা আমি আগেও উল্লেখ করেছি যে, এই বিদ্যুৎ দপ্তরে বিদ্যুৎ রাষ্ট্রমন্ত্রী লক্ষ লক্ষ টাকা কমিশান নিয়েছেন এবং এই সমস্ত কথা আমি আর নূতন করে উল্লেখ করতে চাই না। স্যার, একটা পরিচ্ছন্ন কল্যানকামী প্রশাসনের কথা বলেছেন, কিসের জন্য কল্যানকামী প্রশাসন? মন্ত্রীরা সেখানে গাড়ীর নামে লক্ষ লক্ষ টাকা; সিকিউরিটির নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন তাদের আরাম আয়সের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন। এটাকে কি পরিচ্ছন্ন প্রসাশন বলে? প্রশাসনের সর্বস্তরে আজকে কত যে দুর্নীতি।

(লাল বাতি)

ছড়িয়ে গেছে আজকে এইগুলি পলে পলে পুষ্পে পুষ্পে প্রসফুটিত হয়ে সেখানে ছড়িয়ে পড়ছে, কাজেই তাদের মুখে বড় কথা সাজে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী গোপাল চন্দ্র দাস :—আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি স্যার, শেষ করার আগে আমি শুধু একটা কথা বলতে চাই স্যার, এই যে বাজেট এই বাজেট রাজ্যের জনসাধারণের কোন কল্যাণে আসবে না, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষকে ধোকা দেবার জন্য বাজেট, এই বাজেট দরিদ্রের

দারিদ্র বাড়িয়ে বড় লোককে খুশী করেছে, জোতদার, মুনাফাদার তাদের খুসী করেছে। গরীব অংশের মানুষের স্বার্থে এই বাজেট নয় কাজেই এই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছি না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুশীল কুমার চাকমা।

—: চাকমা ভাষা :—

শ্রী সুশীল কুমার চাকম (পেঁচারথল) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউজত আমার মুখ্য মন্ত্রী ও আমার অর্থ দপ্তরর মন্ত্রী, আমার যে বাজেট্টান পেশ গচ্যে সিয়ান সমর্থন গরিনেই এচ্যা মুই বাধি গরি বক্তব্য রাখাওর। এই বাজেট্টানর সমালোচনা গরতে যেইনেই মুই কং ৮ ও — শেষ পে ২১ তারিগত প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথ বাবু যে কথানি কইয়্যো, এই যে উপজাতিগুণর ইক্কু উন্নয়ণমূলক কাম কধে কনকিচ্ছু সংস্থান নেই, ইয়ানি এক্কমাত্র পাহাড়ীগুণরে বিভ্রান্ত গরানা ছাড়া কিচ্ছু নয় ভিলি মুই মনে গরং। কিত্তেই, আমি বিগত বামফ্রন্ট সরকারর আমলত পাহাড়ীগুণর যেই উন্নয়নমূলক যে কামানি হবার কথা এল, সিয়ানি তারা কনকিচ্ছু ন-গরণ। কাজেই সেক্কে পাহাড়ীগুণ খুব অনুন্নত গরি এলাক—তারারে কনকিচ্ছু তারা ন-দ্যন। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুই দেখেই দিপারং, আমার যে জামপুই পাহাড়বুয়ো আঘে তার হভলাদি আ মিজোরামর এজেলাদি যে এক্কান জাগা আঘে তার নাঙ হলদে— খেদাছড়া—লংগাই ভ্যালী। সেই লংগাই ভ্যালীত দশ-বঝর ধরি উন্নয়ণমূলক কাম কধে কিচ্ছু ন-হুয়। সিয়ত যে এবকুন ট্রাইবেল উপজাতি যেমন, রেঙ্যা, দেববর্মা, কলই, মরশুম আঘন তারার উন্নাদিভ্যেই তারা কনঅ কাম ন-গরণ। এমন কি, এই খেদাছড়াত গেললে দশ বঝর ধরি জীবনতে কিভিরি কাম গরণ সিয়ানি খবর ন-পান তারা। কিত্তেই, সরকারে সিধু দৃষ্টি ন-দে। কাজেই তারা অবহেলিত ভাবে রইয়্যণ।

আমি ক্ষমতা পেইনেই এই যে খেদাছড়াত আমি কৃষি দপ্তরবুন প্রজেক্ট খুলি দিয়েই। এবার সে কৃষি প্রজেক্টবুন খেদাছড়া মানুচ্ছুনে হাজার হাজার তেঙার ফল বেজিনেই তারা লাভ গচ্যন। সে আগেদি তারা মিজোরামর উত্তরে নির্ভর এলাক। তারা লক্ষীছড়াত যেইনেই যে কন জিনিসপত্র কিনি খেদাক। ইক্কিণে তারা নিজে কলেয়্যা জিনিস্থানি উপভোগ গরন, তারা সিয়ানি খাদন, পয়ঝ্যা পাদন। রোজগারর একান তারার সংস্থান হইয়্যো। এচ্যা সেই প্রজেক্টত গাদা রেজ্যাভিত্তিক যে এক্কান কৃষিপ্রদর্শনী হই যিয়্যোগে সিয়ানর মধ্যে উত্তর ত্রিপুরাত তারা সেকেণ্ড প্রাইজ সগৌরবে পেইয়্যন। তারার মনত এচ্যা একান উৎসাহ এচ্যে। কাজেই, ট্রাইবেলুনর উন্নতি সম্পর্কে গেললে ২১ তারিখ, যারে এক সময় পাহাড়ী রাজা কথাক, সেই যে দশরথবাবু কথানি কল সিয়ানি কন গুরুত্ব ন-থরে। মাত্র কি গরে? নকল মায়াকান্না

কানেদে তে পাহাড়ীগুণত্যোই। ইন্দি ভিদিরে ভিদিরে কিচ্ছু ন-গরে। এই হল তারার চরিত্র গানি। কাজেই, ইক্কুন্ মুই দেখত্তে—রেজ্যর পাহাড়ীগুণর, এমন কি বেক জাত্ত নব উন্নদিত্যোই বেক্কানি সংস্থান আঘে। তারার যোগাযোগর, খাদ্যর, শিক্ষার, শিল্পর, কৃষিক্ষেত্রর বেককিন্যাদি ইযত সংস্থান আসে ভিলিনেই, সিয়ানত্যোই মুই পূর্ণ সমর্থণ গরত্তর এই বাজেট্টানরে। কাজেই এচ্যা'র এই পবিত্র বিধান সভা'ত দশরথ বাবুর চরিত্রগান মুই তুলি ধরিলুং।

আরক্কান কধা—অনেগে কনদে যে, ইধু কাম ন-পাদন। আনি দেখ্যোই, তারা আমলত তারা গর্যাক কি—"এঝ এঝ তুমি সুধো পেবা" কই মিলাগুণবে ডাগিদাক্কৈ। কধক ? পাচ মুধো—পাচ মধো। মাত্তর আমা লেইনত দাড়া পড়িবগৈ— ক্লাব জিন্দাবাদ কুঅ পড়িবগৈ, নক্কেন ন-হব। গেলেঅ দানদে বানা পাচমুধো গরি সুধো। সেত্তেই সেক্কে আমি কি গচ্যোই ? গেলাকে নব্বর আগর বঝর কাঞ্চনপুর ব্লগত কংগ্রেস যুব সমিতি মিলিনেই প্রত্যেগবে বুড়ি মাধা গরি সুধো দিবাত্যোই আন্দোলন গচোই। সিত্তুন অনশন ধর্মঘট গরা হল। সেই অনশন ধর্মঘট চাক্কর—উই খুড় গরা ন-হর সিয়ানে ইক্কুন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী আন্দোলনকারীগুণর ইধু পাধেই দিল একদল। তে তারারে কল —দলীয় পর্যায়ে তুমি যেই কগৈ, তমা দাবীয়ানি মুই মানি কলুং, তমারে মুই সুধো দিম আর আজ্যান্য দাবী-দাওয়া দিম। আমার গেলাক কল্লা ? আমার যে প্রাক্তন সভাপতি এলদে নরেশ বাবু তে যেইয়ো, মহারাণী বিভু দেবী যেইয়ো শ্যামা বাবু যেইয়ো। যেইনেই যেই তারা কলাক্কৈ—মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী থেক্কে নাকি কধা দিয়ো তুমি আন্দোলন তুলিলৈ পার। সিযানে আন্দোলনকারীগুণে আন্দোলন তুলি ললাক। সে জেরে আর কি তারা পেদাক। কী আন্দোলন—কী প্রতিশ্রুতি। বুচ্যা আঙুল দেখেই শেঁচ। এমন মিথ্যাবাদী সরকার সেই বামফ্রন্ট সরকারবুয়ো।

কিন্তু, ইক্কুন্ আমি কি গরির ? আমি কংগ্রেস ন-চের, কমিনিষ্ট ন-চের —যুব সমিতি নচের। কিয়া ? পাহাড়ী মিলা তারা সুধো পেদাক। তারা লজ্জা নিবারণ গরিবাত্যোই, তারারে এক্কান এক্কান কারর বানেবাত্যোই কুড়ি মুধো সুধো দাবী গচ্যান। তারারে তে দিব কইনেই ন-দে। কিন্তু আমি ইক্কুন্ কি গরির—পাচ মুধো, সাত মুধো গরি পত্তি মিলারে দি এযির। ইচ্যা নহলেঅ কাঞ্চনপুর ব্লগত প্রায় ৩০/৪০ হাজার মুধো আমার দিলি হুই যিয়েগৈ। আরঅ গাঁওসভা বাগী আগন। আমি সিগনরেঅ দিবং। সেই ইভিরি ইভিরি চলে তারা ইয়েনি।...

তারা আমলত যোগাযোগর কধা কইনেই লাভ নেই। গেললে দঝ বঝর ধরি আমি দেখ্যোই। সক্কেন ১৯৭৭ সাল। আমার এক্কান পথ এলদে পেচার ভলত্তুন কাঞ্চনপুর পর্যন্ত। সে পথান কিভিবি

যে সোর গবে, লিবে সিয়ানর নাভ নেই। এবার কংগ্রেস সরকার এই নেই ভোলে গরিনেই পিচ গরা হ্ইয়ো। এ সেরান্থা গরি তারা কন কাম ন-গরণ। মারকান যে তারা গত্তন কি? ইক্কুম্বু জেলা পরিষদর ভিদিরে যেদক্কানি যে উন্নয়নর কাম আঘে, সে কামানি তারা বন্ধ গরি থুন। আর এমন ভাবে এ সরকারবুয়োবে বিঘ্নিত গরি বাত্তোই ভিলিনেই নানান পরিকল্পনা তারা গত্তন। ইক্কুম্বু এ ডিসি ভিদিরে যে ইস্কুলানি আঘে সে ইস্কুলানিত এমন অবস্থা—কন ফার্নিচার নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই। অথচ কী আঘে সিয়ানত? অফিঝত হিঝেব মুজিম বেক্কানি জমা আঘে।ন-দেদন সাপ্লাই। সাপ্লাই ন-দেনার ফলে ছাত্রগুনর পড়াশুনো বিঘ্নিত হ্র। ঠিক সেখান্থা গবি এ সরকারবুয়ো বিঘ্নিত গরিবাত্তোই বহুত চেষ্টা গত্তন।

এচ্যা ত্রিপুরা রেজ্জাত যেমন স্বাস্থ্য কিত্যাদি আমার এই সরকারবুয়ো এই নেই পাত্তু গাঁত্তসত্ত ভিত্তিক একান একানসার সেটার খুলো ধচ্যে। এই যে গরীব মানুচ্যানে সুযোগ সুবিধা পাদন সিগুনরে চিকিৎসা সুযোগ দিবার ব্যবস্থা হ্র আর হ্লদে কি, আগেদ্দি তারা পাহাড়দ্দি যেচনেই অনেক অনেক প্রতিশ্রুতি দি এবনদে, সিয়ানি জরে-দিপালন ন-গরণ। ইক্কিনে আমি সিয়ানি ঘিয়ানি প্রতিশ্রুতি দির, সিয়ানি বাস্তবে এ ক্ষে আস্তে পালের। যেমন, খেদাছড়াত আমার মুখ্যমন্ত্রী যেইনেই তে যে-প্রতিশ্রুতি দি-এচ্যোগৈ, সিয়ানি আস্তে আস্তে পুরেই দিয়্যা হ্র। এডিসি ভিদিরে, খিয়ান ন'কি মাছমারাত কৃষি প্রকল্পত তিন্ন প্রজেক্ট হ্ইয়ো সিগুন হ্লদে হটি কাল্চারত্তুন। সিগুনঅ গরা হ্র। সে-প্রজেক্টকুন গরার ফলে এচ্যা যে মাছমারাত কুড়ুক্কুণ দিন মজর আগন, লেবার আগম, তারা কাম পাদন। সেই কামানি তারার চোখে সহ্য ন-হ্র গ্রামর উন্নয়নতোই তারা কাম পাদন সিয়ত। সিয়ানরে এচ্যা এডিসি কি গচ্যো, সিয়ানরে বন্ধ গরি থৈত্তন—পারমিশন নদেয়ন। তারা কদনদে সিয়ন তুমি কিত্তেই কাম গরলৈ, আমত্তুন পরমিশণ নলৈ? সিত্তাঁর তারা বিঘ্নিত গত্তন আমারে। কাজেই মুই এচ্যা বিধানসভাত আমার বিরোধী ভেইয়ুনরে কত্তে—এই পেশ গচ্যা বাজেক্টানরে আমা লগে লগে পূর্ণ সমর্থন জানেবাক মুই অনুরোধ গরঙর। কাজেই ইয়ত মর বক্ত ব্যগান শেচ গবলুং। ধন্যবাদ।

—বঙ্গানুবাদ—

শ্রী সুশীল কুমার চাকমা (পেঁচারথল) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী তথা আমাদের অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী, আমাদের যে বাজেটটি পেশ করলেন সেটি সমর্থন করেই আজ আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে বক্তব্য রাখছি। এই বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে আমি বলতে চাই গত

২১ তারিখে প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী দশরথবাবু যে কথাগুলো বলে গেলেন, এই যে উপজাতিদের উন্নয়নমূলক কাজ বলতে কোন কিছুরই সংস্থান নেই, তা একমাত্র পাহাড়ীদের বিভ্রান্ত করা ছাড়া কিছুই নয় বলে আমি মনে করি। কেননা, আমি বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পাহাড়ীদের উন্নয়ন মূলক যে-সব কাজ হওয়ার কথা ছিল, তা তারা কোন কিছুই করেনি। কাজেই তখনকার সময়ে পাহাড়ীরা খুবই অনুন্নত অবস্থায় ছিল—তাদের কোন কিছুই তারা দেয়নি। যেমন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমি দেখিয়ে দিতে পারি, আমাদের যে জাম্পুই পাহাড়টি রয়েছে তার ওপাশে এবং মিজোরামের এপাশে একটি জায়গা আছে, তার নাম হচ্ছে খেদাছড়া—লংগাইভ্যালী। সেই লংগাই ভ্যালীতে গত দশ বছর ধরে উন্নয়নমূলক কাজ বলতে কিছুই হয়নি। এমন কি, এই খেদাছড়াতে বিগত দশ বছর ধরে জীবনে কেমন করে কাজ করে তা তারা জানে না। কেননা, সরকার সেখানে দৃষ্টি দেয়নি কাজেই তারা এতদিন অবহেলিত ভাবেই রয়েছেন।

আমরা ক্ষমতা পেয়েই এই খেদাছড়াতে আমরা কৃষি দপ্তর থেকে প্রজেক্ট খুলে দিয়েছি। এবার সেই প্রজেক্ট থেকে খেদাছড়ার জনগণ হাজার হাজার টাকার সব্জী বিক্রি করে তারা লাভবান হয়েছেন। তার আগে এরা ছিলেন মিজোরামের উপর নির্ভরশীল। তারা লক্ষ্মীছড়ায় গিয়ে যে কোন জিনিসপত্র কিনে খেতো। এখন তারা নিজেদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি উপভোগ করছেন, তারা সেগুলো ভোগ করছেন, পয়সা পাচ্ছেন। এখন তাদের রোজগারের সংস্থান হয়েছে। আজ সে প্রজেক্টগুলো ভিত্তি করে সারা ত্রিপুরা ভিত্তিক যে একটা কৃষি প্রদর্শনী হয়ে গেল, তাঁর মধ্যে তারা উত্তর ত্রিপুরায় স্বগৌরবে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। তাদের মনে এখন উৎসাহ এসেছে। কাজেই ট্রাইবেলদের উন্নতি সম্পর্কে গত ২১ তারিখ, যাকে একদা পাহাড়ী রাজা বলা হতো, সেই দশরথবাবু যে কথা গুলো বলে গেছেন তা কোন কাজের নয়। তাতে মাত্র কি হয়? নকল মায়াকান্না কাঁদেন তিনি পাহাড়ীদের জন্য। এদিকে ভেতরে ভেতরে কিছুই করেন না। এই হল তাদের চরিত্রগুলো। কাজেই, এখন আমি দেখছি রাজ্যের পাহাড়ীদের, এমন কি সব জাতি গোষ্ঠীর উন্নতির যাবতীয় সংস্থান এর মধ্যে রয়েছে। তাদের যোগাযোগের, খাদ্যের, শিক্ষার, শিল্পের, কৃষি ক্ষেত্রের ইত্যাদি সবক্ষেত্রে এখানে যাবতীয় সংস্থান রয়েছে বলেই তাই এই বাজেটটিকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। কাজেই আজকের এই পবিত্র বিধানসভায় দশরথ বাবুর চরিত্রটি আমি তুলে ধরলাম।

আরেকটি কথা অনেকে বলে যে, এখানে কেউ কাজ পাচ্ছে না। আমরা দেখছি, তাদের আমলে তারা কি করতো—"এসো এসো তোমরা জুতো পাবে" কথাটি বলে ওরা মহিলাদের ডেকে নিতো। জুতো? পাঁচমুঠো পাঁচমুঠো। কিন্তু আমাদের লাইনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—ইনক্লাব জিন্দাবাদ

বলতে হবে, নয় তো হবে না। গেলেও দের কেবল পাঁচ মুঠো করে সুতো। তাই তো তখনকার সময়ে আমরা কি করেছি? গতো বছরের আগের বছর কাঞ্চনপুর ব্লকে কংগ্রেস যুব সমিতি মিলে প্রত্যেককে কুড়ি মুঠো করে সুতো দেবার জন্য আমরা আন্দোলন করেছি। তা থেকে অনশন ধর্মঘট করা হলো। সেই অনশন ধর্মঘট চলছে—উইথড্র করা হচ্ছে না। তাই এখান থেকে মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী আন্দোলনকারীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন একদল। তিনি তাঁদের বললেন—দলীয় পর্যায়ে আপনারা গিয়ে বলুন, আপনাদের দাবী আমি মেনে নিয়েছি, আপনাদের আমি সুতো দেবো এবং অন্যান্য দাবী দাওয়াও পূরণ করবো। আমাদের গেলেন কারা? আমাদের যে প্রাক্তণ সভাপতি ছিলেন নরেশবাবু তিনি গেলেন, মহারাণী বিভুদেবী গেলেন, স্যামাবাবু গেলেন। তাঁরা গিয়ে বললেন—মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী যখন কথা দিয়েছেন আপনারা আন্দোলন তুলে নিতে পারেন। তাই আন্দোলনকারীরা আন্দোলন তুলে নিলেন। তার পরে কী আর তারা পাবে কী আন্দোলন—কী প্রতিশ্রুতি বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়েই খালাস। এমনই মিথ্যাবাদী সেই বামফ্রন্ট সরকারটি।

কিন্তু, এক্ষণে আমরা কি করছি? আমরা কংগ্রেস দেখছি না—কমিনিষ্ট দেখছি না—যুব-সমিতি দেখছি না। কেন? পাহাড়ী মেয়ে ওরা সুতো পাবেই। তাদের লজ্জা নিবারণের জন্য, এক-একটি কাপড় তৈরীর জন্যই ওরা কুড়ি মুঠো করে সুতো দাবী করেছিল। তাদের ওরা দেবো বলেও দেয়নি। কিন্তু আমরা এখন কি করছি পাঁচ মুঠো, সাত মুঠো করে প্রত্যেক মহিলাকে আমরা দিয়ে আসছি। আজ কম হলেও কাঞ্চনপুর ব্লকে ৩০/৪০ হাজার মুঠো সুতো আমরা বিলি করেছি। আরো গাঁওসভা বাকী আছে। তাদেরও আমরা দেবো। সেই তো এমনি ভাবে চলে ওদের কাজগুলো।

ওদের সময়ের যোগাযোগের কথা বলে তো লাভই নেই গত দশ বছর ধরে আমরা দেখেছি। তখন ১৯৭৭ সাল। আমাদের একটি রাস্তা ছিল পেচারথল থেকে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত। সেই রাস্তাটি কেমন করে যে মেরামত হবে, পিচ হবে তার নামগন্ধ নেই; এবার কংগ্রেস সরকার এসেই-সুন্দর করে তা পিচ করা হয়েছে। ঠিক তেমনি ওরা কোন কাজ করেনি। আরো ওরা করছে কি? এখন জেলা পরিষদের এলাকার অন্তর্গত যে সব উন্নয়ন-মূলক কাজ রয়েছে, সে সব কাজ তারা বন্ধ করে দিয়েছেন। আর এমন ভাবে এ সরকারকে বিঘ্নিত করার জন্য নানা পরিকল্পনা তারা করছে। এখন এ,ডি,সি,র ভেতরে যে স্কুলগুলো রয়েছে সে সব স্কুলগুলোতে এমন অবস্থা কোন ফার্নিচার নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই! অথচ কী রয়েছে সেখানে? অফিসে হিসেব অনুযায়ী সবই জমা আছে। দিচ্ছে না সাপ্লাই সাপ্লাই না দেওয়ার ফলে ছাত্রদের পড়াশুনো বিঘ্নিত হচ্ছে। ঠিক তেমনি করে এ সরকারকে বিঘ্নিত করার জন্য ওরা চেষ্টা করছে।

আজ ত্রিপুরা রাজ্যে যেমনি স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আমরা এই সরকারটি আসার সাথে সাথে প্রতিটি গাঁওসভা ভিত্তিক এক-একটি সাব-সেন্টার খুলতে শুরু করেছে। এই যে গরীব মানুষেরা সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, তাদের চিকিৎসা সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। আর হচ্ছে কি, আগে ওরা পাহাড়ে গিয়ে অনেক অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসতো ; তা পরে পালন করতো না। এখন আমরা যা যা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তা বাস্তবে ধীরে ধীরে পালন করছি। যেমন, খেদাছড়াতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে, যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, তা আস্তে আস্তে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ,ডি,সি,র ভেতরে, যা নাকি মাছমারায় কৃষি প্রকল্পের অধীনে তিনটি প্রজেক্ট হয়েছে, তা সবই হচ্ছে হর্টি কালচার থেকে, তাও করা হচ্ছে। সে প্রজেক্টগুলো করার ফলে আজ যে মাছমারায় কিছু সংখ্যক দিন মজুর রয়েছে, বেকার রয়েছে, তারা কাজ পাচ্ছে। সেই কাজগুলো এদের চোখে সহ্য হচ্ছে না। গ্রামের উন্নয়নের তাগিদে তারা কাজ পাচ্ছে সেখানে। তাকে কেন্দ্র করে এ,ডি,সি, কি করছে, তা বন্ধ করে রেখে দিয়েছে— পারমিশন দিচ্ছে না। ওরা বলছে সেখানে তোমরা কেন কাজ করাচ্ছ আমাদের পারমিশন না নিয়ে ? এমনি করে ওরা বিঘ্নিত করছে আমাদের। কাজেই আজ আমি বিধানসভায় আমার বিরোধী ভাইদের বলছি— এই পেশ করা বাজেটটিকে আমাদের সাথে সাথে পূর্ণ সমর্থন জানাবেন বলে আমি অনুরোধ জানাই। কাজেই এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা।

শ্রী বিমল সিনহা (কমলপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে বিরোধীতা করে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। প্রথম কথা, উনি বাজেট বক্তৃতার ভাষণে শান্তি, সম্প্রীতি ইত্যাদি ইত্যাদি রক্ষার জন্য খুব গুরুত্ব আরোপ করার চেষ্টা করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে এই আইন-শৃঙ্খলার জন্য কতটুকু খরচ হয়েছে ? এটাকে রক্ষণশীলভাবে চিন্তা করলে ঠিক হবেনা। আজকের পুলিশ আগের মত বেতের লাঠি নিয়ে পাহারা দিক এই নীতি আমরা মানিনা। স্বাভাবিকভাবে আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে চলুক, এডভ্যান্স হউক এটা আমরা চাই, কিন্তু যদি বলা হয় আইন-শৃঙ্খলার কাজে, পুলিশের কাজে টাকা খচর হয়েছে ? আসলে পুলিশের কাজে টাকা খরচ হয়নি, গোটা টাকাটা আত্মসাৎ হচ্ছে তখন তার বিরোধিতা, তার প্রতিবাদ করা ছাড়া কোন উপায় থাকে না। আমি স্প্যাসিফিকেলি কয়েকটা বিষয়ের উপর এই হাউজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই জোট সরকার আসার পর ১৯৮৭-৮৮-তে একটা মিটিং হয়েছে। মিটিংটা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী সুরজিৎ-বাবুর কোয়ার্টারে, তিনি এখন অনুপস্থিত, মিটিংটা হয়েছে নন-গেজেটেড কিছু পুলিশ নিয়ে। সেখান থেকে এই নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মীবৃন্দের স্বার্থে প্রতিবেদন এই নামে একটা গোপন চিঠি জায়গায় জায়গায় পাঠান হয়েছে। এই মিটিংয় ২১ জনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যেদিন

এক জোট সরকার ক্ষমতায় বসে সেদিন পরিকল্পনা ছিল গোটা পুলিশ বাহিনীকে একটা ফ্যাসিষ্ট বাহিনী হিসাবে পরিণত করা। উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেওয়া, লক্ষ লক্ষ মানুষের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া। তারা চেষ্টা করেছিল বিনা পয়সায় মুস্টিমের কিছুকে হাত করে গোটা পুলিশ বাহিনীকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় সুরজিৎবাবুর বাড়ীতে যে মিটিং হয় সেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মনসদার, ওনারা যারা ঔপনিবেশের কাজ করছে সেই সাম্রাজ্যবাদী সম্রাট সন্তোষ দেব যুবরাজ করে পাঠিয়েছেন কমলেন্দু ভট্টাচার্য্যকে আর তিনি ঠিক করে দিলেন কমিটি। কাছাড়ের সেই কমলেন্দুবাবুর নির্দেশে ঠিক হচ্ছে কোন্ পুলিশ কোন্খানে নিয়োগ হবে, কোন্ পুলিশের প্রমোশন হবে, কোন্ পুলিশের বেতন কত হবে, কোন্ পুলিশ বেতন পাবে, কোন্ পুলিশকে তার ন্যায্য পাওনা দিতে হবে, কোন পুলিশকে দিয়ে সুইপারের মত জুতা পালিশ করাতে হবে, কোন্ পুলিশকে দিয়ে বড় বড় অফিসারদের ★ ★ ★ ★ ★ ★ ধোয়ার জন্য ব্যবহার করা হবে, তা নির্ধারিত হয় তাঁর নির্দেশে।

(ট্রেজারী বেঞ্চ থেকে : স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য অনেক নোংরা শব্দ ব্যবহার করছেন।)

শ্রী বিমল সিংহ :— আজকে দুঃখের বিষয় যে, আমার মাননীয় স্ব-রাষ্ট্রমন্ত্রী গতকাল যে রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন এর পর তাঁর চেয়ে আমি অনেক ভদ্র ব্যবহার করেছি।

শ্রীজহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, পুলিশ রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একটি সংস্থা। এই ব্যাপারে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে, এইখানে রাজ্যের আরক্ষা দপ্তরের মান মর্য্যাদার প্রশ্ন রয়েছে। সেখানে এই ধরণের কুৎসা এবং অশ্লীল মন্তব্য করা যেটা পুলিশের মনোবলকে ভেঙ্গে দেওয়া এবং পুলিশের মধ্যে একটা উচ্ছৃংখলা সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য। সুতরাং আমি আপনার মাধ্যমে এই ধরণের অশ্লীল মন্তব্যগুলি একসপাঞ্জ করার জন্য অনুরোধ রাখব এবং প্রস্তাবও রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর, কোন্ কোন্ শব্দ আপনি একসপাঞ্জ করতে চান?

শ্রী জহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, যেটা মহিলাদের কাপড় চোপড় পুলিশকে দিয়ে ধোয়ানো হচ্ছে এই ধরণের যে কথা বলেছেন সে শব্দগুলিকে একসপাঞ্জ করতে অনুরোধ করছি। কারণ পুলিশের মান মর্য্যাদার প্রশ্ন এতে রয়েছে, উনি যদি ব্যক্তিগতভাবে কারো বা দুই এক জনের সম্পর্কে বলার থাকে সেটা বলতে পারতেন। কিন্তু এই ভাবে বলা ঠিক হয়নি।

★ ★ ★ Expunged as ordered by the Chair.

মিঃ স্পীকার :— আনপার্লামেন্টারী ওয়ার্ডস ইজ বিং একসপাঞ্জড।

শ্রী বিমল সিংহ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি ইচ্ছে করলে এইটা এক্সপাঞ্জ করতে পারেন আবার আমার সম্পূর্ণ বক্তব্যটাও আপনি এক্সপাঞ্জ করতে পারেন তাতে আমরা কোন আপত্তি করব না। এরচেয়ে গুরুতর ছাপার অযোগ্য, বলার অযোগ্য শব্দ উচ্চারিত হয়েছে সেগুলিকে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার নির্দেশ এখানে রয়েছে। আর আমার কথা হলে সেটা রাখা হবে না, এইটাতে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি না।

আমার বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় জহরবাবু চটে উঠলেন, আমি দুঃখিত উনার জন্যে। আমরা ৫ বৎসর উনাকে এম, এল, এ, হিসেবে দেখেছিলাম যখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায় ছিল। উনি একজন উপযুক্ত লোক বলে আমি মনে করি। উনি আমার বিরোধীতা করতে পারেন, কিন্তু উনার যথেষ্ট যোগ্যতা রয়েছে। আরেকজন হচ্ছেন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী রতন চক্রবর্তী — উনিও একজন উপযুক্ত লোক। কংগ্রেস- টি, ইউ, জে, এস.— এর মধ্যে উনারা অনেক গুণের অধিকারী, উপযুক্ততা উনাদের রয়েছে। আর মন্ত্রীদের মধ্যে সমীরবাবু আমাদের সিলেটী ভাষায় একটা কথা আছে "তাইন তাইন আমারে উল্টা কাইটাল করিয়া থই রাখছইন।" অর্থটা কি ? উনাকে পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী, উনাকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ঐ কচ্ছপটাকে উল্টিয়ে রাখলে হাত পাওগুলি আকাশের দিকে কেবলমাত্র ছোড়ে এই অবস্থায়ই রেখেছে এই দুইজনকে। কাজেই এরা এইগুলি বলবেন। উনি বুঝতে পারছেন না যে, সমীরবাবু কি জালিয়াতিটা করেছেন, বুঝতে পারবেন আস্তে আস্তে।

নেক্সট মিঃ স্পীকার স্যার, পুলিশ বাহিনী আইন শৃংখলার কাজে ব্যবহৃত হোক এইটা আমরা চাই। কিন্তু মাননীয় সমীরবাবু এইটাকে কি করছেন ? দলীয় কাজে শুধু না, সি, পি, এম, পেটানোর কাজে শুধু না, তাদেরকে ব্যবহার করছেন কংগ্রেস দলে তাঁর বিরোধী যারা রয়েছে তাদেরকে পেটানোর জন্যে। টি, ইউ, জে, এস, যারা বিরোধীতা করবে তাদের বিরুদ্ধে কথা বলবে তাদেরকে পেটানোর জন্যে। যেইটা সেদিন ছাত্রদের যে গণ্ডগোলটা টি, এস, এফ, এর ছাত্রদেরকে গরু পেটানোর মত পেটানো হলো। এইটা কোন বিচ্ছিন ঘটনা নয়। এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল ২৪শে মার্চ ইভিনিং ফাস্ট ব্যাটেলিয়ন ল্যান্স নায়েক পরিমল আচার্যির ঘরে কোয়ারটারে একটা মিটিং হয় এবং সেখানেই এই সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়। সুধীরবাবুকে যারা সমর্থন করেন তাদের মারপিট করার জন্যে। পুলিশের মধ্যে তারা ফ্রাংকেনস্টাইন তৈরী করেছেন। তাদের দিয়ে যারা বিরোধীতা করবে তাদেরকে মারপিট

করতে হবে, তাদের ধোলাই করতে হবে, তাদেরকে পেটাইতে হবে। এমনকি টি, ইউ, জে, এস, যারা রয়েছে তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখতে হবে যাতে কোন রকম তারা এই জাল থেকে বেরিয়ে না যেতে পারে। এবং শুধু তাই নয়, সেখানে একটা লিস্ট করা হলো কি ব্যাপারে এ, এস, আই, এর প্রমোশন দেওয়া হবে। এই এ, এস, আই, প্রমোশনের মধ্যে লিস্ট করা হয়েছে কারা কারা প্রমোশন পেতে পারে তাদের দলের লোকেদের ঠিক করা হবে। খবরদার কোন অবস্থাতেই যেন সমীর বাবুর কোন লোক না পায়। আগেই রাজ্যে সাহেবের কাছে স্লিপ দেওয়া হয়েছে। তারপর সেই মিটিং-এর মধ্যে পশ্চিম আচার্য্য ছিলেন, উনার ঘরেই সেই মিটিংটা হয়। গোপাল দে নামে আরেকজন পুলিশের অফিসার সেখানে ছিলেন। এই এমিটিং এ আরো অনেকেই ছিলেন। এদের নাম বললে আপনারা আমার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেবেন।

তারপর ১৪/১৫ তারিখ এইটা হলো মার্চ মাসে। ২৫ তারিখ সন্ধ্যাবেলা সমীরবাবু তাড়াতাড়ি একটা মিটিং ডাকলেন পুলিশ প্যারেড গ্রাউণ্ডে। সেখানকার মধ্যে তারা সিদ্ধান্ত নিলেন যে, প্রমোশনের জন্য রিকোমেণ্ডেশন করবেন সমীরবাবু, অন্যগুলিকে বাঁধা দিতে হবে। দরকার হলে ফিজিক্যালী এলিমিনেট করতে হবে। এই ধরণের বিভিন্নসিদ্ধান্ত তারা সেখানে ঢুকাচ্ছেন।

সেই ২৫ তারিখের মিটিং যেটা অরুন্ধতীনগরে হয়, সেখানে তেজেন্দ্র নামে একজন পুলিশ এবং সমরেন্দ্র ভৌমিকও সেখানে ছিলেন, সেকেণ্ড বেটেলিয়নের আরও কিছু পুলিশও সেখানে ছিলেন, গোটা পুলিশকে দুইটি শিবিরে বিভক্ত করা হয়, শুধু সি, পি, এমকে পিটানোটা বড় কথা নয়, কংগ্রেসকে পিটাও, অর্থাৎ সমস্ত পুলিশের মরাল্টাকে দুর্বল করে দাও। স্যার, সেখানের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ইন্টেলিজেন্সি ফেইল করাও ইণ্টারভিয়ুর জন্য ডাকা হয়েছে, ইন্টেলিজেন্সি ইন্টারভিয়ু নাও অথচ যারা ফেইল করবে তাদেরকেও প্রমোশান দিতে হবে, এই দাবীটাও তারা সেখানে তুললেন এবং তারা সেখানে সমীর বাবুর শ্রাদ্ধ করলেন, সমীর বাবুকে একেবারে তুলাধুনা করলেন নানা রকম লেকচার দিয়ে এবং সেই মিটিং এর মধ্যেই ঠিক হল ওয়েষ্ট বেঙ্গলে পুলিশ কনফারেন্সে কে কে যাবে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই মেজরিটিদের একটা গ্রুপ, আবার এই দিকে আর একটাগ্রুপ তারা লালন পালন করছেন, তার ফলটা কি হচ্ছে গোটা ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীতে কংগ্রেসের সমর্থক থাকতে পারে; সি, পি, এমেরও ২/১ জন সমর্থক থাকতে পারে, আবার কোন রাজনীতি করে না, এমন লোকও আছে, এই ধরণের হাজার হাজার পুলিশকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তাদের সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধার বিশেষ সুযোগ, করা বঞ্চিত থেকে ন্যূনতম যে তাদের পাওনা, সেগুলিও আজ তারা পাচ্ছে না। আমরা জানি পুলিশের মধ্যে একটা হ্যাণ্ড ক্লোজিং বুক বলে একটা আইটেম দেওয়া হয়, টুপি, জুতা এবং জাম্পার, বলতে পারেন এত বড় বিরাট একটা কলেবর নিয়ে

এখানে বাজেট পেশ করলেন, তারা কি দেখাতে পারবেন যে গত কয় মাসের মধ্যে কয়টা পুলিশকে একটা জাম্পার দিয়েছেন? হ্যাঁ, কম্বল দিয়েছেন, কিন্তু কয়জনকে? দুই চার জনকে বাকী হাজার হাজার পুলিশকে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্যার, বামফ্রন্টের আমলে তাদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার দিল, তারা এসে সেটাও নস্ট করে দিয়েছে, আজকে ওরা বোবা হয়ে গেছে, অধিকার জানাবার মতো তাদের কোন ভাষা নাই। উপরন্তু ডি, জি, সাহেবের কাছ থেকে সার্কুলার গিয়েছে যে কোন পুলিশ কোন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। এখন ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত পুলিশ সেই জম্পুই পাহাড়ের পুলিশ হউক আর রিমোটেড সাব্রুমের পুলিশই হউক, তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত দল মত নির্বিশেষে যখন যে সরকারই আসছে, সেইটার কোন ধার ধারে না, তাদের কর্তব্য হল ডিউটি করা, এই সমস্ত পুলিশের অবস্থা আজ শোচনীয় একটা মশারী পর্য্যন্ত আজকে তাদের দেওয়া হয় না। এটা ভাবতে পারেন? আমি মাননীয় সমীর বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, উনি এখানে উপস্থিত করতে পারবেন যে, এই জোট সরকার আসার পর কয়টা পুলিশকে এটা ইস্যু করা হয়েছে? বিরাট বিরাট বাজেটের কথাতো সবাই আপনারা বলছেন, কয়টা মশারি ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়টা কনষ্টেবল বা কয়টা হোম গার্ডকে দিয়েছেন? এবটাও দেওয় হয় নি। শুধু তাই নয়, স্যার, আজকে ১৩ মাস হয়েছে, এই ১৩ মাসেরই হিসাব দিন যে যে-সমস্ত কনষ্টবলরা সিকিউরিটি হয়ে আপনাদের সঙ্গে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারা যেমন বামফ্রন্টের এম, এল দেরসঙ্গে আছেন, তেমনি আপনাদে সঙ্গেও আছেন, তাদের কয়জন টি, এ, বিল পেয়েছে?

স্যার, এই টি, এ বিলের ফর্ম পর্য্যন্ত তাদেরকে দেওয়া হয় না, ওদের একেবারে ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ মানে ক্রীতদাস। স্যার, তাদেরকে গুলি করতে বললে গুলি পর্যান্ত করা যায়. মানুষকে মারতে বলে, মানুষকে পর্য্যন্ত মারা যায়, খুন করতে বললে, খুন পর্যান্ত করা যায়, তারা একেবারে ব্যক্তিত্বহীন, তাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গা, ওদের যে নায্য পাওনা টি, এ, বিল. সেটা পর্যান্ত তারা পাবে না, এমন কি টি. এ, বিলের একটা ফর্ম পর্যান্ত পাবে না। আমি সমীরবাবুকে অনুরোধ করছি, গত এক বছরের মধ্যে পুলিশের কয় জনকে টি, এ, বিল দিয়েছেন, এই হাউসের মধ্যে সেই তথ্য দিন। মাননীয় স্পীকার স্যার, বামফ্রন্টের আমলে তারা ২০০ টাকা করে একটা কনভেয়ান্স এ্যালাউন্স পেত, গত ১৩ মাসের মধ্যে তাদের কয়জনকে সেটা দিয়েছেন? বলুন।

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার, মাননীয় সদস্য পুলিশকে ক্রীতদাস বলেছেন, এই ক্রীতদাস শব্দটা আন-পার্লামেন্টারী এটাকে এ্যাক্সপাঞ্জড করা হউক।

মিঃ স্পীকার : — উনি বলেছেন পুলিশকে ক্রীতদাসের মতন ব্যবহার করা হচ্ছে, তাদের ক্রীতদাস বলেন নি, কাজেই এটা আন-পার্লামেন্টারী ওয়ার্ড না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :— স্যার, এটা শুধু মাত্র পুলিশের ব্যাপারেই নয়, এই রাজ্যে ২২০০ মত হোম গার্ড আছে, আজকে দিন মজুর যারা রাস্তায় কাজ করে, তারা দিনে যে মজুরী পায়, একজন হোম গার্ড সেইটাও পায় না স্যার, তারা সরকারী ডিউটি করবে, অথচ পোষাক পাবে না, কে কংগ্রেসের সমর্থক, কে সি, পি, এমের সমর্থক, সেই প্রশ্ন, তারা কর্মচারী তাদের কাজ করতে হবে, তাদের ডিউটির সার্ট যদি ছিঁড়া থাকে তো, সেটা পাল্টাবার মত আলাদা আর একটা সার্ট নাই ,অথচ তাদের নিরাপত্তার জন্য ওরা দিন রাত খেটে মরছে।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা শুধু হোম গার্ডের কথা নয়, হোম গার্ড ছাড়া চৌকিদার যারা আছে, তারাও আজকে মনুষ্য পর্যায়ে নেই। স্যার, নতুন বেতন স্কেল চালু করা হল, কি বেতন স্কেল ৮৫০-২১৫০, আমাদের বামফ্রন্টের আমলে আমরা তাদেরকে ৩য় শ্রেণী করেছিলাম, এখন তাদের সেই ৩য় শ্রেণীর স্টেটাসটাও কেড়ে নেওয়া হল। তাদেরকে বলা হচ্ছে ৪র্থ বলতে লজ্জা হয় না? ওদের কোন অধিকার নেই। স্যার, আজকে এই সমস্তরে মধ্যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী বড় বড় বাজেটের অংক পেশ করেছেন, কি ব্যাপার ? না আরক্ষা দপ্তরের জন্য. অথচ আমরা দেখছি, আরক্ষা দপ্তরের অবস্থা টা কি ? অন্য দিকে আরও দেখছি ৬ পার্সেন্ট করে তাদের জি. পি, ফাণ্ডের জন্য কাটা হল, উনারা লুটপাট করবেন, টাকা খরচ করবেন, এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীদের সঠিক বেতন দিতে পারবেন না ওদের আধ পেটা করে রাখতে হবে, একটা হোম গার্ডের কাছ থেকে একটা কনেস্টবলের কাছ থেকে ৬ পার্সেন্ট্র করে কেটে রাখা হবে, কি সুন্দর ব্যবস্থা। এটা কি সমীরবাবু আর সুধীরবাবুর আরামের জন্য করা হবে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে সমস্ত ডিপাটমেন্টেই ডিপার্টমেন্টার প্রমোশন কমিটি রয়েছে। না, সেখানে সমীরবাবুর একজনকেই পছন্দ, তিনি হলেন বাজাজ সাহেব। উনি ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যে যেন আর কোন পুলিস অফিসার নাই, সমস্ত কমটির মধ্যেই তাকে চেয়ারম্যান করতে হবে। কারণ তিনি ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি তো দূরের কথা, উনি সাড়ে চার ফুট, আর বুকের মাপ, সেটা না থাকলেও চলবে, যদি সমীরবাবুর দৃষ্টি থাকে। স্যার, এইভাবে পুলিশ দপ্তরে সমস্ত প্রমোশন কমিটিগুলি করা হয়েছে। স্যার, আরও অনেক মন্ত্রী রয়েছেন, সবাইকে দোষ দিচ্ছি না, তাদের লোকগুলিকে এণ্টার-টেইন করা হয় না। সমীরবাবুর নিজের লোক হলেন বাজাজ সাহেব। তিনি সমীরবাবুর লোকগুলিকে বেছে বেছে নিচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে সব এ আওয়াজ উঠেছে পুলিশ অফিসারদের মধ্যে যে এখানে কাজ করা যায় না। এই সমস্ত অত্যাচারগুলি তারা মানতে রাজী নয়। কারণ সমীরবাবু লিষ্ট দেন অমুককে গ্রেফতার করতে হবে। যারা প্রতিবাদ করেন তাদের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়। যেমন সান্যাল সাহেব। কে, এল, সাহা তো ত্রিপুরা ছেড়ে চলে গেলেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মহেন্দ্র অ্যাণ্ড মহেন্দ্র, একজন এজেন্ট। তার লাইসেনস আছে, কাগজপত্র রেকড সব আছে। সমীরবাবুর হুকুম হলো ওকে

গ্রেফতার করতে হবে। তার আগে তাকে টাকা দেওয়ার জন্য বলা হয়েছিল। তিনি প্রতিবাদ করেন টাকা দেব কেন? তাকে বলা হলো টাকা না দিলে তাকে নাসা মিসাতে এরেষ্ট করা হবে। একটা বানানো কেইসে তাকে গ্রেফতার করা হল। তারপর এখানে চালান দেওয়া হল। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে তার একটা বিজনেস খুললেন কতকগুলি গাড়ীকে কনডেম ডিক্লেরেশন দিয়ে। ১২টা গাড়ী কনডেম দেখানো হল। টি, আর. পি ১৫০৫, ১৫০৮, ৬, ১৩৮২, ৭৭৫, ১৬১০, ১৭২২, ১৭২৫, ১৭২৬, ১৫৮৬, ১৫০২, ১৫০৪। কনডেম ডিক্লারেশন দিতে হলে এস, ডি, ও, (মেকানিক) এর কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে ডিক্লারেশন করতে হয়। কিন্তু মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন, না এগুলি চলবে না। পরবর্তী সময়ে কি করলেন তিনি? না, গাড়ী ভাড়া করতে হবে। ৪৮টা গাড়ী ভাড়া করা হল। ৪৮টা জীপ, প্রাইভেট গাড়ী। গভার্ণমেন্ট দরকার হলে ভাড়া করতে পারে। কিন্তু বিনা কারণে ৪৮টা গাড়ী ভাড়া করা হয়। সন্ধ্যার সময় সেগুলি আবার পোলে জমা পড়ছে না।

এই ৪৮টা গাড়ী তো এম, টি, পুলে থাকার কথা। গভার্ণমেন্ট গাড়ীগুলি যদি অচল হত তা না হয় একটা কথা ছিল। বিনা কারণে এই ৪৮টা গাড়ী ভাড়া করা হলো এবং সেই গাড়ীগুলিতো সন্ধ্যা-বেলা এম, টি, পুলে থাকার কথা. কিন্তু সেগুলি সেখানে যাচ্ছে না। সেই গাড়ীগুলি বিভিন্ন কংগ্রেসী নেতাদের। স্যার, টি, আর, পি, ৭১ গাড়ীটি কনডেম ডিক্লারেশন হয়েছিল ১৩, ১১, ৮৭ইং সালে. বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। আমাদের শ্রদ্ধেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীরবাবু সেই কনডেমড গাড়ীটির নামে এখনও রিপেয়ারিং কস্ট ইস্যু করেন। একটা অর্ডার নাম্বার আমি দিচ্ছি ৩১৪১২-১৩/এম,টি/বি-২/পুলিশ/৮৮, ৬,১১,৮৮। এখনও প্রতিদিন এই গাড়ীটির নামে তেল ইস্যু হচ্ছে এই রকম আরও অনেকগুলি অর্ডার আছে যেখানে কনডেমড গাড়ীর নামে তেল, পেট্রোল ইস্যু হচ্ছে। এই অবস্থা আজকে চলছে স্যার। এই সব কাজ করার জন্যই কি জোট সরকার পুলিশ বাজেট বাড়াতে চাইছেন? স্যার, আজকে রিগিং সম্পর্কে সারা ভারতবর্ষে আওয়াজ উঠেছে স্যার। নাগাল্যাণ্ড, মিজোরামের ইলেকশানে কংগ্রেস (আই) রিগিং করেছে স্যার। আর রিগিং-এর জন্য যে এখান থেকে গাড়ী পাঠাতে হবে সেটাতো আমি জানতাম না স্যার। স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে আদেশ গেল আসাম রাইফেলস এর জোয়ানদের পাঠাতে হবে। কিন্তু একজন আসাম রাইফেলস এর জোয়ানও নিম্নলিখিত গাড়ীগুলিতে যায় নি। অথচ, ১৫টা ট্রাক এবং ২টা জীপ নাগাল্যাণ্ডে নেওয়া হয়েছে। টি.আর,এল ৩৬৩৮, ৩০৪৭, ৩০৯৬, ৩৭৯৯, ৩৬০৯, ২৪৬৮, ৩০৮৯, ২৭৫৭, ২১৩৩, ২১৭৮, ২৮৭৮, ২৯৫৯, ২১১৯, ৩৭৪৭, ২৮৫৯ এবং বাকী দুইটা জীপের নাম্বার হচ্ছে টি, আর, টি ৭৪৭, ৪৬৭ এবং তিন হাজার লিটার ডিজেলও এগুলির নামে ইস্যু করা হলো স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমীরবাবুকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, নাগাল্যাণ্ড ইলেকশনের সঙ্গে ত্রিপুরা কি ভাবে জড়িত?

এইগুলি কি করে হলো। এই যে ৩৭ লিটার করে এখান থেকে ইস্যু করলেন এটা কোন কাজে লাগল ? আইন-শৃঙ্খলা, নাগাল্যাণ্ডে পাঠিয়ে এখানে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয় কি ভাবে ? আসল কথা তেল লাগে, তেল, দুই হাতে তেল এবং এই তেলের জন্য তিনি পাঠালেন গুরুপদ সাউকে, এডভোকেট রতন নাগকে আর সঙ্গে দিলেন একট মূর্ত্তি এবং মূর্ত্তির ভিতরে কি ছিল এটা কাউকে দেখান নাই। আমি জানি না, আমি চেলেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি এখানকার মন্ত্রীরা যারা কংগ্রেস করেন তাঁরা জানেন কিনা সেই রহস্য। সে দিন সে কি মূর্ত্তি এবং এটার ভিতর কি পাঠায়েছিল প্লেনে করে মনিপুরে যখন রাজীব গান্ধী আসছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় রাজীব গান্ধী এলেন না। এখন কি করবেন ? এটা রাখবারও জায়গা নেই, একবার গৌহাটি, একবার ঐখানে, একবার সেখানে মহা বিভ্রাট অবস্থা। তেল মারার লাইন করেছেন। ঐ সময় মিশ্রকে নিয়ে লাইন করেছেন যে, ত্রিপুরার কংগ্রেসের জায়গা নেই, আগের থেকে লাইন কর। অন্য দিকে লাইন করছেন ভি, পি, সিংহের সঙ্গে। ঐ দেওয়ানজীর সাথে দাদা আমি তো এসেছি শেষমেষ। উনি মাঝে মধ্যে এখানে বলেন, আমাদের কংগ্রেস আমলে এই হয়েছে। কংগ্রেসের আমলে কি হয়েছে না হয়েছে। সমীরবাবুর সেই অধিকার নেই, উনি তো স, এফ, ডি করতেন আমাদের পিছনে পিছনে ঘুরতেন। ইলেকশ্যানের ১০/১২ দিন আগে, নমিনেশ্যানের ১০/১২ দিন আগেও তিনি পিছন পিছন ঘুরতেন। এখনও তাই করেন, কারণ মহারাণীর সে দিন ২০ হাজার টাকা নিয়ে কি একটা ঘটনা ঘটল এটার উৎস কোথায় ? সব তিনিই এটা বিফাণ্ড করেন, তিনিই সাপ হযে কামড় দেন, ওঝা হয়ে সাবান। আমাদের তো কিছু জানবার কথা নয়, কংগ্রেসের ভিতরকার কত গভীরের ব্যাপার। মিঃ স্পীকার স্যার, আমার আর একটা ব্যাপার জানার ইচ্ছা সেটা হলো, একটা গাড়ী ফটিকরায় ইলেকশ্যানের সময় ভাড়া করা হয়েছিল, গাড়ীটা যে গেল এটা আর ফিরে না টি, আর, টি ১৩৯৫ গাড়ীটা যে গেল এটা অনেক পরে এসেছে, ১০ মাস পরে। তারপর আসার পর ১০ দিন পূরণ করার জন্য সুধীরবাবুর পি. এ সেটাকে ১০ দিন ব্যবহার করলেন। সেই গাড়ীর এখন বিল দিতে হবে কিসের জন্য কোথায় গিয়েছিল গাড়ীটা ? গাড়ী পাওয়া গেল কল্যাণপুর এবং ড্রাইভার কি বললেন ? আমার ভ্রাতা বীরজিৎবাবুর কথা বলি বীরজিৎবাবুর আদেশে নিয়ে গেছেন। সেই গাড়ীর বিল দিতে হবে এটা কি সরকারের কাজে গিয়েছিল ? কিন্তু আজকে কেন সেই বিলটা দিতে হবে ?

সিলেট ভাষায় মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা আছে আপনি ধর্মনগরের লোক, আপনি ভাল করে জানবেন, ওরাই গলা দিয়ে টানে, ওরাই দড়ি দিয়ে টানে। গলাগলি করে কাঁদবে আর টাকার থলি নিয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে অবস্থা। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে যারা গেছেন তরা আজকে শিকার হয়েছে। এই জোট সরকারের আমলে নারায়ণ দেববর্মা, কৃষ্ণনগর

বা'ড়ী, পুলিশে কাজ করে, কংগ্রেস থাকলে কংগ্রেসের কথা শুনবে, সি, পি, এম, থাকলে সি, পি, এমের কথা শুনবে, নকশাল থাকলে নকশালের কথা শুনবে, সরকার কর্মচারী যে সরকারী থাকে, তার কথা শুনবে, ওকে মার্ডার করা হল। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল। মার্ডার করে প্রচার করা হচ্ছে মদ খেয়ে নাকি মারা গেছে। পুলিশ মন্ত্রী তাতে ন্যূনতম সহানুভূতিটুকু পর্যন্ত জানালনা। শ্রীদাম পালের ২জন দেহরক্ষী রতন বিশ্বাস ও রতন নাগ এবং অমলবাবু তাদের দুইজনকে নৃশংসভাবে খুন করা হল। সে খুন করল, সেই কংগ্রেস করুক আর সি, পি, এম করুক খুনী খুনীই। তার পশ্চাদদেশ দিয়ে বাঁশ ঢুকিয়ে মুখ দিয়ে বাঁশটা বের করে নৃশংসভাবে তাকে হত্যা করা হল এই দুই কনস্টেবলকে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাদের কাষ্টডিয়ান, তিনি পুলিশের কাষ্টডিয়ান, তিনি ত কেবলমাত্র কংগ্রেস না আইন রক্ষার জন্য। উনি এদের তাদেরকে হত্যা করা হল সগর্বে আসফালন করে ঘোষণা করছেন, জনরোষে মারা গেছে। আজকে সমস্ত পুলিশ ভাবছে কোনদিন কার ভবিষ্যৎ কি হয়। এই অবস্থার মধ্যে চলছে। আজকে কংগ্রেসী বন্ধুবা রমেন দাস, আই, জি, উনি পশ্চিম বাংলার নদীয়াতে বাড়ী করেছেন। নদীয়াতে তার বাড়ীতে একজন পিওনকে নিয়ে গেছেন, সে একজন কনষ্টেবল। উনি তাকে নিয়ে গেছেন। সরকারী কাজে নিয়ে গেলে বলার কিছু থাকতনা। শুধু তাই নয়। এখানে অনেকগুলি তথ্য আছে স্যার। আমাদের অনেক সদস্য, তাদের বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— সদস্যদের সময় আপনি নিয়ে গেছেন, আর একজন সদস্য চান্স পাবেন।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, এইখানে আমরা আসি বিভিন্ন সদস্যের মুখ থেকে সারা ত্রিপুরার চিত্র তারা তুলে ধরবে, তাদের কাছ থেকে অভিযোগ শুনব, একজন সদস্যকে যদি এইভাবে সবটা সময় দেওয়া হয়, তাহলে কি করে হবে? মেম্বারদের রাইট প্রটাকশান দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— রাইট, টাইম সম্পূর্ণটাই ব্যবহার করতে পারেন এখন আর ১ জন চান্স পাবেন।

শ্রী বিমল সিন্‌হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, উনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সমতুল্য কালকে যে তিনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যে শব্দগুলি ব্যবহার করছেন, কতটুকু হীন, কতটুকু নীচ, কত চূড়ান্ত হলে পরে সেই শব্দগুলি মুখ দিয়ে বের হয়। এইটা আমাদের কথা না ওনাদের কথা। আমারা লজ্জায় যেমন মাথা নুইয়েছি ওনাদের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন টি, ইউ, জে, এস কংগ্রেস (আই)র তারাও মাথা হেট করেছে। আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি তার

জন্য এবং এইযে শব্দটা উচ্চারণ করলেন আজকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন দেশটাকে, এত আস্ফালন, এত দর্প, এত অহংকার যেগুলি তিনি দেখালেন এইগুলি মানুষের পর্যায়ে থাকলে তিনি দেখাতে পারেন না। ন্যূনতম মানসিকতা থাকলে এইটা হয় না। চতুষপদ জীবের সমাজ হলে আলাদা কথা, চতুষপদ সমাজের জীবরাও তো এই রকম বলে না বা করে না আজকাল সার্কাসে দেখা যায় দুই একটা চতুষপদ জীব। কাজেই আমি এই হাউসের সামনে অনুরোধ রাখছি, এই গোল হাউসকে এই বাজেটের বিরোধিতা আপনারা করুন, যারা বাজেট এনেছেন তারাও উইড্রো করুন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন এইটা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিচ্ছি। মিঃ স্পীকার স্যার, বিরোধী দলের যারা আছেন আমি লক্ষ্য করেছি, সেই ১৭ তারিখ থেকে রাজ্যপালের ভাষণের উপর, আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর সমস্ত কিছুর উপর বিরোধীতা করছেন। আমরাতো বিরোধী বেঞ্চে ছিলাম। যদি সত্যিই ওনারা জনগণের ত্রিপুরার ১৪ লক্ষ মানুষের পক্ষে যদি কাজ করতেন তাহলে নিশ্চয়ই আজকে তারা ট্রেজারী বেঞ্চে বসতেন। কাজেই আজকে বিরোধি বেঞ্চে গিয়ে এই সব বলা অত্যন্ত দুঃখজনক যদি ওনারা গরীব মেহনতী মানুষের সরকার হত তাহলে নিশ্চয়ই তারা ক্ষমতায় থাকতেন। লজ্জা নাই ওনাদের, লজ্জা থাকার কথা। আজকে বিরোধী বেঞ্চে বসেছেন আপনারা, যদি জনগণের স্বার্থে কাজ করতেন তাহলে জনগণ আপনাদের চাইত। মিঃ স্পীকার স্যার, ওদের লজ্জা বলে কিছু নাই, ওরা যেখানে সেখানে জুতার বাড়ী খেয়ে বলেন যে, অপমানতো পাইনি, এই এক ধরণের ওরা। বাস্তবটাকে ওনারা স্বীকার করেন না। আমরা ঋণ মেলা দিয়েছি, ঋণ মেলার সময় অনেক কিছুবাধা বিঘ্ন হয়েছে, খুন হয়েছে, অনেক রক্ত ঝড়ছে, আমরা সেই বাধাকে পেছনে রেখে ঋণ মেলা দিয়েছি। ওনাদের দলের লোক আজকে ঋণ চাচ্ছে তবে অবশ্য আমরা সি,পি, এম,- এর সমর্থকদের ঋণ দিচ্ছি না, কারণ এরা শাসক দলে থাকতে খেতে খেতে গলা পর্যান্ত করেছে। আজকে আবার তাদের কি করে দেব ? এই দশটা বছর আমরা কিছু পাইনি, তাই আমরা নিয়েছি। আমরা প্রথম বার দিয়েছি ৫০ হাজার, দ্বিতীয় বার দিয়েছি এক লক্ষ। শুধু তাই নয়, আমরা উপজাতিদের এক লক্ষ টাকার সুতা দিয়েছি। ওনারা এইটাও স্বীকার করেন না। সব কিছুর বিরোধিতা করছেন, বলছেন আমরা কিছু মানি না, মানব না, অভ্যাস হয়ে গেছে এইটা ওদের। ওরা যতই উপরে উঠুক না কেন তার দৃষ্টি নীচের দিকেই থাকবে।

শকুনের দৃষ্টি মরা গরুর দিকে। মাননীয় সদস্য অনিলবাবুর সম্পর্কে কিছু কথা বলতে হয়। তিনি ৫০ লক্ষ টাকা আমাকে ঋণ করে দিয়ে গেছেন। আমাকে দায়বদ্ধ করে দিয়ে গেছেন। আমাদেরকে

এই টাকাটা পরিশোধ করতে হয়েছে। ইলেকশনের আগে ১ লক্ষ টাকার সুতো বিক্রি করেছেন তার নাম আছে কিন্তু ধরব কাকে? আজকে আবার এখানে দেখছি ওনারা সব কিছুর বিরোধিতা করছেন। আমরা যখন আগে বিরোধী ছিলাম তখন ত যেসব জন-কল্যাণমুখী কর্মসূচী নেওয়া হত সেগুলিকে আমরা সাপোর্ট করতাম, কিন্তু আজকে আপনারা করছেন না। তাই জনগণ আপনাদেরকে চিনতে পারছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ওনারা সাংঘাতিক ধরণের কীর্তি করে গেছেন। ওনারা ত কোন কিছুই মানেন না। ওনারা ত দেবতা মানেন না, তবে তাদের কাছে ২টা দেবতা আছে, সেগুলি হল খরা ও বন্যা। গত ১০ বছর আমরা লক্ষ্য করলাম, এই ২টাই তাদের কাছে দেবতা। আমি একজন মাননীয় মন্ত্রীর নাম করছি না। তবে তিনি একবার তার স্ত্রীকে বললেন, তুমি একবার দেবতা বাড়ী গিয়ে দেখনা, একটু আরাধনা করে দেখনা খরা ও বন্যা হয় কিনা। তখন তার স্ত্রী বলল, তুমি যাওনা, শুধু আমি যাব কেন? মন্ত্রী মহোদয় তখন বলল, আমি ত মন্ত্রী, আমি গেলে যদি দশরথবাবু দেখে ফেলে, নৃপেনদা দেখে ফেলে, মানুষ দেখে ফেলে তাহলে মুস্কিল হবে, বরং তুমি যাও এবং বল এবার যেন খরা বা বন্যা হয়।

কাজেই আমাদের নেতা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু যাবে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যাবে রাজীবের কাছে—"রাজীব তোমার কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে এসেছি—তুমি আমায় কিছু দাও। আমাদের ত্রিপুরাতে সব ছারখার, খরায় সমস্ত শেষ হয়ে গেছে।" 'রাজীব বললেন -কত লাগবে?' এই তো স্যার, দশ, বিশ কোটি টাকা দিন, তাহলে কোন রকমে চালাব।' না, না এত নয়, নাও তিন কোটি টাকা। নিয়ে এল তিন কোটি টাকা উনি তো জানেন আমি কিছু নিয়ে এলে ভাগ বাটোয়ারা হবে, কিছু বানিজ্য হবে, ব্যবসা হবে কিছু। তারপর আমার জুট মিল, ইট ভাট্টা তো আছে। এইখানেও কিছু পাব। আর তুমি তো জানই জিনিসপত্র কিছু পাইলে সেটা তোমার কাছেই দেব। কাজেই ঠাকুরের কাছে গিয়া বল, ঠাকুর তুমি আমার স্বামীর মনোস্কামনা পূর্ণ কর।

সত্যি সত্যি করা হলো। ঠাকুর তাদের কথা শুনলেন। খরা হলো, তারাও কিছু পকেটে পেল। তারপর আবার বলল, তুমি আবার যাও মন্দিরে। গিয়ে ঠাকুরের আরাধনা কর আর প্রার্থনা কর যেন বন্যা হয়। বন্যা হলে পরে আবার আমাদের নৃপেনদা যাবেন রাজীবের কাছে। আর রাজীব তো দয়ালু মানুষ। কাজেই গেলেই টাকা পাব। আর টাকা পাইলেই তোমার সোনার গয়না সব কিছু করে দেব। কাজেই তুমি মন্দিরে যাও। আমি গেলে তো আবার কেউ দেখে ফেলবে। আর—আর তুমি গেলে তো কেউ চিনতে পারবে না। কত মেয়েলোকই না যায় মন্দিরে।

কাজেই উনার স্ত্রী মন্দিরে গেছে, প্রার্থনা করেছে ঠাকুরের কাছে। ঠাকুর তাদের কথা শুনেছে।

তাই দেখা যায় ত্রিপুরাতে ভয়াবহ খরা আর বন্যা দেখা দেয়। আর রাজীব গান্ধী তো দয়ালু মানুষ, তিনি তাদের টাকা দিয়েছেন আর তারা সে টাকা নিজের পকেটে পুরেছে, আর সাধারণ মানুষকে তারা মেরেছেন, সব ছারখার করে দিয়েছে। জনগণের কোন উপকার তারা করে নি। আপনারাই বলুন না।

কাজেই এই বাজেটকে ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের উপকারের জন্য তাদের উন্নয়নের জন্য সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। কাজেই এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি এবং বিরোধী দলের সদস্যদেরও এই বাজেট সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অঞ্জু মগ।

শ্রী অঞ্জু মগ (মন্ত্রী) : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী গত ২০.৩.৮৯ ইং তারিখে এই বিধানসভায় যে ১৯৮৯-৯০ সালের বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটাকে সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

বক্তব্য রাখতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে, বিরোধী দলের সদস্যরা গত ১৭ই মার্চ থেকে মাননীয় রাজ্যপালের ভাষণের উপর ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা থেকে শুরু করে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর ব্যয় বরাদ্দকারীর উপর এবং এমন এই বাজেট আলোচনায় আমরা তাদের শুধু উস্কানি-মূলক বক্তব্য রাখতে দেখছি। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ জানেন, বিগত ১৯৭৭/৭৮ সাল থেকে তারা বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছে এবং তারপরে ১৯৮০ সালে তারা কি করেছেন? ত্রিপুরার মানুষের সেটা অজানা নয়। আজ ত্রিপুরার মানুষ আমাদেরকে আমাদের জোট সরকারকে তাদের কার্যাকলাপের দরুন এখানে সরকারে বসিয়েছেন। কেন? এই জোট সরকারের জনসেবার জন্য। আজকে তারা এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। কিন্তু বিগত দশ বৎসর তারা কি করে গেছেন?

তারপর তারা বলছেন, এইখানে নাকি কোন আইন শৃংখলা এখন নেই। কিন্তু এই আইন শংখলা ১৯৮০ সালের দাঙ্গায় কোথায় ছিল?

এখানে আপনারা বলছেন যে আইন শৃঋলা নেই। তাহলে জুনের দাঙ্গাতো আপনাদের আম-লেই হয়েছে। তখন (১৯৮০) আইন-শৃঋলা কোথায় ছিল?

আমাদের প্রথম প্রতিশ্রুতি ছিল যে ত্রিপুরাতে আবার আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনব আমরা তা অনেকটাই ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। আপনারা আইন-শৃঙ্খলার কথা বলেন, কিন্তু আপনারাই আইন-শৃঙ্খলা একদম মানেন না। মাননীয় সদস্য, এবং প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ শ্রী বিমল সিনহা যা বলছেন তাহাতে একটা জিনিষ পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উনার মাথাটা এখন আর ঠিক নেই। পুলিশের জুতো, মশারী ইত্যাদি সম্পর্কে যা খুশী বললেন। উনি শুধু মাত্র পুলিশ নিয়ে বলে গেলেন। অথচ বাজেটটা কি শুধু মাত্র পুলিশের জন্য করা হয়ে থাকে? রাজ্যে কি আর অন্য দপ্তর নেই? পুলিশ ছাড়াও রাজ্যে আরও অনেক দপ্তর আছে। যেমন, এডুকেশান, হেলথ, এম, আই, এফ, সি, ইত্যাদি। সেজন্য চাই টাকা। তারজন্য আমরা বাজেট করলাম। কিন্তু এটাকে আপনারা সমর্থন করতে পারছেন না। কেন পারছেন না? পুলিশ সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে। কথা বলা হচ্ছে পুলিশের রমেনবাবু সম্পর্কে। এই রমেনবাবু কে? আপনাদের সময়তো উনি ছিলেন। তখনতো উনার নামে কিছু শুনি নাই। তবে এখন কেন, এসব কথা উঠছে? তখন উনি ছিলেন ডি, আই, জি,। এখানে আপনারা যত সব আবল তাবল কথা বলছেন। স্যার, এই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের চিকিৎসার জন্য পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো দরকার। সেখানে জ্যোতিবাবুর দল আছে। চিকিৎসাটাও খুব ভাল হবে।

সন্ত্রাস সৃষ্টির লক্ষ্যে ইলেকশনের আগে তাহারা গ্রামেগঞ্জে একটা দল তৈরী করেছিলেন। সেই দলটার নাম হচ্ছে গণমুক্তি পরিষদ। মাথাপিছু পাঁচ টাকা করে টাকা নিয়ে সদস্য সংগ্রহ করা হইত। প্রত্যেকটা গাঁও সভাতে দশ জন করে সদস্য নেওয়া হইত। বিভিন্ন জায়গাতে চুরি, ডাকাতি, স্কুল পোড়ানো, খুন-খারাপি ও রাস্তা ঘাট ইত্যাদি তাহারা নষ্ট করছে। বিভিন্ন জায়গাতে স্কুল পুড়িয়েছেন, ব্রীজ পুড়িয়েছেন, এগুলি বন্ধ করার জন্য সরকারকে আইন প্রণয়ণ করতে হবে। এরপরেও কেন আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন না আমি এটা বুঝতে পারছি না। এই যে বিধান সভা, এটা একটা পবিত্রস্থান, এই স্থানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ শুধু আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি করে পাঠায় নি, আপনাদেরও পাঠিয়েছে, কাজেই ত্রিপুরার মানুষের জন্য আমাদের যেমন কিছু করার কর্তব্য রয়েছে, আপনাদেরও সেই রকম কর্তব্য রয়েছে। আজকে যদি আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন না করেন তাহলে বুঝতে হবে, যে, আপনারা আপনাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন আর কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার জন্য জনসাধারণ আপনাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি করে এখানে পাঠায় নি, কাজেই ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে আপনারা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, এটাই বাঞ্ছনীয়। এখানে গোপালবাবু, বাদলবাবু রেশনের চাউল নিয়ে নানা রকম অভিযোগ করেছেন, অভিযোগ আপনাদের থাকতে পারে এটা আমি অস্বীকার করি না, কিন্তু অভিযোগ যেটা করবেন, সেটা যেন সঠিক হয়। যে চাউল এসেছে, সেগুলি তো আর বাংলাদেশ থেকে আসেনি, এসেছে আমাদের দেশের মধ্যেই উৎপাদিত অন্যান্য রাজ্য থেকে, তার মধ্যে হয়তো ভাল চাউল

থাকতে পারে, আবার খারাপ চাউলও থাকতে পারে। আপনারা যে অভিযোগ করেছেন খারাপ চাউল রেশন দেওয়া হচ্ছে, তা আপনারা কাগজে পত্রে প্রমাণ করুন। কিন্তু সেটা আপনারা করবেন না শুধু শুধু একটা হৈ চৈ করার জন্য অসত্য অভিযোগ করবেন, এটা ঠিক নয়। আপনারা তো বিগত ১০ বছরে কত খুন করেছেন, তার হিসাব কি আপনারা রেখেছেন? তখন তো আপনারাই ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন, আর আমরা ছিলাম বিরোধী বেঞ্চে। কাজেই আপনাদের সময় যে কুকর্ম হয়েছে, সেটার জন্য তো আপনারা আমাদের দায়ী করতে পারেন না। আর আমরা যখন এলাম, তখন এই রাজ্যের সর্বত্র শান্তি বিরাজ করছে, আজকে রাত্রির বেলায়ও আপনার যেখানে খুসী, সেখানে যেতে পারবেন, তার জন্য সাথে করে পুলিশ বা সিকিউরিটি নিতে হবে না, অথচ আপনাদের সময় পুলিশ সিকিউরিটি ছাড়া এক পা এগানু মানে অনিবার্য্য মৃত্যু। তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আপনারা কিছু করুন তাতে শুধু ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষেরই মঙ্গল হবে, তা নয় আপনাদের নিজেদেরও মঙ্গল হবে কেন না, আপনারা এই ২৪ লক্ষ মানুষের থেকে ভিন্ন নন। আপনাদের সময় বিভিন্ন শহরগুলিতেই মানুষের নিরাপত্তা ছিল না, বন জঙ্গল বা গ্রামাঞ্চলে তো নিরাপত্তার প্রশ্নই ছিল না। বর্তমান সময়ে আইনশৃঙ্খলা খুবই শান্তি পূর্ণ এমন কি গ্রামাঞ্চলেও একথা কেউ বলতে পারবে না যে কেউ কোথাও খুন হয়েছে। নিজেদের টাউনে থাকতে পারছেন না, সেই রকম অবস্থার সৃষ্টি উনারা সৃষ্টি করেছিল। আমাদের পুলিশের প্রয়োজন। সেই জন্য পুলিশ আমরা নিচ্ছি। আজকে স্কুলে মাসটার নেই বনে ফরেষ্টার নেই কেন? এই টি. এন. ভির জন্য। টি. এন. ভি, আপনারা তো সৃষ্টি করেছিলেন। আপনাদের পাশে আছে। এটা তো নিজের চোখে দেখি। আমার বাড়ীতে টি, এন ভিরা গেছে। আপনাদের দলীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, ট্রাইবেলদের স্বার্থে এই বাজেটকে সমর্থন করুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটী স্পীকার :— শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন এটা অত্যন্ত বাস্তব সম্মত এবং জনস্বার্থে করা হয়েছে। আমরা একটা জিনিস দেখি, মাননীয় বিরোধি দলের সদস্যরা আগাগোড়া এই বাজেটের বিরোধিতা করছেন। কি কারণে করছেন? কারণ গরীব মানুষকে শোষণ না করতে পারলে ওদের বিপ্লব হয় না। এই জিনিসটা তারা এই বাজেটে দেখতে পারছেন না। বিগত দিনে বামফ্রন্ট সরকার এই উদ্দেশ্যেই বাজেট তৈরী করতো। মানুষ দরিদ্র সীমার নীচে না থাকলে তাদেরকে দিয়ে মিছিল মিটিং করানো যায় না। তাই বিগত দশ বছর তারা এই রাজ্যের গরীব মানুষদেরকে শোষণ করে গেছেন। আরেকটা জিনিস মাননীয়

বিরোধী দলের নেতা এখানে বলেছেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদ। এই বিচ্ছিন্নতাবাদের সঙ্গে এই মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টি অঙ্গা-অঙ্গিভাবে জড়িত। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি উনারা নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই বিচ্ছিন্নতাবাদকে মদত দিয়ে এসেছে। বিগত দিনে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন-বাবু এক হাতে 'আমরা বাঙ্গালী' অন্য হাতে টি. এন. ভি, এই দুইটা দল নিয়ে খেলতে গিয়ে অনেক খেলা করেছেন। অনিল দেবনাথ, 'আমরা বাঙ্গালী' এবং বিনন্দ জমাতিয়া, টি. এন. ভি, এদের সঙ্গে তিনি দহরম মহরম করছেন।

তাদেরকে হাত করে ত্রিপুরা রাজ্যকে ছারখার করেছেন। তাই ত্রিপুরাবাসী বিগত ৮৮ ইং সনের নির্বাচনে নৃপেনবাবুর সেই বল খেলা আর দেখতে ভালবাসেন নি বলেই এই রাজ্যে কংগ্রেস এবং টি. ইউ. জে. এস সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি নূতন ভাবে উনারা আরেকটা কথা বলতে চাইছেন যে, আরও নাকি ৫০০ টি. এন. ভি রয়েছে। স্যার, এতদিন আমরা বারবার শুনে আসছিলাম এবং কেন্দ্র থেকেও নৃপেনবাবুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে এ রাজ্যে কতজন টি. এন. ভি. আছে। তিনি সব সময়েই বলে আসছিলেন দেশেতে টি. এন. ভি. আছে। আজকে যেহেতু এই জোট সরকার টি. এন. ভি. সমস্যার সমাধান করে ফেলেছেন তাই এখন তিনি বলছেন আরও ৫০০ টি. এন. ভি আছে। হয়তো তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, তোমরা উগ্রপন্থী অবলম্বন কর. মানুষের বাড়ী ঘর লুট কর, মানুষকে খুন কর, আমরা তোমাদেরকে পুনর্বাসন দেব। তাদের মদতেই তারা এতদিন বাজার লুট করেছে. মানুষ খুন করেছে। কিন্তু আজকে যেহেতু তারা ক্ষমতা হারিয়েছেন. তাদের কথা আর রাখতে পারছেন না, তাই এখন বলেছেন আরও ৫০০ জন উগ্রপন্থী আছে। তৎ-কালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নৃপেনবাবু কনফারেন্স করেছিলেন উগ্রপন্থী আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে। সুতরাং উনার কাছে তো লিষ্ট থাকবেই। আর সেই লিষ্ট আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিলেইতো পারেন। তাদের যে সমস্ত উগ্রপন্থী আছে, তাদেরকে মাঝে মাঝে ধরে আনা হচ্ছে। সেই শ্রীদাম ত্রিপুরা. সদানন্দ ত্রিপুরা, তাদের কাছে বন্দুক মজুত ছিল। এই সদানন্দ ত্রিপুরা নিজে স্টেটমেন্ট দিয়েছে, ৯ তারিখে কাসাছড়া থেকে ৮৫ হাজার টাকা লুট করার জন্য সি.পি আই(এম) নেতারাই নির্দেশ দিয়েছিল। আজকে এই সমস্ত টি. এন. ভি তাদের বন্দুক জমা দিয়ে আজকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। তারা ভারতবর্ষের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছে, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের অংশীদার হতে চাইছে আজকে এই সব জিনিষ দেখে বিরোধী বন্ধুদের খারাপ লাগারই কথা। আরেকটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি. বিরোধী সদস্য মহোদয়রা প্রায়ই বিচ্ছিন্নতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, কথাটি বলে থাকেন। বিচ্ছিন্নতাবাদকে আমরা মদত দেই না। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে এই নজির নেই। মহাত্মা গান্ধী থেকে আরম্ভ করে ইন্দিরা গান্ধী পর্যান্ত বিচ্ছিন্নবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন। আজকে আপনারা এখানে লালডেঙ্গার কথা বলেছেন। কিন্তু আসাম সম্পর্কেতো একটা কথাও বলছেন

না। কারণ আসামের সঙ্গে আপনারা গাটছড়া বেঁধেছেন, এজন্যই বলতে চান না। স্যার, আসামে কি হয়েছে? সেখানে সারা ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে গোপন ভাবে মিটিং করেছিলেন সমস্ত, ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করার জন্য, আর এই সমস্ত কাজে সি.পি.আই(এম) দল মদত দিয়েছিল। আমরা দেখেছি আমাদের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী বিচ্ছিন্নতাবাদকে ঠেকাতে, সারা ভারতবর্ষে যাতে বিচ্ছিন্নতাবাদের চক্র না থাকে তার জন্য লালডেঙ্গাকে মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী করে দিয়েছিলেন। কিন্তু মিজোরামের অধিবাসী লালডেঙ্গার অধিনস্থ মানতে রাজী নন। তাই বিগত নির্বাচনে দেখেছি সেখানকার জনগণ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা তলে আসতে আগ্রহী। তাই সেখানে কংগ্রেসকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন। আপনারা আবার সেই বিষয়টি নিয়ে আবার ঘাটাঘাটি করে তেল দিয়ে অগ্নি-সংযোগ করার চেষ্টা করছেন।

উনাদের জানা থাকা দরকার বিগত দিনে এই উপজাতী ভাইদের কাঁধের উপর চড়ে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা তাদের কাঁধের উপর চড়ে উনারা এসেছিলেন। আবার উনারা সেই পুরাণো রাস্তা ধরেছেন এবং মনে করছেন যে, ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তা ভেঙ্গে, ব্রীজ পুড়িয়ে, সরকারের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করে আবার আসতে পারবেন। সেটা সম্ভব হবে না, কেন না আমরা সতর্ক হয়ে গেছি, জনগণকে সতর্ক করে দিয়েছি, কারণ বিগত এক বছর আগে রহস্যজনক ভাবে, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি বিভিন্ন জায়গায় রহস্যজনক ভাবে বাজারে আগুন লেগে যাচ্ছে। গভীর রাত্রে যে বাজারে মধ্যে একটাও চা ষ্টল পর্য্যন্ত নেই সেই বাজার পুড়ে যাচ্ছে কি ভাবে? মনু বাজার বাজারে আগুন লেগেছে, কি ভাবে মোহনপুর বাড়ী, খামামুখ বাজারের উপর আগুন লাগে, কি ভাবে পশ্চিম পাহাড়ের ব্রীজের উপর আগুন লাগানোর চেষ্টা হয় সেটা তাদের নির্দ্দেশে, তাদের ইঙ্গিতে হচ্ছে। তারা চাইছে সরকারের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করতে সেটা পরিস্কার। এই হাউসের মধ্যে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিরোধীরা তথাকথিত বামপন্থী যারা নিজেদের মার্কসবাদের দালাল, বাহক বলে মনে করেন তারা এই বিধান সভায় নারী সমাজের ইজ্জতের নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং আমাদের সরকারের ভূমিকাকে সমালোচনা করছেন তাই আপনার মাধ্যমে তাদের কাছে জানাতে চাই আমি পশ্চিম-বঙ্গে কি অবস্থা, নারীদের ইজ্জত, সেখানে কি হচ্ছে? ১৭শে মার্চ্চ পশ্চিম বাংলার বিধানসভায় বামফ্রন্ট সরকার তথ্য দিয়েছেন প্রতি বছর ধর্ষণ, নারী অপহরণ, বধূ হত্যা, উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে। নারী ধর্ষণ ১৯৮৭তে হয়েছে ৪৪২ জন, ১৯৮৮তে হয়েছে ৫২৯ জন, নারী অপহরণ ১৯৮৭তে হয়েছে ২৮০ জন, ১৯৮৮তে হয়েছে ৩৬০ জন, পণের জন্য বধূ হত্যা হয়েছে ১৯৮৭তে ২৫৪ জন এবং ১৯৮৮তে হয়েছে ২৬৩ জন। কাজেই আজকে উনাদের বলছি এই রকম যে সরকার, এখানে সমালোচনা করছেন, বন্ধু সরকার, আপনাদের বিরাট প্রতিভূ, আপনারা বারবার, ঘাটে, মাঠে চিৎকার করে বলেন পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিক্ষা নিন, সেই শিক্ষা কি নেবার জন্য ?

সেই শিক্ষা নেবার জন্য বলেছেন ? দুঃখ হচ্ছে, কষ্ট হচ্ছে, ব্যাথা হচ্ছে। তাই আমি বলছি, মাকর্স-বাদীরা নারী ইজ্জতের জন্য কত কথা বলছেন। আসলে এটা উনাদের ভাঁক, তাহলে এটা উনারা চান। আজকে উনাদের রাজ্যে সেটা হচ্ছে। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে অনুরোধ করবো মিঃ স্পীকার স্যার আপনার মাধ্যমে, উনারা এখানে চীৎকার না করে, উনারা যেন পশ্চিম বাংলায় গিয়ে চিৎকার করেন, জ্যোতিবাবুকে অনুরোধ করেন, জ্যোতিবাবুর কাছে যেন দাবী জানান ওখানকার মহিলাদের উপর নির্যাতন বন্ধ করার জন্য। তাহলে আপনারা জনগণের সমর্থন পাবেন, না হলে জনগণের সমর্থন পাবেন না। মিঃ স্পীকার স্যার, আর একটা জিনিষ আমি বলছি যে, এই সরকারকে হেয় করার জন্য, এই সরকারের ভাবমূর্ত্তিকে নষ্ট করার জন্য এই হাউসের মধ্যে উনারা বলেছিলেন যে, ঐ সেশানের এক সময়ে যে, বিভিন্ন ভোটার লিষ্টে নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে, অগণতান্ত্রিক ভাবে স্তব্দ করে দেওয়া হয়েছে ভোটারদের। এখানে উনারা কমপ্লেইন, করেছেন দিস্তায় দিস্তায় ভোট কেন্দ্রের নাম, ভোটারের নাম দেওয়া হয়েছে আমরা নিজেরা ঘুরে ঘুরে দেখছি এমন সমস্ত ভোটারের নাম দিয়েছেন ইলেকশ্যানের অফিসারের কাছে এবং দাবী জানিয়েছেন ভোটার লিষ্টে নাম উঠানোর জন্য। ৩৩৮ নম্বর, বিধানসভা কেন্দ্র, ঋষমুখ, ৩০ নম্বর বুথে যে নাম উঠেনি উনারা প্রচার করেছেন, উনারা দাবী করেছেন এবং সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে ভোটার নাম্বার বিগত দিনে ভোটার লিষ্ট দিয়েছেন ১৭১- উত্তম নমঃ, পিতা মনমোহন নমঃ, উনি মারা গেছেন। ১৮০ নম্বার প্রসন্ন সুত্রধর, পিতা ভৈরব তিনিও মারা গেছেন। ১৯৫ নম্বর ভুয়ানি শুক্র দাস, রামকমল উনি মারা গেছেন। ২২১ নাম্বার সরোজবলা, প্রিয়শঙ্কর, উনিও মারা গেছেন। মৃত যারা তাদের নাম উঠানোর জন্য উনারা দাবী করেছেন, এটা আমাদের মানতে হবে মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার ? এইখানে আমরা আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি স্যার, শয়ে শয়ে নাম দিয়েছে যাদের আণ্ডার এইজ। একটা নামের কথা বলছি স্যার, হলধর দাস, সেই হলধর দাস তখনও স্কুলের ছাত্র, স্কুলের রেজিষ্ট্রিমূলে তার ডেইট অফ বার্থ স্যার ৩০/১/৭২ স্যার। উনাদের ভোটার লিষ্ট কি ছিল ? বিগত দিনে শয়ে শয়ে যাদের বয়স হয়নি। এইরকম নাম উঠেছে, তারা বিগত নির্বাচনে ভোট দিয়েছে, এবার তাদের নাম বাদ যাচ্ছে, এখন তারা দাবী করছে যে তাদের নাম উঠাতে হবে। এইসমস্ত করে আজকে তারা সরকারকে হয়রানি করার চেষ্টা করছে, সরকারের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এখানে অনেকে আছেন যারা বিগত নির্বাচনে ৫০০, ৬০০, ১ হাজার থেকে দেড়হাজার ভোটে জিতে এসেছেন। অনেকের ঠিকমত ভোটার লিষ্ট হলে নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা কম ছিল। ১ থেকে দেড় হাজার এইসমস্ত ভুয়া নাম কারচুপি করে ভোটার লিষ্টে উঠিয়ে উনারা জিতে এসেছেন। আজ সেই জিনিসটা করা যাচ্ছেনা। তার জন্য উনারা আগামী দিনে পঞ্চায়েতে জিততে পারবে না, পার্লামেন্টেও জিততে পারবে না ? বিধানসভায়ও উনাদের সিট কমে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। কার কাছে কান্না করবেন ? এখন বলছেন কেন্দ্রীয় কমিশন দরকার। আমরা বিগত নির্বাচনে নির্বাচনের আগে যখন ভোটার লিষ্টে নাম উঠানোর জন্যে আমরা হন্যে হয়ে ঘুরেছিলাম

প্রত্যেকটা অফিসে অফিসে, প্রতিটি পঞ্চায়েতের দ্বারে দ্বারে ইলেকশান অফিসারের কাছে, আমাদের নাম উঠানের জন্যে দেওয়া হয়নি। আমাদের জোর করে সেই কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল। তখন আমরা দাবী করেছিলাম, বলেছিলাম, তখন উনারা বলেছিলেন এইভাবেই হবে। এখন উনারা বলছেন এইটা নিয়ে রাজীব গান্ধীর কাছে যেতে হবে, কেন্দ্রে যেতে হবে। আজকে এই সরকার যে বাজেট এনেছেন, আজকে কৃষি খাতে যে জিনিষ ধরা হয়েছে, তারা নিজেরাও জানেন না কি জিনিষ হচ্ছে গ্রামে। এস, আর, পি, পি উন্নতমানের বিশেষ ধান উৎপাদনের জন্য যেটা ১৯৮৭-৮৮ সনে উৎপাদিত হয়েছিল ত্রিপুরা রাজ্যে ১ হাজার ৫৭৭ কেজি, ১৯৮৮-৮৯ সনে উৎপাদিত হয়েছে ১ হাজার ৬৫১ কেজী। এতে পরিষ্কার, এই সরকার আসার পর কৃষি খাতে কত উন্নতি হয়েছে, কৃষকদের জন্য নতুন নতুন যে কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে আজকে সেটা দেশের স্বার্থে, নিরন্ন মানুষের স্বার্থে, বুভুক্ষু মানুষের স্বার্থে। কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের কাছে অনুরোধ রাখছি, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে, যে বাজেট এখন প্লেইস করা হয়েছে তাকে সমর্থন করার আবেদন রেখে এবং আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করেছি। ধন্যবাদ

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) : — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, যিনি অর্থ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ১৯৮৯-৯০ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের এই নতুন সরকার আসার পর জনগণের আশা আকাঙ্খা পূরণ করার জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে বিরোধী সদস্যরা বিরোধীতা করেছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা আজকে এই হাউসে উপস্থিত নেই। উনি এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন, উনার উচিত ছিল উনি যেসব অসত্য তথ্য এখানে পরিবেশন করেছেন, উনার আমাদের বক্তব্য শোনার প্রয়োজন ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছেন গত ১০ বৎসরে উনার যে কুকীর্ত্তি, সেই কুকীর্ত্তির কথা হাউসে উঠবে, তাই তিনি বক্তব্য রাখার সঙ্গে সঙ্গে হাউস থেকে চলে গেছেন। মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীও ছিলেন। পুলিশকে দিয়ে কি করেছেন? স্যার, আমরা তখন চীৎকার করেছিলাম যে, পুলিশকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হোক। তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কর্ণপাতও করেননি। তাদের নিষ্ক্রিয় রেখে এই রাজ্যে নৃপেনবাবুর উগ্রপন্থীর সরকার সেই সরকার পরিচালনা করে এই ৮০ জুনের দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিলেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই উগ্রপন্থী শব্দটা আমার মনে হয় কংগ্রেসের ৩০ বৎসরের শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে কারোর জানা ছিলনা।

এই উগ্রপন্থী সৃষ্টি কারা করেছেন ত্রিপুরার ২২ লক্ষ জনগণ বুঝতে পেরেছেন। যার জন্য আইন শৃঙ্খলার কথা আজকে বিরোধী দলের নেতা এই হাউসে পেশ করেছেন। আজকে আমাদের এই সরকারের মেয়াদ হচ্ছে মাত্র এক বৎসর এক মাস, এর মধ্যেই ত্রিপুরার জনগণ বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আমাদের এই সরকার আইন শৃঙ্খলাকে আয়ত্বে আনতে পেরেছেন। শুধু জনগণের সহযোগীতার মাধ্যমেই এই আইন শৃঙ্খলা আয়ত্বে এসেছে। এদিকে সেই নৃপেনবাবুর উগ্রপন্থীর সরকার সেইটা আত্মসমর্পণ করলেন। এই নুতন সরকার যে সরকারের কার্যাকলাপ যে উন্নয়ন মূলক কাজের গতিবেগ সেই গতিবেগ দেখে তারা আত্ম-সমর্পণ করার পর নৃপেনবাবুর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। যার জন্য এই নৃপেনবাবু আমি দেখেছি স্যার, ওনাকে আবার আপনার মাধ্যমে আমি আশা করি, একবার তিনি ওনার ব্রেইন পরীক্ষা করার জন্য গিয়েছিলেন রাশিয়াতে, এবার ওনাকে পাঠানো দরকার কারণ যেইমাত্র কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস. সরকার এসেছেন আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনগণের এই কর্মধারা এই সরকার রচনা করেছেন এবং এই রাজ্যের উন্নতির গতি এগিয়ে চলেছে এইটা দেখে নৃপেনবাবুর মাথাটা আবার খারাপ হয়ে গেল। ওনার চিকিৎসার জন্য স্যার, তখন উনার যাওয়া দরকার চীনে। চীন থেকে আবার কিছু এনে আবার এখানে কি করে দাঙ্গা ও সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করা যায়। তিনি তো স্যার, আমাদের দিল্লী সম্পর্কে বড় বড় কথা বলেন, প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে তিনি অনেক কথা বলেছেন। আজকে এই যে বিধানসভার মধ্যে তিনি এই সরকারের সমালোচনা করেন, আমিতো দেখেছি স্যার, তিনি দিল্লী গেলে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন করেছেন ত্রিপুরার জনগণের জন্য। এইভাবে ইন্দিরা গান্ধীর সরণাপন্ন হবে এই রাজ্যে এসে লক্ষ লক্ষ টাকা এনে এই গরীব মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে সেখানে উগ্রপন্থীকে এই টাকা দিয়েছেন, ভুলে যাবেন? এই বিজয় রাংখলকে কত টাকা দেওয়া হয়েছিল? ৮০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল নৃপেনবাবুর অফিস কক্ষে নিয়ে গিয়ে গোপনে। আজকে বিরোধি যারা সদস্য আছেন তারা এইটা ভুলে যাবেন না। ভাবতে লজ্জা হয় স্যার, তাদের কুকর্তির কথা, ত্রিপুরা রাজ্যের ২২ লক্ষ জনগণ তার রায় দিয়েছেন। আমি বলেছিলাম এই বিধানসভায়, আপনারা যে কুকর্ম করছেন, যেভাবে খুনের রাজত্ব কায়েম করেছেন, যেভাবে মায়েদের সিথির সিঁদুর মুছে নিয়েছেন এইটা আগামী নির্বাচনে প্রমাণ পাবেন। এই ৮৮ ইংরাজীর ২রা ফেব্রুয়ারী প্রমাণ হয়ে গেছে। এখন আবার নারীর ইজ্জত নিয়ে খেলা শুরু করে-ছেন, রাজ্যের জনগণ তার জন্য আপনাদেরকে ক্ষমা করবে না। তার পর ঋণ মেলার কথা বলছেন বিরোধি দলের নেতা। ভাবতে লজ্জা হয় স্যার, তাদের লজ্জা নাই। এই ঋণ মেলা নিয়ে এই বিধানসভার যখন আমরা আবেদন করেছিলাম তখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু একটা বিল পাশ করিয়ে রিজার্ভ ব্যাংককে জানালেন যে, ঋণ মেলা বন্ধ করা হোক, আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্ন হবে। আবার আজকে বলছেন কংগ্রেসের অফিসে বসে নাকি সেই ঋণ মেলা দেওয়া হচ্ছে। কেন, আমরাতো এই ঋণ মেলা সম্পর্কে নির্বাচনের আগেই বলেছি যে, এই ঋণ মেলার ফর্ম যে নেবেন তাকেই ঋণ মেলা দেওয়া হবে। সে দিনতো আমরা দেখেছিলাম, আপনারাওতো ঋণ মেলার ফর্ম দিয়েছিলেন। স্যার, ভাবতে লজ্জা হয়। আমরা

দেখেছি একদিকে আমরা ঋণ মেলার ফর্ম দিয়েছিলাম আর একদিকে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির ওরা ঋণ মেলার ফর্ম বিতরণ করেছেন। একটা ঋণ মেলার ফর্ম ৫ টাকা ৭ টাকা করে বিক্রী করা হয়েছিল, এই এদের চরিত্র। ওনারা ঋণ মেলা বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন, যেই বিজার্ভ ব্যাংক থেকে এই রাজ্যের জনগণের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য ঋণ মেলার দিনটা ঘোষণা করা হল সেদিন। ওনাদের জিহ্বা টলমল করতে আরম্ভ করল। অথচ এই ঋণ মেলার জন্য আমাদের ১৪ জন নিরীহ মানুষকে খুন করেছিল। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় বিরোধি দল নেতা ও, বি, সি, সম্পর্কে বলছেন, কিন্তু সেদিন আমরা বিরোধি দলে ছিলাম সেদিন আমি এই বিধানসভায় ও, বি, সি, র দাবী মিটিয়ে দেওয়ার জন্য দাবী করেছিলাম, কিন্তু উল্টো তিনি কি করেছিলেন ? তিনি এই ও, বি, সি, কে সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। আজকে এই সরকার আসার পর ও, বি, সি, র দাবী মোতাবেক মন্ডল কমিশনের রিপোর্ট কার্যাকরী করার জন্য একটা কমিটি গঠন করেছেন। সেদিন আপনারা এই ও, বি, সি,র প্রতি যে ব্যবহার করেছেন তারজন্য আজকে আপনাদেরকে বিরোধি আসনে বসতে হয়েছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ওনারা শিল্প সম্পুর্কে বলছেন, কিন্তু এই শিল্প সম্পর্কে সেদিন তারা কি করেছিলেন ? কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ নিয়ে সেদিন তারা শিল্পকে কোথায় নিয়ে গেছেন ত্রিপুরাবাসী দেখেছে জুটমিলের কথাই বলি সেখানে ত সেদিন রামদা ইণ্ডাস্ট্রি করেছিলেন। আমাদের এই নুতন সরকার আসার পর আজকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন, অথচ সেদিন শুধু লোকসানই হত। সেটা আপনারা ভুলে যাবেন না। আপনাদের খুনের নায়ক ত সেদিন সেখানে শুধু বোমা তৈরী করেছিল। আর সে বোম দিয়ে আমাদের কংগ্রেস কর্মীদের মারা হয়েছে। এই বোম ও রামদা ইণ্ডাস্ট্রির নাম ছিল জুট মিল। সেদিন এই ইণ্ডাস্ট্রি থেকে রামদা নিয়ে মিছিলে আসত। আপনারা চাকুরী আর বদলী নীতির কথা বলছেন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, সংক্ষেপ করুন।

শ্রী ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :— আপনাদের আমলে কি কোন বদলী নীতি ছিল ? আর চাকুরী কারা পেত ? চাকুরীরও কি কোন নিয়ম ছিল ? যাদেরকে দিয়ে খুন করিয়েছেন তাদেরকে চাকুরী দিয়েছেন। আপনাদের দলের শ্লোগান দিতে হবে তাহলে চাকুরী হবে আর না হলে চাকুরী হবে না। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ১ লক্ষ ৪ হাজার বেকার, কারা এই বেকার সৃষ্টি করেছিল ? টিপ দেয় এমন লোকদেরকে আপনারা চাকুরী দিয়েছেন। স্যার, আমি এখানে প্রমাণ দিতে পারি, আজকে আমার এলাকা মোহনপুরে দশজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে অঙ্গনবাদিতে। এদের শিক্ষিগত যোগ্যতা এতটুকু যে টিপ দিয়ে তাদের বেতন নিতে হয়। লজ্জা হয় না ? বেকার, শিক্ষিত বেকার, হাজার হাজার ছেলে আজকে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। আর এই জোট সরকার ইস্তাহার দিয়েছেন যে এই মৃতদের, যাদের অভাবগ্রস্থ হয়ে গেছে তাদের পুণরুজ্জীবিত

করবেন। এইটা আপনারাও দেখবেন।

স্যার, পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলেছেন। এই পঞ্চায়েত বামফ্রন্টের আমলে ছিল দুর্নীতির একটি প্রধান আখড়া। এই পঞ্চায়েতগুলিকে নিয়ে আপনারা কি রাজনীতিই না খেলেছেন। সেদিন বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই বিধানসভায় তাদের নেতারা স্বীকার করেছিলেন যে, ৬০ জন পঞ্চায়েত প্রধানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এনেছেন। সেই পঞ্চায়েতগুলি ছিল দুর্নীতির আখড়া। আজকে আমাদের জোট সরকার ক্ষমতায় এসে সেই পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন। সেটা আপনাদের রাজনীতি করার জন্য নয়। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীবগান্ধী যে পঞ্চায়েত রাজের হাতে ক্ষমতা দিতে পরিকল্পনা নিয়েছেন, গ্রামের উন্নয়নের জন্য, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য, গ্রামের উন্নয়ন মূলক কাজের গতিবেগকে ফিরিয়ে আনার জন্য, প্রধানমন্ত্রীর সেই পরিকল্পনা এবং চিন্তাধারাকে বাস্তবায়িত করার জনাই এই সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে ভেঙ্গে দিয়েছেন।

কাজেই মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত করব না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাংখল (কুলাই) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন ১৯৮৯-৯০ইং সালের জন্য, এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি।

এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধি দলের সদস্যরা অনেক কিছুই মন্তব্য করেছেন যে, উনারা এই বাজেটকে সমর্থন করবেন না। এইটাই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, অস্বাভাবিক কিছুই নয়। এইটা উনারা সমর্থন করতে পারবেন না। কিন্তু আমরা অবশ্যই এইটাকে সমর্থন করব। তাই আমি উনাদেরকে অনুরোধ করছি এইটাকে সমর্থন করতে। এরা যদি সমর্থন না করেন তবে বিরোধী থেকেও থাকতে পারবেন কি না সন্দেহ রয়েছে। কেননা এই জোট সরকার ১৯৮৯-৯০ ইং সনের যে বাজেট পেশ করছেন এইটা সম্পূর্ণ বাস্তব ও সময়োপযোগী এবং ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে এই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এইখানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার জন্য

এই বাজেট. নতুন এডমিনিস্ট্রেটিভ পলিসি তৈরী করার জন্য এই বাজেট, নতুন ধরণের উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য এই বাজেট। নতুন ধরণের শিক্ষা সংস্কৃতি তৈরী করার জন্য এই বাজেট এবং ত্রিপুরার ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ সাকসেসফুল্লী ডেভেলাপমেন্টাল ওয়ার্কের জন্য এই বাজেট। তারপর বিগত দিনগুলিতে ত্রিপুরা রাজ্যে যে পঞ্চায়েত এলাকা ছিল, পঞ্চায়েত গঠণের, জিওগ্রাফিক্যালী গঠণের যে পদ্ধতি ছিল সেটাকে নতুন ধরণের পরিবর্তন করার সময় এসে গেছে, তাকে রিওর্গেনাইজ করার প্রশ্ন এসে গেছে। এই দিক থেকে এই জোট সরকার পঞ্চায়েতগুলিকে মজবুত করার জন্য বিশেষকরে ডিসেন্ট্রালাইজ করার জন্য এই পঞ্চায়েতগুলিকে সংশোধিত করে নতুন-ভাবে নির্বাচন করার জন্য এই বাজেট। কাজেই অবশ্যই সমর্থনযোগ্য।

আমি এখানে বলতে চাই যে, বামফ্রন্ট সরকার বিগত দশ বছর শাসনে ছিল তখন গ্রামে গঞ্জে এবং যে-সমস্ত এলাকা দুর্গম ছিল সে-সমস্ত এলাকায় বৈদ্যুতিকরণ-এর যাদের প্রক্রিয়ার ছিল ৫ কি, মি। কিন্তু এই জোট সরকার সেটাকে বাড়িয়ে দশ কি, মি, করেন। কাজেই এই সব আরো উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য এই বাজেট। আজকে উনারা এইটাকে সমর্থন করছেন না একই কারণে যে, এইটা স্বাভাবিক যে, যে-কোন ছোট শিশুও বুঝতে পারে যে, একটা গাড়ী চালিয়ে যেতে হলে ড্রাইভারের ইচ্ছা অনুযায়ী যেতে হয়। ড্রাইভার যেদিকে চালিয়ে নিয়ে যায় গাড়ীটা সেদিকে যাবে। কাজেই এই জোট সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে এই বাজেট। ত্রিপুরার উন্নতি সাধন করার জন্য এই বাজেট। এইটা নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট পার্টির দৃষ্টিভঙ্গি নাও হতে পারে। কাজেই এই দিক থেকে উনারা এইটাকে সমর্থন নাও করতে পারেন। কিন্তু ত্রিপুরার আরো উন্নতি সাধন করার জন্য এই বাজেট। কেননা ত্রিপুরা মানুষ শুধু নয়, দেশও পরিবর্তনশীল। কেননা মানুষ পরিবর্তনশীল। মানুষের, জাতির, দেশের পরিবর্তন আসিতেই পারে। কোন মানুষ বা সদস্য বলতে পারবেন না যে এটা সত্য নয়। যেমন আমাদের ত্রিপুরাতেও আরও অর্থনৈতিক কাঠামো বৃদ্ধি হওয়া উচিৎ। পপুলেশনের দিক থেকে চিন্তা করলে অর্থনৈতিক কাঠামো বৃদ্ধি হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তার জন্য এই বাজেটের প্রয়োজন। কাজেই আমি বলব, আপনারা এই বাজেটকে সমর্থন করুন। এখানে বাজেট আলোচনার অংশ গ্রহন করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য শ্রী বিমল সিনহা মহোদয় বলেছেন, যেভাবে উনার বক্তব্য রেখেছেন তাতে একটা জিনিষ পরিস্কার হয়েছে যে উনি পুলিশ দরদী বলে নিজেকে বুঝাচ্ছেন।

কিন্তু উনার মনে আছে কিনা আমি জানি না যে, উনাদের আমলে বিগত ১০ বৎসর ত্রিপুরাতে একটি হোমগার্ডদের সংস্থা ছিল। যা এখনও আছে। এই হোমগার্ডদের বি, এস, এফ-এর সঙ্গে

ট্রেনিং করিয়ে আপ-টু-ডেট করানো হয় এবং তাদেরকে ভেভি ডিউটি করানো হয়। তাদের এই দুরবস্থা এখনও চলছে। তাদের এই দুরবস্থা কে সৃষ্টি করল? বর্তমান জোট সরকার নাকি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার? এই হোমগার্ডদের সার্ভিস রুলস-এর সঙ্গে ট্রেনিং দিয়ে আপ-টু-ডেট করানো হয়েছে। এটা ভাল কথা। তাদের সার্ভিস লাইফকে এই ভাবে Instruction করানো ঠিক নয়। তাদেরও ছেলে মেয়ে, পরিবার পরিজন আছে। তারা আমাদের রক্ষা করছে। তবে কেন তাদের সার্ভিস লাইফকে আপনারা পঙ্গু করে দিয়েছেন? এর জন্য দায়ী পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকার। এটার জন্য এই সরকার দায়ী নয়। তবে এই সরকার এটা গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখেছেন। আপনাদের কুকীর্তিগুলিও মূল্যায়ন করে দেখা হচ্ছে। বিমলবাবুতো খুব পুলিশ দরদী দেখিয়েছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তিনি প্রশ্ন করেছেন যে, পুলিশকে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কিনা? আমি উনাকে প্রশ্ন করতে চাই যে, বিগত ১০টি বৎসরতো রাজত্ব করেছেন। আপনি ডেপুটি স্পিকারও ছিলেন। পুলিশ দরদী এখন যতটা ততটা কি আগে ছিল? পুলিশের উপরতো বিশ্বাসই ছিল না পুলিশী তদন্ত, পুলিশী রিপোর্ট এগুলিতো আপনারা বিশ্বাসই করতে পারতেন না।

আপনারা আবার পুলিশ, হোমগার্ড দরদী হঠাৎ করে হয়ে গেলেন কেন? আমাদের বর্তমান সরকার এদিকটা দেখছেন; আপনাদের ভুলগুলি দূর করার চেষ্টা করছেন। কাজেই এই ব্যাপারে যদি কোন অবাস্তব অভিযোগ করেন তাহলে ত্রিপুরার জনগণ তা মেনে নেবে না, মেনে নিতে পারে না!

আপনারা কি করছেন শুনুন, এই উত্তর ত্রিপুরার ছামনু টিডি ব্লকের ৪১ জন আই. সি. ডি. এস. কর্মীর জীবনকে পঙ্গু করে দিয়েছেন আপনারা। সেই খুনী বামফ্রন্ট সরকার। তাদের জন্য কি করা যায় সেটা এখন এই জোট সরকার ভাবনা চিন্তা করছেন। আপনারা ৪২ জন মহিলার এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রেশান কার্ড ক্যান্সেল করেছিলেন, আপনারা কি জানেন না, এটা কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা, তাদেরকে বেতন দেওয়া যায় না, কারণ তারা ভাতা পায়। তবু কেন, আপনারা ওদের এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রেশান ক্যান্সেল করেছিলেন, আমি তো আপনাদের বুঝাবার চেষ্টা করেছিলাম, সে দিন, কিন্তু আপনারা সেটা বুঝতে চেষ্টা করেন নি। আপনারা কি জানেন না যে আজকাল একজন শিক্ষিত যুবক বা যুবতির যে কোন রকম কর্মসংস্থানের জন্য এ্যামপ্লয়মেন্ট এ্যাক্সচেঞ্জ রেজিস্ট্রেশান অত্যন্ত প্রয়োজনীয়? অথচ আপনারা সেই ৪২ জন মহিলার জীবন পঙ্গু করে দিলেন, আবার এখানে বড় বড় গলা করে কথা বলছেন, আপনাদের লজ্জা হয় না? তার জন্য দায়ী কি জোট সরকার, না আপনারা? আপনারা তো অনেক খুন করেছেন,

তাদের এক রকম বলতে গেলে এভাবে খুন করেছেন। আমি এটা দায়িত্ব নিয়েই এখানে বলছি, কারণ আপনারা আপনাদের আমলে যে-সমস্ত অন্যায় করে গিয়েছেন, সেগুলিকে আজকে আমাদের সংশোধন করতে হচ্ছে অথবা আমরা সেগুলি সংশোধন করতে বাধ্য হচ্ছি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি বিরাজ করছে, আর সেজন্য নৃপেন বাবুরা চিন্তিত, কারণ অশান্তি সৃষ্টি না করতে পারলে যে তাদের বাভের ঘুম নষ্ট হয়। এটা আমরা কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মানুষই জানে যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা শান্তিতে বিশ্বাস করে না, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, যদি বিশ্বাস করতো, তাহলে ১৯৮০ সালে ত্রিপুরাতে দাঙ্গা হওয়ার মত কারণই ছিল না। তবে তাদের মুখে যে গণতন্ত্রের ভাষা মধ্যে মধ্যে বের হয়ে আসে, তা আসলে ভণ্ডামি ছাড়া আর কিছু নয়, কারণ এভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। কাজেই তাদের মুখ দিয়ে যে গণতন্ত্রের ভাষা উচ্চারিত হচ্ছে, তার জন্য তাদের লজ্জা হওয়া উচিত আমাদের দেশে যে গণতন্ত্র চলছে, তা আপনাদের কমরেডদের ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য নয়, দেশের আপামর জনগণের ডেভেলাপমেন্ট করার জন্য, আর এই ডেভেলাপমেন্টের জন্যই এই বাজেট এখানে এসেছে। আপনারা একে সমর্থন করুন, আর নাই করুন ত্রিপুরার জনগণ এটাকে সমর্থন করবে, এতে আপনাদের লাভ হবে কিনা, সেটা আপনারাই বুঝুন, কেন না আর কয় দিন পরে এখন যে বিরোধী সেক্টে আছেন, তাও থাকবেন না। কাজেই আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি যে, এখনও সময় আছে, আপনারা আপনাদের মন পরিবর্তণ করুন, ত্রিপুরা রাজ্যকে গত ১০ বছরে আপনারা যতটুকু পিছিয়ে দিয়ে গেছেন, সেখান থেকে উত্তোরণের জন্য এই জোট সরকার যে সব কল্যাণ-মূলক কর্মসূচী নিয়েছেন, সেগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য আপনারা কিছুদিন আপনাদের জনস্বার্থ বিরোধী আন্দোলন বন্ধ রাখুন। আর তাহলেই এই রাজ্যের মানুষ আপনাদের আবার গ্রহণ করবে, নচেৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আপনাদের কোন স্থান নাই। স্যার, আর একটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি, কারণ জোট সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর সম্পর্কে বিরোধী দলের সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন। এখানে প্রাক্তণ তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রীও রয়ে গেছেন, আমি বলতে চাই, আমাদের এই জোট সরকার তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে রাজনৈতিক দৃষ্টি ভঙ্গী দিয়ে দেখতে চায় না, যেমন বামফ্রন্ট সরকার দেখেছিল। একবার পঞ্চায়েতগুলিতে নারকেলের চারা বিতরণ করা হবে, এই চারা বিতরণের সময়ে বিভিন্ন পঞ্চায়েতে ঢাক ঢোল বাজিয়ে গান করা হল, "এসেছে বামফ্রন্ট, নারকেলের চারা বুঝে নাও," অর্থাৎ রাস্তায় রাস্তায় বামফ্রন্টের কীর্ত্তণ করা হয়েছে। আমরা তাদের মত এমন কিছু করতে চাই না। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে চালাতে চাই না। কাজেই আমি আহ্বান করছি যে, আপনারা আপনাদের দৃষ্টি ভঙ্গী পরিবর্ত্তণ করবার চেষ্টা করুন এবং এই বাজেটকে সমর্থন করুন। একথা বলে ১৯৮৯-৯০ সালের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মাননীয় ডিপুটী স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যে বিরোধীতা করছেন সেই বিরোধীতার পূর্ণ বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মিঃ ডিপুটী স্পীকার স্যার, আজকে এই সভায় মাননীয় বিরোধী দলের নেতা এই বাজেটের উপর যে ভাষণ রাখলেন তাতে আমার মনে হল পুরাণো কথাগুলি আবার ভাঙ্গা রেকর্ড বাজিয়ে আমাদেরকে শুনালেন। তাই উনার পুরাণো দুই একটা কথার উদ্ধৃতি এখানে আমি দিতে চাই। আমার মনে আছে যে, ১৯৮৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী, অল ইণ্ডিয়া রেডিও, আগরতলার স্থানীয় সংবাদে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে বিরোধী দলের নেতার বক্তব্য প্রচার করা হয়েছিল যে, সারা ত্রিপুরায় অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। ৩রা তারিখ গেল উনার আর কোন বক্তব্য নেই এর মধ্যে বিরোধী দলের নেতা, শিল্পমন্ত্রী, দশরথবাবু উতরে গেলেন। অমনি সমস্ত কমরেডরা চিংড়ি নাচ নাচতে লাগলেন। কোথাও কোথাও কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে-এসের সমর্থকদের বাড়ীতে হামলা শুরু হয়ে গেল। যখন দেখা গেল উনারা পরাজিত হচ্ছেন তখন আজকের যিনি বিরোধী দলের নেতা উনি উনার বক্তব্য পালটে দিলেন এবং চীৎকার শুরু করলেন। উঠে দৌড়তে দৌড়তে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে জ্যোতিবাবুর কাছে বললেন, ত্রিপুরাতে রিগিং হয়ে গেছে। এমনি আরেকটা কথা আমার মনে আছে গত এ, ডি, সির নির্বাচন যখন হয়ে গেল তখন প্রথম থেকে সি, পি, আই(এম)-রা এগিয়ে ছিল। তারপর কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস এগিয়ে রয়েছে। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় বিরোধী দলের নেতা বললেন যে প্রতিক্রিয়াশীলরা জয়ী হচ্ছে আমাদেরকে তৈরী হতে হবে। যখন উনারা জয়ী হলেন তখন বললেন যে প্রগতিশীলরা জয়ী হয়েছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা যখন খুন সন্ত্রাস সম্পর্কে কথা বলেন তখন আমার ভাবতে লজ্জা হয় দুঃখ হয়, পরিতাপ হয়। ইতিহাসের জঘন্যতম খুনির ঘটনা করার পর, ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক দেশ বলে এখন উনারা বিরোধি বেঞ্চে বসবার সুযোগ পেয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে সারা বিশ্বের সবচাইতে জঘন্যতম গণহত্যা এরা সংগঠিত করেছিল। দুঃখের পরিতাপের বিষয় কংগ্রেস, ও টি, ইউ, জে, এদের পক্ষ থেকে যখন বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসাবার দাবী উঠল তখন তারা সেই তদন্ত কমিশন বসাতে সাহস পেলেন না। কোথায় রহস্য ছিল ? রহস্য একটা ছিল, ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল। সমতলের মানুষ আর পাহাড়ী মানুষদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে রাখ এবং তার ফাঁক দিয়ে, বন্দুকবাজ মানুষের হাতে কিছু কাঁচা টাকা তুলে দেও। যারা কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর সমর্থক তাদেরকে খুন করা। স্যার, একটু আগে মাননীয় সদস্য ধীরেন্দ্রবাবু বলেছেন বটতলা থেকে দক্ষিণগামী যত গুলি বাস যেত, জুট মিলের সামনে সেই বাস থেকে মানুষ নামিয়ে খুন করা হতো। স্যার, মাননীয় বিরোধী সদস্য মহোদয়রা উগ্রপন্থীর কথা বলেছেন। আপনাদের মধ্যেইতো উপগ্রন্থী ছড়িয়ে রয়েছে। এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান বিরোধী দলনেতা সব সময়েই বলে আসছিলেন এ রাজ্যের উগ্রপন্থীর সংখ্যা ১৫০ জন। আর আজকে তিনি বলছেন, তাদের সংখ্যা ৫০০ জন। উনি উল্টাপাল্টা কথা বলছেন, উনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। এতদিন আপনাদের মধ্যে ক্ষমতার দম্ভ ছিল, অহংকারের বশবর্ত্তী হয়ে আপনারা যা খুশী করেছেন,

যা খুশী বলেছেন। অনিলবাবুকে তো বলতে শুনেছি, মানুষের চামড়া দিয়ে তিনি ঢোল বানাবেন, জুতা বানাবেন। এই চিলড্রেনস পার্কের জনসভার তিনি বলেছেন। এ কলংকিত নায়কদের কলংকিত ইতিহাস। আজকের এই গণতান্ত্রিক বাজেট, ত্রিপুরার মানুষের দারিদ্র দূরী করণের বাজেটের বিরোধীতা করছেন শুনলে ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে ধীক্কার দেবে। আর তুলসী গাছের কথা বলে তো লাভ নেই। কারণ উনারা নাস্তিক, আবার উনাদের স্ত্রীরা পূজো-আর্চ্চা করেন। এখানে বিভ্রান্তিকর ব্যাপার রয়েছে। ভারতীয় কমিউনিষ্ট পার্টি যে কি ধাতু দিয়ে তৈরী, তাদের চেহারা কি, তাদের রঙই বা কি, স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা বুঝতে পারি নি। তারা চীনের চেয়ারম্যানকে একবার বলছেন আমাদের চেয়ারম্যান, আবার পাকিস্তানের সাথে চুক্তি করছেন, আবার খালিস্তানের সঙ্গে উনাদের জ্যোতিবাবু কথা বলছেন। সুতরাং উনাদের চেহারা বুঝা মুসকিল। স্যার, আমরা দেখেছি টি, এন, ভি, চুক্তিকে উনারা স্বাগত জানাতে পারেন নি, বরং বিকৃত করে এ সম্পর্কে প্রচার করেছেন তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য। কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধিকে স্বাগত জানতে ওরা ভয় পাচ্ছে। কারণ সমন্বয় কমিটি লেজ আজকে খসে পরেছে এবং পড়ছে। স্যার, কর্মচারীদের এই যে বেতন বৃদ্ধি পেয়েছে তা থেকে তারা অনেক কোটি বানিয়ে নিত। আজকে কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকারের পক্ষে কোন সংগঠন কর্মচারীদের বেতন থেকে এক পয়সাও চাঁদা নেয় নি। এটা আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি। স্যার, একটা জিনিষের প্রতি খুবই নজর দেওয়া দরকার। উনারা নারী জাতীর ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। মিথ্যার বেসাতি আর কাকে বলে? কারণ কমিউনিষ্টরা সবুজ সাপের মত জঙ্গলে যে থাকে খুব বিষাক্ত কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে চেহারার পরিবর্ত্তণ করতে পারে। উনারা বহুরূপী। সূর্য্যের আলোর সাথে তাঁদের চেহারারও পরিবর্ত্তন হয়।

আজকে তাই গণতান্ত্রিক বাজেটের মধ্যে গরীব মানুষের দারিদ্র দূরীকরণের কথা রয়েছে সেখানে আপনারা ঐ উদিশও ভুতুর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বিমলবাবু তিড়িং তিড়িং করে নেচে বলে গেলেন পুলিশের জন্য কিছু হচ্ছে না। এক দিকে ধর্ষণের জন্য হিট দিচ্ছেন আর এক দিকে নুতন করে চেষ্টা করা হচ্ছে পুলিশের মরালকে ব্রেক ডাউন করে দেওয়ার জন্য। মিঃ স্পীকার স্যার, এই এসেম্বলীর ভিতর বর্ত্তমান বিরোধি দলের সদস্য যারা বয়েছেন তাঁরা যখন ট্রেজারী বেঞ্চে ছিলেন সেই সময় বলেছিলেন, পুলিশকে আমরা বোতলের ভিতর ঢুকিয়ে ছিপি এটেছি। মিঃ স্পীকার স্যার, ওদের উদ্দেশ্য, প্রত্যেকটা জায়গায় সমস্ত মানুষকে, সমস্ত কর্মচারীকে, সমস্ত পুলিশকে ক্যাডারাইজ করে দাও, পলিটিক্যালাইজ করে দাও। ট্রেড ইউনিয়নের কথা বিমলবাবু চিৎকার করে বলেছেন। পুলিশের ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার কংগ্রেস, টি, ই, জি, এস খর্ব করেন নি, খর্ব করেছেন উনারা, কিন্তু আজকে পুলিশের জন্য দরদ দেখাচ্ছেন। কেন প্রত্যেকটি জায়গায় মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের নজর রাখতে হয়? এই কারণে নজর রাখতে হয়, আজকে নুতন করে একটা চক্রান্ত সৃষ্টি করা হচ্ছে সমস্ত ত্রিপুরার শান্তির বাতাবরণকে সম্পূর্ণ চুরমার করে দেওয়ার জন্য। কারণ আমরা ইদানিং কালে লক্ষ্য করেছি, ধুমাছড়া বাজারে রহস্যজনক ভাবে আগুন লেগেছে, বুরাখা বাজারকে পুড়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে, লেইক চৌমুহনী বাজারকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সিলোনীয়া থেকে ধর্মনগর পর্য্যন্ত বেশ কয়েকটি পুলকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং বেশ

কয়েকটি স্কুলকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন ? নূতন করে একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করে দাও যাতে প্রমাণ হয় কংগ্রেস টি, ইউ, জি, এস, সরকার শান্তি রক্ষা করতে পারছেন না। তাই কি একজন সদস্যকে দিয়ে এক এক জায়গায় হিট দেওয়ানো। জানি না নকুলবাবু কোন দিকে কোন ধর্ষণ নিয়ে কথা উঠিয়ে বসবেন, বানানো, গল্প বানানো, অপ্রচার আপনারা নিন্দা করছেন কোন মুখে ? বিবেকের কাছে প্রশ্ন করবেন। মার্চের এক তারিখ থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যে অধ্যুষিত অঞ্চলে কিংবা এ, ডি, সি, অঞ্চলে যৌথ ভাবে জাতি উপজাতির মানুষ যেখানে বাস করে প্রায় ৭ লক্ষের বেশী মানুষ, তাদের ভর্তুকিতে চাউল দিচ্ছেন তাতে আপনাদের দুঃশ্চিন্তা হওয়ার কারণ রয়েছে। কারণ কমিউনিষ্ট পার্টির একটা ধর্ম রয়েছে, কারণ কিছু কিছু কমিউনিষ্ট নীতি আপনারা মানেন কোন নীতি ? মানুষকে দরিদ্র সীমার নীচে রেখে দাও তাহলে মিছিল লম্বা করা যায়। মাননীয় সদস্য দশরথবাবু বিরাট বড় দেবতা উপজাতি অংশের মানুষের। আমরা ছোট্ট বেলা থেকে দেখেছি ধর্মনগর থেকে, সাব্রুম থেকে লাল টুপি পড়িয়ে লম্বা মিছিল করানো আনা হত আগরতলায়। কোন উপকারে, কোন স্বার্থে ? আজকে তাই উপজাতি অংশের মানুষের চোখ খুলেছে। দীনেশবাবু বুঝতে পেরেছেন যে, পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। মাকর্সবাদী এই মেকি মাকর্সবাদের ধোয়া তুলে বর্তমানে জাতি, উপজাতি মানুষকে আর মিলানো যাবে না। আর, এস, পিকে যতই বাধুন না কেন. আর এস, পি, চলে যাবে, বেঙ্গল ল্যাম্পস্ কেলেংকারীর কথা সেখানেও হয়েছে। যতীনবাবু চলে গেছেন, চিত্তবাবুকে দয়া দেখাচ্ছে, ঠেলে ফেলে দেবে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা রয়েছি, আমরা স্থান দেব। মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী কিছু বলব না। কয়েকটা পয়েন্ট আমি দিচ্ছি, এখানে মাকর্সবাদী সদস্য যারা নিজেদের মনে করেন। বিগত ১০ বছরে অবশ্য তাদের চেহারার অনেক পরিবর্ত্তণ হয়েছে, অনেক কালি লেগেছে প্রকৃত চেহারায় ক্ষমতায় আসার পর। উনারা বলেছেন, সমস্ত জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হয়েছে। কাঠ চুরি হয়ে গেল, ভাবতে লজ্জা হয়. অনুতাপ হয় ত্রিপুরা রাজ্যের এনভাইরণমেন্টের কথা যেটা বলা হয়েছে শেষ করে দিয়ে গেছে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির তৎকালীন সরকার কমরেডদের দিয়ে, কেডারদের দিয়ে কাঠ কাটিয়ে সমস্ত জঙ্গল সাফ করে দেওয়া হয়েছে। আমার একটা কথা মনে রয়েছে, তৎকালীন কংগ্রেস রাজত্বের যিনি এখন সদস্য হয়েছেন তখন উনি জন্ম গ্রহণ করেননি, তখনকার ইতিহাস পড়বেন। ১৯৬৯ সালে পেরাতিয়া বাগানে রাবার প্লেনটেশ্যান শুরু হয়েছিল, আজকে যে রাবার, রাবার বাগান, রাবার বাগান করে চিৎকার করছেন, এই রাবার বাগানের সূচনা ১৯৬৮-৬৯ সাল থেকে নয়, আরও আগে থেকে কংগ্রেস সরকার তৈরী করেছিলেন।

আপনারা ধ্বংস করতে জানেন, প্রগতির পরিপন্থী কাজ করতে জানেন, মানসিক মূল্যবোধ, মানবিক মূল্যবোধ, অর্থনৈতিক বিকাশ সমস্ত কিছুকে ধ্বংস করে দিয়ে শান্তির কয়েকটা কবোতর উড়িয়ে দিলেন, নীচে দিয়ে লাল করে কেটে ফেলা হল জাতি উপজাতির মানুষকে। আগরতলায় যখন কবোতর উড়ছে, আপনারা যখন কবোতর উড়াতেন লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তখন পাহাড়ে আগুন জ্বলত। ভুলে গেছেন ? আয়নায় নিজেদের চেহারা দেখবেন বাড়ী গিয়ে। এই পেরাতিয়া বনাঞ্চলে রাবার প্ল্যানটেশান করা হচ্ছিল, কংগ্রেস সরকার ছিল, মাননীয় সি, পি, এমের বিরাট বড় নেতা নরেশ ঘোষ, আর একজন নেতা রয়েছেন ব্রজমোহন জমাতিয়া, উনাদের নেতৃত্বে সমস্ত

গাছ উপড়ে ফেলে দেওয়া হল। কোন বিপ্লবের স্বার্থে? সেই ইতিহাস কি ভুলে গেছেন? সেই ইতিহাস ভুলে যাবেন না আর একটা কথা, উনারা জেগে জেগে ঘুমান। যারা জেগে জেগে ঘুমান তাদের জাগিয়ে দেওয়া উচিত। উপজাতি অংশের মানুষের পুণর্বাসনের জন্য যে স্কীম ৮ হাজার টাকা ছিল, চিত্তবাবু শুনতে পারেন, সেই স্কীমে ২৫ হাজার টাকা আজকে চাওয়া হয়েছে। আপনাদের দু:চিন্তা হতে পারে। এই ইতিহাস আপনারা জানেন, পেট্রিয়া কমরেড যারা, ল্যাণ্ড ডেভোলাপমেন্টের টাকা, কোপারেটিভের টাকা, নকুলবাবু তৎকালীন ফিশারীর নেতা ছিলেন, আপনারা জানেন কি করে টাকা মারিং করতে হয়। এছাড়া উপজাতিদের ব্যাংক ঋণ দেওয়া হবে আরও সাড়ে আট হাজার টাকা। আপনারা এইটাকে সমর্থন করবেন কি করে? পূর্ণমোহনবাবু আর সাজিয়ে এসে বলতে পারবেন না যে, ছামনুতে বাচ্চা বিক্রী হয়ে যাচ্ছে, তাই আপনারা সমর্থন করতে পারছেন না। স্টাইপেণ্ডের হার আমি আগেও একবার বলেছি এখনও বলছি, ছাত্রদের স্টাইপেণ্ডের হার দ্বিগুণ করা হয়েছে। আপনাদের ছাত্র সংগঠণ নিয়ে আর আন্দোলন করতে হল না। তা আপনারা সমর্থন করবেন কি করে? বিদ্যুতের অবস্থার যখন উন্নতি হচ্ছে, বছর খানেক পরে হয়ত বিদ্যুৎ নিয়ে আর কথা বলতে সাহস পাবেন না তখন এইটাকে সমর্থন করবেন কি করে আপনাদের এই বাজেটকে সমর্থন করা উচিত। এই বাজেটকে সমর্থন করে শুধু বিভ্রান্তিকর কথা বলে, উস্কানীমূলক কথা বলে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে আর বিভ্রান্ত করতে পারবেন না। আজকে নতুন করে বিরোধি দলনেতা যেভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে বলে গেলেন উত্তরপূর্বাঞ্চলের সমস্ত উগ্রপন্থীদের সাথে নাকি আমাদের লাইন। আশ্চর্য্য হয়ে যাই, আমাদের একটা রাজ্য সরকারকে মাননীয় রাজীবগান্ধীর সরকার ভেঙ্গে দিয়েছিলেন শুধু উগ্রপন্থী নির্মূল করার জন্য। আপনাদের মানসিকতার মধ্যে বিভ্রান্তি রয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে শিখে আসুন, আপনাদের গুরুদেব জ্যোতিবাবু থেকে শিখে আসুন। উনি কিছুটা সুস্থ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, দার্জিলিং-এর সঙ্গে চুক্তি করে কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে। এখানে বিগত দিনে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, দল বার বার বলেছে উগ্রপন্থীকে নির্মূল করার জন্য কার্য্যকার ব্যবস্থা নেওয়া হউক। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সেক্রেটারিয়েটের ভিতরে গিয়ে উগ্রপন্থী নেতাদের সাথে গোপন আলোচনা করলেন। সেই আলোচনার রিপোর্ট আজ পর্যান্ত রহস্যই রয়ে গেল। সেই গ্রহণের দিন, সেই গ্রহণই মনে হয় খেয়েছে। একদম পূর্ণ গ্রহণে আমাদের খেয়েছে। আপনারা যেভাবে বাজেট বিরোধিতা করছেন আপনাদের ডাবল পূর্ণ গ্রহণে খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে স্বাস্থ্যের কথা বলছেন। নতুন নতুন প্রকল্পে হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। নতুন প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরাতে ডিস্‌ট্রিক্ট হাসপাতাল হচ্ছে, আপনাদের সবাইর চিকিৎসা হবে। সাব-ডিভিশনেল হাসপাতাল হচ্ছে। আপনাদের আর রাশিয়া যাওয়া হচ্ছে না, রাস্তা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

স্যার, আমি এই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধী দলের যারা রয়েছেন তাদেরকে আমি অনুরোধ করছি, আবেদন করছি ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের দশ বছরে আপনারা যে নাভিশ্বাস উঠিয়েছিলেন, সন্ধ্যার পর মানুষ চিন্তা করত যে আজকে বোধ হয় আমার প্রাণটা যায়, কালকে বোধ হয় আমাদের প্রাণটা যায়, সমস্ত থানাগুলিকে পার্টি অফিসে পরিণত করা হয়েছিল। পুলিশের একটা শ্রেণীকে পার্টির কর্মী হিসাবে পরিগণিত করার চেষ্টা হয়েছিল, তার থেকে ওরা মুক্তি পেয়েছে। এখানে

বিমল বাবুর তিরিং তিরিং-এ কাজ হবে না। আমার একটা কথা মনে আছে। স্যার, আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি, প্রকাশ্য দিনের বেলায় আমার ওখানে ১৯৮৭-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর তিনটা ছেলেকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করল মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নামধারী দুষ্কৃতকারীরা। সেটা একটা কলঙ্কের ইতিহাস, সেই খুনটা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল, সেই খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন মাননীয় তৎকালীন শিল্প মন্ত্রী অনিলবাবু।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার, কোন সদস্য সম্পর্কে কোন অভিযোগ আনতে হলে তার জন্য প্রমান আগে দিতে হয়। কাজেই এইটাকে বাতিল করতে হবে। স্যার, কি করে বল্লেন যে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, এইটা বলতে হবে প্রমান দিয়ে, এইটা অসত্য কথা স্যার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি বলছি পার্লামেন্টারি প্রসিডিউরে আছে, যদি কোন অসত্য ভাষণ আসে তাহলে আপনাদের প্রিভিলেজ আছে, আপনারা প্রিভিলেইজের জন্য মোয়ার করতে পারেন. মোয়ার করলে দ্যাট আই কেন এলাউ অর আই কেন রিজেকটেড।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— যদি কোন মিনিষ্টার অথবা যদি কোন মেম্বার অসত্য ভাষণ দেন আপনারা প্রিভিলেইজ মোশান আনতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— সাইলেন্স প্লীজ. আই সুড নট এলাউ।

[বিরোধী সদস্যগণ ওয়াক-আউট করেন।]

শ্রী রতন লাল ঘোষ :— স্যার, তৎকালীন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী এর পেছনে সমস্ত খড়কুটা জুগিয়েছেন, সমস্ত ইন্ধন জাগিয়েছেন। স্যার, এই খুন সংগঠিত হওয়ার পর ৪ঠা সেপ্টেম্বর দুপুর ২টা থেকে প্রায় ছয় দিন কারফিউ দিয়ে রাখা হয়েছিল। দিল্লী থেকে তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী নৃপেনবাবু ৫ই সেপ্টেম্বর বিবৃতি দিলেন যে, ওরা উগ্রপন্থী। স্যার, আমি যে কথাটা দুঃখের সঙ্গে বলছিলাম পৃথিবীর ইতিহাসে নজীরবিহীন ঘটনা করেছিলেন তৎকালীন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও কমিউনিষ্ট পার্টির তথাকথিত ধারক বাহক যারা রয়েছেন, যারা খুনে ভরপুর, যারা হত্যা সংগঠিত করেছেন দিনের পর দিন, আজকে তারা বিভ্রান্ত করে ত্রিপুরা রাজ্যে নূতন করে আগুন লাগানোর চেষ্টা করছেন। তাদেরকে এই কারণে বলতে চাই এই কথা যে, সেখানে ছয় দিন নন-স্টপ কারফিউ ছিল সেই দিন সেই অঞ্চলে। একটা ঘৃণ্য ইতিহাস তারা সৃষ্টি করেছেন। তাই এমনই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং যারা এই বাজেটের বিরোধীতা করছেন তাদের বিরোধীতাকে পূর্ণ ধিক্কার জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সভা আগামী ৩০শে মার্চ, বৃহস্পতিবার ১৯৮৯, বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মূলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

Admitted starred Question No. :—44 asked by Sri Badal Choudhury, M.L.A.

QUESTIONS

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department be pleased to state.

১। বর্ত্তমানে রাজ্যে চালের ঘাটতির পরিমান কত এবং ঘাটতি চাল সংগ্রহ ও ভোক্তাদের নিকট সরবরাহের জন্য রাজ্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন,

২। ইহা কি সত্যি চালের অভাবে এস, আর. ইপি,এন,আরই;পি, প্রভৃতি কাজের জন্য চাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ,

৩। ইহাও কি সত্যি উপজাতি এলাকায় ডবল রেশন ও ভর্ত্তুকিতে চাল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে,

৪। যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Replied by the Minister-in-charge of Food & Civil Supplies Department.

Date of reply 29.3.89.

১। বর্তমানে রাজ্যে মাসিক চাউলেয় ঘাটতির পরিমাণ আনুমানিক ১৪,৫০০ মেট্রিক টন, এই ঘাটতি চাউল সেন্ট্রাল পুল হইতে FCI কর্তৃক ভারত সরকারের অনুমোদিত হারে সরবরাহ করিয়া থাকেন।

২। সত্য নহে।

৩। ডুম্বরনগর ব্লক এলাকা ব্যতীত অন্যান্য উপজাতি এলাকায় ১লা অক্টোবর ১৯৮৮ ইং থেকে ভর্ত্তুকীতে ডবল রেশন বন্ধ করা হয়েছে।

৪। ডুম্বরনগর এলাকায় ভর্ত্তুকীতে ডবল রেশন পূর্ব্ববৎ চালু আছে। অন্যান্য এ ডি সি এরিয়াতে এবং অন্য ২৭টি উপজাতি অধ্যুষিত গ্রামে ১লা মার্চ, ১৯৮৯ ইং থেকে ভর্ত্তুকীতে দেড়গুণ রেশন দেওয়া হচ্ছে।

Admitted Question No. 47 (starred)
Name of the Member, Sri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-chagre of the Iudustries Department be pleased to state :—

১। স্থানীয় শিল্পদ্যোগীদের উৎপাদিত মাল ক্রয়ের জন্য 10% Price Preference দেওয়ার কোন সিদ্ধান্ত আছে কি না;

২। থাকিলে তাহা রূপায়িত হচ্ছে কিনা;

৩। না হয়ে থাকলে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা,

২। হঁ্যা,

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Question No. 49. (Starred)
Name of Member : Sri Dipak Nag.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১। সরকারী বিভিন্ন পর্ষদ ও সরকারী দপ্তরগুলিতে স্থানীয় প্রতিষ্ঠান মারফৎ উৎপাদিত মাল ক্রয় করিবার নির্দেশ দিয়েছেন কি না;

২। দিয়ে থাকলে সেই নির্দেশ প্রতিপালিত হচ্ছে কি না ?

ANSWER

১। হঁ্যা,

২। হঁ্যা।

Admitted Question No. 59. (Starred)
Name of the Member : Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-ir-charge of the Industries Deptrment be pleased to state .—

১। ইহা কি সত্য ১৯৮৬ সনে ত্রিপুরায় একটি সিমেন্ট কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত ছিল;

২। সত্য হলে নির্দ্ধারিত সময়ে কারখানাটি তৈরী হয়েছে কিনা এবং এখনো আছে কিনা,

৩। থাকিলে কারখানা থেকে দৈনিক কত মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপাদন হচ্ছে এবং এতে দৈনিক আয় কত ?

উত্তর

১। সত্য নহে,

২। প্রশ্ন উঠেনা,

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted question No 76 (STARRED)
Name of Member : Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state.

১] সরকারী পাছরা প্রকল্প কয়টি ব্লকে চালু আছে;

২] রাজনগর ও বগাফা ব্লকে উক্ত প্রকল্প আছে কি না; এবং

৩] না থাকিলে অতিসত্বর চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১) ১৪ (চৌদ্দ) টি ব্লকে পাছড়া প্রকল্প চালু আছে।

২) রাজনগর ব্লকে পাছড়া প্রকল্প চালু নেই; বগাফা ব্লকে চালু আছে।

৩) রাজনগর ব্লকে পাছড়া প্রকল্প চালু করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 104
Name of M L. A. Shri Gopal ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য রাজ্যের বৃহত্তম হাসপাতাল জি, বি, তে মিল্ক ইউনিয়ন তাদের বকেয়া টাকা দীর্ঘদিন যাবত না পাওয়াতে গত ১৫ই জানুয়ারী থেকে দুধ সরবরাহ কমিয়ে দিয়েছে,

২) সত্য হলে তাদের বকেয়া টাকা না দেওয়ার কারন ?

ANSWER

(Minister-in-charge of the health & Frmily welfare department)

(Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang)

১) ইহা সত্য নহে ।

২) প্রশ্ন উঠে না ।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 106

Name of M. L. A. Sri Gopal ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১] ইহা কি সত্য দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী এবং জেলমুক্ত টি, এন, ভি, নেতা চুনী কলই ২ জন সঙ্গী সহ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় ভি, এম, হাসপাতালের শিশু বিভাগের কর্তব্যরত ডাক্তারকে অযথা গালাগালি করে এবং মারতে উদ্যত হয়, এবং

২] সত্য হইলে এ বিষয়ে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the health & family welfare department

(Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang)

১] ইহা সত্য । কিন্তু চুনী কলই একাই ছিল ।

২] পশ্চিম আগরতলা থানায় F. I. R. করা হয়েছে ।

Admitted Starred question No : 113

Name of the M. L. A. :—Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State.

১] বিলোনীয়া মহকুমার S. D. O. Rajnagor R. D. Block এবং Bagafa R. D. Block office এ প্রয়োজনীয় I A S এবং T C S officer আছেন কিনা; এবং

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

২] না থাকিলে তার কারন কি ; এবং

৩] জনগণের সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় officer দেওয়ার ব্যবস্থা রাজ্য সরকার অতি সত্বর করবেন কি না ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Apptt. & Services Department.
Chief Minister :— Sri S. R. Majumder.

১] বর্ত্তমানে বিলোনীয়া মহকুমা অফিসে এবং রাজনগর ও বগাফা ব্লক অফিসে নিম্নলিখিত পদ সমূহ খালি আছে।

S. D. O office Belonia.

ক] Sub-Divisional Tribal welfare officer :— ১টি পদ।

Raj Nagar R. D. Block

ক। Addl. B. D. O :— ১টি পদ।

Bagafa R. D. Block

ক) Addl B. D. O :— ১টি পদ।

২] প্রয়োজনীয় সংখ্যক অফিসার না থাকার জন্য উক্ত পদ সমূহ এখনও পূরণ করা সম্ভব হয় নাই।

৩] হ্যাঁ। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 117

Name of M. L. A. :— Sri Sukumar Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :—

১। সোনামুড়া মহকুমায় মেলাঘর হাসপাতালে এক্সরে মেশিন আছে কি ?

২। থাকিলে ইহা বর্তমানে সচল আছে কিনা, এবং

৩। না থাকিলে অতি সত্বর ইহা ব্যবহারের উপযোগী করা হবে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Depertment
(Name of the Minister : Shri Kashiram Reang)

১। আছে।

২। নাই।

৩। বর্তমান এক্সরে মেশিনটির পরিবর্তে নুতন মেশিন দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 121.

Name of M. L. A. : Sri Sukumar Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমায় কেমতলী প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি গত ১৯৮৮ ইং সনের ডিসেম্বর মাস থেকে বন্ধ হয়ে আছে,

২। সত্য হলে বন্ধ হওয়ার কারণ কি, এবং

৩। কবে নাগাদ উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি পুনরায় চালু করা হবে বলে আশা করা যায়?

ANSWER

Minister-in-Charge of the Health and Family Welfare Department
(Name of the Minister : Shri Kashiram Reang)

১। ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। বর্তমানে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি চালু আছে।

AMITTED STARRED QUESTION NO. 143.

Name of M. L. A. :— Sri Buddha Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১। বিশালগড় ব্লক অধীনে কাঞ্চনমালায় কোন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে কি,

২। থাকিলে ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

ANSWER

Minister -in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister : Shri Kashiram Reang)

১। আছে।

২। উক্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রটিকে ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা নাই। তবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উন্নিত করার পরিকল্পনা আছে।

Admitted Question No. 156 (STARRED)

Name of Member :— Shri Ratanlal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১) Industrial Development Corporation-এর মাধ্যমে শিল্প উন্নয়নের জন্য কয়টি সংস্থা বা ব্যক্তিকে লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এবং

২) যাহারা লোন পাইয়াছেন তাহারা যে শিল্প স্থাপনের জন্য লোন পাইয়াছেন সেই শিল্প চালু করিয়াছেন কিনা;

৩) না করিয়া থাকিলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহন করিবেন ?

উত্তর

১) এস. এস. আই. — ৪১
এক্স সার্ভিসম্যান — ১৭
সেলফ্ এমপ্লয়মেণ্ট — ৯৮
} ১৫৬টি

২) হ্যাঁ

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO: 167

Name of M L. A. : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family welfare Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের বিভিন্ন হেলথ্ সেণ্টারগুলিতে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় মালটি পারপস্ ওয়ার্কার না দেয়ার ফলে জেলা পরিষদের পাবলিক হেলথ্ কর্মসূচী অচল হয়ে রয়েছে,

২) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কিত জেলা পরিষদের কর্মসূচীতে জোট সরকার কি কি সহায়তা মূলক ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the health & family welfare department

Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang.

---

১) স্বাস্থ্য দপ্তরের গোচরে নাই।

২) পূর্ণাঙ্গ কোন কর্মসূচী এখনো গৃহীত হয় নাই।

Admitted starred Question No 189

Name of the M. L. A. :—Shri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State.

১) বর্তমানে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের বদলীর জন্য কোন বদলীনীতি (Transfer policy) আছে কিনা ;

২) থাকলে তা কি; এবং

৩) ঐ নীতিটি বর্তমানে কার্যাকরী হচ্ছে কিনা ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Appointment & Services Department. (Shri S. R. Majumder) Chief Minister.

১) হঁা।

২) বদলী নীতি অনুসারে সরকারী কর্মচারীদের বদলী জন স্বার্থে এবং প্রশাসনিক প্রয়োজনানুসারে করা হইয়া থাকে।

৩) হঁা।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Question No. 197 (Starred)

Name of the Member : Shri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১] ত্রিপুরা এপেক্স কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ইং থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত কতজন তাঁত শিল্পীকে কি পরিমান সুতা বিলি করা হয়েছিল ?

উত্তর

১] কোন সুতা বিলি করা হয় নি।

Admitted Question No : 201 (Starred).

Name of Member : Sri Subodh Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to State —

১। ইহা কি সত্য যে, সম্প্রতি রাজ্য সরকার জনতা ধুতি ও শাড়ীর দাম বৃদ্ধি করেছেন,

২। সত্য হলে এই বৃদ্ধির পরিমান কত, এবং

৩। এই দাম বৃদ্ধির কারন কি ?

ANSWER

১। সত্য নহে

২। প্রশ্ন উঠেনা.

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Question No : 202 (Starred).

Name of Member : Sri Nakul Das.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be Pleased to State—

১। ১৯৮৯ ইং সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ক্ষুদ্রশিল্প নিগম (টি.এস.আই সি.) এর মূলধনের পরিমান কত ?

২। ঐ মূলধনের কত অংশ রাজ্যের স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিতে নিয়োজিত entrepreneure জন্য কাজে লাগানো হয়, এবং

৩। ঐ সব ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রি উদ্যোগকারীদের কর্পোরেশন কি কি সহায়তা দিয়ে থাকে ?

উত্তর

১। টা: ৯৭.১৪ লক্ষ (সাতানব্বই লক্ষ চৌদ্দ হাজার টাকা) মাত্র।

২। ঐ মূলধনের নির্দ্দিষ্ট কোন অংশ রাজ্যের ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্রির উদ্যোগীদের জন্য আলাদা করা থাকেনা। ক্ষুদ্র শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী অর্ডার পাওয়া মাত্রই কাঁচামাল আনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

৩। স্টীল ইণ্ডাস্ট্রি উদ্যোগীদের কর্পোরেশন থেকে কাঁচামাল সরবরাহ করা হয়। উপরন্তু উৎপাদিত মাল বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে চাহিদা অনুসারে বিক্রির ব্যবস্থা কর্পোরেশন করে থাকে।

Admitted Question No : 206 (STARRED)
Name of Member : Sri Ratan Lal Ghosh.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be Pleased to State —

১। Public Undertaking কর্তৃক সুপারিশকৃত Handloom Corporation এর ১৯৮২-৮৩ ইং সনে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি একটি স্বাধীন সংস্থা দ্বারা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য 5-1-89 ইং তারিখে বিধানসভা কমিটির ১৬ নং রিপোর্টে যে সুপারিশ করা হয়েছিল তাহা কার্য্যকরী করা হইয়াছে কিনা

২। না হইলে তার কারণ, এবং

৩। সংস্থাটির উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। না, এখনও কার্য্যকর করা হয়নি.

২। কমিটির নির্দ্দেশক্রমে একটি স্বাধীন সংস্থা [Independent Agency) নিযুক্তি করনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৩। ত্রিপুরা হস্তুতাঁত ও কারুশিল্প নিগমের উন্নতির জন্য share Capital, Transport Subsidy, Rebate Subsidy, yarn Bank এর জন্য মূলধনের ব্যবস্থা, Mechanised Dye Cum-Process House এর জন্য মূলধন, আধুনিকীকরনের মাধ্যমে উন্নত তাঁত ও সরঞ্জাম সরবরাহ এবং উন্নত কারিগরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Question No : 264 [Starred]
Name of Member : Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state.

১) Tripura Tea Development Corporation এর গত ১৯৮৮ এপ্রিল থেকে ১৯৮৯ জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে;

২) এই ব্যয়ের মধ্যে new plantation এর জন্য কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং কত হেক্টর জমিতে নূতন plantation হয়েছে;

৩) বর্ত্তমান plantation থেকে প্রতি কেজি চায়েতে কত খরচ এবং Final sale পর্য্যন্ত প্রতি কেজি চায়ে ধার্য্য মূল্য কত পড়েছে: এবং

৪) গড়ে প্রতি কেজি চা কি দরে বিক্রয় হয়েছে ?

ANSWER

১) টা: ১,·০,৬৩,২৩৮ =·০০ (এক কোটী দশ লক্ষ তেষট্টি হাজার দুই শত আত্রিশ টাকা) মাত্র।

২) টা: ৫,৪৪,২৬০ = ০০(পাঁচ লক্ষ চৌচল্লিশ হাজার দুইশত ষাট টাকা) মাত্র ব্যয়ে ২৩·১৬ হেক্টর জমিতে New plantation করা হয়েছে।

৩) বর্ত্তমান plantation থেকে প্রতি কেজি চায়ের খরচ টা: ১২ = ৮২ প: (বার টাকা বিরাশি পয়সা) মাত্র এবং Final sale পর্য্যন্ত প্রতি কেজি চায়ের মূল্য ধার্য্য হয়েছে টা: ১৬ = ৯২ প: (ষোল টাকা বিরানব্বই পয়সা) মাত্র।

৪) টা: ১৯ = ১৮ পঃ [উনিশ টাকা আঠার পয়সা] মাত্র।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 267

Name of M. L. A. :— Sri Rudreswer Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :—

১] রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও হাসপাতালে রোগীদের পথ্য যথা দুধ, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদি সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন সরবরাহকারী সংস্থার পাওনার পরিমান ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮ ইং পর্য্যন্ত কত টাকা,

২] ঐ সব টাকা পরিশোধের জন্য সরকার কি কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন,

৩) ঐ সব সংস্থা দীর্ঘদিন পর্য্যন্ত টাকা পাচ্ছেন না বলে রীতিমত মাল সরবরাহ করছে না ফলে রোগীদের পথ্য দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এটা ঠিক কিনা,

৪) যদি ঠিক হয় তবে সরকার এর প্রতিকারে কি কি উদ্যোগ নিচ্ছেন ?

ANSWER

(Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department)
(Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang)

১) ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং পর্যান্ত রোগীদের পথ্য যথা দুধ, মাছ, শাকসব্জী ইত্যাদি সরবরাহের জন্য মোট দেনা ২১, ০৭, ৪৬১ টাকা।

২) এই টাকার মধ্যে ১৫, ২৫, ০০০'০০ টাকার সরকারী মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। বাকী ৫, ৮২, ৪৬১ টাকা দেনা পরিশোধের ও ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

৩] ইহা সত্য নয়।

৪] প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 268
Name of M. L. A. :- Sri Nakul Das

Will the Hon'ble Minister-in-chargre of the Health & Family Welfare Department be pleased to state.

১) রাজ্যের বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক সংস্থা, কোম্পানি ও কর্পোরেশনের নিকট রাজ্য সরকারের ঔষধ কেনার জন্য ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং পর্যান্ত দেনার পরিমান কত,

২] ঐ সব দেনা পরিশোধের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন,

৩] ইহা কি সত্য যে দেনা পরিশোধ করতে পারছেনা বলেই ঐ সব সংস্থা প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করছেনা এবং তাতে রাজ্যের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে তীব্র ঔষধ সংকট সৃষ্টি হয়েছে ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang)

১) মোট ৫৪, ৩৭, ৯১৭ টাকা।

২) সরকার সত্বর এই দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করিতেছেন।

৩) ইহা সত্য নয়।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted starred Question No. 275
Name of the M.L.A. :— Sri Chitta Ranjan Saha

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department be pleased to State :—

১। ১৯৮৯ ইং সনের ২০ শে ফেব্রুয়ারী রাত্র প্রায় ৯ ঘটিকায় ধর্মনগর মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্য-রত ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের উপর হামলাকারী কতজন সমাজবিরোধীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছে, এবং

২। হামলাকারীরা কোন রাজনৈতিক দলের কর্মী কিনা ?

ANSWER
Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Department
(Name of the Minister :— Shri Kashiram Reang.)

১। ২ জনকে।

২। না।

ADMITTED QUESTION NO. 276 (STARRED)
Name of the Member :— Sri Ratan Lal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সময় জুটমিলে মোট লোকসানের পরিমাণ কত ছিল; এবং

২। বর্তমানে জুটমিলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে কি ?

উত্তর

১। টাঃ ১৭৯৩.৩৫ লক্ষ্য [সতের কোটি ছিরানব্বই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা]

২। হ্যাঁ।

Admitted Question No. 283 (STARRED)
Name of Member :— Shri Bidya Chandra Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state :—

১। আগামী আর্থিক বর্ষে কোথায় কোথায় কয়টি কি ধরণের গ্যাস ভিত্তিক কারখানা স্থাপন করা হবে।

উত্তর

১। আগামী আর্থিক বর্ষে রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক নিম্নলিখিত কারখানাগুলি স্থাপন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে :—

ক) মিথানল,	কোথায় স্থাপন করা
খ) বনস্পতি কারখানা;	হবে তা এখন বিবেচনাধীন।
গ) মেকানাইজড্ ইট কারখানা	
ঘ) পাইপ গ্যাস প্রকল্প।	আগরতলা শহরের জন্য স্থাপন করা হবে।

Admitted Question No 293 [starred]
Name of the Member :— Shri Rasiklal Roy.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Industries Department be pleased to state.

১) ইহা কি সত্য বর্তমানে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে Tailaring & Weaving এ প্রশিক্ষণের জন্য নিয়োজিত প্রার্থীদের মাসিক ৭৫ টাকা হারে ভাতা দেওয়া হয়;

২) উক্ত ভাতার পরিমান আগামী আর্থিক বৎসরে ১৫০, টাকা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করার কোন প্ররিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

ANSWER

১) সত্য নহে।

২] সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Admitted Starred Question No. 338

Name of the M. L. A.s :—Shri Bidya Chandra Deb Barma &
Shri Matilal Sarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to State.

১] ১৯৮৮ইং সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ইং সনের ২৯শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত কতজনকে স্থায়ী কাজে (চাকুরিতে) নিয়োগ করা হয়েছে,

২] ঐ সব নিয়োগের ক্ষেত্রে তফ্ শিলি উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা কত, এবং

৩] ঐ সব নিয়োগ কোন নীতিতে হয়েছে ?

Minister-in-charge of the Appointment & Services Department. (Shri S. R. Majumder) Chief Minister.

১) প্রচলিত Calender অনুসারে ১৯৮৯ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাস ২৮ দিনে শেষ হইয়াছে। ২৯ দিনে নহে। এতদ্ব্যতীত বর্ত্তমান সরকার ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের ২রা জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত এক সার্কুলারের মাধ্যমে সরকারী দপ্তরের সমস্ত নূতন নিয়োগ আগামী ৩১শে মার্চ ১৯৮৯ইং তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত রাখিতে নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই ১৯৮৮ইং সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯৮৯ইং সনের ১লা জানুয়ারী পর্য্যন্ত সর্ব্বমোট ১২৯৬ জনকে স্থায়ী পদে নিয়োগ করা হইয়াছে।

২) উহাদের মধ্যে ৬৮৪ জন তফ্ শিলী উপজাতি এবং ১৭৯ জন তফ্ শিলী জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কর্মচারী।

৩) বর্ত্তমানে প্রচলিত সরকারী নিয়োগনীতি অনুসারে ঐ সব নিয়োগ কার্য্যকরী করা হইয়াছে।

ANNEXURE 'B'

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO : 4

Name of Members : 1) Shri Badal Choudhury, M. L. A.
2) Shri Gouri Sankar Reang, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ৩০শে জানুয়ারী পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে কতজনকে স্থায়ী অস্থায়ী ডি আর, ডব্লিউ প্রভৃতির মাধ্যমে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে, (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

২) চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়ে গেছে এমন কতজনকে এর মধ্যে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে;

৩। ১৯৮৯ এর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আর কতজন বেকারকে রেগুলার এবং ডি, আর, ডাব্লিউ হিসাবে নিয়োগ করার পরিকল্পনা আছে, (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব) এবং

৪। এতে মোট শিক্ষিত বেকারের কত শতাংশ উপকৃত হবেন ?

Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department :- Sri Arun Kar.

উত্তর

১। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে গত ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত মোট নিয়মিত, অনিয়মিত ডি, আর, ডব্লিউ ও নির্দিষ্ট বেতনে ২,৪৬৫ জনকে সরকার বিভিন্ন দপ্তরে নিয়োগ করেছেন। দপ্তর ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ ঃ

1)	Directorate of Welfare of Sch. Tribes.	27
2)	Chief Engineer P. W. D.	227
3)	Directorate of Social Welfare & Social Education.	57
4)	Directorate of Food & Civil Supplies.	6
5)	Directorate of Higher Education.	42
6)	Directorate of Agriculture	92
7)	D. M. & Collector (West)	11
8)	Registrar of Cooperative & Sociaties.	14
9)	Inspector General of Police	247
10)	Directoratc of Planning.	6
11)	Chief Engineer Irrigation & Flood Control.	278
12)	Chief Engineer Electrical	123
13)	Directorate of Statistic	1
14)	Controller of Weights & Measures.	12
15)	Directorate of Panchyet Raj.	55
16)	Directorate of Health Services.	492
17)	Governor Secretariate.	2
18)	D. M & Collector (South).	11
19)	Directorate of Cultural Reserch.	1

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

20)	Directorate of Industries.	17
21)	Chief Conservator of Forest.	20
22)	Directorate of Fisheries.	11
23)	Directorate of Animal Husbandry.	70
24)	Directorate of Information, Cultural Affairs & Tourisum,	28
25)	Directorate of printing & Stationery.	24
26)	Inspector General of Prisions.	2
27)	Directorate of Relief & Rehabilitation.	7
28)	Deptt. of Science & Technology & Enviroment.	9
29)	Commissioner of Texes.	9
30)	Directorate of Fire Service.	7
31)	Secretariate Adminastration.	86
32)	District & Session Judge.	38
33)	District Registrat.	3
34)	Directorate of Land Record & Settlement	87
35)	Directorate of School Education. (207 T.N.V returnees, 115 Died-in-harness cases and 11 fixed payees)	336
36)	Directorate of Employment Services & Manpower Planning. (All 7 riot victimes cases).	7
	Total—	2,465

২। চাকুরীর বয়সসীমা পার হয়ে গেছে এমন ৪৬ জন বেকারকে এর মধ্যে নিয়োগ করা হয়েছে।

৩। বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদ পূরনের কাজ এগিয়ে চলেছে। পদ ভিত্তিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা ভিত্তিক বেকারদের নামের তালিকা ও ইতিমধ্যে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলি হতে বিভিন্ন দপ্তর সংগ্রহ করে Interview নিচ্ছে এবং Job Form ভিত্তিক শূন্য শিক্ষক পদগুলি পূরনের কাজ শুরু হয়েছে ইতি মধ্যে ৭৬ জন উপজাতি প্রার্থীকে শিক্ষা দপ্তরে অফার দেওয়া হয়েছে। ৩১ শে মার্চ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কতজন বেকারকে চাকুরী দেওয়া সম্ভব হবে তার সঠিক সংখ্যা এখনই বলা সম্ভব নয়।

৪ প্রশ্ন উঠেনা।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 17.

Name of M. L. A. :— Sri BADAL CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health and Family Welfare Department be pleased to state :

১। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে আন্ত্রিক রোগে গত ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৮৮ ইং থেকে ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং পর্য্যন্ত কতলোক মারা গেছেন, (হাসপাতাল ভিত্তিক মৃতদের সংখ্যা)

২। ইহা কি সত্য যে বিভিন্ন জীবনদায়ী ঔষধের সরবরাহের অভাবে এ সমস্ত লোকের মৃত্যু ঘটেছে,

৩। সত্য হলে বিভিন্ন হাসপাতালে ঔষধ সরবরাহের ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

ANSWER

Minister-in-charge of the Health & Family Welfare Depertment

(Name of the Minister : Shri Kashiram Reang)

১। তথ্য সংগ্রহাধীন।

২। ইহা সত্য নহে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Un-starred Question No. 41

Name of M.L.A. :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment and Services Department be pleased to state—

১। জোট সরকার (কংগ্রেস(ই) ও যুবসমিতি) ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১৮/২/৮৯ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের কতজন কর্মচারীকে বদলী করা হইয়াছে (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

২। উক্ত বদলীর ফলে সরকারের কতটাকা টি এ ডি এ বাবদ খরচ হইয়াছে (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা হিসাব)

Minister-in-charge of the
Apptt. & Services Department.

(S. R. Majumder)
Chief Minister

১। }
২। } তথ্য সংগ্রহাধীন।

UN-STARRED QUESTION NO. 58.

Name of M. L. A. : Sri Sukumar Barman

প্রশ্ন

১। ক) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে Class—I Post কতটি, তার মধ্যে Cadre ভিত্তিক post কয়টি এবং Non-Cadre ভিত্তিক post কতটি (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব)

খ) উক্ত Post এ তফ্‌শিল জাতির লোক কতজন এবং উপজাতির লোক কতজন (দপ্তর ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব)।

Name of Minister-in-charge : Chief Minister.
of the Department.

উত্তর

১। ক) এবং খ) যাবতীয় তথ্য সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

Sl. No.	NAME OF DEPARTMENT	NO. OF CLASS-I POST		NO. OF POSTS FILLED BY ST/SC				REMARKS
		Cadre post	Non-cadre post.	Cadre posts		Non-cadre posts		
				ST	SC	ST	SC	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Appointmen and Services Deptt.							
	IAS.	49	21	3	4	1	—	(15 non-cadre post filled).
	Sectt. Officers.	—	18	—	—	1	—	—
	Stenographers.	10	—	—	—	—	—	(8 posts filled),
	T.C.S.	45	14	10	4	—	—	—
2	Home Department, IPS/TPS,	33	41	2	1	4	2	(28 non-cadre posts filled).
3.	Forest Department,	28	—	3	—	—	—	—
4.	R. S. Board,	—	1	—	—	1	—	—
5.	P. W. Department,	89	2	8	4	—	—	—
6.	Law Department,	28	2	2	—	—	—	(7 cadre posts un-filled).
7.	Information, Cultural Affairs and Tourism,	—	3	—	—	—	—	(one non-cadre post vacant).
8	R. D. Department,	—	3	—	—	—	—	—
9.	Department of Industries,	—	9	—	—	1	—	—
10.	Animal Husbandry Department,	—	5	—	—	1	—	—
11.	Deptt. of Institutional Finance,	—	1	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	T.P.S.C.	—	1	—	—	—	—	—
13.	Fire Service,	—	1	—	—	—	—	This post is vacant.
14.	Food and Civil Supply,	—	1	—	—	—	—	—
15.	Weight and Measures,	—	1	—	—	1	—	—
16.	Deptt. of Social Education,	—	2	—	—	—	—	—
17.	Deptt. of Power,	25	—	3	2	—	—	—
18.	Statistical Deptt.,	—	—	—	—	1	1	—
19.	Commissioner of Taxes,	—	1	—	—	—	—	This post is vacant.
20.	Election Department,	—	1	—	—	—	—	—
21.	Planning Department,	—	1	—	—	—	—	—
22.	TRP & PGP,	—	13	—	—	2	1	—
23.	Factories and Boilers,	—	5	—	—	—	—	4 posts are vacant.
24.	Prisons Directorate,	—	4	—	—	1	1	
25.	Education Deptt.	Materials are under collection.						
26.	Health and F.W. Department.							
27.	Agriculture,							

N.B. : Percentage of reservation of vacancies in All India Services is maintained in direct recruitment only which is 7½% for S.Ts and 15% for S.Cs. The candidates recruited against reserved vacancies are allacoted to various states. There is no reservation in the case of promotion to AIS. In State Services also, there is no reservation for appointment to Selection Grade.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Thursday, the 30th March, 1989 at 11 A. M.

PRESENT

Shri Jyotirmoy Nath, Speaker, in the chair, the Chief Minister, the Dy. Speaker, 6 Ministers, 8 Ministers of state and thirty-eight members.

QUESTIONS & ANSWERS

Mr. SPeaker :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-১৪।

মিঃ স্পীকার :- এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৪।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৪।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কৃষি শিল্প উদ্যোগে নামক সংস্থাটি ত্রিপুরার একমাত্র পাওয়ার টিলার সরবরাহকারী সংস্থা এবং

২। ইহা কি সত্য উক্ত সংস্থা এক চেটিয়া ব্যবসার সুযোগ অতিরিক্ত লাভের আশায় ডুপ্লিকেইট স্পেয়ার পার্টস ও যন্ত্রাংশ কম দামে কিনে বেশী দামে বিক্রী করেছেন;

৩। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে সরকার তদন্তক্রমে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন কি ?

উত্তর

১। না।

২। এমন কোন তথ্য সরকারের গোচরে আসে নাই।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়ার টিলারের স্প্যায়ার পার্টসের একটিমাত্র সংস্থা সেটা হচ্ছে কৃষি শিল্প উদ্যোগ সংস্থা। সে ধর্মনগরে হউক আর সুদূর সাব্রুম হউক যেখানেই কোন স্প্যায়র পার্টসের দরকার হবে তখন এই সংস্থার কাছ নিতে থেকে হবে সেটার দাম ৫০ পয়সাই হউক আর যাই হউক। এতে কৃষকদের খুব অসুবিধা হচ্ছে। তাই আমার প্রশ্ন হচ্ছে কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার জন্য অনুরূপ আরও দোকান বিভিন্ন জায়গায় করে দিয়ে কৃষকদের দুরবস্থা দূর করার ব্যবস্থা করবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে শিল্প উদ্যোগ কিসের শিল্প উদ্যোগ। এটাত একমাত্র পাওয়ার টিলারের এজেন্ট নয়। এই বছর আমরা হর্টিকালচার কর্পোরেশনকেও পাওয়ার টিলারের এজেন্সি দিয়েছি।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, এই পাওার টিলার এবং পাম্প মেশিনের মেরামত ইত্যাদি কাজের স্প্যায়ার পার্টসের অভাব আছে এটা ঠিক। এই সমস্ত কাজ করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে ত্রিপুরা এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা করে তার মাধ্যমে কাজ করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এখন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা যে, কেন এটা বাস্তবায়িত করা হলনা ? আর যদি বাস্তবায়িত না করা হয় তাহলে এরকম কোন উদ্যোগ এই রাজ্যে গড়ে তুলবেন কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি একটু খোঁজ নেন তাহলে ভাল হত যে বামফ্রন্টের আমলে কখনও এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন নামে কোন সংস্থা গঠন করা হয়নি। তাই যেটার কোন অস্তিত্ব নেই সেটারসম্পর্কে কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব না। আর স্প্যায়ার পার্টস সম্পর্কে যে সমস্যা এই সম্পর্কে কৃষি দপ্তর অত্যন্ত সচেতন আছেন। বামফ্রন্টের আমলে কৃষি শিল্প উদ্যোগই ছিল। এগ্রো ইণ্ডাস্ট্রিজ বলে কিছু ছিলনা। এখানে যে সমস্যার কথা বলা হয়েছে সেটা চিন্তা করে এবার আমরা হর্টিকালচার কর্পোরেশনকে এজেন্ট করেছি যাতে তার মাধ্যমে আরও ভাল যন্ত্রাংশ সরবরাহ করা যায় তারও ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রী দিবাচন্দ্র রাঙ্খল (কুলাই) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন যেমন ধর্মনগর থেকে যদি একটা স্পেয়ারপার্টস্ প্রয়োজন হয় তাহলে আগরতলায় আসতে হয় এবং ঠিক তেমনি দক্ষিণ ত্রিপুরার কোথাও যদি এই স্পেয়ার পার্টস্ দরকার হয় তাহলে আগরতলায় তাদেরকে আসতে হয়। এইক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের যে নিয়ম রয়েছে সেটা অনুসরণ না করে আমাদের সরকার নতুন নিয়ম তৈরী করে এইটাকে ডিসেন্ট্রালাইজড করে ডিস্ট্রিকট্ এডমিনিষ্ট্রেশন ওয়াইজ করে দেওয়া যায় কিনা এইটা বিচার বিবেচনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কি না।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :-- মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে যে এজেন্ট রয়েছে তাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই বলব বিভিন্ন জায়গায় তাদের স্পেয়ার পার্টস্ প্রয়োজন থাকলে মেটানোর জন্য এবং তাদের সংস্থার মাধ্যমে এইটার ইনফ্রাকট্রাকচার যেন করা হয়। মাননীয় সদস্যদের এইটা হয়তো জানা আছে যে পাওয়ার টিলার কিন্তু আমাদের হায়ারিং সেন্টারের মাধ্যমে বসানোর সিষ্টেম চালু রয়েছে। এইটার মেরামত এগ্রিকালচার বিভাগে এগ্রি-ইঞ্জিনীয়ারিং সেকশান রয়েছে তারা দেখবেন এই এগ্রি-ইঞ্জিনিয়ারিং সেকশানের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে যেখানে এই সেন্টার রয়েছে সেখানে মেরামত করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক।

শ্রী অমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ১৬৫।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়শ্চান নাম্বার- ১৬৫।

প্রশ্ন

(১) বিলোনীয়া মহকুমার "কদমতলা বাজারে এবং গার্দ্দাং বাজারে কৃষি দপ্তরের কোন শেড আছে কি না ?

উত্তর

বিলোনীয়া মহকুমার কদমতলা এবং গার্দ্দাং বাজারে কৃষি দপ্তরের কোন মার্কেট শেড নাই।

প্রশ্ন

(২) না থাকিলে কৃষকদের সুবিধার্থে অতি সত্বর উক্ত বাজারে শেড নির্মাণ করা হবে কি না ?

উত্তর

কদমতলা বাজারে মার্কেট শেড নির্মাণের মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। গার্দ্দাং বাজারে মার্কেট শেড নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ· মাননীয় সদস্য শ্রী রতন লাল ঘোষ।

শ্রী রতন লাল ঘোষ (খয়েরপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২২৫।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার- ২২৫।

প্রশ্ন

১। (ক) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৭ইং-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৮ইং-এর ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত মোট কত রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক খুন হয়েছে,

(খ) সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৮৮ইং-এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ইং এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট কত রাজনৈতিক দলের কর্মী বা সমর্থক খুন হয়েছে (রাজনৈতিক দলের নাম সহ)

উত্তর

১। (ক) ১৯৮৭ইং এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৮ইং এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ৩৮ জন রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন হয়েছে। তাদের হিসেব নিম্নরূপ :—

কংগ্রেস (আই)	২৬ জন,
সি, পি, এম,	১১ জন,
অন্যান্য	১ জন,
	৩৮ জন,

(খ) ১৯৮৮ইং এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ ইং এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত মোট ৪২ জন রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন হয়েছেন। তার হিসাব নিম্নরূপ :—

কংগ্রেস (আই)	১৯ জন,
সি, পি, এম,	২১ জন,
কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন পুলিশ কর্মী খুন হয়েছেন —	২ জন,
	৪২

মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, ১৯৮৭ ইং এর ফেব্রুয়ারীর হিসেবটা দ্বিতীয় প্রশ্নতেও দেওয়া হয়েছে। কারণ ১৯৮৭ ইং এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৮ ইং এর ফেব্রুয়ারী প্রথম প্রশ্নে রয়েছে। কাজেই ১৯৮৮ ইং এর ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ ইং এর ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত যে হিসেবটা দেখানো হয়েছে তার সংখ্যাটা বেশী হয়েছে।

শ্রী রতন লাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় রাজনৈতিক দলের কর্মী খুন হওয়া সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায় যে, ১৯৮৮-৮৯ ইং সালে তুলনামূলক-ভাবে কম খুন হয়েছেন। এবং উভয় ক্ষেত্রে আসামীদের এরেষ্ট করা হয়েছে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন কোন ক্ষেত্রে আসামীদের এরেষ্ট করা হয়েছে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এরা রাজ্য ছেড়ে চলে গেছে যার জন্যে সবগুলি কেইসের আসা-মীদের এরেষ্ট করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রী বাদল চৌধুরী (মুখ্যমুখ) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না— এই যে ৪২ জন খুন হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন গত এক বছরে রাজনৈতিক দলের কর্মী যারা খুন হয়েছেন তারা কারা ?

এবং যারা খুন হয়েছেন তাদের পরিবারকে সরকারী আর্থিক সাহায্য এবং চাকুরী ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যারা সরকারের কাছে আর্থিক সাহার্য্যের জন্য বা চাকুরীর জন্য আবেদন করেছেন তাদের ব্যাপারে সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারী হল, এই যে এক বৎসরে আমরা সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৩৭ জনকে খুন করতে দেখলাম, শুধু তাই নয়। একটা দুষ্টচক্র সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা অরাজকতা, সন্ত্রাস, খুন-খারাপি, পুল এবং স্কুল ঘর পোড়ানো ইত্যাদির সঙ্গে বামফ্রন্ট কর্মী ও সমর্থকরা জড়িত হয়ে যে গোপন চেষ্টা চালাচ্ছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা বা জানা থাকলে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী):— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এর আগেও বিভিন্ন কলিং এটেন-শানে যখন আসামীদের নাম বলেছি তখন দেখা গেছে যে, এদের বেশীর ভাগই সি পি এম-এর কর্মী বা সমর্থকরা এবং তাদের যুব সংগঠন এস এফ আই ও ডি ওয়াই এফ-এর কর্মীরা জড়িত। আমার কাছে এই খবরও আছে যে কংগ্রেস (আই) মন্ত্রী ও বিধায়কদের খুন করার জন্য বিভিন্ন পর্য্যায়ে চক্রান্তের পরিকল্পনা চালাচ্ছে। সে সমস্ত খবর আমাদের কাছে আছে। যতটুকু বিধিব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন আমরা তা নিয়েছি। শুধু রাজ্যেই নয়, বিধায়করা এবং মন্ত্রীরা যখন প্রয়োজনে রাজ্যের বাইরে যান তখন কলকাতায় তাঁদের ফোনে হুমকি দেওয়া হয়, ভয় দেখানো হয়। এবং

আমাদের দু-একজন মন্ত্রী কলকাতা থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন । যেমন বীরজিৎ সিন্‌হা ও বিল্লাল মিঞা এরা তো কলকাতা থেকে তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে চলে আসতে বাধ্য হন এই সি পি এম দলের দৌড়াত্বের জন্য ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ ।

শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৫২ ।

মিঃ স্পীকার :— আপনারা একজন বলুন । সবাই বললে কে শুনবে ? আপনি করবেন না ওনি করবেন । একটা আমি এলাউ করতে পারি ।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— মাননীয় মন্ত্রী এতক্ষণ যা বললেন তার মেনুফেক্‌চারটা কে ? সুধীর বাবু না সমীর বাবু ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— আমি আগেও বলেছি যে আমরা বিভিন্ন সোর্স থেকে খবর পাচ্ছি যে আমাদের মন্ত্রী ও বিধায়কদের ভয় দেখানো হয় কলকাতাতে ফোনে । আমাদের মন্ত্রী বীরজিৎ সিন্‌হা ও বিল্লাল মিঞাকে ত্রিপুরা হাউস ছাড়তে হয় ভয়ে । তাছাড়া এস বি ডিপার্টমেন্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে আমাদের সময়ে সময়ে এলাউ করাও হচ্ছে । যাতে করে আমাদের মন্ত্রী ও বিধায়কদের আমরা সুরক্ষিত রাখতে পারি । এগুলি যেহেতু পাবলিক ডকুমেন্ট নয় বা প্রিভিলেজ নয় সেই জন্য এগুলি এখানে বিরোধী সদস্যদের জানাতে পারিনা ।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা বলবেন কিনা কারণ গত বিধানসভায় উনি যে তথ্য দিয়েছেন সারা রাজ্যে ১১৩ জন তখন পর্যন্ত খুন হয়েছেন । গত এক বৎসরে কত মানুষ খুন হয়েছেন ? আমরা তো স্যার নামের তালিকা বের করে বলেছি যে ৫৮ জন সি পি আই (এম) কর্মী গত এক বৎসরে খুন হয়েছেন । আমরা বই টই ছাপিয়ে সমস্ত ঘটনাবলী পরিস্কারভাবে তুলে ধরেছি । এখানে মাননীয় মন্ত্রী একটা অসত্য বিবৃতি দিয়েছিলেন তিনি জানেন কিনা যে গত এক বৎসরে কত লোক খুন হয়েছেন ? এখানে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ২ জন মন্ত্রী কলকাতায় ত্রিপুরা হাউস ছেড়ে পালাতে হয়েছে । আমি খবরের দেখেছি যে কলকাতার পুলিশ সেখানে প্রেস কনফারেন্স করেছেন । কাগজে সেখানে বলেছেন যে এই দুজন মন্ত্রী এমন সব নিষিদ্ধ এলাকায় যায় এবং পুলিশকে না জানিয়ে । সেখানে পুলিশ অসহায় বোধ করে । এসব খবর মাননীয় মন্ত্রী জানেন কিনা ?

শ্রী রসিক লাল রায় (সোনামুড়া) :— স্যার উনি একজন প্রাক্তন মন্ত্রী ।
উনি জানেন না যে সাপ্লিমেন্টারী জিনিষটা কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী যে ভাবে সাপ্লিমেন্টারী করেছেন সে তো মস্ত বড় লেক্চার হয়ে গেছে, এর থেকে উনি কি জানতে চান, আমি তো দূরের কথা, স্বয়ং ভগবানও খুঁজে বের করতে পারবেন না। কাজেই, আমি আর কি উত্তর দেব ? তবে এটা উনার জানা দরকার কি ভাবে প্রশ্ন করতে হয়, কারণ এটা লেক্চার দেওয়ার সময় নয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫২।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ২৫২।

প্রশ্ন

১) আগামী আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হবে কিনা ?

২) মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত উত্তর দেবেন্দ্র নগর গাঁওসভার মধুচৌধুরী (অভিচরণ) বাজারে কৃষকদের স্বার্থে একটি গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হবে কিনা ?

উত্তর

১) প্রয়োজন ভিত্তিক খোলা যেতে পারে।

২) মোহনপুর ব্লকের উত্তর দেবেন্দ্রনগর গাঁওসভার অধীনে অভিচরণ বাজারে একটি গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রী ধীরেন্দ্র দেবনাথ ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে বিগত সরকারের আমলে লেপা..... .. সি পি এম পার্টির প্রধানের বাড়ীতে একটা গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, কিন্তু যেই মাত্র টি. ইউ, জে এসের লোক এ গাঁওসভার প্রধান হয়ে এলো, তখন এ গ্রাম সেবক কেন্দ্রে যে সব আসবাব পত্র ছিল, সেগুলি সবই সে আত্মসাত করে নিয়েছে, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের কোন অভিযোগ আমার দপ্তরে নাই, তবে মাননীয় সদস্য যদি সেপসিফিক কেইস দেন তো আমরা সেটা তদন্ত করে দেখব এবং যারা দোষী তাদের প্রয়োজনীয় শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী গৌরী শংকর রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি যে, বিগত ১০ বছরে এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গাতে অসংখ্য গ্রাম সেবক কেন্দ্র খোলা হয়েছিল, বর্ত্তমানে সেগুলির অবস্থা

অত্যন্ত শোচনীয়, এমন কি কোন কোনটার ঘরের চাল, কোনটার আসবাব পত্র সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কাজেই তদন্ত করে যাতে পুনঃরায় এগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা সত্য যে কৃষি দপ্তরের অনেকগুলি গ্রাম সেবক কেন্দ্র এবং অনেকগুলি পি, এল ডব্লিউর অফিস ভাঙ্গাচুরা অবস্থায় আছে, নতুন সরকার আসার পর আমরা সেগুলিকে যাতে ব্যবহার উপযোগী করা যায়; তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রী তরণী দেববর্মা ।

শ্রী তরণী দেববর্মা (টাকারজলা) ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৭ ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) ঃ— স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০৭ ।

প্রশ্ন

১) রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং পর্য্যন্ত সংবাদ পত্র হকার, গ্রাহক ও সাংবাদিক নিগ্রহের কতটি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে ?

২) এর মধ্যে কতজন দুস্কৃতিকারীর বিরুদ্ধে সরকার কি কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ২টি ঘটনা পুলিশের নিকট নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২) একটি ঘটনায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপর ঘটনায় একজনের বিরুদ্ধে সি, আর, পি, সির ১০৭ ধারায় পি, আর দাখিল করা হয়েছে।

শ্রী তরণী দেববর্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে মাত্র দুটি ঘটনা হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে অনেকগুলি অভিযোগ আছে— গত ১২.৩ ৮৮ইং তারিখে খয়েরপুরে উত্তম দের হাত থেকে পত্রিকা ছিনতাই করে কংগ্রেসী গুণ্ডারা তা পুড়িয়ে ফেলে । ৯ ৪ ৮৮ইং তারিখে শান্তিরবাজারে প্রগতি সাহিত্য কেন্দ্র থেকে পত্রিকার বাণ্ডিল জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। ২·৫·৮৮ইং তারিখে জোলাইবাড়ীতে টি, আর, টি, সি বাস থামিয়ে পত্রিকার বাণ্ডিল নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। ৯·৫·৮৮ইং তারিখে আচার্য্য কলোনীতে একই রকম ঘটনা ঘটে। ১০,৫.৮৮ইং তারিখে ফটিকরায়ে জোর করে 'ডেইলী দেশের কথা' পত্রিকার বাণ্ডিল জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলে। ২৪·৪·৮৮ইং তারিখে দেশের কথা এবং ত্রিপুরা দর্পণ পত্রিকা জোর করে ছিনতাই করে নিয়ে যায় । কৈলাশহরে স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিককে মারপিট করে

এবং জোর করে পত্রিকা ছিনতাই করে নিয়ে যায় কংগ্রেসী গুণ্ডারা। এই সমস্ত ঘটনা থানাতে এজাহার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নি। অতএব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কোন প্রতিকার করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার উত্তরে আমি দুইটি মাত্র ঘটনার কথা বলেছি। তার মধ্যে একটা হলো স্যন্দন পত্রিকার এবং এই ঘটনার আসামী চন্দন ব্যানার্জীকে এরেষ্ট করা হয়েছে। অপর একটি ঘটনা হলো ধর্মনগরে, সেখানে আসামী সমর সিন্‌হার বিরুদ্ধে প্রসিকিউশান রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের কোথাও সংবাদপত্রের উপর বা সাংবাদিকদের উপর হামলা-হুজ্জুতির খবর কোন ব্যক্তি বা দলের পক্ষ থেকে সরকারের নিকট লিপিবদ্ধ করেন নি।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিসপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সংবাদপত্রের গ্রাহক বা সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কতটা হয়েছে তার কোন তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট আছে কিনা এবং তার শ্বেতপত্র জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, গত ১০ বৎসরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সংবাদপত্রের উপর, সাংবাদিকদের উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিশেষ করে জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি, যেমন- স্যন্দন, দৈনিক সংবাদ, গণ অভিযান, গণদূত। এই সমস্ত পত্রিকার উপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, হকারদের মারপিট করা হয়েছে। বিলোনীয়া, শান্তিরবাজারে, কৈলাশহর, ধর্মনগরে দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিকদের উপর হামলা করা হয়েছে এবং মারপিট করা হয়েছে। দৈনিক পত্রিকার জনৈক সাংবাদিককে শেষ পর্য্যন্ত কলকাতাতে পাঠানো হয় চিকিৎসার জন্য। তিনি এখনও সুস্থ হননি। এই ধরণের শত শত ঘটনা তখন চলেছিল।

শ্রী সুবোধ দাস (পানিসাগর) : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এখানে বলেছেন যে স্যন্দন পত্রিকার সাংবাদিকের উপর আক্রমণ হয়েছে ধর্মনগর এবং কৈলাশহরে। ধর্মনগরে সমর সিন্‌হা এরেষ্ট হয়েছে বলে তিনি বলেছেন। এই সমর সিন্‌হা সমীর বাবুর একান্ত বন্ধু এবং কংগ্রেস (আই) দলের নেতা এবং কৈলাশহরে আব্দুল মোক্তার চৌধুরী, উনিও কংগ্রেসী নেতা এবং কংগ্রেসী দলের লোকজনদের হাতেই তিনি আক্রান্ত হয়ে ছিলেন। সাংবাদিক, সংবাদপত্র সবাই নিরপেক্ষ। আমরা তাদেরকে দলভূক্ত করতে যাব কেন ? কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করে দেখবেন কিনা তার উপর কংগ্রেসী দল যে আক্রমণ করেছে এটা পরিকল্পিত কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কে কংগ্রেস কে সি, পি, এম বর্ত্তমান জোট সরকার সেটা বিচার করেন না, আইন ভঙ্গকারী আইনভঙ্গকারী হিসাবে চিহ্নিত। আমরা আইনভঙ্গকারীকে আইন ভঙ্গকারী হিসাবেই জানি। আমরা পুলিশ এবং বিচার বিভাগকে ঠিক ঠিক ভাবে চলার নির্দেশ দিয়েছি, তারা সেই ভাবে তাদের কাজ করছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, কয়েক দিন আগে এখানে সাংবাদিকরা সম্মেলন করেছিলেন সেই সম্মেলনে তাঁরা সরকারের কাছে আবেদন করেছেন বিভিন্ন জায়গার মধ্যে সাংবাদিকরা আক্রান্ত হচ্ছে। দিল্লীতে প্রায় ৫০০ উপরে মানুষ বুটা সিংহের বাড়ীর সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন ত্রিপুরার সাংবাদিকের উপর আক্রমণ হচ্ছে। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, প্রেস কাউন্সিল রাজ্যের বিভিন্ন পত্র পত্রিকার উপরে যে সমস্ত আক্রমণ হচ্ছে সেগুলি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাঠিয়ে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রেস কাউন্সিলের ব্যাপারে উনি আলাদা প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া হবে তবে উনি দিল্লীর কথা বলেছেন, আমি পশ্চিমবঙ্গের কথা বলছি। ওরা সাংবাদিকদের শুধু নিগ্রহই করেনি, ওখানে একজন সাংবাদিককে হত্যা করেছে ওদের দল। সাংবাদিকদের ওরা বরাহের বাচ্চা বলে ওদের মন্ত্রীরা সম্বোধন করেছেন মিটিং-এ দাঁড়িয়ে শুয়রের বাচ্চা বলেছেন ঐ দলের প্রতিনিধি। এখানে ওরা চিৎকার করে কি করছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য সেটা আমি বুঝতে পারছি না। যারা সাংবাদিকদের শুয়রের বাচ্চা বলে, সাংবাদিকদের হত্যা করতে পারে সেই দলের নেতা কি করে এই ধরণের উক্তি করতে পারে আমি বুঝতে পারি না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ চন্দ্র দাস, শ্রী সমর চৌধুরী।

শ্রী অমল মল্লিক ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে, তরণী দেববর্মা উনি বলেছেন যে এখানে কয়েকজন সাংবাদিক নিগ্রহীত হয়েছে কিন্তু উনি সাপ্লিমেন্টারী যেটা দেখালেন যে ডেলি দেশের কথার বাণ্ডিল পুড়ানো হচ্ছে, পত্রিকা পুড়ানো হচ্ছে, এই যে একটা প্রশ্ন তুললেন কিন্তু এখানে সাপ্লিমেন্টারীতে বললেন বাণ্ডিল পুড়ানো হচ্ছে, এই যে পত্রিকা পুড়ানো হচ্ছে সেটা তারা এই রকম একটা চক্রান্ত করে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার একটা অপপ্রয়াস উনাদের এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি, দুটি খবর ছাড়া একটা ধর্মনগর এবং আর একটা কৈলাশহর এছাড়া কোন সাংবাদিক নিগ্রহের বা কোথাও পত্রিকা পুড়ানোর কোন খবর সরকারের নিকট নেই কিংবা বিরোধী দলের সদস্যরা বা পত্রিকার সম্পাদকরা কোথাও কোন এফ,আই,আর বা কোন কমপ্লেইন কারোর বিরুদ্ধে করেন নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সমর চৌধুরী (ধনপুর) :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সব জায়গায় আছে, বৈরাগী বাজার পুড়ানো এক একটা ঘটনা সোনামুড়া থানায় লিপিবদ্ধ আছে। মাননীয় মন্ত্রী যদি সত্য তথ্য সংগ্রহ করেন এখন পর্য্যন্ত ১১টা কেইস আছে । ১১টা কেইস এই রকম রেকর্ডেড সোনামুড়া থানায়। মাননীয় মন্ত্রী সত্য কথা সাধারণতঃ বলেন না। তিনি অযথা মিথ্যা কথা বলে এখানে সব সময় বিভ্রান্তের সৃষ্টি করেছেন।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী সুবোধ দাস ও শ্রী সমর চোধুরী।

শ্রী সুবোধ দাস (পানিসাগর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৬১ ।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৬১ ।

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্ম্মণ (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৬১ ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে গত ২৫শে জানুয়ারী ১৯৮৯ইং ধর্মনগর মহকুমার হাফলং চা বাগানের টি ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নেতা গৌরাঙ্গ তাঁতী একদল দুস্কৃতিকারী কর্তৃক গুরুতরভাবে আহত হয়ে মারা যান ?

উত্তর

১। হাফলংছড়া চা বাগানের শ্রমিক শ্রী গৌরাঙ্গ তাঁতী হাফলংছড়ার জনৈক নন্দলাল তাঁতী কর্তৃক গত ২৫-১-৮৯ইং তারিখ গুরুতর আহত হয় এবং এই আঘাত জনিত কারণে হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাহার মৃত্যু হয়। তবে ইহা সত্য নহে যে গৌরাঙ্গ তাঁতী একদল দুস্কৃতিকারী কর্তৃক গুরুতর আহত হয়ে মারা যায়। এই হত্যাকাণ্ডটি একটি পারিবারিক বিরের ঘটনার সংস্রবে সংরটিত হয়

এবং কোন রাজনৈতিক কারণে নয়। তাছাড়া গৌরাঙ্গ তাঁতী টি, ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নেতা বা কর্মী বলেও এলাকায় পরিচিত নন।

শ্রী সুবোধ দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এই খানে যে বললেন গৌরাঙ্গ তাঁতী খুন হয়েছে, নন্দলাল তাঁতী খুন করেছেন। সেই গৌরাঙ্গ তাঁতী হাফলং চা বাগানের সহ সভাপতি এইটা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জানার কথা নয়। কারণ এইটা সি, আই, টি, ইউর ব্যাপার। তিনি বলেছেন, জানেন না। সেই হত্যাকাণ্ডের পর ধর্মনগর থানায় এফ, আই, আর এর জন্য শ্রী অজয় তাঁতী এবং শ্রী হরি তাঁতী গেলেন, তখন ২ ঘন্টা পর্য্যন্ত এফ, আই, আর নেওয়া হয়নি। কংগ্রেসের স্থানীয় নেতারা সেখানে বাঁধা দিয়ে রাখেন। ২ ঘন্টা পর তারা হত্যাকারী নন্দলাল তাঁতী সঙ্গে নিয়ে আসে এবং সেখানে সাজানো এফ, আই, আর নেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা এবং নিহত গৌরাঙ্গ তাঁতীর পরিবারের একজনকে চাকরী দেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি নন্দলাল তাঁতী টি, ওয়ার্কাস ইউনিয়নের নেতা বা কর্মী নন। উনি আই, এন, টি, ইউ, সি ভুক্ত ছিলেন। আসামীকে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অ্যারেষ্ট করে এবং আসামী নন্দলাল তাঁতী সি, পি, এম দলের সমর্থক। গত নির্বাচনে এই আসামী সি, পি, এম দলের হয়ে কাজ করেন। নিহত ব্যাক্তি আই, এন, টি, ইউ. সির সদস্য। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে, সাহায্য পাবেন কিনা সেটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে, সরকার শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শ্রী কেশব মজুমদার (কাকড়াবন) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় অসত্য মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, কারা কারা থানায় গিয়ে বাধা দিয়েছিলেন ? মাননীয় সদস্য সুবোধ যেটা বললেন যে এফ, আই, আর করতে যাওয়ার সময় বাধা দিয়েছিল, যারা বাধা দিয়েছিল তারা কোন দলের সদস্য সেটা বলবেন কি ?

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৬২।

মিঃ স্পীকার ঃ— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৬২।

শ্রী বিল্লাল মিঞা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং- ২৬২।

প্রশ্ন

১। ১৯৮৮-৮৯ইং আর্থিক বৎসরে রিজিওন্যাল ডাক্ ব্রিডিং ফার্ম থেকে কত সংখ্যক ডিম কত সংখ্যক ডাক্লিংগ্স উৎপাদিত হয়েছে ;

২। উক্ত উৎপাদিত ডিম ও ডাক্লিংগ্স থেকে কত সংখ্যক বহিঃরাজ্যে এবং কত সংখ্যক রাজ্যের বেনিফিশিয়ারীদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা হয়েছে তার হিসাব ?

উত্তর

১। রিজিওন্যাল ডাক্ ব্রিডিং ফার্ম থেকে ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে (ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত) ২,২৮,০৬১ টি ডিম এবং ৭২,৮২০ টি ডাক্লিংগ্স উৎপন্ন হয়েছে ।

২। ত্রিপুরার বহিঃ রাজ্যে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ১৮০০ টি ডাক্লিংগ্স সরবরাহ করা হয়েছে এবং রাজ্যে সর্বমোট ৫১,৩৬৬ টি হাঁসের শাবক বিভিন্ন প্রকল্পে বিলি করা হয়েছে। ডিম কোন স্কীমের মধ্যে সরবরাহ করা হয়নি ।

শ্রী নকুল দাস :— স্যার, এই আর, কে, নগর যে ফার্ম আছে ডাক ফার্ম ব্রিডিং ফার্ম সেখানে যখন ডিম ফোটানোর জন্য দেয় তখন আগরতলা শহর থেকে এস, এস, ইউ, আইএর একটা সম্মেলন হয় এবং সেই সম্মেলন উপলক্ষে তারা ডিম আনতে যায় এবং সেখানে ওরা বলেন যে আমরা সবটা ডিমই বাচ্চা ফুটানোর জন্য দিয়ে রেখেছি মেশিনের মধ্যে, এই ডিম দেওয়া যাবে না। তখন সেখানে অফিসারদের মারধর করে সেই সমস্ত ডিম নিয়ে আসে, যার মধ্যে প্রায় বাচ্চা পর্য্যন্ত হয়ে গেছে এবং এই জন্যএই ফার্মে প্রায় কয়েকশত বাচ্চা সেখানে নষ্ট হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না, থাকলে সেটা জানাবেন কি ?

শ্রী বিল্লাল মিয়া (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :— স্যার, পশু পালন দপ্তরে এমন কোন তথ্য নাই, যদি তিনি প্রমান সহকারে দিতে পারেন তার পরে আমরা তদন্ত করে দেখব।

শ্রী রতনলাল ঘোষ :— স্যার, রাধা কিশোর নগর ডাক ব্রিডিং ফার্ম নর্থ ইষ্টান জুনের সব চেয়ে বড় ফার্ম আমরা বিগত দিনে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, এই ফার্মে তৎকালীন মন্ত্রী সমর চৌধুরী মহাশয় প্রায়ই যেতেন এবং ফার্মকে পলিটিক্যালাইজড করা হয়েছিল এবং সেটা ছিল লুটের রাজত্ব। আমরা এখানে

লক্ষ্য করেছি এবং যেটা এখানে জনগণ জানে এই ফার্মকে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কিছু সমর্থক রাত্রে চুরি করে রেলিং ভেঙ্গে সমস্ত জিনিষ পত্র নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং কিছু কিছু এই ধরণের কাজ করেছেন, এই ধরণের তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা, থাকলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রী বিল্লাল মিয়া (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে বলেছেন এখানে বিভিন্ন ঘটনা ঘটেছে, এইটা আমাদের সরকার আসার পরবর্তী সময়ে, তখনই আমরা সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে দোষীদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আমরা সেখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে জানিয়েছিলাম এবং সেখানে আমরা পিকেটিং বসিয়েছি, যদি এমন কোন তথ্য মাননীয় সদস্যের কাছে থাকে তা হলে এইটা দিলে আমরা দপ্তর থেকে তদন্ত করে সেটাকে বিচার করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করে সরকার সেটা করবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৭৯

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (১) গত ১৯৮৮ সালে ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত সময়ের মধ্যে কয়টি সি, পি, আই, (এম) অফিস, শিক্ষক সরকারী কর্মচারীদের অফিস, ত্রিপুরা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস সমাজ বিরোধীদের দ্বারা বলপূর্বক দখল করা হয়েছে (তার আলাদা আলাদা হিসাব), এবং

২) এই জবর দখল সম্পর্কে পুলিশ কোন লিখিত অভিযোগ পেয়েছেন কিনা,

৩) যদি পেয়ে থাকেন তবে কয়জন সমাজ বিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

উত্তর

গত ১৯৮৮ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৯৮৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত একটা সি, পি, আই, (এম)-এর অস্থায়ী পার্টি অফিস যাহা নির্বাচনের জন্য ভাড়া করা হয়েছিল, দুইটা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস এবং দুইটা ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিস কিছু লোক দখল করে নেয় যারা বিগত নির্বাচনের সময় সি, পি, আই, (এম) দলের সমর্থক ছিলেন, মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন, সরকারী কর্মচারী সমিতির সমর্থক ছিলেন, তারা নির্বাচনের পর তাদের দলের মধ্যে ভার্টিক্যাল ডিভিশন হয়ে যাওয়ার ফলে এই সমস্ত অফিসগুলি তাদের দলীয় কর্মীরা দখল করে নেয় এতে কোন সমাজ

বিরোধীদের হাত নাই। এই সম্পর্কে এখন পর্য্যন্ত সাত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্রী নকুল দাস :— সাপ্লিমেন্টরী স্যার, সারা রাজ্যের কথা না, আমি শুধু বিলোনীয়া আমার বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে-গুলি আছে, সেগুলি বলছি, একিনপুর পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাজনগরের পার্টি অফিস তচনচ করা হয়েছে, ভাংচুর করা হয়েছে, থানায় এজেহার করা হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বড় পাথরী পার্টি অফিস একবার না তিন চার বার এর মধ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পিপরিয়াথলা সেখানে পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাইথলা পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। রাধানগর পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কমলপুর পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। আমি শুধু স্যার, এই তথ্য গুলি দিচ্ছি এই জন্য যে উনিতো বলেছেন দুইটা, সেইজন্য আমি তথ্য গুলি দিচ্ছি। তা স্যার, এই ভাবে, সমস্ত পার্টি অফিসগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তপশীলি জাতী সমন্বয়সমিতির খোয়াই বিভাগীয় কমিটির অফিসটাও দখল করে নেওয়া হয়েছে, মোটর শ্রমিক অফিস তেলিয়ামুড়াতে দখল করে নেওয়া হয়েছে। উদয়পুরের পার্টি অফিসটি ভাঙ্গাচুর করা হয়েছে, তছনছ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোন গণ সংগঠণ, কোন পার্টি অফিস করতে পারছে না। যেটা নাকি আমাদের কনষ্টিটিউশন্যাল রাইট সেটাকে সম্পূর্ণভাবে ভাইয়লেট করা হচ্ছে এবং এসমস্ত ঘটনা থানাতে জানোনার পরও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশে —

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সাপ্লিমেন্টারির কোয়েশ্চানটা পুট করুন।

শ্রী নকুল দাস : হ্যাঁ স্যার, আমার সাপ্লিমেন্টারি এটাই যে মাননীয় মন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ একটা ক্ষেত্রেও এজাহার নিতে সাহস করেন না এবং একটা আসামীকেও ধরতে সাহস করেন না। কাজেই স্বরাষ্ট্রদপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে তাঁর এই অধিকার আছে কিনা গণতন্ত্র হরণ করে এভাবে তিনি ফ্যাসিজম কায়েম করতে পারেন কিনা এই প্রশ্নের জবাব আমি আপনার মাধ্যমে চাই। মাননীয় মন্ত্রী এই প্রশ্নের জবাব দেবেন কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় বলেছি যে, ওদের দলীয় বিভাজনের ফলে সি, পি, এমের, অস্থায়ী পার্টি অফিস ১টা, মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের ২টা এবং ২টা ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমন্বয় কমিটির অফিস অন্য গ্রুপের হাতে চলে গেছে। এর সঙ্গে

কোন সমাজ বিরোধীদের হাত নাই। এই ৫টা ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় এফ-আই, আর, নেওয়া হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত করে দেখছে।

শ্রীকেশব মজুমদার :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, মাননীয় সদস্য নকুল দাস বিস্তারিতভাবে এটা বলেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে, এই ★ মন্ত্রীর কাছে আমরা সত্য কথা আশা করতে পারিনা। কাজেই আমি আপনার মাধ্যমে জানতে চাই যে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এ সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেবেন কিনা ?

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্য মন্ত্রী) :— মোষ্ট অবজেকশানেবল স্যার

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— সাইলেন্স প্লীজ। আপনারা হাউজের শালীনতা নষ্ট করবেন না।

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে কোন বক্তব্য ওনার পছন্দ হতে পারে আবার নাও হতে পারে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি অনারেবল মেম্বার্সদের উদ্দেশ্যে বলছি। আমি যখন এখান থেকে কোন সদস্যের—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— Please hear me. You are unnecessarily creating disturbance.

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি আপনাদেরকে বলছি, অসত্য কথাটা একসপাঞ্জড।

★ Expunged as ordered by the Chair.

(গণ্ডগোল)

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার :— এটা কি ইযার্কির জায়গা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— Honourable members, please sit down.

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : - আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, হাউস পরিচালনা করতে গিয়ে আমি যখন কোন মেম্বারের নাম ধরে ডাকি তখন আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, আমি মাননীয় সদস্য বলেই সম্বোধন করি। আমি আশা রাখব যে হাউজের মধ্যে আপনারা সবাই মাননীয়। সুতরাং একে অন্যকে সম্বোধন করতে ঠিক সেভাবে করবেন বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী : - স্যার, দুবার বলা হয়েছে অসভ্য মন্ত্রী বলে। এটা কি ফাজলামি করার জায়গা না ইয়ার্কি করার জায়গা ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য এবং মন্ত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখছি, আপনারা ডিগনিটি মেনটেইন করুন। আপনারা সবাই ডিগনিফাইড মেন। আমি বার বার বলছি যেহেতু আপনারা সবাই ডিগনিফাইড মেন সেহেতু আপনারা হাউজের ডিগনিটি রক্ষা করবেন বলে আমি আশা করি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সিট ডাউন।

(গণ্ডগোল)

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) : - স্যার, বিগত দিনে আমরা যখন এই বিধান সভায় বিরোধী দলের সদস্য ছিলাম তখন শ্রদ্ধেয় বিরোধী দল নেতা নৃপেনবাবু চীফ মিনিষ্টার ছিলেন। আমরা যখন সাধারণ ব্যাপার নিয়ে কথা বলতাম তখন মাননীয় কেশববাবু, মাননীয় মাখনবাবু, মাননীয় জিতেনবাবু টেবিলের উপরে পা দিয়ে আমাদেরকে আক্রমন করতেন। আমরা গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাই ওনারা এসব আন-পর্লামেন্টারি কথা বলতে পারেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ সিট ডাউন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আমি সবার কাছে অনুরোধ করছি, আপনারা বসুন।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্র মন্ত্রী) :- আপনারা কি পাগলামি পেয়েছেন ?

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :-- অনারেবল মিনিষ্টার জওহর সাহা, প্লীজ সিট ডাউন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :-- অনারেবল মিনিষ্টার প্লীজ সিট ডাউন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :-- মাননীয় সদস্য, আপনারা বসুন, আমাকে সভার কাজ চালাতে দিন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৯৭।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৯৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলো ভেঙ্গে দিয়ে বর্তমান জোট সরকার মনোনীত কমিটির হাতে পরিচালন ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন,

২। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

মি: স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নটা সমবায় দপ্তরের, কাজেই এইটার উপর ফিসারিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :— মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিগুলো ফিসারিজ ডিপার্টমেন্টের অধীন। এই সমবায় সমিতিগুলোকে ভাঙ্গা হচ্ছে, আর ফিসারিজ ডিপার্টমেন্ট সেটা কেন বলতে পারবেন না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কোন সমবায় সমিতি গঠন করা হবে বা ভেঙ্গে দেওয়া হবে কিনা সেটা কো-অপারেটিভ দপ্তরের ব্যাপার। আমাদের মৎস্য দপ্তরের বিষয় নয়।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইটার জবাব কোন দপ্তর দেবে সেটার দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। আমাদের জবাব দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি বলেছি যে উনি কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্টকে প্রশ্ন করুন। ফিসারী দপ্তরের পক্ষে এই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— ডিপার্টমেন্ট যদি এই উত্তর না দিতে পারেন তবে কোপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট কোথা থেকে পাবে ? ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কো-অপারেটিভ আছে, ফিসারী কো-অপারেটিভ আছে। এই সরকার ঠিক করেছেন, যে কাজকর্ম করবে তাকেই উত্তর দিতে হবে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— স্যার, কো-অপারেটিভ কমিটি ভাঙ্গা গড়া এটা ডিপার্ট'মেন্ট ঠিক করবেন না। কোন দপ্তরকে কোন কাজ দেওয়া হচ্ছে এটা আমার দপ্তর দেখবেন। ভেঙ্গে দেওয়া হবে কি থাকবে এটা আমার জানা থাকার কথা নয়, এটা মুখ্য প্রাক্তন মন্ত্রী ভালরূপেই জানেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— তাহলে এটা দেখবে কে ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী :— শুনুন, এটা আমার নয়। শুধু আপনার জন্যই আমি আবার প্রশ্নটা আবার পড়ে শুনাচ্ছি।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরা রাজ্যের নির্বাচিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি গুলি ভেঙ্গে দিয়ে বর্তমান জোট সরকার মনোনীত কমিটির হাতে পরিচালন ক্ষমতা তুলে দিচ্ছেন :

২.। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ।

কাজেই এটা আমার না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী দীনেশ দেববর্মা।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা (সাব্রুমা) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩০।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৩৩০।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, ১৯৮৮ ইং সনের ২৫শে জুলাই কমলপুর থানাধীন উত্তর মেছুরিয়া গ্রামে সুধীর দেব (বাবুল) নামে ভারতের গণতান্ত্রিক যুবফেডারেশন-এর একজন কর্মী খুন হয়েছেন।

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে উক্ত খুনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আসামীদের শাস্তির কোন রূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি, এবং

৩। ইহাও কি সত্য যে স্বরাষ্ট্র দপ্তর উক্ত নিহত সুধীর দেবের মাথা খুঁজে বের করতে পারেন নি :

৪। যদি সত্য হয়, তবে ইহার কারণ ?

উত্তর

১। কমলপুর থানাধীন উত্তর মেছুরিয়া নিবাসী মৃত শচীন্দ্র দেবের ছেলে সুধীর দেব ওরফে বাবুল দেবকে (বয়স ৩৫ বৎসর) কমলপুর থানাধীন জামাথুম্বা এলাকায় গত ২৬/৭/৮৮ ইং তারিখ সকালে মৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। অনুমান করা যায় যে গত ২৫/৭/৮৮ ইং রাত আট ঘটিকা হইতে পরদিন অর্থাৎ ২৬/৭/৮৮ ইং সকাল ৭ টার মধ্যে কতিপয় অজ্ঞাতনামা দুস্কৃতিকারীর দ্বারা সে খুন হয়।

২। উক্ত খুনের কারণ এবং খুনীর পরিচয় জানা যায় নাই। তবে কমলপুর থানাধীন জামাথুম্বা এলাকার জনৈক নগেন্দ্র দাসের ছেলে নিতাই দাসকে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে গত ১৫/১১/৮৮ ইং তারিখ অরুণাচল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। বর্তমানে সে জেল হাজাতে আছে। তাছাড়া ছনকাপু এলাকায় মৃত কৃষ্ণ কুমার দাসের ছেলে নিত্য গোপাল দাস ওরফে গোপাল দাসকেও এই খুনের ঘটনায় জড়িত বলিয়া সন্দেহ করা হইতেছে। কিন্তু সে পলাতক থাকায় তাকে এখনও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। তবে তাহাকে গ্রেপ্তারের সম্ভব্য প্রচেষ্টা চালানো হইতেছে।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার প্রদীপ রায়, কিরণ দাস, বাণা বল্লভ দেব, মিণ্টু দাস, সুভাষ শীল, দুলাল দে তারা এই খুনের ঘটনায় জড়িত বলে এলাকা বাসীরা সন্দেহ করছেন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মুলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কিনা ?

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই খুনের ব্যাপারে কেইস্ গত ২৬-৭-৮৮ ইং তারিখে এফ, আই, আর, করা হয়েছে। সেই কেইসে যাদের সন্দেহ করা হইবে তাদেরই এরেষ্ট করা হইবে। মাননীয় বিধায়ক যদি মনে করেন যে প্রদীপ, সুভাষ, দুলাল, মিণ্টু এরা এই কেইসের সঙ্গে জড়িত তাহলে উনাকে আমি অনুরোধ করব উনি থানায় এসে এজাহার দিন। তাহলে পুলিশও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

শ্রী দীনেশ দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সুধীর দাসকে ছিন্নমুণ্ড করা হয়েছে। বা তার মাথা এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি ব্যবস্থা নিয়েছেন এটা জানাবেন কি ?

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— পুলিশ থেকে সমস্ত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, এই খুনের ব্যাপারে নিতাই দাস, প্রদীপ রায়, কিরণ দাস, সুভাস শীল এবং দুলাল দেব, ওদের নামে এফ, আই, আর নথিভুক্ত করা হয়েছে এবং ওদের একজনকে মাত্র এরেষ্ট করা হয়েছে, অন্যদের এখন পর্য্যন্ত এরেষ্ট করা হয় নি ? এসব খুনিদের এখন পর্য্যন্ত এরেষ্ট না করার কারণ কি জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, তদন্তে যাদের সন্দেহ করা হয়েছে, তাদের মধ্যে একজনকে এরেষ্ট করা হয়েছে, আর অন্য একজন পলাতক আছে। তাদের রাজনৈতিক পরিচয় এখনও জানা যায় নি।

ADJOURNMENT MOTION

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, আজকে আমার একটা এ্যাড্জার্ণ মোশান ছিল, সেটার বিষয়বস্তু হল, গত ২৮শে মার্চ.... .. .. (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ওটা ডিস্-এলাউ করা হয়েছে।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কিন্তু এটা স্যার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা তো এ্যাড্জার্ণ মোশানের কথা বলছেন, এই ব্যাপারে শ্রিমিলার একটা কলিং এটেনশান নোটিশ এসেছে, আমি সেটা এলাউ করেছি এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর দেবেন। তাই, আমি আপনাদের এ্যাড্জার্ণ মোশানটা ডিস্-এলাউ করেছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, ওরা মারপিট করবে, খুন করবে, আমরা সেই সব এই হাউসে তুলতে পারব না, এটা কি ধরণের রাজত্ব চলছে, এটা চলতে দেওয়া যায় না। কাজেই, আপনাকে এই হাউস এ্যাড্জোর্ণ করতেই হবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই হাউস ৫ মিনিটের জন্য মুলতবী রইল।

[Copies of the written reflies to the starred Questions which were not answered orally and also the copies of the written replies to the unstarred questions were laid on the table of the House—ANNEXURES—"A" & "B"]

REFERENCE PERIOD

মি: স্পীকার : — এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী গৌরী শঙ্কর রিয়াং মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তির বাজার) :— স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে—"বিলোনীয়া মহকুমাস্থিত তাকমা পঞ্চায়েতাধীন পতিছড়ি ড্রপগেইটে সম্প্রতি বামফ্রন্ট সমর্থকের অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের দিয়ে (নাবালক) স্কুল, কংগ্রেস(আই) ও টি, ইউ, জে, এস, পার্টি অফিস ইত্যাদি পুড়িয়ে দেওয়ার প্ররোচনার ঘটনা সম্পর্কে।

মি: স্পীকার :— আমি ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মণ (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ৫/৪/৮৯ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা এবং অনিল সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করছি তাঁদের বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য।

শ্রী বুদ্ধ দেববর্মা (গোলাঘাটি) :— স্যার, আমার রেফারেন্সে বিষয়টি হলো—"গত ২৩শে মার্চ,

১৯৮৯ ইং বিকালে কৃষিদপ্তরের এ্যাগ্রিকালচারাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রী রমনীকান্ত দাসকে তার অফিস কক্ষে আক্রমন করে গুরুতর আহত করার ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার : আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৬/৪/৮৯ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :- আমি মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) : - স্যার, আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হচ্ছে—"গত ২১শে মার্চ, ১৯৮৯ ইং মুহুরীপুর গ্রামীন ব্যাঙ্কে ঢুকে কতিপয় দুস্কৃতকারী কর্তৃক ম্যানেজার সহ অন্যান্য কর্মীদের উপর আক্রমনের ঘটনা সম্পর্কে।"

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এখনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ৬/৪/৮৯ ইং তারিখে এ বিষয়ের উপর হাউসে বক্তব্য রাখব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক রায় মহোদয়ের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো—

"গত ২৮-৩-৮৯ ইং রাত্র প্রায় ৯ ঘটিকায় আগরতলার উষা বাজার সিনেমা হলের সম্পর্কে পরিকল্পিত আক্রমনে জয়ন্ত রায় সহ ৪জন আহত হওয়া এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে জয়ন্ত রায় মারা যাওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ১৩-৩-৮৯ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ আরও একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরী মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি। আমি মাননীয় সদস্য মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। নোটিশের বিষয় বস্তু হলো—

"আগামী ১লা এপ্রিল, ১৯৮৯ ইং থেকে রেশনে চালের দাম বৃদ্ধির প্রশাসনিক নির্দেশ সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ সম্পর্কে আগামী ৬-৪-৮৯ ইং তারিখে হাউসে বিবৃতি দেব।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET ESTIMATES FOR 1989-90

মিঃ স্পীকার স্যার:— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— ১৯৮৯-৯০ ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের উপর আলোচনা (জেনারেল ডিসকাশন অন দি বাজেট এষ্টিমেট ফর দি ইয়ার ১৯৮৯-৯০)। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করবো আলোচনা চলাকালে তাঁরা যেন তাদের বক্তৃতা ব্যয় বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ রাখেন।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্ব্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের অনুরোধ করব এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ।

শ্রী দীপক নাগ (মজলিশপুর) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং মাননীয় বিরোধি সদস্যরা বিরোধিতা করতে হবে তাই বিরোধিতা করে বাজেটের সমালোচনা করেছেন। তাই মাননীয় বিরোধি সদস্যগণের কাছে আমি আবেদন রাখছি, আপনারা এই বাজেটের বিরোধিতা না করে বাজেটের স্বপক্ষে আপনাদের বক্তব্য রাখবেন এবং বাজেটকে সমর্থন করবেন, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের সেটা উপকারে আসবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বাজেটের মধ্যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসন থেকে ক্ষমতায় আসার পর জোট সরকার ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্মসূচী নিয়েছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে এবং জাতি, উপজাতি সবারই স্বার্থে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে প্রতিফলিত করা যায় তার জন্যই এই বাজেট করা হয়েছে। কিন্তু বিগত দিনে আমরা দেখেছি, বামফ্রন্ট সরকার রাজনীতি করেছেন জাতি এবং উপজাতি মানুষদের নিয়ে। কারণ তারা মুখে উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা বলেছেন, কিন্তু কার্য্যা ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিছুই হয় নি। এই বাজেট যদি লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন, এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনা করা হয়েছে। মি: স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই, যারা উপজাতি অংশের মানুষ জুমিয়া আছেন তাদের জন্য বামফ্রন্ট সরকার স্থির করেছিলেন ৮,৫০০ টাকা কিন্তু বর্ত্তমান সরকার তার জন্য ২৫ হাজার টাকা ধরেছেন। অর্থের দিক দিয়ে উপজাতি পরিবার এবং জুমিয়া পরিবার যাতে পুণর্ব্বাসন পেয়ে বাচতে পারে এবং সেই সমস্ত পরিবাররা যাতে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন তার জন্য আমাদের সরকার এই বাজেট প্রতিশ্রুতি রেখেছেন। গতদিন আমাদের বিরোধি নেতা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু উনার বক্তব্য বাজেটের উপর না রেখে উনি, আমরা লক্ষ্য করেছি, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের বর্ত্তমান আইনশৃঙ্খলা নিয়ে কথা বলেছেন, টি, এন, ভির কথা বলেছেন। আজকে আমাদের শুনতে লজ্জা লাগে, নৃপেনবাবুকে আমরা শ্রদ্ধা করি, যিনি গুড পার্লামেন্টেরিয়ান হিসাবে খ্যাত নৃপেনবাবু এবং দশরথবাবু, উনাদের মুখ থেকে আমরা বিধানসভায় নতুন এসেছি, উনাদের কাছ থেকে কনষ্ট্রাকটিভ বক্তব্য আশা করেছিলাম, কিন্তু উনারা যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমরা হতাশ হয়েছি। আজকে এই হাউসের মধ্যে দশরথবাবু সম্বন্ধে রুলিং পার্টির সদস্য যে প্রশ্ন তুলেছেন, যে উনি আগরতলা শহরে ভূমিহীন হিসাবে জমি পেয়েছেন। দশরথবাবু উনার বক্তব্যে বলেছেন, একজন উপজাতি হিসাবে কি তিনি আগরতলা শহরে বাড়ী করতে পারেন না? কি লজ্জার ব্যাপার। উনাকে স্পেশিফিক বলা হয়েছে। উনি টি, আর, টি, সিকে উনার জায়গা দিয়েছেন,

পরিবর্তে তিনি সরকার থেকে টাকা নিয়েছেন। সেখানে টি, আর, টি, সি অফিস রয়েছে, টি, আর, টি, সির কাজের জন্য উনার কাছে অধিগ্রহণ করেছে এর পরিবর্তে উনাকে টাকা দেওয়া হয়েছে। সরকার থেকে একটু বেশী বেইটে উনি টাকা দিয়েছেন। তৎকালীন রেভেনিউ কমিশনার যিনি ছিলেন তিনি অরাজী ছিলেন, যেটা ফাইলে এখনও আছে। মাননীয় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবুর চাপে পরে সেদিন দশরথ দেব-এর কাছ থেকে টি, আর, টি, সি, জায়গা নিতে বাধ্য হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি আগরতলা শহরে নিজের নামে ভূমি বন্দোবস্ত নিয়ে উনি ভূমিহীন সেজেছিলেন। তবু এখানে উনি বলছেন যে একজন উপজাতি হিসাবে আগরতলায় জায়গা পাওয়ার তিনি কি উপযুক্ত নয়? এই হচ্ছে উনাদের অবস্থা। বিমলবাবু কালকে বলেছেন কংগ্রেসের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে। সেটা আছে, আমাদের দল বড় দল, ভারতবর্ষ এই দল চালাচ্ছে, পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দল। এই দলে কিছুটা মতান্তর থাকতেই পারে। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টি একটা সুশৃঙ্খল দল, তার দলের আজকে কি অবস্থা? আপনারাই বলুন না। আমরা জানতাম বিধানসভা বসার আগের দিন, সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন আপনাদের সভা হত। আজকে হয় না। কেন হয় না? নৃপেনবাবু দশরথ বাবুর ঝামেলার জন্য। ঐদিন আমাদের লজ্জা হয়েছে দেখে, মাননীয় বিরোধি দল নেতা চীৎকার করে যখন হাউস থেকে ওয়াক্‌ আউট করলেন তখন উনার সার্থে এক জন সদস্যও গেলেন না, দশরথ বাবু বসে পড়লেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সদস্যরাও বসে পড়লেন। কিছুক্ষন পর আমরা দেখলাম দশরথ বাবুর সঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়লেন। আবর যখন ভিতরে এলেন, তখন দেখা গেল নৃপেনবাবুর পক্ষে ৪ জন সদস্য এলেন আর বাকীরা দশরথবাবুর সঙ্গে এসেছেন। এই হচ্ছে আপনাদের অবস্থা। আপনাদের মধ্যে কোন গণতন্ত্র নেই। আপনারা আজকে গণতন্ত্রের কথা চিন্তা করছেন যেটা রাশিয়াতে হয়েছে। আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব, অয়েল ইউর ওন মেশিন। আপনাদের দল ভাঙ্গার সময় এসেছে। যেটা বার বার ভারতবর্ষের কমিউনিষ্ট পার্টি টুকরো হয়েছে, আপনাদের এইখানে হয়েছে মাননীয় বিধায়ক গোপালবাবুকে, চিত্রবাবুকে বলছি পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আপনাদের মন্ত্রী দুর্নীতির কথা বলতে গিয়ে মন্ত্রীত্ব খুইয়েছেন। আবার গত পরশু দিনের পত্রিকায় দেখলাম আর, এস, পির অন্যান্য মন্ত্রীরাও নাকি পদত্যাগ করবেন। আপনাদেরকেও আর ওরা বেশী দিন রাখবে না। আপনারা এখন থেকেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের জন্য, গণতান্ত্রিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐ একনায়কতন্ত্র কমিউনিষ্ট পার্টি'র লেজুড় ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে আসুন, আমরা আপনাদের ওয়েলকাম জানাচ্ছি। গতকাল প্রশ্নোত্তর পর্বে, এই টি, এস, আই, সির, জন্য আপনি বলেছিলেন, চোরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কিনা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন। আমি স্পেশিফিক বলতে চাই, আগরতলার সুপানা যে টাটার একটা কোম্পানী সারভিস্‌ সেন্টার আছে, সেই সারভিস সেন্টারের অ্যাসিস্‌টেন্ট ম্যানেজারকে টি, এস, আই, সির যে স্পেয়ার পার্টস স্টোর আছে, সেই স্টোরের স্টোরম্যান হিসাবে কে এনেছিলেন? আপনি এনেছিলেন সেই স্টোরম্যান কি করেছেন? উনি এই ২ নম্বরী মাল গাড়ী

ত্রিপুরা রাজ্যে নেই, সেই গাড়ীর পার্টস টাটাতে ছিল, সেই পার্ট'স ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা দিয়ে কিনে এনে টি, এস, আই, সির গুদামে গুদামজাত করেন। ৩ মাস পরে সেই মালকে ডেমেইজ দেখিয়ে, আজকে সেই মাল পচঁছে। সেই ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা কার কাছে গিয়েছে? সেই এজেন্ট কে ছিল? আপনি ছিলেন, আপনি চেয়ারম্যান ছিলেন টি, এস, আই, সির। সেদিন আপনার অঙ্গুলি হেলনে ঐ স্টোরম্যার ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা মেরেছে। তার বিরুদ্ধে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। উনার বিরুদ্ধে প্রসিডিংগ্স হচ্ছে। আজকে ইট ভাট্টাগুলি কি করেছিলেন? একটা পাবলিক ভাট্টাতে যেখানে ১৮ থেকে ২০ গাড়ী কয়লা লাগত সেখানে আমাদের সরকারী ইট ভাট্টাগুলিতে ২৮ থেকে ৪০ গাড়ী কয়লা লাগিয়েছেন। সেই কয়লা কে খেয়েছে? আপনি এবং আপনার কমরেডরা খেয়েছে কয়লা, আর ইট ভাট্টাগুলিতে লস্ দেখিয়েছেন। সেই টাকা কোথায় গেল? আজকে সেই হিসাব কে দেবে? আজকে যে ১ টাকা কোটি মূলধন ছিল টি, এস, আই, সির সেই ১ কোটির কোন হিসাবপত্র নাই কেন? আমরা কাগজপত্র দেখেছি কোন হিসাব পত্র নাই।

একটা ঘটনা জিরানিয়া ব্লক টি, এস, আই, সি, থেকে দশ হাজার টাকা দেনা আছে আমাকে বি, ডি, ও, জিরানীয়া বলল। আমি টি, এস, আই, সির একাউন্স অফিসার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টারকে বললাম যে, জিরানীয়া ব্লকে আমরা কত পাওয়া আছি, ওরা কাগজপত্র দেখে বলল, আমরা এক পয়সাও পাওনা নাই, এই হচ্ছে সেই দিনের হিসাব। আর এইভাবেই লক্ষ লক্ষ টাকা আপনারা নয় ছয় করেছেন আপনাদের নেতৃত্বে। সেই শিল্প নিয়ে বড়াই করার দিন আপনাদের চলে গেছে। ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়ে আজকে আবার টী, এস, আই, সির সম্পর্কে, জুট মিল সম্পুর্কে কথা বলেন, লজ্জা নেই আপনাদের, লজ্জা থাকা উচিৎ। এখানে আর একটা জিনিস যেটা বিমল দা বলেছেন কালকে, পুলিশ সম্পুর্কে ওনার দুঃখ আছে ক্ষোভ আছে, যেহেতু পুলিশ ওনাকে এরেষ্ট করেছিলেন। আমি ওনাকে বলতে চাই, ১৯৭৮-১৯৮৭ সালের কষ্কময় দিনগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন। সেদিন প্রতিদিন রেডিওর মাধ্যমে আমরা শুনতে পেতাম মৃত্যুর খবর, গৃহদাহের খবর, মায়ের কান্নার রোল। আমাদের জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে, আমাদের নির্বাচনের মূল প্রতিশ্রুতি ছিল কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকার করতে পারলে আমরা ত্রিপুরার মানুষকে শান্তি দেব, সেটা আমরা দিয়েছি। পুলিশের যে অধিকার আপনারা ছিনিয়ে নিয়েছিলেন, পুলিশকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে নিজেদের কেডারদের দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকে কনট্রোল করতেন সেই পরিবেশ থেকে পুলিশকে আমরা মুক্ত করেছি, পুলিশ পুলিশের কাজ করবে। পুলিশ আপনাদের গুণ্ডা যারা আছেন, খুনী যারা আছে তাদেরকে গ্রেপ্তার করবেই, এতে রাগ করার কি আছে? আপনি সেই দিনের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যান নি। এই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে যেদিন ধীরেন্দ্র দাসকে মার্ডার করা হয়েছিল সেই দিন সকাল ৮টার সময় আপনাকে ব্লক চৌমুনী পেয়েছিলাম। সেখানে কেন গিয়েছিলেন? কার ষড়যন্ত্র

ছিল সেটা, আপনার ষড়যন্ত্র ছিল। আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে খুনের আখড়া বানিয়ে ছিলেন। এই জুট মিলে গুণ্ডার রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। যে সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরা সাউথ ত্রিপুরা থেকে আগরতলা আসত তাদেরকে জুট মিলের সামনে নামিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে মারা হত। সেই দিনের কথা আমরা ভুলে যাইনি। মাখন সরকার এবং আরও কত সবকার ত্রিপুরা রাজ্যের নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করতে গিয়ে সেইদিন প্রাণ দিয়েছিল। আজকে সেই সব ঘটনা ঘটছে না, ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা নিয়ে আমাদের গর্ব করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায়ও কোন খুন হচ্ছে না, যা দুই একটা হচ্ছে সেগুলি যেমন কালকে উষাবাজারে আপনারা আমাদের একটা ছেলেকে মার্ডার করেছেন। আজকে বিভিন্ন জায়গায় আপনার পার্টির লোকেরা সুনির্দ্দিষ্টভাবে সুকৌশলে বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্র করে গণ্ডগোল বাধানোর চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন জায়গায় স্কুল ঘর পোড়ানো হচ্ছে, বিভিন্ন বাজার পোড়ানো হচ্ছে। সেগুলি কারা পোড়াচ্ছেন? আপনারা পোড়াচ্ছেন, আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে আবার অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালাচ্ছেন। ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালীর মধ্যে যে সমপ্রীতি ফিরে এসেছে সেটাকে নষ্ট করে ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা আবার দাঙ্গা সৃষ্টি করার চক্রান্ত করছেন, সেই চক্রান্ত আপনাদের ব্যর্থ হবে। কারণ আমরা বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ সেই চক্রান্তকে বরদাস্ত করবে না। তাই আমি আবেদন করব, এই যে বাজেট এই বাজেটের মধ্যে নূতন ত্রিপুরা গড়ার স্বপ্ন আছে, যে বাজেটের মধ্যে ত্রিপুরাকে আগামী তিন বৎসরের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার প্রস্তাব আছে, যে খাদ্যে আমাদের প্রতি বছর একশত থেকে দেড়শত কোটি টাকা বের হয়ে যায় সেই টাকা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা কৃষিপণ্য উৎপাদন করে ত্রিপুরাকে কৃষিতে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করতে পারে তার করিকল্পনা আমাদের সরকার নিয়েছেন। এই টাকা আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ করতে পারব আজকে আই, আর, ডি, পি, সুসংহত গ্রামীন যে প্রকল্প এই প্রকল্পে আপনারা এই দশ বছরে কি করেছেন?

আপনারা বিগত দশ বছরে কি করেছিলেন সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় রেখেছেন। তাই আমি আপনাদের কাছে আবেদন রাখছি, ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে, ত্রিপুরার গরীব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য আজকে আমাদের সরকার যে ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন তাতে আপনারা সহযোগিতা করুন আপনারা তাদের উন্নতির পথে অন্তরায় হবেন না। কি সামাজিক, কি অর্থনৈতিক কি সামাজিক সকল দিক দিয়েই এই সরকার ত্রিপুরার গরীব মানুষের উন্নয়নের জন্য এই বাজেট তৈরী করেছেন। আজকে আমাদের সরকার এক নতুন ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এই বাজেট তৈরী করেছেন, আমাদের সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তবায়িত করার জন্য আমরা আপনাদের সাহায্য চাই। ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য, আজকে ত্রিপুরার যে বেকার রয়েছেন তাদের কর্মসংস্থানের জন্য আমাদের সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে যেটা আমাদের মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরায় যারা বেকার রয়েছেন সেই সব বেকারদের কেবলমাত্র চাকুরী দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তারজন্যে চাই ত্রিপুরাতে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন। সেই দিক দিয়ে বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আলাপ হয়েছে। তারা ত্রিপুরাতে আসতে রাজি হয়েছেন, এখানে তারা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে রাজি হয়েছেন। এবং তারজন্যে আমাদের বিদ্যুৎ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রীও ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য চেষ্টা করছেন কিছুদিন আগে তিনি বিদেশে গিয়ে ত্রিপুরায় ৭৫ মেঘাওয়াট শক্তি সম্পন্ন তাপ বিদ্যুৎ ইউনিট খোলার জন্য ব্যবস্থা করে এসেছেন। এবং আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই এই ৭৫ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অনুমোদন এনেছেন। কাজেই এইভাবেই ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের জোট সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

এই জোট সরকারের এই প্রচেষ্টাকে বাস্তাবায়িত করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। এই ৭৫ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ ইউনিট স্থাপিত হলে ত্রিপুরায় এর উপর ভিত্তি করে অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে এবং এরফলে লক্ষ বেকারের কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

কাজেই এই বাজেট গণকল্যানমুখী বাজেট, এই বাজেট গরীব মানুষের বাজেট, এই বাজেট বেকারের কর্ম্মসংস্থানের বাজেট, এই বাজেটের বিরোধীতা আপনারা করবেন না, এতে ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের উন্নয়নের পথে আপনারা অন্তরায় হবেন। কাজেই এই গণউন্নয়নমুখী বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৯-৯০ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এই বাজেটকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারছি না। তার কারণ হলো, এই বাজেটে বেকারদের জন্য কোন কর্ম্মসংস্থানের কথা বলা হয় নাই। অথচ বামফ্রণ্ট সরকার যখন ৫০,০০০ বেকারের চাকুরী দিয়েছিলেন সেখানে আপনারা তার সমালোচনা করেছেন। আপনারা বলেছেন যে, তখন নাকি অর্থনৈতিক উন্নয়ের জন্য কোন সুযোগ করা হয় নাই। এইটা হচ্ছে উনাদের বক্তব্য।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, বামফ্রণ্ট সরকার যা করেছে তা না হয় খারাপ করেছে। কিন্তু আপনাদের

এই তের মাসের মধ্যে আপনারা কি উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন সেই হিসেব তো উনারা দেন না ; তাই আমি বলছি জোট সরকার এখানে গদিতে বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোষণা করেছিলেন যে, যেসব বেকারের চাকুরীর বয়স সীমা পার হয়ে যাচ্ছে বা গেছে তাদের আগে চাকুরী দেওয়া হবে এবং সেটা কিছু দিনের মধ্যেই দেওয়া হবে। অথচ আজ পর্যন্ত এই তের মাসের মধ্যে একটা চাকুরীও হয়নি এই হচ্ছে জোট সরকারের চেহারা।

অথচ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৩০ হাজার। আর সমগ্র ভারতবর্ষের দিকে দেখলে দেখা যায় যে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটির উপর। আপনারা আজ বেকারদের নিয়ে প্রতিশ্রুতির খেলা খেলছেন। বাম সরকার কোনদিনই আপনাদের মত অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দেন নাই। বাম সরকার যতটুকু পারবেন ঠিক ততটুকুই করেছে জনসাধারণকে বলছেন যে, আমরা এই করব সেই করব। কিন্তু কি করছেন ? কয়েকদিন পূর্বে এই হাউসে জোট সরকার জানিয়েছিলেন যে বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকর্তার মাধ্যমে বেকারদের জন্য জব ফরম-এর এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে ৩৯,৮১৮ জন বেকার চাকুরীর জন্য দরখাস্ত পেয়েছেন। এছাড়াও স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ১৩,৮৬৮ জন প্রার্থী সাদা কাগজে দরখাস্ত পেয়েছিলেন।

অথচ আজ পর্যন্ত একজনেরও চাকুরী হয় নাই। তাহলে আমার এবার ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে সব সমস্যার সমাধান হয়না। তার কারণ, ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষে তখন স্বাধীন হয়, তখন ইংরেজরা সেই ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিলেন ধনতান্ত্রিক কিছু লোকের উপর। সেই ক্ষমতা ইংরেজরা কংগ্রেসের উপর ছেড়ে চলে যায়। এই কারণে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেভাবে চলছে, তাহার মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না। স্বাধীনতার ৪১ বৎসর পরও দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা প্রায় ৩ কোটি। শিক্ষিত এবং অর্ধশিক্ষিত মিলিয়ে প্রায় ১৩ কোটির উপর বেকার এখনও এই দেশে আছে।

আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলিয়াছেন যে, ইণ্ডাস্ট্রির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা হবে। তাহলে স্বাধীনতার ৪১ বৎসর পরেও কেন এই সমস্যার সমাধান হয় নাই? সব মিলিয়ে প্রায় ১৩ কোটি বেকার সৃষ্টি হলো কেন ? এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে গরীব গরীব হয়, বড়লোক বড়লোক হয়। আর তৈরী হয় বেকারের কারখানা।

এতে দূর্নীতে বাড়ে, এই ব্যবস্থাতে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে এবং বেকারের সৃষ্টি হয়, এটাই হচ্ছে এই সমাজ ব্যবস্থা নিয়ম। অথচ, জোট সরকার এখানে বলছেন যে, তারা নাকি এসব সমস্যার

সমাধান করবেন, কিন্তু ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যান্ত আমরা যা দেখছি, তাতে তারা এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন না বলেই আমার বিশ্বাস স্যার, ইন্দিরা গান্ধীর আমলে বলা হত, গরিবী হঠাও আর রাজীব গান্ধীর আমলে বলা হচ্ছে, বেকারী হঠাও। কিন্তু আমরা দেখছি, বর্ত্তমান যে সমাজ ব্যবস্থা চলছে, তার মধ্য দিয়ে এই দেশের গরিবী হঠানো যাবে না, এই দেশের বেকার হঠানোও যাবে না, বরং উত্তর উত্তর এই দেশের মধ্যে গরীব বাড়বে, বেকারী বাড়বে, এইটাই অতি সত্য কথা। স্যার, গত কাল মাননীয় সদস্য দিবা বাবু বক্তব্য রাখার সময় বলেছিলেন যে মার্কসবাদীরা নাকি গণতন্ত্র মানে না, গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না, কিন্তু আমি বলতে চাই, গণতন্ত্রে যদি আমরা বিশ্বাস না করি অথবা না মানি, তাহলে আমরা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এই বিধান সভায় আসলাম কি করে? এই দেশে গণতন্ত্র না মানলে কেউ যে বিধান সভায় জনপ্রতিনিধি হয়ে আসতে পারে না, সেটা বোধ করি আপনাদের জানা নাই। তারপর, গত দিন মাননীয় রাষ্ট্র মন্ত্রী রতন বাবু বলেছেন যে মার্কসবাদীরা, সমাজের মধ্যে যারা দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, তাদেরকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে নিতে চান না। আমি বলব, তাঁর একথা ঠিক না, আসলে যেটা ঠিক, সেটা হল এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে থেকে সমাজের মধ্যে যারা দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, তাদের উপরে তোলা সম্ভব নয়, সেটা করার জন্য বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তণ দরকার, আর তা না হলে গরীব গরীবই থাকবে। আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক দারিদ্র সীমার নীচে রয়েছে এবং মার্কসবাদীরাই এই শতকরা ৮০ জন লোকের প্রতিনিধিত্ব করে, আর আপনারা প্রতিনিধিত্ব করেন শতকরা ১০ জন লোকের। কারণ এই সমাজ ব্যবস্থায় এই দেশে মাত্র শতকরা ১০ জন লোকই আছে যারা দারিদ্র সীমার উপরে আছে। কাজেই এই সরকার যে দেশের সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাগব করবেন বলে যে কথা বলেছেন, সেটা আমরা কোন মতেই বিশ্বাস করতে পারছি না, কারণ এই জোট সরকার ঐ নীচের মানুষগুলির কথা কখনও চিন্তা করেন না। তারা যেটা চিন্তা করেন, সেটা হল তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ, অথবা তাদের গোষ্টিগত স্বার্থের কথা। একথাগুলি বলেই আমি এই বাজেটের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দাস (ফটিকরায়) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী মহোদয় ১৯৮৯-৯০ সালের যে বাজেট বরাদ্দ পেশ করেছেন, সেটাকে আমি আন্তরিক ভাবে আমার সমর্থন জানাচ্ছি, আর বিরোধী পক্ষ এই বাজেটকে বিরোধিতা করে যে সব বক্তব্য রাখছেন, সেগুলির বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, গত দিন এই বিধান সভায় তদানীন্তন প্রাক্তণ মুখ্য মন্ত্রী অর্থাৎ বর্ত্তমানের বিরোধি দল নেতা বলেছেন যে, এই রাজ্যে নাকি গণতন্ত্র নাই। স্যার, আমার কাছে আশ্চর্য লাগে, ওরা আবার এখানে গণতন্ত্রের

কথা বলছেন। এই রাজ্যে গণতন্ত্র নাই একথা ওরা আদৌ বলতে পারেন না, কারণ ওদের মুখে গণতন্ত্রের কোন বুলি শোভা পায় না। কারণ, বাম জমানার সময়ে আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে কারাগারে উপেন্দ্র ভৌমিককে হত্যা করা হয়েছিল, অঞ্জলী কর্মকার গর্ভবতী হয়েছিল, বিধায়ক পরিমল সাহাকে হত্যা করা হয়েছিল। তখন কোন গণতন্ত্র ছিল? এখন এখানে এসে বলছেন, গণতন্ত্র নাই। এখন ত্রিপুরা রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা নাই, তাই উনারা এখন একটা কিছু বাধাবার জন্যই এখানে এসে এই ধরণের উস্কানি মূলক কথা বার্ত্তা বলছেন। স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য বিমল সিন্হা, মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের মন্তব্য করেছেন। আমি বিরোধি দলের সদস্য মহোদয়দেরকে বলতে চাই, আপনাদের আচরণ সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর যে ধরণের ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন ঠিক সেই ধরণের ভূমিকাই তিনি পালন করছেন। উনি সঠিক ভূমিকা পালন করতেন বলেই ত্রিপুরা রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা এখনও বজায় আছে। পুলিশের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য আজকে উনারা পুলিশ সম্পর্কে এই ধরণের উস্কানি মূলক কথা বলছেন যে পুলিশকে পোষাক দেওয়া হচ্ছে না, পুলিশকে বেতন দেওয়া হচ্ছে না, তাদের দিয়ে বাড়ীর মেয়েদের কাপড় চোপড় ধোয়ানো হচ্ছে। এই ধরণের অপপ্রচার তাঁরা এখানে করছেন। কিন্তু এ সব করেও কিন্তু আপনারা পুলিশের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করতে পারবেন না। ত্রিপুরা রাজ্যে আর দাঙ্গা বাধানো যাবে না। আপনাদের ষড়যন্ত্রে বাধা দেওয়ার জন্যেই আপনারা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের সমালোচনা করছেন। আমরা আপনাদেরকে এ বলে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, যে কোন মূল্যেই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করব। আপনাদের এই ধরণের উস্কানি মূলক কথা বার্ত্তায় ত্রিপুরাবাসী আর ভুলবে না, বিভ্রান্ত হবে না। স্যার, মাননীয় সদস্য দশরথবাবু এখানে বলেছেন যে, আমরা সমস্ত কমিটিগুলি ভেঙ্গে দিয়েছি। সমস্ত পুরনো কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে নূতন করে কমিটি গঠণ করা হয়েছে। বিগত ১০ বৎসর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ধরণের দুর্নীতি হয়েছে পঞ্চায়েতে, লাম্পস, প্যাক্সএ সেগুলিকে উন্নত করার জন্যই পুরানো কমিটিগুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে, লাম্পসএ হিসাবের খাতাপত্রের কোন চিহ্নই নাই। তাই সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে আপনারা বিগত ১০ বৎসর ধরে যে মারিং করেছেন, সে মারিংগুলিকে ধরার জন্যই আমরা নূতন কমিটিগুলি তৈরী করেছি। আপনাদের সমস্ত মারিংগুলির তদন্ত করা হবে এবং সেগুলি অন সময়েও প্রকাশ করা হবে। স্যার, মাননীয় বিরোধি দলের সদস্য মহোদয়রা বিগত কয়েক দিন যাবত যে ভাবে ধর্ষণের নাম বলতে আরম্ভ করেছেন তাতে মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যের এক তৃতীয়াংশ মহিলাই ধর্ষিতা হয়েছে। কিন্তু প্রমান নেই একটা কেসেরও।

যদি এই ভাবে বিভিন্ন মা-বোনদের ধর্ষণ হয়েছে বলে এই বিধান সভায় তথ্য প্রকাশ করেন তাহলে এখান থেকে যদি বাইরে যান তবে মা-বোনদের ঝাটার বাড়ী একটাও মাটিতে পড়বে না।

তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের কাছে অনুরোধ করবো মা-বোনদের ইজ্জত নিয়ে সমালোচনা করবেন না এবং যে অসত্য তথ্য পেশ করা হয়েছে তার দ্বারা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে চাইছেন। কিন্তু সেটা আমরা হতে দেব না, তাই আপনারাও করতে পারবেন না। এই ত্রিপুরা রাজ্যে যুগ যুগ ধরে জাতি উপজাতি মানুষ তারা এক সাথে বসবাস করে আসছেন কিন্তু হঠাৎ করে এই উগ্রপন্থী ত্রিপুরা রাজ্যে কোথা থেকে আসল এবং এটা ত্রিপুরা রাজ্যে কার আমলে সৃষ্টি হয়েছিল? গত ৩০ বছর কংগ্রেসের আমলে তো সেটা হয় নি কিন্তু এই যে গত ১০ বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে উগ্রপন্থীর সৃষ্টি হয়েছিল সেটা আপনাদের আমলেই হয়েছে। মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু সে দিন বলেছিলেন, এই ত্রিপুরা রাজ্যে আরও উগ্রপন্থী রয়েছে, উগ্রপন্থী বলে যারা আত্ম সমর্পণ করেছে তারা সঠিক নয়, আসল আরও অনেক রয়েছে। আমি সেটা বিশ্বাস করি যে, সঠিক উগ্রপন্থী কারা সেটা তাঁরাই জানেন। মাননীয় বিধায়ক যারা তাদের মধ্যেও হয়তো ২/১ জনের নাম থাকতে পারে। মাননীয় বিরোধী সদস্যরা এখন আর কিছু করতে পারবেন না, কারণ আমাদের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যিনি তিনি সক্রিয় রয়েছেন। এই যে বাজেট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এনেছেন যেটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনগণের স্বার্থে এনেছেন। তাই আমি মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করবো, এই বাজেটকে আপনারাও সমর্থন করুন। আপনারা এখন বিরোধী আসনে আছেন, তাই এই বাজেটকে সমর্থন করলে ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ জনসাধারণের সমর্থন করা হবে। আপনারা এই ত্রিপুরা রাজ্যে গণ্ডগোল বাধানোর পরিকল্পনা নিয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে যে স্কুল ঘর পুড়ানো হচ্ছে বা বাজার পুরানো হচ্ছে, সেটা আপনাদের চক্রান্ত। কারণ এখন আর উগ্রপন্থী দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে গণ্ডগোল পাকানো সম্ভব হচ্ছে না, তাই এখন বিভিন্ন বাজার, বিভিন্ন স্কুল পুড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। এইযে বাজেট ১৯৮৯-৯০ সনের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পেশ করেছেন এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধীদের এই বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আবেদন রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী : মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য এই আর্থিক বৎসরের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি শুধু একজন সদস্য হিসাবে নয়, ত্রিপুরার একজন হিতাকাংখী হিসাবেও এই বাজেটকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করি। কি কারণে সমর্থন করি সেটার অনেক কারণ বিভিন্ন ট্রেজারী বেঞ্চের সদস্যরা রেখেছেন। আমি সেই সমস্ত দিকে যেতে চাইনা। মূলত: কয়েকটা বিষয় যেটা বিশেষ করে বাজেটের সমালোচনা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্য সদস্যরা এনেছেন সেখানে পরিস্কার একটা ট্রেণ্ড লক্ষ্য করা যায়, যে ট্রেণ্ড ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পক্ষে অত্যন্ত ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াতে পারে। বাজেটকে সমালোচনা করা এক জিনিস,

আর বাজেটকে সমালোচনা করতে গিয়ে একটা নতুন রাজনীতি আমদানী করার ঝোঁক বা প্রবনতা এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে সেটাকে বিশেষভাবে আমি তুলে ধরতে চাই বিভিন্ন তথ্য দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে। এইখানে এই বিধানসভায় আসার পরই আমরা লক্ষ্য করছি, যেটা আমার বন্ধুরা ট্রেজারী বেঞ্চের বলেছেন, উপজাতিদের নিয়ে যে বিভিন্ন সমস্যার দিকগুলি যদি সত্যিকারের সমস্যার দিকগুলি তুলে ধরা হয়, তাহলে কোন আপত্তি থাকেনা বা থাকার কথা নয়, সামগ্রিকভাবে যদি জনগণের কল্যাণ না হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের কল্যাণ হতে পারেনা। সবচেয়ে অবাক লাগে বিরোধী বেঞ্চে যারা আছেন তাদের অনেকেই শিক্ষিত দীর্ঘ ১০ বৎসরের রাজনীতির অভিজ্ঞতা আছে, অনেকে দীর্ঘ ৪০-৫০ বৎসরের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও আছে। এই বাজেট কাদের ? গত পাঠশালায় যেটা আমরা শেষ এক বৎসরে আমরা এই পাঠশালা যোজনার শেষ বৎসরে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। এবং এর যে আসল রূপরেখা সেটা কোথায় তৈরী হয়েছে ? এবং সেই রূপরেখার মধ্যে দিয়ে যে আমাদের চলতে হচ্ছে, সেই সম্পর্কে উনারা কথা বলছেন না। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ওদের সাজানো ছকের মধ্য দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন, আন্তরিকভাবে চেষ্টা করছেন যাতে এই বাজেটকে জনমুখী করে তোলা যায় এবং আমি জানি এই বাজেটের মধ্যে আমি ব্যাক্তিগতভাবে মনে করি এই বাজেটের মধ্যে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস সরকারের মূল চিন্তার সম্পূর্ণ প্রতিফলন আমরা দিতে পারিনি।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, ইউ কেন কনটিনিউ আফটার রিসেস্। নাউ ওয়ান পি, এম। দি হাউস ইজ অ্যাডজরনড টিল টু পি, এম।

After reces at 2.00 P. M.

QUESTIONS OF BREACH OF PRIVILEGES.

Mr. Deputy Speaker :—

Hon'ble Member,

I have received a notice on the question of alleged breach of privilege from Shri Gouri Sankar Reang, MLA against the Editor of Daily Desher Katha for publication of a news in the newspaper 'Daily Desher Katha' in its issue dated 22.3.1989 under caption' বিধানসভায় চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির অভিযোগ রবীন্দ্র দেববর্মার বিদেশ সফরের নেপথ্যে বোফোর্স এজেন্টের সাথে কোলাবেটারের চুক্তি।'

Shri Gouri Sankar Reang, MLA, in his Notice alleged that the Editor of the said Newspaper has breached the privileges of Shri Rabindra Deb Barma. Minister of State by publication of a fabricated news regarding official visit of the Hon'ble Minister outside India, stating that Shri Rabindra Deb Barma has taken Rs.20 lakhs as commission from Shri Bimal Jain, Agent of a foreign company (Bofors).

I refer the said alleged breach of privilege case to the Committee on Privileges under Rule 193 of the Rules of procedure, and Conduct of Business for examination, investigaion and report to the House,

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDET ESTIMATES FOR 1989-90

মি: ডেপুটি স্পীকার সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো :— জেনারেল ডিস্‌কাশান অন্ দি বাজেট এ্যাস্টিমেটস্ ফর দি ইয়ার ১৯৮৯-৯০। আমি এখন মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী রতন চক্রবর্ত্তী মহোদয়কে তার বক্তব্য আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী :-- মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীর আনীত বাজেট প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে মাননীয় বিরোধি দল নেতা বলেছেন সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা ওনারা সাম্প্রদায়িক ঐক্য চান, ওনারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য চিন্তা করেন, খুব ভাল কথা ! এখানে আমি কয়েকটা তথ্য আপনার মাধ্যমে তাদেরকে জানাতে চাই যে বিভিন্ন সময় ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে কি প্রমানিত হয় মাননীয় সভার সদস্যবৃন্দ নিশ্চয়ই অবহিত হতে পারবেন। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্য এক সময় জন শিক্ষা সমিতি যার মাধ্যমে উপজাতি জনগণের মধ্যে সাঙ্গঠনিক প্রভাব বৃদ্ধির লক্ষ্যে দশরথবাবু কাজ করেছিলেন। সেই জনশিক্ষা সমিতি দ্বিতীয় দফায় হয়ে এল ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ এবং তার পরে এইটা ত্রিপুরা গণমুক্তি পরিষদ নামে আত্ম প্রকাশ করেছেন ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে। এখানে মাননীয় বিরোধি দলের উপনেতা দশরথবাবুর একটা বই আছে। এই বইটির বিভিন্ন পাতায় এর প্রমাণ আছে যে, ওনারা কতখানি সাম্প্রদায়িক ঐক্য মেনে চলেছেন অতীতে এবং কতখানি রক্ষা করতে চান। পেইজ নাম্বার ৩৭, ৩৮ এ একটা বক্তব্য এখানে ওদের আছে।

৯ই অক্টোবর, ১৯৪৮ ইং গোলাঘাটির ভক্ত ঠাকুর পাড়ায় ৬ জন উপজাতি ও একজন মুসলমান কৃষক খুন। মুক্তি পরিষদের সভাপতি দশরথ দেবের সভাপতিত্বে সে খুনের পর পর্য্যালোচনা হয়। সে সভায় যে পর্য্যালোচনা হয় তার ১নং হচ্ছে পুলিশ ও দেওয়ানী শাসন অর্থাৎ কংগ্রেস শাসনের বিরুদ্ধে উপজাতিরা অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয় এর ফলে মুক্তি পরিষদের পক্ষে জনগণকে দলে টানার সুযোগ বৃদ্ধি পায়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই জনগণ কারা ? এই জনগণ হচ্ছে তারাই যাদেরকে বাঙালীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষী করে নিজের সাংগঠনকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সেদিন তারা এই ত্রিপুরা মুক্তি পরিষদকে ব্যবহার করেছিল। শুধু তাই নয়, উপজাতিদের একাংশের মধ্যে বাঙালী বিদ্বেষ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এই ৫ জন উপজাতি ও ১ জন মুসলমান কৃষককে খুন করা হয়েছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই উপজাতিদের মধ্যে ক্ষোভ এবং রোষের সৃষ্টি হয়েছে বলে তাদের সমিতির পর্য্যালোচনায় এল। এরফলে উপজাতিদের মধ্যে তাদের সংগঠনিক শক্তি, ক্ষমতা ও তৎপরতা বৃদ্ধির সুযোগ এসেছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর (পেইজ ৩৯,) যখন ত্রিপুরাতে রিজেন্সি কাউন্সিল গঠণ হল তখন তাদের পর্য্যালোচনা এবং প্রতিবেদন হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের কোন উপজাতি গোষ্ঠি এটাকে ভালভাবে নিতে পারেন নাই। তারা মনে করেন কংগ্রেস রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পেয়ে রাজ্যকে বাঙালীদের হাতে তুলে দিয়েছে। আমরা কথা হচ্ছে কেন তারা এটা মনে করেন এবং কে এটা তাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল ? আমরা আগেই বলেছি যে একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে তারা এই সরল, নিরীহ শান্তিপ্রিয় উপজাতিদেরকে ভারতবর্ষের অন্য একটা জাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। তার পরিকল্পনা ও তার ছক অনুযায়ী ধীরে ধীরে প্রথমে জন শিক্ষা সমিতি তারপর ত্রিপুরা রাজ্য গনমুক্তি পরিষদ এবং তারপরে গণমুক্তি পরিষদের মাধ্যমে পাহাড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সুপরিকল্পিতভাবে এই প্রয়াস চালিয়েছিল যার ফলশ্রুতিতে ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গা। একদিকে নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষা করা এবং এতদিন পর্য্যন্ত সযত্নে লালিত উপজাতিদের বাঙালীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার যে কুফল সে কুফলকে, দলীয় স্বার্থকে রক্ষা করার জন্য যে মারাত্মক বীজ বপন করা হল একটা দেশের বিরুদ্ধে একটা জাতির বিরুদ্ধে সেটাকে একমাত্র তুলনা করা যায় ইংরেজ শাসনের সঙ্গে। যে ইংরেজ শাসনের সময়ে আমরা দেখেছি যে, দ্বিজাতি তত্ব তুলে ভারতবর্ষকে টুকরো করেদেওয়া হয়েছিল, তবুও তারা তাদের শাসন ধরে রাখতে পারেন নাই। তার প্রমাণ আজকে আবার আমরা দেখলাম ওরা বিরোধী আসনে গিয়ে বসেছেন। এত সমস্ত করার পরও তারা আজকে এখানে দাঁড়িয়ে বলেছেন যে, তারা সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষে বিভিন্ন জন গোষ্ঠির পক্ষে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের নেতা নৃপেনবাবু বলেছেন যে, এই বাজেট প্রস্তাব হচ্ছে একটা কাগজের বাণ্ডেল মাত্র। এটার মধ্যে কোন নীতি নেই, কোন পরিকল্পনা নেই। তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে এটার মধ্যে আছেটা কি ? আপনি ত ১০ বছর শাসন করেছেন, যথেষ্ট রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা আছে। এটার মধ্যে কোন তত্বের কচকচানি নেই, এর মধ্যে কোন শূণ্যগর্ভ আষ্ফালন নেই। মানুষের জন্য আকাশ কুসুম

রচনার কোন স্বপ্ন এর মধ্যে নেই। এখানে অত্যন্ত বাস্তব সম্মতভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বিক সমস্যা সমাধানের পথে একটু সামান্য সংযোজন, একটু অগ্রগতির ছোঁয়া লাগিয়ে দেওয়া। আমরা জানি যে, বিগত দশ বছরে একটা ভয়ংকর অর্থনীতি ওরা আমাদের উপহার দিয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে রাজ্য যোজনার প্রথম বৈঠকে নৃপেনবাবু রাজ্যে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এর আগে আমার বক্তব্যের প্রমানে বলেছিলাম দশরথবাবু যে রাজনীতি করছেন এবং তার সঙ্গে যে বিদেশের যোগাযোগ ছিল। আমি উয়িকলী সিক্রেট রিপোর্ট অব দ্যা এস, পি, ত্রিপুরা, ফর দ্যা উয়িক ৬৬.৮৬ এর একটা অংশ আপনাদের পড়ে শোনাচ্ছি। "স্টেটস্ দ্যাট দশরথ দেব হেজ বিন অথোরাইজড বাই দেয়ার পার্টি টু রিসিভ ফিনান্সিয়েল এসিভমেণ্টস্ ফ্রম্ রুশিয়া এণ্ড চায়না টু দেয়ার ক্যালকাটা এণ্ড বার্মা অফিসেস ভায়া মনিপুর এণ্ড চিটাগাং"। কাজেই আজকে এই সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে দিয়ে এইটাই প্রমাণ হয় যদিও এই বইটির মধ্যে বিভিন্নভাবে এইটা বুঝানের চেষ্টা করা হয়েছে যে, এর সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক রয়েছে, এর সঙ্গে মানুষের শিক্ষার সম্পর্ক রয়েছে, এইসব অনেক কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইটা খুবই মনোযোগ দিয়ে পড়লে পরে বুঝা যায় উনারা আজকে যে সি, আই; এ, এর কথা বলছেন—

শ্রী বাদল চৌধুরী (আমুখা) :- পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, এইখানে মাননীয় মন্ত্রী যে তথ্য দিয়েছেন এই সমস্ত তথ্য হাউসে উৎথাপন করা হোক, কারণ এইটা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ, এবং একটি পার্টি সম্পর্কে এখানে এই তথ্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই তথ্য হাউসে পেশ করা হোক। স্যার, উনি যে অভিযোগ এনেছেন তা ঠিক নয়। কারণ বইয়ের মধ্যে এই সব কথা নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এইটা পয়েণ্ট অব অর্ডার হয় না; আপনি বসুন।

শ্রী রতন চক্রবর্ত্তী (রাষ্ট্রমন্ত্রী):— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, তাৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বামফ্রণ্ট ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য যোজনা পর্ষদের প্রথম বৈঠকে বলেছিলেন যে, আমরা সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনীতি এই রাজ্যকে উপহার দেব। এবং সেই সঙ্গে দুটি পায়ের কথাও বলেছিলেন। একটি পা হচ্ছে-সমবায়, আরেকটি পা হচ্ছে-পঞ্চায়েত। এই দুইটি পা যখন চলতে শুরু করলো তার কিছু কাল পরেই মানুষ দেখতে পেল যে, তাদের ঝোলার ভেতর থেকে বেও বেরিয়ে এসেছে। এবং এই সম্পর্কে আমার বন্ধু মাননীয় শ্রী রবীন্দ্রবাবুর মুখে সমবায় দপ্তরের কথা অনেক শুনেছেন। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। সমবায় আন্দোলন প্রসারের নামে তাদের কেডারদের দিয়ে রাতারাতি সমবায় সমিতি খোলা হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ যে তিমিরে ছিল তারা সে তিমিরের রয়ে গেলো। অথচ

লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ত্রিপুরা রাজ্যের সমবায়ের নামে খরচ করা হয়েছে দেখানো হল। কিন্তু সামগ্রিকভাবে সমবায় আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলো। এই ব্যর্থতার দায়ভার কিন্তু তারা নিতে না চাইলেও তাদেরই নিতে হবে, কারণ তার যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমান বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে আছে।

পঞ্চায়েত রাজের মাধ্যমে দেশের কল্যাণ হবে সেটা আপনারা যেমন বলছেন, নৃপেনবাবু ও সুষ্ঠুভাবে এই দুইটি জিনিসের উপর সমবায় এবং পঞ্চায়েতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং এই দুইটি জিনিস যদি সুষ্ঠুভাবে চলে তাহলে দেশের অর্থনীতি, রাজ্যের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে। কিন্তু বন্ধুগণ এই দুইটি পাকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো, খোড়া করে দেওয়া হলো। তাহলে কি করে চলবে এই দেশটা? কি করে চলবে এই রাজ্যটা? তারা কি চালু করেছিলেন-পঞ্চায়েত রাজ না টাউন রাজ? কোন গণতান্ত্রিক শিক্ষিত মানুষ এই টাউন রাজকে কোন মতেই বরদাস্ত করে বলে অমি জানি না। ঠিক এই লক্ষ্যেই পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচন করা হবে। আমরা যদি সেখানে ভাল করে থাকি জনগণ নিশ্চয়ই তাদের উপযুক্ত জবাব দেবে।

এই পঞ্চায়েত রাজের স্বপ্ন মহাত্মা গান্ধী দেখেছিলেন, এইটা বোধ হয় অনেকে জানেন বা অনেকে হয়তো জানেন না সেদিন আপনারা চেয়েছিলেন পঞ্চায়েতের ভেতরে আপনাদের দলের মধ্যে যারা আসবে তাদেরই শুধু অর্থ হবে বিত্ত হবে, আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। পঞ্চায়েতের কোন গরীব মানুষ তার পেটের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারবেন না, যদি না তারা আপনাদের দলীয় পতাকার নীচে আসে। এর চেয়ে বড় অবিচার, বড় ব্যভিচার গণতন্ত্রের আর কি হতে পারে?

একটা দল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এসে দেশ শাসন করবে, তাদের কমিটমেণ্ট থাকবে, তাদের সংবিধানিক প্রতিশ্রুতি থাকবে, তাদের দায় থাকবে। কিন্তু তা না হয়ে একটা দেশের গরীব মানুষ, যারা বলেন যে, আমরা সর্ব্বহারার নেতা, আমরা একনায়কত্ব চাই, সেই মানুষ দিনের পর দিন ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছে, দিনের পর দিন অন্ধকারের দিকে চলে গেছে, তাদের বোঝানোর জন্য ছিল না কেউ সেদিন। যারা প্রতিবাদ করতে গিয়েছিলেন, তাদের স্থান হয়েছে হয় মর্গের ঐ শীতল কফিনের মধ্যে নয়তো জি, বি, হাসপাতালের মধ্যে অথবা জেলের কারাগারে। এই জিনিসটা সাধারণ মানুষ সহ্য করতে করতে এদের বিরুদ্ধে তাদের গণতান্ত্রিক রায় দিয়েছেন।

আমরা দেখেছি যে, ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী বহু আগেই এই ভাবনা ভেবেছিলেন যে, এই পঞ্চায়েত রাজের মাধ্যমে, সমবায়ের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হবে। আমি যেটা শুরুতে

বলতে চেয়েছিলাম যে, চলতি পাঁচশালার শেষ বছরে আমরা ক্ষমতায় এসেছি। যারা এই পাঁচশালা যোজনা তৈরী করে গেলেন তারাই আজকে এর কৈফিয়ত চাইছেন। তারাই আজকে এই বাজেটের সমালোচনা করছেন। এই এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ কম শিক্ষিত কেউ হয়তো বা বেশী শিক্ষিত কিন্তু আমরা রাজনৈতিক সচেতন অংশের প্রতিনিধি। এবং এইখানে রাজনৈতিক সচেতনতার চরম পরাকাষ্ঠা এবং উৎকর্ষ দেখানোর জায়গা। তর্ক হবে, বিতর্ক হবে বিভিন্ন তথ্য আসবে। কিন্তু এইটা কি কথা ?

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী অত্যন্ত তৎপরতার ও বিচক্ষণতার সঙ্গে সেই জনবিমুখি বাজেটকে ঘষে-মেজে আজকে কিছুটা জনমুখি বাজেট করার চেষ্টা করেছেন। এটা কি আমাদের অপরাধ হয়েছে ? এটা যদি আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে তবে এটাই আমাদের করতে হবে। কারণ এটা অত্যন্ত হাস্যকর যে, মৌলিক ভাবনার যেখানে অবকাশ নাই, আমরা যখন বাজেট করব তখন কংগ্রেস আই টি, ইউ, জে, এস, সরকারের যে মৌলিক ভাবনা আছে তার সঠিক ও স্বার্থক প্রতিফলন, আমি আশা করি যে, নিশ্চয়ই দেখতে পারবেন। পাঁচশালা যোজনার মূল ভিত্তি হল মাইক্রো প্লেনিং। আমরা জানি যে মাইক্রো প্লেনিং-এর মাধ্যমে এই যোজনাকে মানুষের দরজায় পৌঁছে দিতে হবে। কিন্তু বামফ্রণ্টের মেক্রো প্লেনিং-এ আমরা বিশ্বাসী নই। আমরা পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্য্যন্ত পরিকল্পনাকে ঢেলে সজাতে চাই। যার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যে ডিস্ট্রিক প্লেনিং বোর্ড আছে। আমরা চাই যে সেই বোর্ডের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তর থেকে রাজ্য স্তর পর্য্যন্ত যে একটা সঠিক রাস্তা, সেই রাস্তায় চললে মানুষের সর্বিক কল্যাণ হবে। মানুষের যে সমস্ত সমস্যা থাকবে সেই সমস্ত সমস্যা দূর করবার জন্য আমরা দৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারব। সেই জন্য আমরা ডিস্ট্রিক প্লেনিং বোর্ডের মাধ্যমে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছি। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্বিক সমস্যার সমাধান এবং এর উপায় খুঁজে বের করার জন্য আমরা কাজ শুরু করে দিয়েছি।

আজ আমি খেলাধুলা দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছি। সমগ্র পৃথিবীর দিকে তাকালে বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষ এবং আমাদের এই ত্রিপুরাও এখন খেলাধুলায় অনেক পিছিয়ে আছে। আমি এখানে ত্রিপুরার কথাই বলছি। ৭০ দশকে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা খেলাধুলায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগদান করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। অনেক পদক পেয়েছিলেন। আন্তর্জাতীক ক্ষেত্রেও সুনাম অর্জন করেছিলেন। গত দশ বছরের মধ্যে খেলার মান কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে ? অনেক লম্বাচওড়া প্রতিশ্রুতি আপনারা দিয়েছিলেন যে প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে মিনি ষ্টেডিয়াম হবে, স্পোর্টস্ কমপ্লেকস্ হবে। বাঁধারঘাটে স্পোর্টস্ কমপ্লেকস্, সুইমিং পুল হবে। কোথায় কি হয়েছে ? কোথায়ও কিছু হয় নাই। যেমন

ছিল তেমনিই আছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য একটা স্কুল নেই। একটা ভাল মাঠ নেই। আমরা প্রথম এসেই পরিকল্পনা নিয়েছিলাম যে, আগরতলা কেন্দ্রিক না করে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের খেলাধুলাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। সেইভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। আজ মাঠের একটা সমস্যা চলছে। আমি যখন বার্ষিক ক্রিড়া প্রতিযোগীতার অনুষ্ঠানে যাই তখন আমার একটা জিনিষ খুবই খারাপ লাগে যে ছেলেমেয়েরা আজ একটা ভাল মাঠের জন্য ঠিক ভাবে দৌড়াতে পারছে না। কোথা থেকে সেই ছেলেমেয়েরা খেলাধুলা শিখবে ? সেই ছেলেমেয়েরা কি শুধু মাত্র বই পড়বে ? খেলা-ধুলার মধ্য দিয়ে তার চরিত্রের ভাল একটা দিক গড়ে উঠে। তার শারিরীক-মানষিক স্বাস্থ্য সবকিছুই গড়ে উঠবে এই খেলাধুলার মাধ্যমে। তার টেনসিটি বৃদ্ধি পাবে। তাকে মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে এবং দেশের একজন সুনাগরিক হতে হবে।

মাননীয় উপাধক্ষ্য মহোদয়, এই বাধারঘাট স্টেডিয়াম নির্মানের জন্য এখন পর্যান্ত কিছু মাটি কাটা হয়েছে মাত্র। বিগত ১০ বৎসরে আর কোন কাজ হয় নাই। সাড়ে সাত থেকে আট কোটি টাকা লাগবে এই স্টেডিয়াম করতে। অথচ, টাকার সংস্থান আছে মাত্র ১০ থেকে ৩০ লক্ষ টাকা। টাকা কোথা থেকে আসবে তার কোন প্লেন নেই, নেই কোন প্রোগ্রাম কোন সরকারেরই এটা উচিৎ নয় যে জনসাধারণের বাহবা পাওয়ার জন্য ফলক ঘোষনা করে দিয়ে কাজ না করা। পরিকল্পনা ছাড়া এটা করা উচিৎ নয়। কারণ এর অন্তঃসার শুন্য হয়।

রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রে একটা রাজ্যকে পিছিয়ে দেয়, তাহার প্রমান এই ত্রিপুরা। লোক-সংস্কৃতির বিকাশ নিয়ে অনেক কিছু হয়েছে এই ত্রিপুরা রাজ্যে।

স্যার, আমি শুধু একটা উদাহরণ দেব — সেটা একটা ভাটিয়ালী গানের কথা বলব — 'বামফ্রন্ট এলোরে আর দুঃখ নাই, চোখের মনি বামফ্রন্ট আর দুঃখ নাই।' স্যার, একটা রাজ্যে বা-দেশে একটা সভ্য সরকার আছে, আমরা মধ্যযুগীয় রাজাদের যে চাটুকার সভাসদরা ছিল, তাদেরকে' আমরা দেখেছি, এভাবে রাজার গুণ কীর্ত্তণ করতে। এই দেশে একটা সভ্য সরকার থাকবে, এবং সেই সরকারের গুণ কীর্ত্তণ করার জন্য শিল্পীদের ফরমায়েস করা হবে, এর নাম কি সংস্কৃতি ? এর নাম শিল্পী ? আর এর নাম কি বিকাশ ? স্যার, লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা একটা ফিল্ম তৈরী করেছিলেন বামপন্থি পরিচালক দিয়ে, উনি উনার পাওনা টাকা নিয়ে চলে গেছেন। কিন্তু এই ত্রিপুরাতে সেই ফিল্মটা দেখার পর কেন তারা ফিল্মটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে দেখালে না ? আমার মনে হও ওরা নিশ্চয় এটা বুঝেছেন যে ঐ ফিল্মটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে দেখাবার মতো যোগ্যনা। মিঃ ডিপুটি স্পীকার, স্যার, নৃপেনবাবু, মাননীয় প্রাক্তণ মুখ্যমন্ত্রী এবং এখনকার বিরোধী দলনেতা, উনারা পৃথিবীর

কমিউনিষ্ট অগ্রগতির কথা বলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত ইংরেজী দৈনিক, ২৩শে ফেব্রুয়ারী মাননীয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের ঝিলিমিলি নামক একটা জায়গায় যেখানে খুব সম্ভবত শিশুদের অথবা অন্যান্য মানুষদের একটা সংস্কৃতি জগৎ আছে, সেখানে একটা বক্তৃতা করেছেন, সেটা ঐ ইংরেজী দৈনিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে, মার্কসবাদীরা যে-দিন দিল্লী দখল করবে সে দিন দেশে আর কোন বেকার থাকবে না। ভাল কথা, মার্কসবাদীরা যদি দিল্লী দখল করে, তাহলে আমাদের বাধা দেবার কিছু নেই। কিন্তু এই বক্তব্য, এই দেশে কেন? নৃপেনবাবুরা, জ্যোতিবাবুরা চেষ্টা করে যদি তাদের এই বক্তব্য সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেন, তাহলে তারা সমস্ত দেশে প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা পাবেন। কারণ এই বেকার শুধু আমাদের ভারতবর্ষ বা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাই নয়। তাই, আমি আজ উনাদের প্রশ্ন করতে চাই যে পিকিং দখল করার ৪০ বছর পরেও আজকে চীনের অবস্থাটা কি? স্যার, ১/১টা উদাহরণ আমি এখানে দিতে চাই, মোগল, পাঠাণদের মতো শক্তিশালী আমেরিকা এবং চীন, আজকে সেখানেও বেকারীর যন্ত্রনা কেন? এটা তাদের বক্তব্যেই আছে, তাদের যে শ্রম মন্ত্রী ছিলেন তিনি বলেছেন, বেজিং রিভিয়ু, ডিসেম্বর ১, ১৯৮৮ ইং 'ইফ রিডাণ্ডেণ্ড ওয়ার্কস আর নট এপ্রোপ্রিয়েটলি গ্রোথ দি বডি অব দি আন-এ্যামপ্লয়েড পিপল, দে মে পজ থ্রেট টু সোস্যাল স্টেবিলিটি। তার অর্থ কি? ১৩ থেকে ২৫শে আগষ্ট ১৯৮৮ পিকিং এ আলোচনা চক্রের প্রতিনিধি জানিয়েছেন যে মার্কসবাদী পুঁজিবাদী দেশে বেকার মিলিয়ে, সাম্যবাদী আর পুঁজিবাদী, এই দুই দেশের বেকারের সংখ্যা হচ্ছে ৬০ কোটি, আর দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছেন সেই সব দেশের ৯০ কোটি মানুষ, এর জন্য দায়ী কে? এরজন্য নিশ্চয় মহাত্মা গান্ধী দায়ী নয়, মাও সেতুং দায়ী নয়, লিন পিয়াও দায়ী নয়, এরজন্য দায়ী হচ্ছে তাদের বাস্তব বুদ্ধির অভাব। কারণ, আজকে সারা পৃথিবীতে জন বিস্ফরণ ভয়াবহ বেকারীর দিকে ঠেলে দিয়েছে আজকে এখানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, ৫০ হাজার লোককে চাকুরী দেওয়া হয়েছে, তার সমালোচনা হয়েছে। কেন হয়েছে? কেউ চাকুরী পেলে তার জন্য সমালোচনা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তারা কি আমাদের দেশের বা রাজ্যের যুবক বা যুবতী না? কিন্তু এই যে বেকার সমস্যা, এটা হচ্ছে সার্বিক সমস্যা এই সার্বিক সমস্যার সমাধানের লক্ষে আমরা আজকে কতটুকু এগুতে পেয়েছি সেটাই হল লক্ষ্য। আজকে যদি ৫০ হাজার লোকের মুখে ভাত গিলে থাকে, তা অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু আগামী দিনে যদি ১০ লক্ষ লোকের ভাত মারা যায়, তাহলে আপনারা যে বলেছেন, মৃত্যু মহত। কিন্তু আমি বলব, উদ্দেশ্য যেখানে মহত, মৃত্যু সেখানে দৈনন্দিন ঘটনা, এই যাদের শ্লোগান হয়, তারা ৫০ হাজার লোককে চাকুরী দিয়ে কোন দিন আত্ম তৃপ্তিতে ভোগ করতে পারে না। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি বিশ্বাস করি চীনের যে অবস্থা, তার চাইতে আমাদের অবস্থা খুব বেশী খারাপ নয়। আমাদের অবস্থা যে খুব ভাল, সেটা আমি বলছি না, আমাদের অবস্থাও খারাপ। কিন্তু এখানে একটা

কথা, সেটা হল মাকর্সবাদীরা দিল্লী দখল করলেই এই দেশের সমস্ত বেকারের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, উত্তম কথা। কিন্তু এই সম্পর্কে চীনের প্লেনিং কমিশনের চেয়ারম্যান মা ইয়াং কি বলছেন, তা একবার শুনুন। উনি বলেছেন যে, ১৯৮৩ সাল পর্যান্ত চীন স্টালিনের আদর্শে পরিচালিত হয়েছিল। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্টালিনের আদর্শেই যদি কোন দেশ পরচালিত হয়, তাহলে বেকার সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে, তাহলে নৃপেনবাবুরা এবং জ্যোতিবাবুরা কার আদর্শ অনুসরণ করে বেকারীত্বের কারাগার থেকে বেকারদের মুক্তি দেবেন? এটা করার জন্য প্রথমতঃ আপনাদের দিল্লীতে পৌছুতে হবে। দিল্লীতে লোকসভাতে ৫৪২টি সীট আছে মেজরিটি পেতে হলে আপনাদের তো ২৭৩টি সীটের দরকার। আপনারা ১৯৭৭ সনে ৫৩ জনকে লোকসভাতে পাঠিয়েছিলেন, ১৯৮০তে ৬০জনকে অর্থাৎ ৭ জন বাড়িয়েছেন, ১৯৮৪তে একজন কমে ৫৯ জনকে দিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে কতজনকে দেবেন, সেটা আমি জানি না। শুধু অন্ধ্র প্রদেশে গিয়ে শত শত কোটি টাকার মালিক ফকির বেশী এন, টি, রামারাওর কাঁধে কাঁধ দিতে, হাতে হাত দিতে আপনাদের কোন অসুবিধা হয় না, এটা আমরা বুঝি। কর্ণাটকে গিয়ে আমরা যদি ক্ষমতা থেকে চলে যাই, কিন্তু কে আসবে, নাল্লা শিবম? নাল্লা শিবম আসবে না। আর যদি উড়িষ্যা যান, উড়িষ্যাতে যদি আমরা সামনের দিনে না থাকি তা হলে কে আসবে? বিজু পট্টনায়ক না শিবাজী পট্টনায়ক? শিবাজী পট্টনায়ক আসবেন না। কাজেই বাস্তব সমস্ত চিন্তা থাকা দরকার। কারণ, লালকেল্লা লাল নিশান, বাংলা-হিন্দুস্থান, গরীব মানুষকে এ কথাগুলি বলে অনেক মিছিল করা গেছে, অনেক দিন সমবেত করা গেছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু বলেছেন যে, লালঝাণ্ডার ক্ষমতা বিশ্বে দিন দিন বাড়ছে। একে মুছে ফেলার ক্ষমতা কারোর নাই। আমরা মুছতে চাই না লালঝাণ্ডাকে আমরাও শ্রদ্ধা করি। আমরা জানি শিকাগো শহরের যে মার্কেটে শ্রমিকের রক্ত দিয়ে রাঙিয়ে পতাকা লাল করা হয়েছিল। আজকে সেই লাল পতাকাকে অপমানিত করছে কমিউনিষ্ট নামধারী কিছু লোক যারা কমিউনিজমের কিছু বোঝেন না। যদি বোঝে থাকতেন তাহলে এই ভাবে বিচ্যুতি ঘটত না। লালঝাণ্ডার নামে দিনের পর দিন গরীব মানুষকে প্রতারিত হতে দেব না। আমরা চাই মানুষের সার্বিক উন্নতি, আমরা চাই বিপ্লব ঘটুক। আমাদের রাস্তা ভিন্ন থাকতে পারে। আমি সেদিনও বলেছি যে, মার্কস এবং গান্ধীজীতে কোন প্রভেদ নাই, বিরোধ-নাই। আজকে যে পঞ্চায়েত রাজ এবং সমবায় রাজের দুটো পায়ের কথা নৃপেনবাবু বলেছেন, দুটো পাকেই আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যে অচল করে দিয়েছেন। যে দুটো পায়ের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ ১০ বৎসরে অনেক প্রগতির মুখ দেখতে পারত, অনেক আলোর ঠিকানা পেত। আজকে আমাদের অপরাধ হয়েছে আমরা প্ল্যানিং এর উপর জোর দিয়েছি। আমরা গরীব মানুষকে সাহায্য করছি, উপজাতি রমণীদের সুতা দিচ্ছি, আমরা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে মানুষের কাছে ক্ষমতা পৌঁছে দিতে চাই, সমবায়কে শক্তিশালী ভিতের উপর দাঁড় করাতে চাই। আমরা চাই ক্যাডার রাজ বন্ধ হোক। এমনকি কংগ্রেসের নাম

দিয়েও যদি কেউ দুর্নীতি করে তাহলেও সে দুর্নীতিগ্রস্ত। তাদের কোন জাত নেই। আগে কেউ যদি লালঝাণ্ডা নিয়ে দুর্নীতি করে থাকেন, তাদেরকে যেমন ধীক্কার জানাই, তেমনি যদি কেউ তেরঙ্গা ঝাণ্ডা বা টি, ইউ, জে, এস, ঝাণ্ডা নিয়ে দুর্নীতি করেন, তাদেরকেও ধীক্কার জানাই। এই কাজে আপনারা সহায়তা করুন। আপনাদের মধ্যে কেউ বলেছিলেন যে, যে দাঙ্গাবাজ সে দাঙ্গাবাজ, যে চোর সে চোর। তার অন্য কোন ঠিকানা নেই, থাকতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাসে বারবার সেটা প্রমানিত হয়েছে। আসুন সাহায্য করুন, গঠনমূলক সহায়তা করুন। আসুন ত্রিপুরার কল্যাণের জন্য রাজনৈতিক লড়াড়ড়ি আজ রাজনৈতিক কচকচানিতে না গিয়ে যে সমস্যা আপনারা ফেলে গেছেন, সেগুলির সমাধান করতে হবে। আপনারা কিছুই করেন নি এই কথা আমরা বলি না। ৩০ বৎসর পর আঙ্গুল দেখিয়ে চিলড্রেন্স পার্কে আপনাদেরই একজন নেতা মানিক সরকার মহোদয় বলেছেন ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী অপশাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই হয়নি। এ কোন বন্ধ্যা রাজনীতি, এ কোন্ অন্ধ রাজনীতি। আমরা এই অন্ধ রাজনীতির হাত থেকে মুক্তি চাই। আমি বিশ্বাস করি মাননীয় বিরোধী দলের বন্ধুরা যারা এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁরা একটা রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে চলেন, নিশ্চয়ই চলবেন। কিন্তু দর্শন আর ধ্বংস সমার্থক নয়। আজকে যেটাকে পয়েণ্ট করে ত্রিপুরা রাজ্যে নুতন করে জাতিগত বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা চলছে। আমি সিমনা অঞ্চলে গিয়ে কয়েকটি সভা করেছিলাম। সেখানে উপজাতির লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করেছে যে, এই জোট সরকার উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলি বংগালীদের দিয়ে দিয়েছে। এবং সে প্রচারে নেতৃত্ব দিয়েছেন মাননীয় দশরথবাবু। এর কোন অর্থ হয়? এ বন্ধ্যা রাজনীতির অবসান হোক, এ বিধানসভা সার্থক হয়ে উঠুক। আমরা হাতে হাত মিলিয়ে চলি। হাতে হাত মেলানোর অর্থ শুধু বসে থাকা নয়, রাজনৈতির প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য অপকৌশল নয়। নিজের কৌশল ঠিক রেখে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ গড়ার কাজে আত্ম নিয়োগ করা। আমি জানি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সব দলই চাইবে ক্ষমতায় যেতে। কিন্তু সে ক্ষমতার বিনিময়ে মানুষের জীবন বিনিময় নয়। আমি বিশ্বাস করি মাননীয় বিরোধী বন্ধুদের সম্বিৎ ফিরে আসবে। আজকে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে সে বাজেটকে আমাদের সঙ্গে আপনারাও সমর্থন করে ত্রিপুরাবাসীকে মুক্তির নিশ্বাস নিতে সাহায্য করবেন। এইকথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া।

—: কক বরক :—

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া (জোলাই বাড়ী) :— চিনি অ সভানি অবোরা। তিনি অর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ খীলাইমানি অবন আং মানে মানয়া। ভাম ছিন মানে মানয়া রাজীবগান্ধী

নি অর্থনীতি অর' কোন বিষয় বন্ধ কীরীই, কোন পরিকল্পনা কীরীই এক শ্রেণীনি শতকরা ৮০ ভাগনি কিছু কীরীই। যারা মন্ত্রীরগ এবং ধনী, যারা লুটপাট খীলাই চানাইরক্ বরকনি খটসে, কিছু কীরীই কোন বিষয় বন্ধ কীরীই। নাইদি আপনে সং যে কোন কামি থাংলীই। যে বাজেট রেল রাস্তা কীরীই, কাগজ কারখানা কীরীই, নানা রকম শিল্প কারখানা সরকারী বা বে-সরকারী, হাইনি বাং অ বাজেটন' আং সমর্থ খীলাই মানয়া। কিন্তু আপনেসং তের মাস আংটা, অ তের' মাস কয় কিলো মিটার কাজ খীলাইখা? কিছু কীরীই। কিন্তু অর' আকাশবানীঅ কক থীনাঅ মুখ্যমন্ত্রী নি বড় বড় কক্। উঃ পরিকল্পনা, বা পুরি। এলাকা থাং নাইদি, এলাকা থাংয়াকয়া, জনগণ' কিরিমানি থাংয়াকয়া আর' গাড়ীবাই থাংনাই, গাড়ীবাই থাংলে তামা, উ সীকাংগ' চিনি আইন মন্ত্রী জুলাইবাড়ীঅ থাংখা, নাটক, বাজারনি দিন। পুতুকং পুতুকং খালাইখা, এই বাজার বার' বাজার বাব ছাড়া কিছু খীলাই মানয়া। জনগণনি যত বিচ্ছিন্ন আংগ, তত' বাজের ঘটনা হীবিহাসনি সন্ত্রাস বারিঅ। তিনি অর হাউস' যারা মন্ত্রী আং তংনাইরক বরকনি দার বেশীকুগ, চিন্তা খীলাইনা বানতা। বিরোধী পাটি কান' আংখীই বা কনিং পাটি বা M.L.A আংখীং বরক প্রত্যেক গ্রামনি তথ্য তুবুই বাস্তব ঘটনা তুবুই কাইখেলাই তিনি মন্ত্রীরা গাড়ীবাই থাংখীই তাম তাম বিপদ আংখা আর বীসকাং বাচাইনা দরকার। তান বিপদ আং? তিনি চীং সাখা। দেশ মাচায়া মা নীংয়া, বীসা বীতীই কালীই মা তংখা মাচায়া নি। চীং সে দালা কুন। চীংদে দালা? আগরতলা আচুকসে পরিকল্পনা খীলাইলাইমে বছর কাঠাংমা। কিছুয়া গ্রাম' থাং নাইদি। চীং এম, এল, এ, ন' সীংয়া কাত্র' সাধারণ বরকন সীংদি তং? কাম কীরীই, মাচায়া কীসীক তংবাইখা। তিনি মাচানি বাগীই চীংবতগুলি পরিকল্পনা খীলাই কীইমানি গর্দ্দেক খীলাইখা অর্দ্দেক খীলাইযাথু বন' খীলাইতেথা তিনি চিনি নগেনবাবু আনি অংমুক পাড়া নীতালনি ইস্কুল' পাইরীই সীনা-মজাক পাইজাকতেনসে খীছাথন খীলাইতেই তিনি বামফ্রন্টসং খীলাই মানয়া চাং খীলাইতেথা হীনীং-লাচিনালে বানতা। লাচিয়া। উ গানবা অ ইয়াংব মন্ত্রী কতর ইয়াংব মন্ত্রী কতর কীচারখে কুং চু চু হাইনি দ'মড়া হাই আং তংখা। কিন্তু নাইখেলাই বরক চাবায়া বারাণ, লখীলাই চরীজাগা। সাগলে বারি বাইখা কাংথুং কতর কতরখে বহক পেতুম পেতুমখে মুকুক হাইখে। আসীক অবস্থান'। চিনি ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার নি কতগুলি বাং তংমানি উ চিনি ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারনি যে উপজাতি কল্যাণনি মন্ত্রীনি মকল হাকীলাই সারীই চাই পাইলাইখা। নিউক্লিয়াস বাজেট কান আংগীং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারনি বাং শেষ পাইরীই চাবাইখা। তাছাড়া নাইদি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরনি মন্ত্রী যনন ব কল্যাণ দপ্তর মানমন্ত্রী পরেঅ বগাফা ব্লাক ভিজিট খীলাইনা থাংখা, যে বামফ্রন্টসং A.D.C. র মাধ্যমে একশত জুমিয়া পরিবার ন রীনানি বাগীং আশী হাজার খরচ আংখা, বলং হকখা। ব খাং তাগ খীলাইখা, B.D.O. ন সাখা তা খীলাইদি, তাবুক এক বছর সামুং তাংজাকয়া। অনেক সামুং তাংজাকসে। উপজাতিনি দরদি হীনখেলাই তিনি বাং সামুং তাংদি। আর' একশত পরিবার শুধু সি, পি, এম, সিমিয়া। পাতা পঞ্চাশ, সি, পি; এম

পঞ্চাশ হাইখেসে রীজাক। থাং নাইদি উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে অনুকার পাইজাক। যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ৪১ বছর তুই জন মানখা। হরিচরণ সুখময় সেননি আমল' যে চিনি ৪১৬ বর্গ মাইল রিজার্ভ এলাকা সাবাই রীজাককুরু দ্রাউবাবু সং কাইতেলাহা অর' সুখময় সেননি আর'। আবনি পরে তাম আংখা, সমন্বয় কমিটি খীলাইকুরু আকুরু দ্রাউবাবু তাম সা উআনসা গীনাভ তাবুক উআনসায়াদে অমরক? বরক মীতানইদে আংলাং? নিরকনি তংমুং হাইসে। একে বারে উপজাতি যুব সমিতিনি আদর্শ শেষ আংখা। কংগ্রেস হীনাই গসিদি! কাশীবাবু সাইখা তামা কংগ্রেস খীলাইদি। হাইলে বলে চীরাইকাংসিনিন কংগ্রেস ন'। আয়াঃ দ্রাউবাবু সাইখা কংগ্রেস নি মিছিল' থাংখে পাটিনি বহিষ্কার খীলাই রীনাই। তাতে বরক বিভ্রান্ত আংখা। যুব সমিতি বিভ্রান্ত খীলাইনাই কিছু যুবক চিনি অর ফাইখা। তাছাড়া চিনি গৌরীবাবু ভোট নাংকুরু চিনি কামিত্র থাংগাইতার সা? বামফ্রন্ট খীলাইমানয়া চীং জনগণনি সেবা খীলাইনাই। তাবুক এম, এল, এ, আংমালে জনগণনি সেবায়া, বনি পেটের সেবাসে আংসিঅ। খেতরক পাইতেখা, নকরক সীনাকতেখা। তাছাড়া নাইদি, ব তামখে ভোট না। আর' শান্তি কলোনী বাই কালাছড়া বরক খুন খীলাইমা বাই বরক মান'। তামখে সা হীনমালে উআনসা বরকন'। পাগান' ভোট রীদি, ভোট রীয়া হীনথে বংশনি বাতিসে চীংগীলাক। কুবুই কুবুই' বামফ্রন্ট নিরাপত্তা রীই মানলিয়া বা পাগান ভোট রীখা। উলসে বরক তংগ। দেবু রিয়াং, পিতার নাম বকচাই রিয়াং, রবীন্দ্র রিয়াং T.N.V. সারেণ্ডারার পিতা মুক্তাই রিয়াং—

মি. ডেপুটি স্পীকার :— মান গীনাও অ'দং, নিনি করুন পাইরীসিদি।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :— হামসামা রিয়াং উগ্রপন্থী আ এলাকাঅ T.N.V. সারেণ্ডার খীলাইনাই বরকন অ শান্তি কলোনী বীথার, কালাছড়া বীথার'। তাবুকসে আর থাংগ। বগাফা থাংগ। তককুমা তামনি থাং আর' কিসা রহস্য তংনা। গৌরিবাবু

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য Cnclude করুন।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :— বুচুন বা তাইসা সময় রীলে? বুচুন' সুদু সময় রীয়া—

বঙ্গানুবাদ

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :— আমাদের এই সভার সভাধিপতি, আজকে এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট পেশ করেছেন এটাকে আমি মানতে পারি না। কেননা, রাজীব গান্ধীর

যে অর্থনীতি এখানে কোন বিষয়বস্তু নেই, কোন পরিকল্পনা নেই। এক শ্রেণীর, শতকরা ৮০ ভাগের কিছু নেই। যারা এখানে মন্ত্রী এবং যারা ধনী, যারা লুটপাট করে খায় তাদের স্বার্থ রয়েছে। আপনারা যে কোন গ্রামে গিয়ে দেখুন। বোবাজেটে রেল রাস্তা নেই, কাজ কারখানা নেই, সরকারী বা বেসরকারী শিল্প কারখানা নেই —এ কারণেই বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু আপনাদের তের মাস হয়েছে, এই তের' মাসে আপনারা কত কিলোমিটার রাস্তা তৈরী করেছেন? কিন্তু এই আকাশবাণীর খবরে শুনি মুখ্যমন্ত্রীর বড় বড় কথা। উর কি পরিকল্পনা, বাপ্ রে! এলাকায় গিয়ে দেখুন, এলাকায় যেতে ভয় পান জনগণকে। সেখানে গাড়ী দিয়ে যাবেন। এই সেদিন আমাদের আইন মন্ত্রী জুলাইবাড়ীতে গেলেন, সেখানে নাটক, বাজার বার, ঢাক-ঢোল বাজানো হলো ধুম-ধাম করে, হাট বারের দিন, বাজার বার ছাড়া যেতে ভয় পান। জনগণ থেকে যত বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন তত ইতিহাসে সন্ত্রাস বাড়ছে। আজকে যারা এই হাউসে মন্ত্রীত্ব করছেন তাদের দায় অনেক বেশী, চিন্তা করার দরকার। বিরোধী দল হোক শাসকদল হোক, এম, এল, এ, হোক প্রত্যেক গ্রামের তথ্য এনে বাস্তব ঘটনার খবর এনে দিলে পরে মন্ত্রীবা গাড়ীতে করে গিয়ে কি কি বিপদ হয়েছে সেটা দেখে আসতে পাবেন। তাদের সমস্যার মাঝখানে ওদের গিয়ে দাঁড়ানো উচিৎ। আজকে আমরা বলছি দেশে অনাহার অর্দ্ধাহার চলছে, সন্তান বিক্রি করতে হচ্ছে—আমরা নাকি মিথ্যা বলছি। আমরা মিথ্যাবাদী? আগরতলায় বসে অনেক পরিকল্পনা করছেন। গ্রামে কিছুই হচ্ছে না গিয়ে দেখুন। আমাদের এম, এল, এ, দের জিজ্ঞেস না করলেও গ্রামের সাধারণ মানুষদের জিজ্ঞেস করুন কাজ আছে কিনা? কাজ নেই। না খেয়ে কোনঠাসা হয়ে আছে। আজকে খাদ্যের জন্য আমরা যতগুলি পরিকল্পনা করে এসেছি, কোনটা শেষ হয়েছে কোনটা হয় নি এগুলোকে কি করেছে? আমাদের নগেনবাবু আমার নাতি নোয়াবাড়ী স্কুলটাকে সবটাই কাজ করা সেটাকে উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন, বামফ্রন্টরা করতে পারে নি আমরা করেছি, লজ্জা হওয়া দরকার। লজ্জা নেই। ঐ দেখুন এদিকে বড় মন্ত্রী ওদিকেও বড় মন্ত্রী মাঝখানে বসে নাক্ উচু করে দামড়া হয়ে বসে আছেন। কিন্তু দেখতে গেলে ওদের উচ্ছিষ্ট খাবার খেতে হচ্ছে। শরীরে গতরে বাড়ছে উদর বড় বড় হচ্ছে গো-সাপের মতো, এ পর্যান্ত। আমাদের উপজাতি কল্যাণের যত টাকা আছে ঐ দপ্তরের মন্ত্রীর চোখে ধুলো দিয়ে সব খেয়ে ফেলেছি যে নিউক্লিয়াস বাজেটের টাকাই হোক, সব টাকা শেষ। তাছাড়া দেখুন উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী কল্যাণ দপ্তর হাতে পাবার পর বগাফা ব্লক পরিদর্শন করতে গেছেন। যে বামফ্রন্ট ১০০ জুমিয়া পরিবারকে পূর্ণবাসনের জন্য আশী হাজার খরচ করেছে জঙ্গল পরিষ্কার করেছে তা উনী গিয়ে কি করলেন? বি, ডি, ও-কে বলেছেন কাজ করবেন না এখন এক বছর কোন কাজ নেই। সেখানে ১০০ পরিবার শুধু সি, পি, এম, নয়, পাতা পঞ্চাশ সি, পি, এম, পঞ্চাশ এভাবে দেয়া হয়েছিলো। গিয়ে দেখুন

উপজাতি কল্যাণদপ্তর অন্ধকারে শেষ হয়ে গেছে, যে উপজাতি কল্যাণ দপ্তর ৪১ বছরে দুইজন পেয়েছে। হরিচরণ, সুখময় সেন-এর আমলে আমাদের মহারাজার ৪১৬ বর্গ মাইল রিজার্ভ এলাকা ভেঙ্গে দেবার সময় দ্রাউবাবু এসেছিলেন এখানে সুখময় সেন-এর কাছে। তারপর কি হলো, সমন্বয় কমিটি যখন গড়া হলো আমাদের সঙ্গে দ্রাউবাবু বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে বাঙ্গালী আছেন, এখন এরা কি বাঙালী নন? এরা কি দেবতা? আপনাদের এই হলো চরিত্র একেবারে উপজাতি যুব সমিতির আদর্শ শেষ। কংগ্রেসী হয়েছেন বলে স্বীকার করুন। কাশীবাবু গিয়ে বলেছেন, অবশ্য উনি ছোটবেলা থেকেই কংগ্রেসী, কংগ্রেস করুন; আবার দ্রাউবাবু গিয়ে বলেছেন সাবধান কংগ্রেসী মিছিলে গেলে বাটি থেকে বহিষ্কার করে দেয়া হবে। এতে ওদের লোকেরা বিভ্রান্ত যুব সমিতি থেকে বিভ্রান্ত, হয়ে কিছু যুবক আমাদের এখানে এসেছে। তাছাড়া ভোটের সময় আমাদের গ্রামে গিয়ে গৌরীবাবু কি বলেছিলেন? বামফ্রন্ট পারছেন না, আমরা জনগণের সেবা করবো। এখন এম, এল, এ, হবার পরে দেখলাম জনগণের সেবা নয়, নিজের পেটের সেবা করছেন। জমি কিনেছেন, ঘরদোর তৈরী করেছেন। তাছাড়া কিভাবে ভোট নিয়েছিলেন? সেখানে শান্তি কলোনী এবং কালাছড়ায় মানুষ খুন হলেন। উনি গিয়ে বলেছেন জোড়া পাতায় ভোট দিন, এদের ভোট না দিলে বংশে বাতি জ্বালাবার কেউ থাকবে না। সত্যি সত্যিই বামফ্রন্ট যেহেতু দিতে পারেন নি, মানুষ ওদের ভোট দিয়েছে। ওদের পেছনে মানুষ দিলো। দেবু রিয়াং, পিতার নাম বকচাই রিয়াং, রবীন্দ্র রিয়াং টি, এন, ভি, আত্ম সমর্পনকারী পিতা মুক্তাই রিয়াং—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :— হামসায়া রিয়াং উগ্রপন্থী; সে এলাকায় T.N.V. সারেণ্ডারার। ওরাই শান্তি কলোনী এবং কালাছাড়ায় খুন করেছে। ওরা এখন সেখানে যাচ্ছেন, বগাফা যাচ্ছেন। তককুমায় কেন গৌরীবাবু যাচ্ছেন—এতে বোধ হয় কোন রহস্য আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য Conclude করুন।

শ্রী ব্রজমোহন জমাতিয়া :— দাদু তো একটু সময় দিন না? দাদুকেও সময় দেয় না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : অনারেবল মিনিষ্টার শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই হাউজে ত্রিপুরা রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সে বাজেটকে সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। এই বাজেটের বিরুদ্ধে গতকাল থেকে বিরোধী দলের সদস্যরা বক্তব্য রেখে আসছেন কিন্তু তাদের মধ্যে বিরোধী দলের নেতা আর প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার কয়েকটা পয়েন্ট উথ্থাপন করেছেন আর বাকী যারা বক্তব্য রেখেছেন তাদের কাছ থেকে যুক্তি নেওয়ার মত কোন বক্তব্য তারা রাখতে পারেন নি। তারা শুধু এই ২ জনের বক্তব্যই অনুসরণ করে গেছেন. তাদের কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট সে বাজেটকে তারা সমর্থন করতে পারেন না। যেদিন তারা খুনের রাজনীতি বিসর্জন দেবেন সেদিনই তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারবেন। কাজেই কার্ল মার্কসই বলুন আর লেনিন বলুন যতদিন তারা ঐ নীতিতে থাকবেন ততদিন তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারেন না। ১০ বছর তারা আর যেটা করছে সেটা হল তারা মানুষকে অলস করে দিয়ে গেছে। এই মর্মে মার্চের ১১ তারিখ গণ্ডাছড়া একটি জনসভায় গিয়ে আমি সেটা ভাল করে বুঝলাম। গত ৪টা মার্চ জগবন্ধু থেকে ৩৭৮ জন উপজাতি সি, পি, এম, ছেড়ে উপজাতি যুব সমিতিতে যোগ দিয়েছে এবং তারা ১১ই মার্চ গণ্ডাছড়া জন সভায় যোগ দিতে আসে। সে জনসভায় জনসাধারণের সামনে তাদের মধ্যে একজন এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে স্যার, আমরা যে জনসভায় আসলাম তারজন্য আমাদেরকে মাগনা কুপন দেওয়া হবে কিনা কারণ আগে সি, পি, এমের মিছিলে আসলে পরে মিছিলে আমাদেরকে মাগনা কুপন দেওয়া হত। তখন আমি বললাম, না, মিছিলে আসলে পরে কোন কুপন দেওয়া হবেনা, কাজ করলে পরে দেওয়া হবে। এভাবে গত ১০ বছর এই বিধানসভায় বাজেট করে সে বাজেটের টাকা তারা পার্টি খাতে খরচ করেছে আর উপর দিয়ে কিছু ছিঁটে ফোঁটা জনসাধারণকে দিয়েছে। গত ১৩ বছরের মধ্যে ৫ বছর আমি বিরোধী দলের এম, এল, এ, ছিলাম তখন আমি চীৎকার করে বলেছিলাম, যতনবাড়ী থেকে শিলাছড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা পাকা করার জন্য কিন্তু তারা করেন নাই। এই ধরণের বাজেটের টাকা দিয়ে সেখানে কিছু মাটি কাটিয়ে দিয়েছেন আর সে মাটি বৃষ্টি হওয়ার পর চলে গেছে : গত ১০ বছর ওরা একটা ইটের টুকরাও সেখানে ফেলে নাই। এখন সেই পঞ্চরাম পাড়া থেকে সেই ভাকুরাম পাড়া পর্য্যন্ত তিন কি, মি, মাত্র বাকি আছে। এইটা ইটের পাকা রাস্তা হয়ে যাবে। তারপর এই এক বৎসরে যতনবাড়ী থেকে শিলাছড়ি সেই ৩২ কি, মি, রাস্তা পাকা করে দিয়েছি। তারপরেও আপনারা বলবেন যে, এইটা হয় নি।

আরেকটা হচ্ছে সবচেয়ে দুর্গম যে রাস্তাটা যতনবাড়ী থেকে রইস্যাবাড়ী, সেই রাস্তাটা করার জন্য আমি যখন বিরোধী দলের সদস্য ছিলাম তখন কত চিৎকার করেছি কিন্তু সেটা করা হয়নি। কোটি কোটি টাকা পি, জি, পি, স্কীমে এনেছেন, ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে দিয়েছেন, কিন্তু এই টাকাটা

আপনারা খরচ করেন নি। সেই রাস্তা উন্নতি হয়নি। আর এখন এই এক বছরের মধ্যে আপনারা গিয়ে দেখুন, চবলেঙ্ ছড়া পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা হয়ে গেছে। আগামী বছরে আমারা টি, আর,টি, সি, চালু করব। তখন আপনারা যেতে পারবেন।

এরপরেও উনাদের এই বিরোধীতার কোন অর্থ আমি বুঝিনা। কিন্তু আমরা এই বাজেট সমর্থন করি এই কারণে যে, এই বাজেট ২৪ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষার জন্য বাজেট, এই বাজেট ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য সম্পত্তি তৈরী করার বাজেট, এই বাজেট দিয়ে ত্রিপুরাজ্যের মানুষের কৃষ্টি রক্ষা হবে, ধর্ম রক্ষা হবে কিন্তু আমরা বিগত দিনে দেখেছি যে, তারা বলেছেন যে, সেই কৃষ্ণনগরে শ্রীঅনুকুল ঠাকুরের মন্দিরের উপর লাল পতাকা ঝুলিয়ে দিন। বৃদ্ধ মন্দিরের উপরে লাল পতাকা ঝুলিয়ে দিন সি, পি, এমের পতাকা। আর এইখানে তো প্রাক্তন মাননীয় তথ্যমন্ত্রী রয়েছেন, তিনি বলেছিলেন যে, মরিচ গাছ লাগাও তুলসীগাছ উপড়াও। আমি বুঝিনা হিন্দু ধর্মের একটা শাস্ত্র আছে। যারা হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস করেন তাদের যখন কেউ মারা যায় তখন তারা মৃত ব্যক্তির চোখের উপর চন্দন দিয়ে তুলসী পাতা এটে দেন। আর সেখানে তারা এইটার বাদলে মরিচ পাতা চোখে এটে দেবার কথা বলছেন।

কাজেই এই সব কথা বলতো লাভ নেই। আপনারা বলেছেন যে, বিশ্বকর্মার বাবার নাম কি ? এইসব বলে ধর্মকে আপনারা ধ্বংস করার চেষ্টা করছেন। সেই ধর্মকে জলাঞ্জলী দিয়ে ত্রিপুরার কৃষ্টিকে ধ্বংস করার জন্য আপনারা অপপ্রযাস চালিয়েছিলেন। যার ফলে ত্রিপুরার মানুষ যথোপোযুক্ত বাবস্থা নিয়েছেন। যথাসময়েই ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষ আপনাদের বিদেয় দিয়েছেন। নাহলে পরে আরো যদি কিছু দিন আপনারা থাকতেন তাহলে ধর্ম্ম বলে এই রাজ্যে আর কিছুই থাকতো না। আমরা দেখছি আপনারা যখন জম্পুই হিলে যান তখন বলেন যে, না ঈশ্বর ভাল, না যীশুখ্রীস্ট ভাল। তারপর যেই এখানে এলেন তখন বল্লেন যে, না যীশুখ্রীস্ট সাঙ্ঘাতিক শয়তান। কিছুই বুঝিনা। আবার মগ চাকমার কাছে যখন যান তখন বলেন, ভগবান বৃদ্ধ ভাল বিজু উৎসব কর। কিছু টাকা নিয়ে যাও। কিছু টোকেন তাদের দিয়ে দিলেন। আবার যখন আরেক জায়গায় যাবে তখন বলবে না, ভগবানের পেটের ভেতরে শয়তান ঢুকে রয়েছে। এইভাবে তো আপনারা চক্রান্ত লাগিয়েছিলেন ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু ধর্ম সম্প্যর্কে বললে অনেক কিছুই বলা যায়।

এই ধর্মের কথা বলতে গেলে একটা কথা মনে পড়ে যায়। একবার ব্রহ্মদেশে নাকি এক বিরাট বৃদ্ধ মূর্তি ছিল। সেই বুদ্ধমূর্ত্তির কাছে লোকজন গিয়ে কিছু চাইলে নাকি সেই বুদ্ধমূর্ত্তি কথা

বলত। তখন লণ্ডন থেকে কিছু ইংরেজ ভাবলো, মূর্ত্তি কিভাবে কথা বলবে? এইটা তো হতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত তারা আবিষ্কার করলো, দেখা গেল যে, না এইটার ভেতরে একজন ঢুকে রয়েছে। সেই নীচের দিকে গর্ত খুঁড়ে বুদ্ধের পেটের ভেতরে একটা লোক বসে থাকে। আর নাভির মধ্যে লেন্স লাগিয়ে চোখ দিয়ে দেখে। ঠিক এই রকম ভাবে আজকে এই যে বিধানসভায় বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে আমি দেখছি, এই মাননীয় দশরথবাবুকে তো আমরা উপজাতি নেতা বলে জানি, উপজাতিরা সবসময় উন'কে দেবতা বলে থাকে। কিন্তু উনার পেটের ভেতরে নৃপেনবাবু বসে রয়েছেন। আজকে এইখানে ব্রজবাবু বলুন আমাদের উপজাতি বন্ধু যারা আছেন তাদের ভেতরেও নৃপেনবাবু বসে আছেন। উনারা যে কথা বলুন না কেন সব নৃপেনবাবুর টেপ করা। নিজের ভাষণ কিছুই বলতে পারেন না। আমি দেখেছি সেইদিন বিরোধীদের মধ্যে পেছনের মধ্যে যারা আছেন তাদের মধ্যে থেকে একটা কিছু বলতে চেয়েছিলেন, তখন বিমলবাবু এমন এক থাপা দিলেন যে, আর তাদের বলার কিছুই ছিল না।

তারপর সেদিন আমি দেখেছি দশরথবাবু একটা কিছু বলতে গেলেই নৃপেনবাবু এমন এক খোঁচা দিলেন চোখে চোখে পড়তেই তখন তিনি আর কিছুই বলতে পারেন নি। কারণ তা না হলে তাকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হবে, আর না হয় তাকে খুন করে দেবে।

আর আপনারা মনে করেন, আপনারা খুব বেশী করে গেছেন। কিছুই করেন নি। স্যার, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা পরিকল্পনা নিয়েছি যে, বিদ্যুতের সেই ৭৫ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য রুখিয়াতে একটি ইউনিট বসানো হচ্ছে। আগামী বছর থেকে এইটা চালু হয়ে যাবে। মেসিনপত্র সব এসে গেছে। তারপর সাড়ে ছয় মেঘাওয়াট উৎপাদনক্ষম ইউনিটটি বড়মুড়াতে চালু হতে চলেছে। আগামী দুই বছরের ভেতরে আমাদের আর বাইরে থেকে বিদ্যুৎ আনতে হবে না। ত্রিপুরা বিদ্যুতের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এইটাই শুধু নয়, এরপরে আরো ৫০০ মেঘাওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদনের জন্য প্রস্তাব এসেছে। সেটা পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এইটাও ত্রিপুরা রাজ্যে হবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাপ্ত গ্যাসকে কাজে লাগিয়ে এইটা করা হবে।

আর বিগত দিনে আপনারা কি করেছিলেন? আমি সমস্ত কাগজপত্র খতিয়ে দেখেছি যে, ১০০ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ইউনিট বসাতে প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার সেই প্রস্তাবকে রিজেক্ট করে দিয়েছিলেন—সেটা করা হবে না কেন? এইভাবে আপনারা লেম্বু-

ছড়াতে হাইড্রোইলেকট্রিক প্রোজেক্ট এ সেখানে ৫০০ কিলোওয়াটের জন্য যেটা আপনারা করেছিলেন কয় কোটি টাকা আপনারা খরচ করেছেন ? ২ কোটি টাকার মত সেখানে খরচ করা হয়েছে। হয়েছে কি ? সেটা বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু আমরা উদ্বেগ নিয়েছি সেটা চালু করার জন্য। ২ কোটি টাকা বাজেট হলে আপনারা ৫০ লক্ষ টাকা পার্টি ফাণ্ডে দিয়ে দেন। তারের জায়গায় গুণা দিয়ে প্রজেক্ট হয় না। এবং সেটাই আপনারা করেছেন। ফলে একের পর এক ব্যর্থতা জনসাধারণকে ভোগ করতে হয়েছে। উদাহরণ আছে। এই মহারাণী ব্যারেজের কথাই ধরুন না। আপনারা কি করেছেন সেখানে ? অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যাও একবার সেটাকে চালু করলেন, কিছু দিন পরই আবার সেটাকে বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। কেন ? এবার আমরা এটাকে চালাচ্ছি। গত ৩ মাস ধরে চালাচ্ছি। এখন কেন বন্ধ হয়না ? আমরা তো এখান থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি। সমস্ত টেক্নিকেল বিষয় খতিয়ে দেখে আমরা এটাকে চালু করেছি। তার জন্য টাকা প্রয়োজন। টাকা বা বাজেট ছাড়া এসব কাজে সফলতা আসতে পারেনা এবার আসুন ট্রাইবেলদের কথায়। কথায় কথায় আপনারা ট্রাইবেল দরদী কথা বলে থাকেন। স্যার, প্রাক্তন শিল্প মন্ত্রী অনিল সরকার, গত চরিলাম উপনির্বাচনে বলেছিলেন যে, এই উপজাতি যুব সমিতিকে তাদের পিঠের চামরা দিয়ে পায়ের জুতা তৈরী করা হবে। আমার স্পষ্ট মনে আছে। সেদিন জনসাধারণ উনার মত ব্যবহার করেন নি। উনার মত শয়তানি করেন নি।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) :— স্যার মিথ্যা কথা, আমি এমন কথা বলি নাই। মিথুক।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আমি মিথুক না। মিথুক আপনিই। আমি এবার অন্য আরেকটি ঘটনা উল্লেখ করছি। স্যার, বেশ কিছু দিন আগে শ্যাম বেনেগালকে এনে রূপসী সিনেমা হলে একটি তথ্য চিত্রের উদ্বোধন করানো হয়। আমিও কার্ড পেয়ে ঐদিন সেখানে গিয়েছিলাম। ৩ রিলের এই বইটি তৈরী করতে ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। তথ্য দপ্তরের টাকা দিয়ে মৃনাল সেনকে দিয়ে এই তথ্য চিত্রট তৈরী করা হয়েছিল। বইটির নাম ছিল কুমারী মধুতী রূপশ্রী। এবং শুটিং করা হয়েছিল সেই পদ্ম বিলে।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার মাননীয় মন্ত্রী হাউসকে মিথ্যা তথ্য দিচ্ছেন। ১৪ লক্ষ টাকা নয় ১৪ হাজার টাকা দিয়ে এটা তৈরী করা হয়েছিল।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— বাজে বলবেন না। মিথ্যা কথা কেন বলেছেন ? ১৪ হাজার

টাকা দিয়ে কি করে এই ৩ রিলের বইটি করলেন ? আমি ফিল্ম-এ কাজ করেছি। আমার জানা আছে। ১৪ হাজার টাকা দিয়ে এই ফিল্মটি তৈরী হতেই পারেনা। বিমলবাবু জানেন। উনি নিজেও ফিল্ম তৈরী করেছেন। উমার সঙ্গে আমিও কাজ করেছি।

তার স্যুটিং কোথায় হয়েছে এবং কেনই বা ত্রিপুরার জনসাধারণকে সেটা দেখানো হল না ? {বিরোধী বেঞ্চ - ১৪ লক্ষ টাকা) আর ১৪ লক্ষ না হউক ১৪ হাজার টাকা তো খরচ করা হয়েছে, এবং সেটার সবটাই পাবলিক মানি। কাজেই একটা ছবি করতে হ'ল, কত টাকা খরচ হতে পারে, সেটা আপনাদের ভাল করেই জানা আছে। শুধু তাই নয়, বিগত দিনে আপনারা আরও কি করেছেন, না করেছেন, সেটা তো আমাদের জানা আছে। আপনারা তো অ'ত্মগোপনও করেছিলেন; কিন্তু কেন ? কৈ আমাদের তো কেউ আত্মগোপন করে নি। কিসের জন্য আপনারা আত্মগোপন করে-ছিলেন ? তার মধ্যে সেই সময়কার প্রতিদিনের কাহিনীই এটা'র মধ্যে লেখা আছে। সেই চিত্রে দশরথবাবু লুঙ্গি পড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বক্তৃতায় উনি শ্রোতাদের বলছেন যে, তোমরা এনকারেজড হও, তোমরা বন্দুক তৈরী কর। এই সবই তো ছিল সেই তথ্য চিত্রে। কাজেই সেই তথ্য চিত্র যদি সত্যিই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে দেখানো হত, তাহলে এই রাজ্যে ১৯৮০ সালে কি দাঙ্গা হয়েছে, তার চাইতে আরও অনেক বড় দাঙ্গা হত। (শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—আর কার কার ছবি আছে. আপনার কি নাই) আমার ছবি থাকবে কেন ? আপনার ছবি আছে. সেই দশরথবাবুর পিছনে গাদা বন্দুক নিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় আপনার ছবিও আছে সেই দৃশ্যে সো করা হয়েছে—আপনি আর্মি ক্যাম্প আক্রমণ করছেন। আর, আপনি যে, আর্মিতে ছিলেন, আমার জানা আছে। কাজেই আপনাদের সেই দিন-কার কাজকর্ম যেটা ঐ ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে. সেটা মুছে যাবে না, কারণ ইতিহাস কখনও মুছে যায় না। তাই বলছি, আপনাদের সেই ইতিহাস, কলঙ্কময়। আপনারা তো দাবী করছেন, আপনারা নাকি এই রাজ্যের উপজাতি দরদী, সেই দিনে উপজাতিরা অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটিয়েছে. কিন্তু আপনাদের আমলে সেই উপজাতিদের কি উন্নতি হয়েছিল, সেটা তো এখন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিরা নিজেরাই বুঝতে পারছে। এখানে পূর্ণমোহনবাবু বলেছেন যে, আমাদের এক বৎসরের শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে সন্তান বিক্রি হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা সেটা তদন্ত করে দেখেছি যে, এটা একটা বানানো গল্প। বিগত দিনে আপনাদের তো সদস্য রাম কুমারবাবু ছিলেন, সেই দিন মায়াকুমার পাড়া থেকে একজন অসুস্থ ব্যক্তি নতুন বাজার হাসপাতালে এনে পেট কাটার পর তার পেটেতে মাটি পাওয়া গেল। তার মানে টা কি ? মানে টা হচ্ছে আপনাদের আমলে ত্রিপুরা উপজাতিদের মাটি খেতে হত. বনের আলু পর্যান্ত তাদের ভাগ্যে মিলত না। আর বন থেকে আলু না পাওয়ার জন্য আমার কেন্দ্র থেকে ১৬ শত পরিবার সেদিন আসাম এবং মিজোরামে চলে গিয়েছিল। সেকথা কি আপনারা এরই মধ্যে ভুলে

গেছেন ? তারপর ভগীরথ দলপতি কোন জায়গায়, সেটা মাননীয় সদস্য নকুলবাবু নিশ্চয় জানেন। সে দিন যদি বলে আলু পাওয়া যেত, তাহলেও ঐ ভগীরথ দলপতি থেকে এই লোকগুলিকে আসাম বা মিজোরামে যেতে হত না। আপনার তো বিগত দিনে নৌকার জন্য টাকা দিয়েছিলেন, কিন্তু কাকে দিয়েছিলেন ? সেই ভগীরথ টিলাকে, অর্থাৎ আপনাদের আমলে নৌকা ডাঙ্গা বা টিলাতে চলে, জলে চলে না। সেখানকার বি, ডি, সি, বিভিন্ন স্কীমের জন্য যে টাকা চেয়েছে, আমরা ইতিমধ্যে সব টাকাই তাদের দিয়ে দিয়েছি। আপনারা তো সেই দিনে এ, ডি, সিকে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি দরদী বলে রাজ্যের সর্বত্র প্রচার করেছিলেন. কিন্তু ১৯৮৪-৮৫ সালের বাজেট বই খুলে দেখুন যে, উপজাতিদের জন্য বরাদ্দকৃত ৫ কোটি টাকা খরচ না করে আপনারা সরকারকে ফেরত দিয়েছিলেন। আমরা আপনাদের মত টাকা ফেরত দেই না। আমরা সরকারে আসার পর এ, ডি, সি, তাদের বাজেটে যে পরিমাণ টাকা বরাদ্দ চেয়েছে, আমরা সব টাকাই তাদের দিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে একটা আইটেমের কথাই বলি, বর্ডার রোড ডেভেলাপমেন্টে প্রোগামে যে টাকাটা ধরা হয়েছে, তাকে আজ অবধি বাস্তবায়িত করা হচ্ছে না। অথচ, আপনারা এখানে আমরা যে বাজেট পেশ করেছি, তার বিরোধীতা করছেন। এর মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না. কারণ আমাদের এবারকার বাজেট হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থের বাজেট। তবু আপনারা এর বিরোধীতা করছেন, কারণ আপনারা এই বিধানসভায় কেমন করে এসেছেন—রিগিং করে এসেছেন সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জানা আছে। (শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া—আর আপনারা রিগিং করে আসেন নাই ?) —খগেনবাবু, আপনি তো চিরদিন বন্দুক নিয়েই আছেন, এই বিধানসভা থেকে ফিরে গিয়েই আবার বন্দুক নেবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, এখন আর এটা চলবে না, এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আপনি তো রত্নাকর দস্যু, সেই দস্যু থেকে বাল্মিকী হয়ে রামায়ণ রচনা করেছেন, তার জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সঙ্গে এই অনুরোধও জানাই যে, আর বন্দুক নয়, এবার বন্দুক ত্যাগ করুন, পরবর্ত্তী সময়েও আর কোন দিন বন্দুক নেবেন না। আর আপনাদের জঙ্গলে যেতে হবে না, আপনাদের যাতে জঙ্গলে যেতে না হয়, সেজন্য এই জোট সরকার সব রকমের ব্যবস্থা করছেন, অন্ততঃ এই রাজ্যের উপজাতিদের স্বার্থে। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী গৌরীশঙ্কর রিয়াং (শান্তিরবাজার) :— স্যার, আমার একটা আবেদন আছে। এইমাত্র আমরা জানতে পারলাম যে, বিগত বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের পয়সা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে একটা তথ্য চিত্র তৈরী করেছি। তাই আমি এই সরকারের কাছে আপনার মাধ্যমে আবেদন রাখব যে, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে সেটা যেন জনসম্মুখে প্রকাশ করা হয়।

শ্রী অনিল সরকার (প্রতাপগড়) ঃ— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। কারণ, শ্রেণীগত ভাবে ওঁরা দেশের বুর্জোয়া, জমিদার, টাউট বাটপারদের পক্ষে গত এক বৎসর ধরে সারা রাজ্যে যে সন্ত্রাস, নারীর ইজ্জত লুন্ঠন করা হয়েছে, গণতন্ত্রকে পদদলিত করে যে বিভীষিকার রাজত্ব তারা কায়েম করেছে এবং আগামী দিনে এই বিভীষিকাকে টিকিয়ে, রাখার জন্য তাদের মাফিয়া মানসিকতাকে শক্তি দেবার জন্য এই বাজেট প্রকৃত পক্ষে ম্যানুভারী। স্যার, এই বাজেট ভাষণে বলতে গিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, খুন সন্ত্রাসের ব্যাপক বিভীষিকা এবং শত শত শোকার্ত পরিবারের বুক ভাঙ্গা কান্নার এক মর্মান্তিক অবস্থার মধ্যে জনগণ আমাদেরকে ক্ষমতায় বসান। ১০ বৎসরের কথা যখন তিনি শরণ করেন তখন তিনি ভয়ে শিউরে উঠেন। এই খুন সন্ত্রাসের নায়ক কে? টি, এন, ভি। ১৯৮৭ ইং সনের ২৭শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে চিঠি দিয়েছেন লালথানওয়ালার মাধ্যমে এই টি, এন, ভি, এবং তাতে বলেছেন, আমরা স্বাধীন ত্রিপুরার সর্ত বাদ দিলাম দুইটি সর্তের বিনিময়ে। এক, সি, পি, আই(এম) লেড সরকারকে বাতিল কর এবং দুই, আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা কর। গত ২৬ তারিখে ইলাসট্রেটেড উইকলীতে একটা সাক্ষাৎকারে বিজয় রাংখল কিছু বক্তব্য রেখেছেন। গত নির্বাচনের প্রাক্কালে আসাম রাইফেলস ময়দানে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ত্রিপুরার মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই। প্রতিদিন খুন হচ্ছে। টি, এন, ভি, এই খুনগুলি করছে এবং তাতে মদত দিচ্ছেন নৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং দশরথ দেব।" এবং এটা যে ঠিক নয় সেটা পরবর্ত্তী সময়ে প্রমানিত হয়েছে। গত নির্বাচনের ১০ দিন আগে ৯১ জন মানুষকে খুন করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিজয় রাংখলকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি জবাব দিচ্ছেন, আমার লক্ষ্য ছিল ত্রিপুরার নির্বাচন না হতে দেওয়া। সেই জন্যই আমরা মানুষ খুন করেছিলাম। তবে সবগুলি হত্যা কাণ্ডের সঙ্গে আমরা যুক্ত নই। এটা তিক্ততার ব্যাপার তাই আমি এ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আপনাকে যদি টি, ইউ, জে, এস, থেকে ভাল পদ দেওয়া হয় আপনি যাবেন কিনা? তিনি বললেন-ইমপসিবল। তবে আমরা এক সঙ্গে কাজ করতে পারি, আমাদের লক্ষ্য এক। কংগ্রেসের পেটে জন্ম হয়েছিল উপজাতি যুব সমিতির, আর উপজাতি যুব সমিতির পেটে জন্ম হয় টি, এন, ভির। টি, ইউ, জে, এস, এর সঙ্গে সাত পাঁকে বাধা হয়ে কংগ্রেস এখানে সরকার চালাচ্ছেন এবং আরেকটার সঙ্গে এখন পরকীয়া প্রেমে মগ্ন আছেন। আজকে যখন এটা ঝাবড়া হয়ে যাবে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দেবেন। তাই সেকেণ্ড টি, ইউ, জে, এস, সৃষ্টি করছেন। তার জন্যই তারা আজকে বলছেন আমাদের লক্ষ্য এক। কাজেই এর দ্বারা বোঝা যায় নীতিগত ভাবে, ঘটনা গত ভাবে কারা এই টি, এন, ভি, সৃষ্টি করেছিল। আজকে ভারতবর্ষে ক্ষমতায় থাকার জন্য ধর্মান্ধতা; বিচ্ছিন্নতা যে সঙ্গে যুক্ত আছে আজ ক ঠক্কর কমিশনের রিপোর্টে দেখছি দেশকে ডিস্টেবিলাইজেশান করার জন্য ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রীকে খুন করার জন্য, যাদের হ্যাণ্ডে যায়া আছে, তারা রাজীব গান্ধীর কিচেন গার্ডেনে অবস্থান করছে। আজকে তারা নাগাল্যাণ্ডে,

আসামে বোড়ো উগ্রপন্থী সৃষ্টি করেছে পাঞ্জাবে সৃষ্টি করেছিলেন ভিন্দ্রানওয়েলাকে। দার্জিলিং এ তৈরী করেছেন সুভাষ ঘিষিংকে। তাকে ইন্দিরা গান্ধী সংহতি পুরস্কার পর্য্যন্ত দিয়েছেন। কাজেই ডিসষ্টেবিলাইজেশ্যান শাসক শ্রেণী যখন ক্ষমতায় থাকতে পারবে না, শোষক শ্রেণীর পক্ষে তখন প্রযোজন এ সেই দেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়াজন্য সচেষ্ট হয়, এইগুলি এক একটা ঘটনার মধ্য দিয়ে বুঝা যাচ্ছে। আর একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন যে, আপনি যে বলছেন আপনার ৫,০০০ হাজার গেরিলা আছে, তখন তিনি বলেছেন হ্যাঁ, এদের মধ্যে ফিজিক্যালি যারা শক্তিশালী এবং ম্যানটেলি যারা দৃঢ় তাদের আমরা রিক্রুট করে নিয়ে যাই, কারণ জঙ্গলের লাইফ অত্যন্ত কঠিন। আর বাকী যারা তারা বিভিন্ন ভাবে জনগণের সঙ্গে লোকালয়ে, পাহাড়ে, পর্ব্বতে তাদের কাজ হলো গোপন খবর দেওয়া, গোয়েন্দাগিরি করা। আমরা পথ চিনি না, ঘাট চিনি না সেটা দেখানো। এই ৫,০০০ হাজার কারা? আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলব, এখন সেই বিজয় রাংখল আপনাদের সঙ্গে আছে, আপনাদের বন্ধু চুনি কলই এবং বিজয় রাংখল বলছেন যে, আমরা দু জনেই টি, এন, ভি, তৈরী করেছি এবং তাদের সেই ৫,০০০ হাজার তালিকা বের করুন। আমরা জানতে চাই তারা কারা আমাদের সন্দেহ হয় উপজাতি যুব সমিতি সেই কাজটা করছে এবং তাদের কেডার যারা পথ ঘাট চেনে না তাদেরকে নিয়ে এসেছে সেনসেটিভ এরিয়ার মধ্যে সেই হত্যা-কাণ্ড করার জন্য। বিভিন্ন সময়ে দোষারূপ করে থাকেন বিজয় রাংখল গ্রেপ্তার হয়েছিল তাকে ছেড়ে দেওয়া হলো টি, এন, ভিকে উৎসাহ দেবার জন্য। খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য বামফ্রন্ট দায়ী। বিজয় রাংখল বলেছেন, আমি ১৯৮০ সালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি এবং দেখা করেছি এই জন্য যে, আমি আণ্ডার গ্রাউণ্ডে থাকতে রাজী না এমন কি তাঁর স্ত্রী তিনিও রাজী না, তিনি চাপ দিচ্ছেন তখন তিনি (বিজয় রাংখল) দেখা করলেন। তখন মুখ্যমন্ত্রী কি বলেছিলেন? মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে, তুমি তোমার এই হিংসাত্মক কাজ ছাড়বে কিনা? আমি রাজী আছি এবং তাঁর সঙ্গে যারা আছে তাদেরকে শুধু এপ্রোচ করবে এবং পরে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তার পরবর্ত্তী সময়ে দেখা গেল তিনি কিডনাপ হয়ে গেলেন। তারপর বলেছেন, তখন আমাদের কিছু ছিল না, কাজেই যেখানে ওরা বলছে লেফট্ গভর্ণমেণ্ট সেই খুন সন্ত্রাস তৈরী করে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় রাখার জন্য, রাজ্যে নৈরাজ্য করার জন্য বেছে বিজয় রাংখলের কথার মধ্য দিয়ে সেগুলি প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। কি ভাবে আপনারা আপরেশন করেছেন? তখন তিনি বলেছেন আমরা তিন মাসের জন্য ৪টা দলকে পাঠাতাম, তারা অপারেশন করতো, মানুষের সঙ্গে থাকত, খুন খারাপি করত। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করা হলো, আপনি যে এতগুলি খুন খারাপির সঙ্গে যুক্ত আপনি রিগ্রেট কিনা। বলে, না আমি কমিটেডলি এটাই করেছি তবে আমি দুঃখিত এবং এখানে অনুতাপের কিছু নেই। সেই লোক আজকে কোথায় আছে? কাজেই সমস্ত ষ্টরি আজকে রাজ্যে শাসক শ্রেণী, সারা ভারতবর্ষের শাসক শ্রেণী, এদের সঙ্গে ফরেন হ্যাণ্ডও আছে। যখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে বিকল্প শক্তি এসে যাচ্ছে সি, পি, আই, (এম) লেড সরকার একটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন তাকে এখান থেকে

উচ্ছেদ করার জন্য সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জাতি সত্তার নামে, বিচ্ছিন্নতাব নামে শ্লোগান তুলেছিল। দীর্ঘ এই কনসপিরেসি, সেই কনসপিরেসির ফসল হিসাবে তারা ক্ষমতায় এসেছেন, অথচ বলেন তিনি শিউরে উঠছেন সেই দিনের ঘটনা।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : পয়েট অফ অর্ডার স্যার, বিজয় রাংখল, যখন কিনা পুলিশের কাস্টডি থেকে উনি আবার বাংলাদেশে গিয়ে নতুন করে টি, এন, ভি, সৃষ্টি করার আগে প্রকাশ্য দিনের বেলায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয়ের সাথে যে গোপন আলোচনা হয়েছে, আমরা বিরোধী সদস্য থাকাকালীন বার বার দাবী করেছিলাম সেই আলোচনার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। আমি আজকে অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা নৃপেনবাবু এবং আজকে উনারই মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য অনিলবাবু যে বক্তব্য রেখেছেন এইটা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারের দোষারূপ করছেন। বরং নৃপেনবাবু সেই তথ্যটা দাখিল করুক উনার সাথে বিজয় রাংখলের কি আলোচনা হয়েছিল, যার ফলে বিজয় রাংখল আবার বাংলাদেশে গিয়ে এই রাজ্যের মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এইটা উনার কথা নয়, এইটা নৃপেনবাবু বলুন।

শ্রী অনিল সরকার :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, কাজেই তারা জনগণের বেদনা, শোক, আর্তনাদের মধ্য দিয়ে এখানে এসেছেন তা নয়, বিভিন্ন আক্রমনের মধ্য দিয়ে এসেছেন। ৭ জনকে খুন করা হয়েছে, আমি এইসব দিকে যাচ্ছিনা। ওরা খুন করছে সংস্কৃতিকে। অদ্ভুত সেই আমার কলেজের বন্ধু সমীরবাবু, তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী। উনার এক হাতে মুগুর, আর এক হাতে ঘেঁটেফুল। পৃথিবীর মধ্যে এই ধরণের সংস্কৃতি লাঠি এবং গোলাপের সমন্বয় আর কোথাও হয়নি। উনি প্রতিদিন যে সমস্ত বক্তব্য রাখছেন সেটা মধুরেণ সমাপয়েতের মত। মনে হয় ফ্যাসিষ্টদের এইটা একটা চরিত্র। তিনি সংস্কৃতিকে সবচেয়ে বেশী ধ্বংস করেছেন। হিটলার ১৯৩৩ সনের জানুয়ারী মাসে ক্ষমতায় এসেছিলেন। ফ্রেব্রুয়ারী মাসে পার্লামেন্টে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বললেন যে, কমিউনিষ্টরা গণতন্ত্র মানেনা। অতএব পার্লামেন্টে আগুন লাগিয়ে দিই। যেমন করে সমীরবাবু বলেন যে, যারা ধরা পড়েছে চোর, ছেচ্চর সবই সি, পি, এম। তারপর কি করলেন? সেই মে মাসের ১০ তারিখে গিয়ে বিশ্বের সেরা যত মনীষি আছে তাদের বইগুলি বার্লিন ইউনিভারসিটির লাইব্রেরী থেকে এনে সেই বার্লিনের রাস্তায় বহ্নি উৎসব করলেন। কাজেই এরা সবচাইতে বেশী ভয় পায় সেই স্টেনগানের চাইতে গানকে। এইজন্য সংস্কৃতির উপর এত আক্রোশ এদের। এবং স্পেনের দীর্ঘস্থায়ী যে ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় ছিলেন সেই ফ্রাঙ্কো, সেখানে যখন প্রজাতন্ত্রীরা জিতলেন, তখন তিনি বলেন যে, এদের হটাও। প্রজাতন্ত্রী এবং

কামিউনিষ্টদের ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ কর। প্রয়োজনে আমি স্পেনের অর্ধেক মানুষকে খুন করতে পারি এবং যেসমস্ত বুদ্ধিজীবিরা এই নতুন গণতন্ত্রের সৃষ্টি করেছেন এই স্পেনে তারা নিপাত যাক, মৃত্যু দীর্ঘজীবি হোক। কাজেই ফ্রাংকো'র শ্লোগান ছিল মৃত্যু দীর্ঘজীবি হোক এবং বুদ্ধিজীবিরা ধ্বংস হোক। এমনিভাবে সেই চিলির কারাগারে চিলির সবচেয়ে বড় যে সংগীতশিল্পী গীটারিষ্ট তার দুটো হাত কেটে দিয়েছিলেন। এইখানে আমার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সংস্কৃতিমন্ত্রী প্রথম এসেই ১০ জনকে গ্রাম গঞ্জ থেকে কুড়িয়ে আনা যেসমস্ত লোকসংস্কৃতি ধারা থেকে কুড়িয়ে আনা শিল্পী তাদেরকে ছাটাই করেছেন। তাদের মধ্যে অন্ধও আছেন, ট্রাইবেলও আছেন। এরপরে লোকরঞ্জন শাখাগুলি যেগুলির মধ্যে আমরা ১৫ হাজার শিল্পীকে সংগঠিত করেছিলাম, ১৯৮৫-৮৬ সালে আমরা সাড়ে ছয় লক্ষ মানুষকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে সমবেত করতে পেরেছিলাম। সেই লোকরঞ্জন শাখাগুলিকে সেট দোঁতারা, একতারা, হারমোনিয়াম, তবলা এইগুলির সবগুলি কুড়িয়ে এনেছেন, এনে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের গুদামের মধ্যে তালা দিয়ে রেখেছেন। এদের গান ভাল লাগেনা, মেশিন গানের চাইতে ভাওয়া গান ওদের বুক ঝাজরা করে দেয়। এগুলিকে পোকায় কাটছে এবং এরা আসার পর আমাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠান করতে দেয়নি। সেই কৈলাশহরে আমাদের শিল্পীরা রবীন্দ্র জন্মতিথি পালন করতে চেয়েছিল টাউন হলে, সেখানে দেওয়া হয়নি। বিভিন্ন সভা আক্রমন করা হয়েছে। গত বছর কুমারী মধুতি রূপশ্রী সংস্থার রূপশিল্পী যে অনুষ্ঠান হয়েছিল সেই অনুষ্ঠানের উপর উপজাতী যুব সমিতির কর্মীরা আক্রমন করেছিল, ফেরার পথে বিপ্লা দেববর্মাকে হত্যা করার জন্য আক্রমন করা হয়েছিল। বর্ণালী বলে একটা সাংস্কৃতিক সংস্থা আছে মেলাঘরে, তার ঘরটা তারা পুড়ে দিয়েছে। কেমেরিয়া বলে রাণীর বাজারে একটা সংস্কৃতিক সংস্থাকে তারা নষ্ট করেছে। সাস্কৃতির উপর এদের সব চেয়ে বেশী আক্রমন এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে রূপশিল্প সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক ধলেশ্বরের চুনি দেবনাথের বাড়ী আক্রমন করা হয়, তাকে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করা হয়, তিনি কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন এবং পরে সেখানে কুপিয়ে এল কি, সেই নজরুল ও রবীন্দ্রনাথের ছবি তেলিয়ামুড়াতে মোটর শ্রমিকদের অফিস দখল করতে গিয়ে সেখানে লেলিন ও রবীন্দ্রনাথের ছবি গুলিকে ভেঙ্গে তার মধ্যে পশ্রাব করেছে। উদয়পুরে যেখানে নাকি আমার বন্ধু উগ্রপন্থীদের রয়েল ড্রেস পেয়েছিল বলেছিলেন, সেখানেও সমস্ত ছবিগুলিকে ভাঙ্গা হয়েছে। তারপর, স্যার, বহিঃরাজ্যে বিভিন্ন শিল্পীদেরকে পাঠায়। আমরা সোভিয়েতের ভারত উৎসবে শিল্পী পাঠানোর জন্য একটা কম্পিটিশান করেছিলাম তিনটা জেলাতে। তাতে গণ্ডাছড়ার একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিল্পীরা ফাষ্ট হয়েছিল, ওরা ক্ষমতায় আসার পর তাদেরকে বাদ দিয়ে তাদের মনোনীত টিম পাঠিয়েছেন সেই টিমকে আমরা বহুবার বিভিন্ন জায়গায় পাঠিয়েছি এবং দেখা গেছে গণ্ডাছড়ায় যারা কোন দিন এই আগরতলা শহরে আসেনি তারা রিয়াং নিত্যের অরিজিনালিটিকে মেনটেইন করে ফাষ্ট হয়েছে, তাদেরকে তারা না পাঠিয়ে নিজেদের মনোনিত দলকে পাঠালো এবং সঙ্গে পাঠালো রতন নাথ ও জীতেন দাস কে। তারা কোন সাংস্কৃতিক

গুণে সোভিয়েত ঘুরে এল ? এই ধরণের ঘটনা গুলি একটার পর একটা ঘটছে। সম্প্রতি খোয়াইতে শেখর স্মৃতি, উত্তর পূর্বাঞ্চলে আসাম থেকে টিম আসে, ত্রিপুরার সব জায়গার টিম গুলিও সেখানে যায় এবং খোয়াইতে এমন একটা নাট্য পরিস্থিতি তৈরী করেছেন নাট্য আন্দোলনে বলা চলে যে, ত্রিপুরার মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান এবং সেখানে এমন দুই একটা নাটক বেরিয়েছে বাংলাতে হলেও বাংলা নাটকের মধ্যে নিজের স্থান করে নিতে পারে এবং দেশ পত্রিকা কমেন্ট করেছেন, তাদের আরটিকেলের মাধ্যমে। একদিন আমরা ভেবেছিলাম নব নাট্য আন্দোলনের দিগন্ত নির্দেশ হবে কলকাতা থেকে। সাদা পায়রার ক্ষেত্রে বলা চলে যে বিশ্বের শান্তি আন্দোলনের মধ্যে অন্যতম, শ্রেষ্ঠ নাটক সেই শেখর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে এই ধরণের নাট্যকার তৈরী হয়েছে সেই সব জায়গার মধ্যে। কিন্তু আজ দেখা গেল যে, এই বছর যে, শেখর স্মৃতি নাটক উৎসব হচ্ছে যখন তখন এন, এস, ইউ, আইর কর্মীরা সেখানে হলের মধ্যে ঢুকে বলছে নাটক করা চলবে না নাটক বন্ধ এবং দর্শক যখন প্রতিবাদ করল তখন চেয়ার দিয়ে তাদেরকে মারতে গেল এবং সেই বর্ণালী, মেলাঘরের একটা নাট্য দল তাদেরকে শহরে ঢুকতে দেওয়া হল না। এই হচ্ছে তাদের কার্য্যকলাপ সাংস্কৃতির উপরে। আমরা আদিবাসী সাংস্কৃতির বিকাশের জন্য একটা স্থান বামফ্রন্টের সময় ক্রয় করেছিলাম আগরতলার কৃষ্ণনগরে। সেটা এখন পড়ে আছে। আর সব চেয়ে বড় জিনিষ যেটা গত দশ বছর উপজাতিদের ককবরক ভাষাকে আমরা এমন ভাবে উৎসাহ দিয়েছি তাতে এমন সব কবি গল্পাকারের জন্ম হয়েছে, আমরা দেখেছি বিশ্বের যে কোন ভাষার প্রথম শ্রেণীর সঙ্গে কমপিটিশান করতে পারে মাত্র দশ বছরে। এত অল্প সময়ে যে ভাষাটার নিজস্ব হরফ নাই সেই ভাষায় এমন সব লেখকের সৃষ্টি হচ্ছে, আমরা বই মেলার মধ্যে তাদেরকে বিশেষ ভাবে প্রেফারেন্স দিয়েছিলাম যে সরকারী ক্রয়ের মধ্যে একটা বড় অংক থাকবে এই ককবরক ভাষায় বই ক্রয় করার জন্য। কি হয়েছে এই বছর ? ওরা ককবরক সাহিত্য সভা তারা দোকান খুলেছিলেন কিন্তু সেখানে মাছিও ঢুকেনি। সরকারী ক্রেতা যারা কিনেছেন তারা সেখানে যাননি শুনেছি বই মেলাতে বই বিক্রী হচ্ছে, পত্রিকায় খবর বের হচ্ছে দোকানে বই বিক্রী হচ্ছে না, কিন্তু কেন বিক্রী হয়ে যাচ্ছে। এই সব ঘটনা গুলি সেখানে ঘটেছে। কাজেই বই মেলাকে তারা ব্যবসার কেন্দ্রে করে তুলেছে। গত কয়েক বছরে আদিবাসী ভাষা, ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল কিন্তু আজকে যেটাকে তারা ধ্বংস করেছে উপজাতি যুব সমিতি আজকে পাল্কি বাহকের মত কংগ্রেসের সঙ্গে বসে আছে। সেখানে তারা কোন কথা বলতে পারছেনা। জানিনা কত দিন তারা এভাবে পাল্কি বাহকের কাজ করে চলবেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তফসিলি জাতির কল্যাণের জন্য তফসিলি জাতি উন্নয়ন দপ্তরে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল যে, যেসমস্ত তফসিলি জাতি রাবার চাষ করতে চাইবে তাদেরকে রাবার বাগান করার জন্য সাহায্য দেওয়া হবে কিন্তু এখন আমার মনে হয় তারা ১টা পরিবারকেও সে সাহায্য দেয়নি। স্যার, ৪০টা সিটের আমরা একটা

শিশু ছাত্রাবাস করেছিলাম এবং সেখানে প্রাইভেট টিউটরের ব্যবস্থাও করেছিলাম, এমনকি ডাক্তারের ব্যবস্থা করেছিলাম যাতে শিশুদের স্বাস্থ্য ঠিক থাকে। কিন্তু আজকে সেখানে ওরা প্রাইভেট টিউটর তুলে দিয়েছে। ডাক্তারও এখন আর আসেনা। স্যার, গত বছর মাছের রোগ হয়েছিল। তাতে মৎস্যজীবিরা দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এই মৎস্যজীবিদের উন্নয়নের জন্য ১০৪টা কো-অপারেটিভ করা হয়েছিল এখন সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে সেখানে তাদের মনোনীত লোকদের নিয়ে কমিটি করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে প্রত্যেক পরিবারকে টাকা দেওয়া হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোন টাকা দেওয়া হয়নি। আজকে আমরা আরও দেখছি, বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগ করা হচ্ছে অথচ কোন কোটা মানা হচ্ছেনা। কয়েকদিন আগে ৪৫০টা উপজাতি শিক্ষকের পদকে ডি-রিজার্ভ করা হয়েছে। টি-ডেভেলাপমেণ্ট কর্পোরেশনে ৯০টা চাকুরী হয়েছে তারমধ্যে ১ জন মাত্র ট্রাইবেল আছে। জানিনা লক্ষর কিনা, নাম হচ্ছে উর্মিলা দেববর্মা। বিভিন্ন জায়গায় এমন হচ্ছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয় ৮ম শ্রেণী পাশ করে সুপারভাইজার হয়ে গেছে। স্যার, আমাদের আমলে মানুষ তাদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে আমাদের কাছে গিয়ে হাজির হতে পারত কিন্তু আজকে মস্তানদের ভয়ে কাছে যাওয়া যায়না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েণ্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় বিরোধী দল নেতা বলেছেন যে, আমার আত্মীয় ক্লাস এইট পাশ করে সুপারভাইজার হয়েছে। কিন্তু আমি জানতে চাই যে; আমার কোন্ আত্মীয় ক্লাস এইট পাশ করে সুপারভাইজার হয়েছে।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, আমি শুনেছি রতনচন্দ্র দেব নাকি তার নাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন।

শ্রী অনিল সরকার :— স্যার, এভাবে ষড়যন্ত্র করে, প্রাইভেট আর্মি তৈরী করে, টি, এন, ভি, তৈরী করে তারা ক্ষমতায় এসেছে। আজকে তারা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করছেন, সমাজের অনগ্রসর মানুষকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছেন। আমরা দেখলাম, এই মস্তান বাহিনী কলেজের অধ্যাপকদের সম্মেলনে গিয়ে তাদেরকে আক্রমন করেছে। কাজেই ওরা সভ্যতার শত্রু, সংস্কৃতির শত্রু, সমস্ত মূল্যবোধের শত্রু। কাজেই এই মূল্যবোধহীনতাকে আগামী দিনে তৈরী করার জন্য যে ধরণের মাসেল মেন দরকার তারজন্য এই বাজেট। কাজেই আমি এই বাজেটকে বিরোধিতা করছি কারণ এই অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার মহারাণী বিভু কুমারী দেবী।

মহারাণী বিভু কুমারী দেবী (মন্ত্রী) :— মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, সংস্কৃতির ব্যাপারে আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি, অনেক শুনেছি এই ত্রিপুরা সংস্কৃতির দেশ এবং এখানে সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। যে দেশকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম চিনিয়ে দিয়েছে বিশ্বকে সে দেশের মধ্যে আজকে তারা আসছে আমাদেরকে সংস্কৃতির শিক্ষা দিতে? মহারাজ বীরচন্দ্রকিশোর মাণিক্যের নাম যারা শুনেছেন তারা জানেন যে, এই মানুষটা সকল প্রকার গুণকে রিকগনিশন দিতেন। তাই ভারতের বড় বড় শিল্পিরা এখানে আসতেন।

গণ্ডগোল

মি: ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি ইণ্টারাপশান না করার জন্য।

Maharani Bibhu Kumari Devi (Minister) :— I had submitted it in Delhi also.

1. Communism is a view in the narrowness of philosophy.

2. Rasic psychology is to creat and bring forth the difference between classes, therefore, best jealousy and policy of dividing rules

3. The Class struggle is not confined to races but also races of people as in the case of Jews in Russia and between Russia and China.

4. The private Army of cadres or Provincialism and the public platform they use for breaking the moral and spiritual constituiron of the people.

5. Communism is the fundamental philosiphy, is considered the best therefore, it is begetted organisation.

6. Lovality is proned of its own and breaking up of our family, unit is encouraged because it is further the cause of the parties'.own that it is like.

7. Basic values of loyalities, fruitfulness second to party's ideology and approves that the communism is a dogmatic organisationx.

8. Fnunciation of their candidates who had finished their provation

period showed that fundamentalistic character or our passon to organisation. These cadres are then designated places in the Communist heirachy.

9. All candidates must have strong party type and to prepare to sacrifice the family and country for the party. That is to invite communist parties to make up best in those countries where communism is not functioning as power.

10. Leadership is given on the basis of manoeuvring and manipulation of groups which is unstipulous.

11.. Ideological arogance is a communist cancer which is spread comingly and well time pscychologically political tensionand propaganda trippically and heatly nayans and Maoism style. Well-Special Class is method of converting people into different communist.

Mr. Deputy Speaker Sir, I am extremely happy at the way my colleagues in the opposition are functioning their function extremely juvenile, childish and not to the point. They are here receiving salaries from the Government of India, from the State to give their services to the people and not to creat any useless HALLAGOLLA here.

Mr. Deputy Speaker Sir, our Budget produced here is made for all arround development of the State which the Congress party is emphasising under the Central Government Scheme-development of satellite town. Such critisism they are making now, I had never heard when we were in the opposition. Satellite Town or medium town if they are asked what does it mean by satellite town, they cannot say anything for they cannot understand it. So development of the State for the economic welfare of the people that is the philosophy of the Congress Party. We have already, as you know, announced new notified areas. We have also announced two new Sub-Divisions keeping in view our promise to the

people that we should have small and medium town. But here my opposition friends are groffing lands.

Today I went particularly to the areas I come from and I found people under their leadership, under their cadres graving land in fact that they are even trying to groff tribal land. Mr. Dy. Speaker Sir, can they go before the Tribal, can they go before the poor peopte. When they advocate in the name of ideology, consciousness for the safeguard of our State is our primary duty ?

Smt. Kumari Bibhu Devi :— Mr. Deputy Speaker, Sir, that does not exist in the victory of the communist idealogy, party only and not the country and not the State but the self-temper. That is why I read out your idealogy. May be Bibhu Darshan, but the Bibhu Darshan is for the people of Tripura and not for you people, who believe in challning the State. মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিপ্লব আমিও চাই, আপনারা তো এই দেশের সিপাহী ছিলেন, আপনারা তো বীরবিক্রমের সিপাহী ছিলেন, এই রাজ্যের পাহাড়ীদের উপর আপনারা সেই সময় হাত দিয়েছিলেন, আপনারাই তো বলেছিলেন, বাংলাদেশী তাড়াও। আপনারা যারা অ, আ, ই জানতেন না, আপনাদের শিক্ষাও বীর বিক্রমের মাধ্যমে হয়েছে। সেই রামকুমার তালুকদার, সেই চন্দ্রনাথ রুপিনির ছেলে এদের হত্যা করেছেন, আপনাদের কথার মধ্যেই এই সবের জবাব আছে, কিন্তু আপনাদের কাছ থেকে আমরা সেই জবাব পাব না। বিদ্যাবাবু, আপনার যদি মনে থাকে তো, তাহলে আপনিই প্রথমে খুন করেছিলেন, আপনার বোনকে, আমার কাছে টেপ রেকর্ড আছে, প্রয়োজনে আমি সেটা প্রডিউস করতে পারব। কিন্তু আপনাদের মুখ দিয়ে সেটা আমরা জানতে পারব না, এটা আমরা খুব ভাল করেই জানি। মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার, জেলাসি এবং ঈর্ষাতে আমরা বিশ্বাস করি না, কারণ ঈর্ষা মনুষ্যকে খা যাতা হ্যাঁয়, মনুষ্যকো বাড়নে নেই দেতা হ্যাঁয়, আওর দেশকো খতম কর দেতা হ্যাঁয়।

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা. (আশারামবাড়ী) :— স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, উনি বলেছেন আমি কাকে নাকি খুন করেছি, সেকথা টাউনাকে বলতে হবে, এটার প্রমাণ দিতে হবে।

মহারাণী কুমারী বিভু দেবী (মন্ত্রী) :— বিদ্যাবাবু আপনার পার্টি তো আমাকে টি, এন, ভি, বলেছে, আমি চেলেঞ্জ জানিয়েছি, কিন্তু তার প্রমাণ তো আপনারাও দিতে পারেন নি। কারণ, ওটা আপনারা মিথ্যা প্রচার করে ছিলেন। আর তা বলে এই রাজ্যের বাঙ্গালী পাহাড়ীদের মধ্যে হিংসার সৃষ্টি করেছিলেন। সেজন্য আপনাদের প্রমাণ কোথায়, সেটা তো আপনারা দিতে পারেন নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার, স্যার আমাকে দেখতে হবে সারা বিশ্ব ব্যাপী প্লেনিং সীষ্টেম যেটা দিয়ে সারা বিশ্ব তথা এক একটা দেশ প্রগতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বিশ্ব তথা সমস্ত রাষ্ট্র এখন নতুন শিক্ষা, নতুন সাইন্টিফিক শিক্ষা, এবং নতুন ডেভেলাপমেন্টর চিন্তা চলছে। কিন্তু আমাদের বিরোধী দল সেই একটি মাত্র জায়গায় আছে, সেই কুয়ার ব্যাঙের মত, তারা এক জায়গাতেই কাউ মাউ করছে। নতুন শিক্ষাটা কি? তারাও শিক্ষা চাইছেন, কিন্তু উনাদের নিজেদের আদর্শের শিক্ষার মত করে তারা চাইছেন। স্যার, ওদের ধর্মতে বিশ্বাস নাই, উনাদের জানা উচিত যে, এখানে যারা মুসলমান সদস্য আছেন, তাদের ওয়াকফ প্রপার্টি সেটা যদি সরকারও দখল করে থাকেন, তাহলে তাদের সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবী করার অধিকার আছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা এমন একটা আইন করেছি যে ওয়াকফ প্রপার্টি যদি সরকারও দখল করে থাকে, তাহলে তাকে সেটা ছেড়ে দিতে হবে। স্যার, আমরা এই রকম হিন্দুদের জন্যও করেছি এবং খ্রিষ্টিয়ানদের জন্যও করছি। সাইন্টিফিক এডুকেশান স্ট্রাকচারের মধ্যে এসব কল্পনায় আসবে, কারণ আমরা চাই না যে অনির্দিষ্টকাল ধরে আমরা ফরেইন কান্ট্রির উপর নির্ভর করে থাকি, সেজন্যই আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে চাইছি। এবার একজন ট্রাইবেল যুবক রবীন্দ্র দেববর্মাকে আমরা বিদেশে পাঠিয়েছি, ওরা বোধ হয় জানে না উনি একজন উপজাতি সম্প্রদায়ের, তবু তার এই বিদেশ যাওয়ার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন, যেটা সমগ্র উপজাতিকে অসম্মান করা হয়। কেন বাইরে গেলেন? টু সী হোয়াট আর দ্য নিউ সাইনটিফিক ডেভেলাপমেন্টস। অথচ, এই বিষয়টি নিয়ে এখানে সমালোচনা করা হয়েছে, ইট ইজ এ মেটার অব শেম। স্যার, চিত্তবাবু আনএমপ্লয়মেন্টের কথা বলেছেন। বলেছেন বেকারী কেন আসছে। বেকারী শুধু দুটো কারণেই আসতে পারে। একটা মাইগ্রেশন এবং অপরটি পপুলেশন রাইজ। স্যার, পপুলেশন রাইজ ত্রিপুরাতে হয়েছে মাত্র একটা কারণে। এখানে ডেইলী বাংলাদেশ থেকে মানুষ আসছে। বাংলাদেশে যুদ্ধ আছে, মানুষ এ রাজ্যে শরনার্থী হয়েছে, ত্রিপুরাবাসী তাদেরকে এ রাজ্যে জায়গা দিয়েছে, বাংলাদেশ থেকে যারা এ রাজ্যে এসেছে তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে। কিন্তু কত লোককে আমরা চাকুরী দেব? আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমরা চাকুরী দেবার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই চেষ্টাও আপনারা করেন নি। ইট আর বাউণ্ড বাই দ্যা পাউণ্ডারীজ অব ইউর আইডিওলজী। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, দে আর বাউণ্ড বাই দ্যা ন্যারোনেস অব দেয়ার আইডিওলজীস। হাউ ক্যান দে আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড হোয়াট আই ত্যাম স্পীকিং। আই স্পীক উইথ কনফিডেন্স বিকজ আই হ্যাভ লাভ ফর দ্যা পিউপল, ফর দেম

অলসো। স্যার, ইন্ডিয়ান ইণ্ডাষ্টি ফেসেস ওয়ার্লর্ড কম্পিটিশন টু ডে। নো বর্ডি টকস্ অব ইণ্ডাষ্টি। আমরা ওয়ার্লর্ড কম্পিটিশনে ফেস করছি। আমাদের শিল্পকে নতুন করে গড়তে হবে, নতুন কিছু উৎপন্ন করতে হবে। সেটার কোন চিন্তা ধারা আপনাদের নেই। কাউরদের জন্য যদি কল কারখানা করতে হয় তাহলে কি করে আপনারা দেশের অর্থনীতিকে মজবুত করবেন? আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে মজবুত করতে চাই, বেকার যুবকদের কাজ দিতে চাই। স্যার, উনারা সিডুলেড ট্রাইবলদের জন্য কোন চিন্তা করেন নি। আপনারা কি কোন দিন চিন্তা করেছিলেন টু কোডিফাই কাস্টমারী ল? নো ট্রাইবেলদের জন্য আমরা কোডিফাই করছি মিঃ ডেপুটি স্পীকর স্যার। কেন আমরা কোডিফাই করছি? আমরা ট্রাইবেলদের মনের মধ্যে এটা আনতে চাই যে, তোমরাও ভারতবর্ষের অংশ, একটা স্বাধীন দেশের লোক। ট্রাইবেলদের জাতি এবং ধর্ম আমরা রক্ষা করব। সেই জন্যই আমরা এখানে ট্রাইবেল কাস্টমারী ল নিয়ে এসেছি। ১৯৭৭ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরা অব্দ যেটা ছিল, সেটাকে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে মুছে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সেটা আবার নিয়ে এসেছি। আমরা বাংলা অব্দ রাখছি, ত্রিপুরা অব্দ রাখছি, ইংলিশ এবং হিন্দী অব্দ রাখছি। দ্যাট ইজ আওয়ার ডেমোক্রেসী। আমাদেরকে যদি দেশের প্রগতি করতে হয়, মানুষের উন্নতির চিন্তা ধারা রাখতে হয়, তাহলে আমাদেরকে কনষ্ট্রাকটিভ ভাবে কাজ করতে হবে। মিথ্যা প্রপাগাণ্ডা দিয়ে কাজ করা যাবে না। আমি এখানে একজন নারী আছি, আমি সব সময়েই শুনছি আপনারা কন্টিনিউয়াসলী রেপ-এর কথা বলছেন।

(গণ্ডগোল)

মহারাণী বিভুকুমারী দেবী (মন্ত্রী): আপনারা তো আমাদের বিরুদ্ধে বলেছিলেন বিশালগড়ের মানুষ উঠে গেল, মহিলারা বসল না। আপনারা জাতীয় সংস্কৃতির উপর অপপ্রচার করেছিলেন, ভুলি নি। মানুষেরা উঠে গিয়েছিল, আপনাদের মুখে জুতা দিয়েছিল, আপনারা লজ্জাহীন। তাই আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ রাখছি, ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের কথা চিন্তা করুন এবং মানুষের মনে হিংসার সৃষ্টি করবেন না। আমরা সবার জন্য আছি, কারণ একটা সরকার যখন প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের জন্য হয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— অনারাবল মেম্বার শ্রী মাখন চক্রবর্ত্তী। মাননীয় সদস্য ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করতে চেষ্টা করবেন।

শ্রী মাখন লাল চক্রবর্ত্তী (কল্যাণপুর):— স্যার, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী ১৯৮৯-৯০ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন

সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি না। কারণ এই বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য একটা কালো দিন নিয়ে এসেছে; এই বাজেট প্রবঞ্চনার বাজেট, এই বাজেট প্রতারণার বাজেট। স্যার, এখানে বলতে হয় যে, জোট সরকার যে ভাবে ক্ষমতায় আসার পর. যে ভাবেই এসে থাকুক আমি গত বিধান সভায় বলেছিলাম যে, ক্ষমতায় এসেছে তারা জনগণের সমর্থন পায় নি। বিরোধীরা ৫১ শতাংশ অংকের হিসাবে আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের মূল প্রতিনিধি, তবুও আমরা গণতান্ত্রিক যেহেতু তারা সংখ্যায় বেশী, কয়েক জন বেশী হয়েছেন, আমরা তাদের মেনে নিয়েছিলাম, তারা মন্ত্রী আমরা বিরোধী দলে আমরা গত দিনও বলেছিলাম। মিঃ স্পীকার স্যার, একটা আচরণ বিধি বলেছিলেন আমি দুঃখিত সেটার পরিবর্তণ হলো না, বরং সেটা আরও বাড়ছে। কাজেই আমি খুব দুঃখের সহিত বলছি এই সভাতে মন্ত্রীদের যে কথাবার্তা এই গুলি গণতন্ত্রকে হত্যা যে করবে এটা তারই বহিঃ প্রকাশ। মাইরালামু, ছিই-রালামু এইগুলি মন্ত্রীর কথা হয় না, গণ ধোলাই করুন এইগুলি সংবিধানের কোন কথাতেই পড়ে না। গণধোলাই যে করা হবে আমরা তো দেখলাম এই ১৩ মাসেই রাজনীতিতে জোট সরকারের অনেক মন্ত্রীরা আছেন, সদস্যরা আছেন, আমরা ভবিষ্যতে তাদের কাছে কি আশা করতে পারি? মাইরালামু, ছিইরা-লামু, গনধোলাই, এইগুলি নিয়ে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে, এই যে কালো দিন আসছে সামনে সেগুলি জোট মন্ত্রীসভার প্রতিনিধিরা আপনারা কি ভেবে দেখবেন। আজকে আমরা দেখছি যে পিতা, পুত্রের যে পরিচয় চলছে গণধোলাই সে জন্য আমাদের ভয় হচ্ছে, আমরা শঙ্কিত এই পিতা পুত্রের ঠেলায় এই মাইরালামু ছিইরালামুর ঠেলায় ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ তারা যে অন্ধকারের রাজত্বে পড়ে রয়েছে এটাই তার বহিঃ প্রকাশ। স্যার. এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে ছাত্ররা ডেপুটেশ্যান দিতে পারে না, এটা স্যার, দুঃখের সহিত বলতে হচ্ছে সেটা এই জোট মন্ত্রীসভা নিশ্চয়ই চিন্তা করবেন। এই গণ-ধোলাইয়ে আজকে কি হচ্ছে? গণধোলাই মহাকরণে হয়ে গেল, ছাত্ররা ডেপুটেশ্যান দিতে পারে না।

স্যার, ভারতবর্ষে তথা ত্রিপুরা রাজ্যে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার যে চেষ্টা চলছে তার চিন্তা আরও বেড়েছে এই ঠক্কর কমিশনের রিপোর্ট পেশ করার পর আজকে দিল্লীতে পার্লামেন্টে বিরোধীদলের সদস্যরা দাবী তুলেছেন রিপোর্টের বিস্তারিত জানানোর জন্য। কারণ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আমাদের সবারই প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কিভাবে চক্রান্ত করে তাঁকে মারা হল সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হোক। দেরিতে হলেও তাহার কিছুটা বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে।

স্যার. এই ঠক্কর কমিশনের রিপোর্টে কি বেরিয়েছে? বিয়ন্ত সিং বলেছে যে প্রধানমন্ত্রী বাসভবন থেকে সে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচী, চলাফেরা সবকিছুই জানতে পারিতেন। প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রীর সেদিন ১ নম্বর

গেইট দিয়ে বের হওয়ার কথা। ইহাও বিয়ন্ত সিং জানতেন। সেদিন বিয়ন্ত সিং ডিউটির পরিবর্তণ ঘটান। টক্কর কমিশনের রিপোর্টে পরিস্কার বলা, হয়েছে যে একমাত্র ধাওয়ান ছাড়া আর কেউ সময়ের পরিবর্তণ করতে পারতেন না এই বিয়ন্ত সিং সকাল আটটায় একবার এবং সকাল নয়টায় আর একবার ১ নং গেইটের সামনে যাওয়া-আসা করেন। তখন সেখানে যে পুলিশ ইন্স্পেকটার ছিলেন তাকে বিয়ন্ত সিং বলেন যে এই শেষ বার, আউর নেহী আযেগা। (এই শেষ বার, আর আসব না) স্যার, কিরকম সময়ে উনাকে খুন করা হয়েছে সেটা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয়না। দেশের বাইরে ছিলেন আমাদের রাষ্ট্রপতি, দিল্লীর বাইরে ছিলেন প্রয়াত্তা প্রধানমন্ত্রীর পুত্র রাজীব গান্ধী। কাজেই এই যে ভিতরের চক্রান্ত, সেই চক্রান্ত সমস্ত গণতন্ত্র ব্যবস্থাকে ভেংগে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

সেই ভিতরের চক্রান্ত কি এই জোট সরকারের মধ্যে নেই ? সেই চক্রান্ত কি আপনারা দেখেন না ? আমরা নিশ্চয়ই সেই জিনিসটা দেখব এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। আমরা এই বিধানসভা থেকে দাবী জানাই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে দেরিতে হলেও যে রিপোর্ট আপনি প্রকাশ করেছেন সেটার বাকীটা'ও তাড়াতাড়ি প্রকাশ করুন। চক্রান্তকারীদের শাস্তি দেওয়া হোক। আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শুধু মাত্র উনার যানা, আমাদেরও প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। সমাজের উচ্চশিখরে ছিলেন। তিনি কি ভাবে চক্রান্তকারীদের হাতে খুন হলেন, এটা ফাঁস করা হোক। এই চক্রান্তকারীবপূর্ণ রিপোর্ট বইয়ের আকারে প্রকাশ করা হোক।

স্যার, এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তাহাতে দেখা যাচ্ছে যে টাকার অংক বেড়েছে। সবকিছুই বেড়েছে। তবু আমি এটাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এই বাজেট ত্রিপুরাবাসীকে প্রতারণার বাজেট। স্যার, এই যে নির্বাচনী ইস্তাহারের সাতাশ নম্বর পৃষ্টায় আপনারা কি লিখেছেন ? আপনারা লিখেছেন যে প্রত্যেক পরিবার পিছু একজন করে সরকারী চাকুরী দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে আপনারা কি বলছেন ? কত জনকে চাকরী দিয়েছেন ? জওহরবাবু আমাদের গিয়ে বলেছেন যে, সি, পি, এম-কে দূরবীন দিয়ে দেখতে হবে। আনেন দূরবীন, দেখান দূরবীনটা।

ঋণমেলা ঋণমেলা করেতো অনেক চেচাঁলেন। কত লোককে ঋণমেলা দিয়েছেন ? আজ রাজ্যের মানুষ কাকে দূরবীন দিয়ে দেখবেন ? আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যখন দেখবে বামফ্রন্টের আমলে ৫০ হাজার চাকুরী দেওয়া হয়েছে, আপনাদের আমলে একজনও নেই তখন কাকে দূরবীন দিয়ে দেখবে ? আজকে স্যার, পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়ে লুটপাট কমিটি করা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য আগে ৮ হাজার ছিল এখন ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। ৮ হাজার টাকার চাইতে ২৫ হাজার টাকা

বেশী, আমি এইটা মানছি। জলসেচের জন্য কয়েক কোটি টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু বাজেটের টাকা খরচ করবেন কি করে? বাজেটের টাকা খরচ করার জন্য ত শক্ত প্রশাসনের দরকার। সেটা আজকে কার হাতে? ঐ লুটপাট কমিটির হাতে। আজকে গ্রামে গঞ্জে কাজ নেই, টাকাপয়সার কাজ চলছে স্যার। আমি ২-১টা উদাহরণ দিচ্ছি। খোয়াই বিভাগে মাইনর ইরিগেশানের জন্য ৩০০-৪০০ ম্যান-ডেইজ সিজন্যাল বাঁধ দেওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছিল। চেয়ারম্যান শংকর দাস। ২০০ ম্যানডেজ হওয়ার পর বলল যে সিজন্যাল বাঁধ হয়েছে। চেয়ারম্যান বলল, আমি কি করব? বলল দরখাস্ত করে দাও হয়ে গেছে বলে। শঙ্কর বলল কাজ দেখে দেব। আরে বাবা আগের দিন নাই, লিখে দাও। এইভাবে লুটে নিচ্ছে। কল্যাণপুরে ২০০ ম্যানডেইজের কাজ ৪০ জন কাজ করেছে, সেই টাকা একজনে সব নিয়ে যাবে। এইগুলি নিয়ে বিধানসভায় বা বি, ডি, ওদের কাছে লিখিত অভিযোগ আছে। সূতামেলা করতে জহরবাবু গিয়েছিলেন বগাবিলে। বগাবিলের রতনপুরে সূতামেলা করতে গিয়ে সূতামেলা করার পরে আরও ৫১ মোটা সূতা রয়েছে। রতনপুরের প্রধানকে বলা হল সেই সূতা আমরা পরে দিয়ে দেব। পরে দেখা গেল সূতা যখন গোপনে পাচার করতে চলেছে জনগণকে না দিয়ে, সেই সূতা জলে ভিজে গিয়ে-ছিল, জলে ভিজে যাওয়াতে যখন জঙ্গলের মধ্যে সূতা শুকাতে নিয়ে গেছে তখন গ্রামবাসী জঙ্গলের মধ্য থেকে সেই সূতা বের করে। তার পর মুঠা মুঠা সূতা বিক্রী হচ্ছে। তারপর ঋণমেলার কথা বলেছেন, ঋণমেলা কার ঘরে গিয়েছে। স্যার, উত্তর পূর্ব রামচন্দ্রঘাট, তার চেয়ারম্যান উপেন্দ্র দাস, তার বাড়ীর ৭ জনকে ঋণমেলা দেওয়া হয়েছে। তার স্ত্রী সুমিতা দাস, তার ছেলে বিশ্বনাথ দাস তাদের সবাইকে ঋণমেলা দেওয়া হয়েছে। দুর্গাপুরের চেয়ারম্যান তাকে ঋণমেলা দেওয়া হচ্ছে যার ২০ কানি ৩০ কানি জমি। গরীবের ঘরে ঋণমেলা যাচ্ছেনা। তারপর আই, আর, ডি, পির কথা বলা হয়েছে। আজকে যারা সেকেণ্ড ডোজ পাওয়ার কথা তাদের দেওয়া হচ্ছেনা। এখন তারা বলছেন যে, তোমরা আগেরটা পরিশোধ কর তারপর তোমরা সেকেণ্ড ডোজ পাবে আর তা না হলে পাবে না। কাজেই এই যদি অবস্থা হয় স্যার, তাহলে গরীব আর পাবে না। আজকে বাজেটের মধ্যে বুড়াবুড়ির পেনসনের কথা উল্লেখ নাই। গরীবের কথা উল্লেখ নাই। এইটা কেবল বানাও বানাও বানাওয়ের বাজেট। মন্ত্রীদের আস্ফালনের বাজেট। কাজেই এই কালো বাজেটকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় হোম মিনিষ্টার।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের সার্বিক উন্নতির জন্য যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করে

আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী টি, এন, ভি, সৃষ্টি করেছেন, প্রমাণ টি, এন, ভির সঙ্গে চিঠিপত্রের আদান প্রদান। কাজেই যেখানে এই গুরুতর অভিযোগ এসেছে সেখানে আমাদের উচিৎ বিশেষ করে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে টি, এন, ভির মদত দাতা কে বা কারা তা আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে আমরা বিরোধী নেতার সামনে তুলে ধরব। শুধু বিরোধী দলের জন্য নয়, রাজ্যের জন সাধারণ যারা আমাদের ভোটে নির্বাচিত করেছেন, আপনার মাধ্যমে তাদের আশ্বাস দিচ্ছি বিগত দশ বছর কারা টি, এন, ভির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন কারা টি, এন, ভির মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদী কার্যাকলাপ চালিয়েছিলেন। কমরেড বন্ধুদের মধ্যে কারা কারা টি, এন, ভির সঙ্গে যোগাযাগ রাখতেন? কেন লোকসভার নির্বাচনের সময় কমরেড বন্ধুরা কোথায় টি, ইউ, জে, এস; ও কংগ্রেসের ঘাটিতে আক্রমন চালাতে হবে বলে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারপর টি, এন, ভির বন্ধুদের ফেলে আসা অস্ত্রশস্ত্র কোন কমরেড বন্ধুর কাছে আছে, এই সমস্ত তথ্য আগামী তিন মাসের মধ্যে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে তুলে ধরব, সেটা মৌখিক না, লিখিত ভাবে। যখন বিরোধী দলের নেতা ও বিরোধী দলের তরফ থেকে এই অভিযোগ এসেছে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে এইটা আমার পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি। ঘোমটার আড়ালে যে খেমটা নাচ ওদের বন্ধ করা দরকার। আমরা ভেবেছিলাম এই ১৪ মাসে তাদের শিক্ষা হয়েছে, নির্বাচনের পরাজয়ের পর তারা বুঝতে পেরেছেন তাদের ভুল, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা রাজ্যে দাঙ্গা করানোর জন্য নুতন চক্রান্ত করছেন। তারা উপজাতি মহিলাদের ধর্ষণের কল্পিত গল্প এই হাউসে ছড়াচ্ছেন তথা এই হাউসের মারফত সারা রাজ্যের জনগোষ্টির কাছে তুলে ধরেছেন। কাজেই এখানে এই সমস্ত লোকের ঘোমটা খুলে তাদের চেহারাটা ত্রিপুরার বৃহত্তর উভয় জনগোষ্টির সামনে তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য বলে আমরা মনে করি। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের নেতা খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন এই রাজ্যে কংগ্রেস উগ্রপন্থীদের সৃষ্টি করেছেন, প্রধান মন্ত্রীও নাকি উগ্রপন্থীদের মদত দিয়েছেন। ওনার ঘৃণা ও ক্ষোভ স্বাভাবিক কারণেই থাকতে পারে এবং আমি এই বিরোধী দলের সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করতে পারি কোন ঘৃণা ও ক্ষোভের বসবর্তী হয়ে ওরা বিনন্দ জমাতিয়াকে তাদের দলে এনেছিলেন এবং গনমুক্তি পরিষদের সর্ব্বোচ্চ পদে আসিন করেছিলেন? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি, কোন প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কোন যুক্তিতে তারা দেবব্রত কলই'র সঙ্গে নির্বাচনে আতাত করেছিলেন, যে দেবব্রত কলই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিলেন? আমি কি তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারি কোন ক্ষোভ ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে খগেন্দ্র জমাতিয়ার মত খুনী, মান্দাই ঘটনার নায়ককে তাদের দলে নমিনেশান দিয়ে বিধায়ক করে এনেছেন? তারপরেও কি ত্রিপুরার জন সাধারণকে বুঝাতে হবে উগ্রপন্থীর সঙ্গে যোগাযোগ কাদের? মাননীয় উপাদক্ষ মহোদয়, তারা বলেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদের কথা, ওরা বলে কংগ্রেস এবং ইউ, জে, এস, দলের কথা, ওরা বলেন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিয়ে বলেছেন তর্কের খাতিরে আমি যদি ত্রিপুরার কথা মুহূর্তের জন্য স্বীকার করেন উনি যে এখানে বলেছেন কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, দল মদত দিয়েছিলেন এখানে আমি তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই পাঞ্জাবে খালিস্থানের আন্দোলনের মদত দাতা কারা ?

আমি ওদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই দল ক্ষমতায় থেকে গোটা কয়েক গোর্খা উগ্রপন্থীকে দমন করতে পারেনি, কারণ এই গোর্খা আন্দোলনের জন্ম তো ওরা দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাস করতে চাই, ৭৮ সালের আগে এই রাজ্যে ত কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল তখন কোথায় ছিল এই উগ্রপন্থী দল ? আমি ওদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এই বর্ষিয়ান নেতার কথা যদি মেনে নিই যে আসামে তাদের শক্ত সংগঠণ তাহলে এই বোড়ো আন্দোলনের মদত দাতা কারা ? সেখানে ত এখন অগপ সরকার। পাঞ্জাবে যখন অকালি দল ক্ষমতায় ছিল তখন এই খালিস্তানি অন্দোলনকে তারা মদত দিয়েছিল। ওরা এই ত্রিপুরাতে টি, এন, ভি,র জন্ম দিয়েছিল। আচ্ছা আমি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করি যে, ১৯৩২ সালে কারা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব দিয়েছিল ? ওটা কি এই অবিভক্ত সি, পি, আই, দল নয় ? এই উত্তর পূর্বাঞ্চল নিয়ে বাফার স্ট্যাট করার চেষ্টা কারা করেছিল। ১৯৭১ সালে ভারতবর্ষ যখন পশ্চিম পাকিস্তান দ্বারা আক্রান্ত তখন কি ওদের দল পশ্চিমবঙ্গে ড্র ফট রিজলিউশন নেয়নি যে, এভরি ইণ্ডিয়ান স্ট্যাট হেভ গট দ্যা রাইট টু সিসিড ফ্রোম ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন ? এই কী সেই দলের চেহারা নয় ? কাজেই স্যার, ওরা বিচ্ছিন্নতাবাদ ছড়ায় আর বলে আমরা বিচ্ছিন্নতাবাদকে দমত দিচ্ছি। ওরা বলে টি, ইউ, জে, এস, টি, এন, ভি, কে মদত দিয়েছিল। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই টি, ইউ, জে, এস, সেদিন কি ওদের সৃষ্ট টি, এন, ভি, দ্বারা আক্রান্ত হয়নি ? টি, ইউ, জে, এসের সমর্থকরা কি টি, এন, ভি, দ্বারা খুন হয়নি ? আপনাদের হাতে এই নিরীহ উপজাতিরা অনেক তামাক খেয়েছে কিন্তু এখন ওরা প্রতিজ্ঞা করেছে যে এই মুকুটহীন রাজা দশরথের হাতে ওরা আর তামাক খাবে না। এখন ওরা পাইপ খায়, এখন ওরা প্যান্ট পরে, এখন ওদের ছেলে-মেয়েরা স্কুলে যায়, লেখা-পড়া করে তাই ওরা আর আপনাদের হাতে তামাক খাবে না। উপজাতি যুব সমিতিকে ওদের দলে নেওয়ার আর কোন ক্ষমতা ওদের নাই। উপজাতি যুব সমিতি ওদের ভুজরুকি বুঝেছে। এখন উপজাতি সমিতি পাহাড়ী-বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি চায়। কাজেই ১৯৫২ থেকে ৫৩ সাল পর্য্যন্ত যারা বাঙাল দেখাও আন্দোলন করেছিল তাদের নায়ক দশরথ দেবের সেই মতবাদে এখন আর ওরা বিশ্বাসী নয়। মাননীয় নৃপেনবাবু এখন একজন ৮০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধ নেতা। এখন উনি চোখে দেখেন না, কানেও কম শুনেন, আবার একদিকে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি এই হাউজে জানতে চেয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যে নাকি ৫ হাজার টি, এন, ভি, আছে, টি, ইউ, জে, এস, নাকি বলেছে এটা ঠিক কিনা ? আমাদের তরফ থেকে আমরা বার বার বলছি টি, ইউ, জে, এস-র তরফ থেকেও বলা হয়েছে

যে ত্রিপুরা রাজ্যে টি, এন, ভি, হচ্ছে ৪৩৭ জন। তার একটিও কম বলে আমরা স্বীকার করি না আবার একটিও বেশী বলে আমরা স্বীকার করি না। গত ১০ বছর ত আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষমতায় ছিলেন। আমরা এসেছি ত মাত্র ১ বছর হল কাজেই আপনাদের সৃষ্ট টি, এন, ভি,র নামগুলি ত আপনাদের পকেটে আছে, আপনারা সেগুলি প্রকাশ করুন, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জানুক। ওনারা আরও বলেছেন যে ওনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন ওনারা এই ৬ষ্ঠ তফসিল দিয়েছেন। আমি বুঝতে পারিনা যে ন্যুনতম শিক্ষা-দীক্ষা যদি থাকে, ন্যুনতম কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে, ভারতের সংবিধান সম্পর্কে যদি কোন জ্ঞান থাকে তাহলে নিশ্চয়ই বুঝত যে, ওদের কোন ক্ষমতাই নাই ৬ষ্ঠ তফসিল ত্রিপুরাতে চালু করার। এই ৬ষ্ঠ তফসিলের জন্য আন্দোলন করেছেন শ্যামাবাবু ও নগেন্দ্রবাবু তারা। আমরা ওদের সহযোগিতা করেছি। আমাদের প্রিয় প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পার্লামেন্টে এই জন্য আইন পাশ করেছেন। যখন টি, ইউ, জে, এস, এই ৬ষ্ঠ, তফসিলের জন্য আন্দোলন করে তখন ওদের পুলিশকে এই টি, ইউ, জে, এসের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়ে তাদেরকে শহর থেকে বের করে দিয়েছে।

এরা তখন বিরোধীতা করেছে টি, ইউ, জে, এস, এর। এদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে, পুলিশ দিয়ে ওদের শহর থেকে বের করে দিয়েছে। আর আজকে ওরা বলছে যে, ৬ষ্ঠ তফসিল নাকি ওরা দিয়েছে। ওদের ন্যুনতম শিক্ষা দীক্ষা ন্যুনতম কাণ্ডজ্ঞান, ভারতীয় সংবিধানের প্রতি যদি ওদের ন্যুনতম আনুগত্য থাকত তাহলে কোন দলই তাদের মত এই ধরণের কথা বলতে পারে না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত দশ বছর সরকারী প্রচারযন্ত্রের মাধ্যমে এরা গ্রামে গঞ্জে পাহাড়ে রটিয়ে দিয়েছে যে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যকে ওরা বাঁচার পথ দেখিয়েছে, উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের বাঁচার পথ নাকি ওরা দেখিয়েছে। ওরা সর্বাধিক সম্পদ সৃষ্টি করেছে। ওরা বলেছে যে, ত্রিপুরা রাজ্যের যে সার্বিক উন্নতি ওরা করেছে স্বাধীনতার পর ত্রিশ বছরের মধ্যে নাকি তা হয়নি। আর এখন ওরা চিৎকার করছে যে, পাহাড়ে, গ্রামে গঞ্জে নাকি অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মরছে লোক। অভাবের তাড়নায় শিশু বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে গত দশ বছর আপনারা করলেনটা কি? কি সম্পদ আপনারা সৃষ্টি করেছেন? সম্পদ সৃষ্টি করেছে আমার বন্ধু অনিলবাবু, সম্পদ সৃষ্টি করেছেন নৃপেনবাবু, সম্পদ সৃষ্টি করেছেন দশরথবাবু। সম্পদ সৃষ্টি করেছেন বিমলবাবু, সম্পদ সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তিগতভাবে বাদলবাবু। কিন্তু এছাড়া সম্পদ সৃষ্টি ত্রিপুরার কোথায় হয়েছে? যদি সম্পদ সৃষ্টি করা হতো তাহলে আজকে আমরা যদি ধরে নিই যে; পাহাড়ে গ্রামে গঞ্জে অভাবের তাড়নায় সন্তান বিক্রি করা হচ্ছে, পাহাড়ে মা বোনরা খেতে পায় না, তাহলে কি ধরণের সম্পদ এরা সৃষ্টি করেছেন? আজকে ওরা চিৎকার

করেছেন কেন? হাহাকার করছেন কেন? আমি তাদের জিজ্ঞাস করতে চাই সেটা।

মাননয়ী ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি ওদের জিজ্ঞাস করতে চাই যে, ওরা সম্পদ সৃষ্টি করেছে পাহাড়ে, মানুষকে পথ দেখিয়ে, ওরা বলেছে যে পাহাড়ী ভাইবোনদের পথ দেখিয়েছেন, তাদের উন্নতি করেছেন, সেটা বয়োঃবৃদ্ধ নেতা নৃপেনবাবু বলেছেন আজকে আমার বাল্যবন্ধু অনিলবাবু বলেছেন সেকথা। কিন্তু আমি তাদের জিজ্ঞাস করতে চাই যে, ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের উন্নয়নমূলক কাজ কারা করেছে? অনিলবাবু, তো একজন সুশিক্ষিত, সুসাহিত্যিক, উনাকে আমি জিজ্ঞাস করতে চাই যে, এই টি, এন, ভি, ব্লক কারা করেছেন? তখন আপনি কোথায় ছিলেন? ঐ সময় আপনাদের ভূমিকা কি ছিল? ঐ সময় আপনাদের ভূমিকা ছিল পাহাড়ী-বাঙ্গালীদের মধ্যে দাঙ্গা লাগানের জন্য ঐ সময় খোয়াইতে প্যারালাল সরকার করেছেন ঐ সময় গোলাঘাটিতে আপনারা মানুষ মেরেছেন, বাঙ্গালীদের কেটেছেন। আপনাদের দল এটা করেছে। আপনি তখন স্কুলের ছাত্র, আমিও তখন স্কুলের ছাত্র। এই ইতিহাসটা আপনার জানা নাও থাকতে পারে, কারণ আপনি সাহিত্যের ছাত্র ছিলেন, ইতিহাসের নয়। তবে ইতিহাস জানতে চেষ্টা করুন। ইতিহাস বুঝতে চেষ্টা করুন। নাহলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না। মানুষ এইবার আপনাদের বিরোধীর আসনে বসিয়েছেন, আগামী বার আপনাদের রাস্তার খালে ফেলে দেবেন

আমি আবার জিগ্যেস করতে চাই পাহাড়ীদের বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি ফিরিয়ে দেবার আইন করেছিল কারা? সেই আইন কংগ্রেস করেছে সেই আইন সি, পি, এম, করেনি। ল্যাণ্ড রেফর্ম এ্যাক্ট সেই আইনকে এমেণ্ডমেন্ট করেছে কংগ্রেস সরকার। সেই আইন উনারা করেন নি ৬ষ্ঠ তফশিল করেছে টি, ইউ, জে, এস। আর তাদের সহযোগীতা কংগ্রেস করেছে। এই ৬ষ্ঠ তফশিল ওরা করেনি।

শ্রী অনিল সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলবেন কি কাদের আমলে, কাদের শাসনের সময়ে জমি হস্তান্তরিত করা হয়েছে?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এইটা পয়েন্ট অব্ অর্ডার হয় না।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জাতি উপজাতিদের মধ্যে যে ওরা দাঙ্গা বাঁধিয়ে দিয়েছিল সেটা উপজাতিদের স্বার্থে করা হয়েছে কিনা, সেটা আমি তাদের জিগ্যেস করতে চাই। আমি তাদের জিগ্যেস করতে চাই যে, ১৯৮৩ সালে হদ্রা, পিত্রায় কত ট্রাইবেলদের ওরা মেরেছিলেন?

"আমরা বাঙ্গালীদের" এক হাতে এবং ট্রাইবেল উগ্রপন্থীদের অন্য হাতে নিয়ে ওরা কতজন পাহাড়ী-বাঙ্গালীকে মেরেছিলেন ? আমি কি তাদের জিগ্যেস করতে পারি যে, ১৯৮৫ সালে এ, ডি, সি, নির্বাচদের আগে রাইপাশাতে কত ট্রাইবেলদের ওরা মেরেছিল "আমরা বাঙ্গালীদের" হাতে নিয়ে। একটি কথাও তো ওদের মুখ দিয়ে বের হয় না। এখন কোথায় সেই "আমরা বাঙ্গালী" ?

স্যার, এরা বলেছেন যে এরা নাকি শিল্প করেছেন। আমি তাদের জিগ্যেস করতে চাই যে, ত্রিপুরায় কোন শিল্প বা মিল উনারা করেছেন ? এইখানে ও, এন, জি, সি, এর কাজ কংগ্রেস শুরু করেছে। গোমতী প্রোজেক্ট কংগ্রেস করেছে। জুটমিল কংগ্রেস করেছে। সেই জুটমিল গত দশ বছরে অনিলবাবু আমার বন্ধুর কল্যাণে সেখানে জুটের পরিবর্তে দাও, হাতবোমা ইত্যাদি নানাধরণের অস্ত্রশস্ত্র তৈরীর কারখানায় পরিগণিত হয়েছে।

শিল্প কারা স্থাপন করেছে ? আমি কি তাদের জিজ্ঞেস করতে পারি যে, অনিলবাবু তখন হামাগুড়ি দেন, আমি তাদের জিগ্যেস করতে চাই যে, বিমলবাবু তখন উনার মার জঠরে, বাদলবাবু তখন উনার মার জঠরে। আমি উনাদের জিগ্যেস করতে চাই ত্রিপুরায় রেল লাইন প্রথম আনলো কারা ? আমি কি তাদের জিগ্যেস করতে পারি যেদিন শচীনবাবু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরায় রেল লাইন ধর্মনগরে ফ্লেগ তোলে উদ্বোধন করেন। সেদিন নৃপেনবাবু দশরথবাবুকে আমন্ত্রন জানানো সত্বেও উনারা সেদিন সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বয়কট করেছিলেন ! কেন বয়কট করেছিলেন ? সেই উত্তর কি উনারা দিতে পারবেন ?

রেললাইন ত্রিপুরাতে কংগ্রেস এনেছে। রেল লাইন আগরতলা পর্য্যন্ত আসবে এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত নেওয়া হবে। রেল লাইনের নামে, শিল্প স্থাপনের নামে কর্মচারীদের কাছ থেকে আমরা টাকা কেটে নেব না। কর্মচারীদের ডি, এ, বাড়িয়ে দেওয়ার নামে, শিল্প স্থাপনের নামে কর্মচারীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকা আমরা নেব না ! আমরা নেইনি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার.........

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সময় লাগিবে স্যার। আই উইল টেক্ মোর হাফ এন আওয়ার টাইম্। দি হাউস ইস টু বি এক্সটেনডেট।

সুধীরবাবু আমাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বানিয়েছেন আপনাদের ঠিক করে চালানো হাঠানো শিখানোর জন্য। যেদিন আমার প্রয়োজন থাকবে না, সুধীর বাবুর সেই ক্ষমতা আছে, স্বরাষ্ট্র বিভাগ আমার হাত থেকে নিয়ে নেওয়া। আপনাদের আমি ঠিক করেছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ওদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, উনারা ক্ষমতায় আসার আগে ১৯৭৭ সালে বটতলাতে তাদের অফিস ঘরটি ছিল ভাড়াটে। কুপি জ্বালিয়ে অফিস ঘরটি চালানো হইত। আরও একখানা ঘর ছিল সূর্য্য ঘরের সামনে। গত দশ বছরের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে কি করে বড় বড় বাড়ী তৈরী করলেন? সূর্য্যঘরের সামনে আপনারা এতো বড় বাড়ী তৈরী করলেন কেমন করে? আপনারা জগন্নাথ বাড়ী রোডে তিনতলা বাড়ী কি করে বানালেন? স্যার, আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করতে চাই যে, বিভিন্ন সাব-ডিভিসনে কোটি কোটি টাকা ব্যায় করে কিভাবে তাঁহারা এতো সব সম্পত্তি করলেন? আমরা ওদের কাছে বাধিত থাকিব যদি এই আলাদীনের প্রদীপটা আমাদের হাতে দেন। ওদেরতো অনেক শরীর ভাড়ি হয়ে গেছে। অনেক ভোগবিলাস করেছেন। বিমল সিনহা নাধুসনধুস হয়ে গেছেন। দেখা যাকনা আমরাও সেই প্রদীপটা দিয়ে কিছু করতে পারি কিনা। আমরা সেটা ওদের কাছে চাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিমল বাবু আমার ছোট ভাইয়ের মতো। গতকাল উনি আমার নামে অনেক কিছু বলেছেন আমি বুঝতে পেরেছি যে, উনার রাজনৈতীক উচ্চাশা পুরণ হয় নাই। সেজন্য উনি মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। গত নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসার পর তাঁহাকে ডেপুটি স্পীকার করা হয়েছিল। কোন মন্ত্রীত্ব দেওয়া হয় নাই উনাকে। এমনকি রাষ্ট্রমন্ত্রী পর্য্যন্ত করা হয় নাই। আমি এটাও জানি যে, উনার কেন্দ্রীয় কমিটিতে যাওয়ার কথা ছিল। নৃপেন বাবুকে অনেক তৈলমর্দন করেছিলেন। কিন্তু নৃপেন বাবু বোঝেন যে এই রকম কাণ্ডজ্ঞানহীন লোককে যদি কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানো হয়, যে লোক হাউসে দাঁড়িয়ে বলতে পারেন যে "মায়েদের মাসিক স্থানের কাপড় পুলিশ কাচাবে ধুবে'' সেই লোককে কেন্দ্রীয় কমিটিতে পাঠানো উচিৎ নয়। সেই কারণে নৃপেন বাবু উনাকে না পাঠিয়ে মানিক সরকারকে পাঠিয়েছিলেন। যেগুলির জবাব, আমি যদি না দেই, তাহলে আমি মন্ত্রী হিসাবে ত্রিপুরার জনসাধারণের প্রতি অবিচার করব, কাজেই উনার যে সমস্ত অভিযোগ, সেগুলির আমি খণ্ডন করবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিমলবাবু ছিলেন, সেই সম্পর্কে কিছুই বলবো না। তবে ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে চুনিকলই ধরা পড়ার আগে, তিনি কি করতেন সেটা এই আগরতলার আদালতে বিবরণ দিয়ে গেছেন। উনি বলেছেন যে তার ধরা পড়ার আগে বিমলবাবুর সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল। কাজেই উগ্রপন্থীর সঙ্গে কাদের যোগাযোগ ছিল, সেটা আদালতে বিজয় রাঙ্খলের স্টেটমেন্টেও আছে। অর্থাৎ বিমলবাবুর সঙ্গে চুনিকলই যোগাযোগ রাখতেন এবং তার নির্দেশ নিতেন, এটা পরিস্কার। স্যার, আমি, আগেও বলেছি এবং বিমলবাবুও গতকাল সাম্প্রদায়িক

হিসাবে বলেছেন, ১৯৫৯ সালে কেরালাতে কারা সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করে ছিলেন, সেটা সারা ভারতের লোক জানে। গত নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে কারা সাম্প্রদায়িক দলের সঙ্গে আঁতাত করেছিলেন, এবং এই রাজ্যে গত নির্বাচনে 'আমরা বাঙ্গালীর' মতো সাম্প্রদায়িক দলকে কার গাড়ী দিয়েছিল এবং সেই নির্বাচনে 'আমরা বাঙ্গালী' দলের কারা ৬০টা সীট দাঁড় করিয়েছিলেন, সেটা এই ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ জানে, এটা আর নতুন করে আমি কিছু বলব না। মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয়, আমার পরম স্নেহাস্পদ আলালের ঘরের দুলাল বিমল সিংহার অভিযোগের উত্তরগুলি আমি একে একে দিয়ে যাচ্ছি। গত কাল উনি বলেছিলেন যে, এই সরকার পুলিশকে দিয়ে মেয়ে লোকের মাসিক স্নানের কাপড় ধোয়ানো হয়। আমি জানি না, উনারা মন্ত্রী থাকা অবস্থায় ওরা মেয়ে লোকের মাসিক স্নানের কাপড় এই ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর লোকদের দিয়ে ধোয়াতেন কিনা আমি জানি না, ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর ডি, জি, থেকে শুরু করে কনস্টেবল পর্যান্ত।

শ্রীবিমল সিংহা ঃ স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় যে ভাষায় কথা বলছেন, তা উনার অভ্যাস বশতঃ যে-সব কাজ করে থাকেন, এখানেও সেটা তুলে ধরছেন কিনা, আমি অনুরোধ করছি এগুলি হাউসের প্রসিডিংস থেকে এ্যাকসপাঞ্জ করা হউক।

মিঃ চেয়ারম্যান (শ্রীরসিকলাল রায়) ঃ— এটা কোন রকম পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) ঃ— মাননীয় চেয়ারম্যান, মহোদয়, আমি উনার এই বক্তব্যের প্রতি-বাদের দায় দায়ীত্ব ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশের উপর এবং আমার মা বোনদের হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, যাতে উনারাই ঝাটা দিয়ে আগামী দিনে উনার এসব বক্তব্যের জবাব দেন। কারণ, মা বোনদের মাসিক স্নানের কাপড়; আমরা হিন্দু হিসাবে কামাক্ষ্যা মায়ের কাপড় আমরা হাতে বেঁধে থাকি, আর উনারা সি, পি, এম, হিসাবে মাসিক স্নানের কাপড় দিয়ে উনাদের লাল টুপি, উনাদের গলার পটটি এবং বাকী কাপড়টা তাদের নাকের সামনে রেখে গন্ধ শুকেন। অর্থাৎ এই ধরণের রক্ত স্নাত কাপড় দিয়ে ওরা এসবই করেন। মাননীয় চেয়ারম্যান, মহোদয়, গতকাল মাননীয় বিধায়ক বিমলবাবু বলেছিলেন যে, এই সরকার নাকি পুলিশদের কোন কিড দেয় না। এই যে উনার এলিগেশান, এটা অত্যন্ত মিথ্যা এবং অসত্য। তার নজির কিছুটা আমি এখানে তুলে ধরছি। একমাত্র মশারীর কাপড় ছাড়া, কারণ অন্যগুলি আমরা এখানে কোটেশান দিয়ে কিনি না, এগুলি ডি, জি, এম, থেকে আমাদের সাপ্লাই করা হয়। এই সমস্ত কাপড় গত আর্থিক বছরে যেটা এসেছিল, সেটা পোকায় কাটা ছিল বলে আমরা ফেরত দিয়ে দিয়েছি। তাছাড়া পুলিশের অন্যান্য মেটেরিয়েলস কীড বলতে যা বুঝায়,

সেটা আমারা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। যদি বিমলবাবুর কাছে কোন পার্টিকুলার কেইস থেকে থাকে, ২/১ জন যদি না পেয়ে থাকেন, তাদের নাম দিয়ে উনি যদি আমাদের কৃতার্থ করেন, তাহলে আমরা সেগুলি দিয়ে দেব স্যার, গতকাল মাননীয় সদস্য বিমল সিংহা মহোদয় এখানে বলেছেন যে আমরা পুলিশকে টি, এ. বিল দেই না। আমার গত আর্থিক বৎসরে পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট এবং কমানডেন্টকে ১,২৮,৬৫,৩৫০ টাকা টি এ. বিল দেবার জন্য দিয়েছি। পুলিশের সুপারিনটেনডেন্ট এবং কমানডেটের কাছে কোন টি, এ, বিল পেন্ডিং নেই। উনাদের সময় দেওয়া হয়েছিল ১,১৪,৬১,৬৬৯ টাকা। যদি কেউ টি, এ, বিল না পেযে থাকেন তাহলে দয়া করে উনি নামটা যেন দিযে আমাদেরকে কৃতার্থ করেন। আমরা সেটা দেখব। স্যার, উনি বলেছেন যে, হোমগার্ডদের এলাউন্স আমরা দিই না। এটা সম্পূর্ণ অসত্য। ত্রিপুরা হোমগার্ড ব্যাটেলিয়নের একজন হোমগার্ডও বাকী নেই যিনি এলাউন্স পাননি শুধু তাই তাই নয়, উনি যা বলেছেন তার অর্থ হচ্ছে পুলিশ যেন বিদ্রোহ করে। এই গভার্ণমেন্টের এগেইনষ্টে ডিসপ্লিন্জাব ইনকার করা। ফোর্সকে ডিমোরেলাইজ করার জন্যই এই সমস্ত কথা তিনি গতকাল বলেছেধ। স্যার, সারা ভারতবর্ষে হোমগার্ডদেরকে যে বেতন দেওয়া হয় না, আমরা তাদেরকে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা, বেতন দিচ্ছি। শুধু তাই নয়, ওই পেট্রিয়া লোকেরা হোমগার্ডদের জন্য যাহা করেছে, আমার ক্ষমতায় এসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হোমগার্ডদের জন্য রেশন ভাতা স্যাংশন করেছেন। আমরা হোমগার্ডদের রেশন ভাতা দিচ্ছি। গরীবের জন্য তো ওরা অনেক কাঁদেন কত অভিনয় করেন কিন্তু হোমগার্ডদেরকে রেশন ভাতা দেওয়ার কথা কি উনাদের মনে ছিল না? স্যার, সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো, চোরের মার বড় গলা। গতকাল মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা বলেছেন, ১৬ টা গাড়ী নাকি আমরা অকশান করি নাই। ১৬টা গাড়ী আমরা কনডেমড ডিক্লারেশন করেছি। এই ১৬টা গাড়ী অকশন করার আদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন বয়োঃ বৃদ্ধ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী। আর ফাইল নাম্বার গুলো আমি দিচ্ছি — এফ. (৪২) পি ডি। ৭৬, ডেটেড-৩; ১২, ৮৬ দুটো গাড়ীর অর্ডার। এফ. ১ (৪১) পি. ডি.। ৭৬, ডেটেড ১০, ৫, ৮৭, এফ ১ (৪২) পি ডি.। ৭৬, ডেটেড ১৫; ৭ ৮৭। এই ১৬টা গাড়ী অকশান করার আদেশ উনারা দিয়ে গিয়েছিলেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী টি, আর, এ — ১৭২০, ১৬১০, ১৬১৪, ১৭২৫ এই সমস্ত নাম্বারের গাড়ী গুলি অকশানে দিয়েছেন। অথচ, দেখা যাচ্ছে গাড়ীগুলি বেশী পুরোণো নয়। হয়তো মেকানিক্যাল কিছু ডিফেকট থাকতে পারে; কিংবা কিছু কারচুপি থাকতে পারে। আমরা লুঠের অকশান না করে প্রফেশনাল অকশানার এপ্রুভড বাই দ্যা ডি; জি; এস; এ্যাণ্ড ডি; ওদেরকে রিকোয়েষ্ট করছি যে, তোমরা এখানে এসে পাবলিক অকশান কর। আমাদের টাকা আমাদেরকে দিয়ে তোমাদের টাকা তোমরা নিযে যাও। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না এই সরকার এখানে কি কারচুপি করেছেন।

উনার প্রাক্তন গুরু যাকে উনি এখন দেখতে পারেন না নৃপেনবাবু যখন সেই অর্ডার দেন, উনাকে হয়রানি করার জন্য যেহেতু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হতে পারেন নি, এই প্রশ্ন এনে উনি আমাদের এই বয়বৃদ্ধ প্রায় অথর্ব লোকটার বিরুদ্ধে কোন এনকোয়ারি আমরা করি কিনা সেটা দেখার জন্য উনি করেছেন, সেটা উনি বলতে পারেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি বলেছেন ৬৪টা গাড়ী আমরা ভাড়া দিয়েছি, ৬৪টা না, দুটা ট্রাক সঙ্গে আছে, আমরা ৬৪টা গাড়ী ভাড়া দিয়েছি। উনাদের সময়ে ৮৭টা, ১০০টা, ১১৭টা পর্যন্ত জীপ ভাড়া ছিল। আমাদের সময়ে আমরা ৬৪টা জীপ ভাড়া নিয়েছি, যেহেতু আমাদের জীপ কনডেম, নূতন জীপ আমাদের নেই, তাই আমাদের সরকারী কাজের প্রয়োজনে আমরা ভাড়া নিয়েছি। ওদের সময়েও নিয়েছেন। এটার কি অর্থ এই যে নৃপেনবাবুর সময়ে ১০২টা গাড়ী কেন ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, আমি তোমাদের লাইন দেখিয়ে দিচ্ছি, ডিরেক্ট কিছু বলতে পারি না, তোমরা তদন্ত কর।

শ্রী নকুল দাস (রাজনগর) :— স্যার, আমাদের তো আরও বক্তা রয়ে গেছে। এই ভাবে যদি —

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— বসেন, বসেন, আমাকে তো চার্জ্জ করেছেন শুনে যান।

শ্রী নকুল দাস :— স্যার, এই ভাবে যদি চলে তাহলে সব বক্তারা কাভার হবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— দেখা যাবে সময় থাকলে পরে।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য বিমলবাবুর অবগতির জন্য জানাচ্ছি, টি,আর,পি,-৭১ নম্বর গাড়ীটা জীপ নয়,, সেটা একটা ওয়ান টনার ট্রাক,, সেটা কনডেম ডিক্লেয়ার করা হয় নি। সেটা বহাল তবিয়তে পুলিশের ডিউটি করছে। কখনও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডিউটি করছে,, কখনও আমার সঙ্গে ডিউটি করছে,, সেই গাড়ীটা এখনও আমরা কনডেম করি নি। উনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি; কনডেম যদি করে থাকে উনি কাগজ দিক সেই গাড়ী কনডেম করা হয় নি। উনি ট্রাককে জীপ বানিয়েছেন,, কারণ ওরা হাতিকে মাঠে নিয়ে যায় করাপশনের সময় সেই ভাবে তারা করাপশ্যান করেছেন। কাজেই ট্রাককে ওরা জীপ বানাবেন,, কতক্ষণ পরে রিকসা বানাবেন এটা স্বাভাবিক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অন্যারেবল মিনিষ্টার।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : — স্যার, আমাকে আরও ১০ মিনিট সময় দিন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সবচেয়ে মারাত্ব অভিযোগ রিগিং মাষ্টার বিমল সিনহা যেটা করেছেন সেটা হলো নাগল্যাণ্ডের ইলেকশানের সময় এখান থেকে ১৫টা ট্রাক এবং দুটা জীব পাঠিয়েছি। এখানে হিসাবে মাননীয় সদস্য বিমল সিনহা ভুল করেছেন। ১৫টা ট্রাক ঠিকই আছে এবং ত্রিপুরা থেকে তার সঙ্গে দুটা জীপ নয়, তিনটি এ্য মবেসেডারও গেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ১৫টা ট্রাক আর ৩টা আম্বেসেডার গাড়ী দিয়েছে এই সরকার নাগাল্যাণ্ড সরকারকে। নাগাল্যাণ্ড সরকার এইখান থেকে নির্বাচন কমিশনারের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সি, আর, পি; এফ, এবং আসাম রাইফেল্‌স পাঠিয়েছিলাম। সেই গাড়ী ভাড়ার খরচ নাগাল্যাণ্ড নির্বাচনী বিভাগ ৪ লক্ষ ৩৫ হাজারি টাকা আমাদের দিয়েছে গাড়ী ভাড়া হিসাবে। সেখানে রিগিং করতে যায়নি। সন্তোষমোহন দেব রিগিং মাষ্টার নন, রিগিং মাষ্টার হলেন আমর ভাই সহোদর অনিল সরকার, বাদল চৌধুরী, বিমল সিন্‌হা, তারা হলেন রিগিং মাষ্টার। ইনজীনিয়ারিং কলেজ সম্পর্কে একটি ঘটনা, দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। ও দিয়ে ওরা তোলপাড় করেছে। আমি ওদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, এই যে ৭৫টি ঘটনা তাদের আমলে হয়েছিল, ইনজিনীয়ারিং কলেজ হোষ্টেলের ভিতরে ট্রাইবেল মেয়েদের দিয়ে রেপ করা হয়েছে, ওদের আমলে ৪টি ছেলেকে খুন করা হয়েছে, ওদের আমলে জীবানিয়া ব্লক চৌমুহনীকে আটাক করা হয়েছে। তখন তারা কোথায় ছিল ? তখন কি মুখে কুলুপ এটে রেখেছিল নাকি ঘোমটা দিয়ে রেখেছিল। তাদের ১০ বৎসরে ৭৫টি ঘটনা হয়েছে, তার মধ্যে নারী নির্যাতন, খুন রাহাজানি সবকিছু আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেকারদের কথা বলেছেন। ওদের চোখে মরিচের গুড়ো দিলেও জল আসেনা। যেদিন ত্রিপুরা থেকে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতা থেকে যায়, আমরা বেকার দিয়ে গিয়েছিলাম ৫২ হাজার ৫৭ জন। ওদের অত্যন্ত আস্থাভাজন, বিশ্বাসী অ্যামপ্লয়মেণ্ট অফিসার এস, বি, চক্রবর্ত্তী উনারা বসিয়ে গেছেন, উনার সিগনেচার করা কাগজ থেকে আমি দিচ্ছি উনি আবার নৃপেনবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। স্যার, যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার ক্ষমতা নিয়েছেন, আমরা দিয়েছিলাম এই সমস্ত অকৃতজ্ঞ, পাপীদের ৫২ হাজার ৫৭ জন ওরা আমার মুখ্যমন্ত্রীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিল ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫৪৮ জন। ওরা আবার বেকারের কথা বলে ? ওরা স্যার, ধর্ষণের কথা বলে। ধর্ষণের জবাব কি দেব ? স্যার, আগরতলায় আমার মা বোনেরা আছেন, যেসমস্ত যুবকরা আছেন দর্শক গ্যালারীতে তারা বলতে পারবেন সন্ধ্যার পর কামানচৌমুহনীতে মাননীয় অনিলবাবু পতিতাদের ইণ্ডাস্টি স্থাপন করেছিলেন। আখাউড়া রাস্তায়, নৃপেনবাবুর বাড়ীর সামনে পতিতাদের বসে থাকতে দেখা যেত। ওদের আমলে ইণ্ডাস্টি মিনিষ্টার অনিল সরকার পতিতাদের একটা ইণ্ডাস্টি স্থাপন করেছিলেন। আজকে তা দেখা যায়না।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ওরা যখন বলে তখন সময়ের দরকার হয় না।

ওরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখে গেছেন তার জবাব নিশ্চয়ই দিতে হবে।

মি ডেপুটি স্পীকার :— আপনাদের সময় আপনারা পাবেন।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি প্রস্তাব করছি বিরোধীরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছেন তার যে সমস্ত জবাব আমি সহ মন্ত্রীদের দেওয়া দরকার যতক্ষণ ততক্ষণ পর্য্যন্ত হাউস বর্ধিত করা হোক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা বসুন, আমি বলছি আপনারা ৮০ মিনিট সময় পেয়েছেন এর মধ্যে যারা বলেছেন ব্রজমোহন ১৫ মিঃ, অনিল সরকার ২৫ মিনিট, মাখন চক্রবর্ত্তী ১০ মিনিট। এ ছাড়া বাকী যে সময়টা আছে সে সময়টা আপনারা পাবেন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী দলের কাণ্ডজ্ঞানহীন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলা, ও রাজ্যের আদালত সম্পর্কে বলেছেন —

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনি আপনার বক্তব্য কনক্লুড করুন এবং আড়াই মিনিটের মধ্যে শেষ করার চেষ্টা করুন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— করছি স্যার, ওদের এই হাউসে খুনী কেইসের আসামী আছেন বিরোধী দলের বিমল সিনহা, জীতেন সরকার, আবার আইন শৃঙ্খলার প্রশ্ন ওরা ক্রিয়েট করেছেন। কমলপুর কেইস নাম্বার ৬ (৯) ৮৮, আণ্ডার সেকশান ৩০০, ২৮৬ বিমল সিনহা আসামী। কমলপুর পি, এস, কেইস নাম্বার ৭ (৯) ৮৮ আর্মে বে-আইনী অস্ত্র —

শ্রী বিমল সিনহা :— স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে তথ্য দিয়েছেন, তা তিনি আজকে যে কোন কোর্টের ত্রিপুরা রাজ্যের পুরাণ কোর্টের, ওনার ছাত্রাবস্থা থেকে শুরু করে কোর্টের সমস্ত রিপোর্ট আনা হোক, মার্ডার, রেপ, ডাকাতি কোনটাতে উনি নাই, এইটা প্রমান করুন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমার নামে মার্ডার, রেপ, ডাকাতির কোন কেইস যদি কোন

আদালতে তিনি একটাও এনে দিতে পারেন তাহলে আমি বিধায়ক পদ ছেড়ে দেব। ওনার সম্পর্কেতো কেইস আছে। জীতেন সরকার আর একজন। আমরা চাইছি ন্যায় বিচারের স্বার্থে গণতান্ত্রিক স্বার্থে বিচার ব্যবস্থা ত্বরান্বিত হোক এবং তার জন্য এই সরকার বিভিন্ন জায়গায় নূতন আদালত করেছেন, অফিসারদের বেতন বৃদ্ধি করেছেন। কোর্ট বিল্ডিং আমরা নূতন করেছি, হাইকোর্ট আমরা নূতন করেছি। আমরা তাদের গাড়ী দিয়েছি, আমরা এইগুলি করেছি আর উনি বিধায়ক হয়ে উনিই আইন প্রনয়ন করেছেন, কোর্ট থেকে শমন পাওয়ার পরেও তিনি আদালতে উপস্থিত হচ্ছেন না। কাজেই স্যার, এই গুলি যদি কোর্টের উপর খবরদারী করা হয় তাহলে আমি গর্বের সঙ্গে এই হাউসে দাঁড়িয়ে বলছি এই ধরণের খবরদারী আমি করব। গোহাটী হাই কোর্ট বা সুপ্রীম কোর্ট আমাকে দেখাবেন না।

আপনার ত আমার মুহুরী হওয়ার যোগ্যতা নাই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতির জন্য, ত্রিপুরার পাহাড়ী-বাঙালীর উন্নতির জন্য যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী এই হাউজে ১৯৮৯-৯০ সালের যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। সমর্থন করতে পারছিনা এই কারণে যে, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই ত্রিপুরা রাজ্যে ৫৩টি নারী ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। গত ৫ই জানুয়ারী এই বিধানসভার ফ্লোরে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেছেন যে, এই ৫ই জানুয়ারী পর্যান্ত ত্রিপুরা রাজ্যে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ৩৭টি নারী ধর্ষিতা হয়েছেন। আর আজ পর্য্যান্ত ৫৩টি নারী ধর্ষিতা হয়েছেন এই জোট সরকারের রাজত্বে। স্যার, আমরা দেখছি এই ধর্ষণের ঘটনাগুলিতে খোয়াইর উজান ময়দানের গণ ধর্ষণ, বিলোনীয়ার অর্জুন নাগের স্ত্রী স্বপনা সরকার এর বোন বিপুলা সরকার, সুষমা বৈষ্ণব, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি আছে। যার মধ্যে ১৩ বছরের স্কুলের মেয়ে থেকে শুরু করে ৬৫ বৎসরের বৃদ্ধা পর্য্যান্ত আছেন যারা কং(ই) দুস্কৃতকারীদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছেন।

শ্রী দীপক নাগ :— পয়েন্ট অব্ অর্ডার স্যার, মাননীয় স্পীকারের রুলিং ছিল যে, ধর্ষণের ব্যাপারে কোন কথা বললে তার তথ্য প্রমাণ দিতে হবে। কাজেই যখন কোন তথ্য প্রমাণ দেওয়া হচ্ছেনা তখন এটা কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হউক।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা আগেই বলেছি যে, এ সমস্ত কেইসের যদি এফ, আই, আর নাম্বার থাকে তাহলে উল্লেখ করতে হবে আর না হয় একস্‌পাঞ্জ করতে হবে।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— স্যার, এই ব্যাপারে হাই কোর্টে কেইস আছে। বিভিন্ন থানাতে এফ-আই, আর করা আছে কিন্তু পুলিশ কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :— গত ১১-৩-৮৯ ইং খোয়াইতে ধলাবিলের শ্রীমতি প্রিয়বালা দেববর্মা, ১৮ বছর, চিত্ত দেবনাথের দ্বারা ধর্ষিতা হয়েছেন। থানায় এফ-আই, আর করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এখন হাউজে নাই, এই প্রিয়বালাকে যে ধর্ষণ করেছে সে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নির্বাচনের সময় বডি গার্ড ছিল। আজকে সারা দেশে নারীদের মর্যাদা ভূলুন্ঠিত। শুধু এই ত্রিপুরা রাজ্যে না, কংগেস শাসিত যে বিহারে, মধ্যপ্রদেশের প্রভৃতি রাজ্যে হরিজন মহিলারা পর্য্যন্ত এই দুস্কৃতকারীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছেনা। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে আগেও এই হাউজে এই ধর্ষণের ঘটনা উঠেছে কিন্তু এই ধর্ষণের ঘটনা লোকসভাতেও আলোচনা হয়েছে সুপ্রিম কোর্টে রায় হয়েছে যে যদি কোন নারী ধর্ষিতা হন তা হলে তিনি তার ধর্ষণের ঘটনা মুখ খুলে বলতে পারেন না। কাজেই এটা পুলিশের ডিউটি এটা বের করা। সুপ্রিম কোর্ট সেটা পরিস্কারভাবে বলেছে। কাজেই এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে সকল ধর্ষণের কেইস হচ্ছে তার কয়টা কেইসের আসামীকে পুলিশ ধরতে পেরেছে ? বরং যারা এই ধর্ষণের বিরুদ্ধে লড়াই করছে প্রতিবাদ করছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর উস্কানীতে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজানো হয়েছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে।

স্যার, আমরা দেখেছি যে, সারা ভারতবর্ষের যদিও রাজীব গান্ধী ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস (আই)-র সভাপতি, নারীদের মান-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য বার বার বলেছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ করেছি যে, সতী দাহের নামে আজকে রাজস্থানে যেখানে জীবন্ত মেয়েদের পুড়িয়ে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। অথচ ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী রূপ কানোয়ারকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার ঘটনার ১৫ দিন পরে একটা বক্তব্য রেখেছিলেন। ১৫ দিন পরে কেন বক্তব্য রেখেছিলেন ? এইভাবে দেখা যায় সারা ভারতবর্ষে রাজীব সরকার সামন্ত প্রভুদের কাছে আত্মসমর্পন করে জাত পাতের যে গোষ্ঠীগুলি রয়েছে, যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি রয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবাদী যে শক্তি রয়েছে, মোল্লাবাদী যে শক্তি রয়েছে তাদের

উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আজকে চলবার চেষ্টা করছেন, নিজের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্যে চেষ্টা করছেন।

স্যার, আমরা দেখেছি এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই নারীদের মর্য্যাদা যেমন লুন্ঠিত হয়েছে তেমনি আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে শ্রমিকদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করা হচ্ছে। এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার ১৩ মাসের মধ্যে।

স্যার, এই জোট সরকার আসার পরে রাবার বাগানের শ্রমিকরা কাজে যেতে পারছেনা। মিথ্যা মামলা সাজিয়ে বাগিচা শ্রমিকদের, গুদাম শ্রমিকদের হয়রানি করছে কিছু কংগ্রেস-(ই) নামধারী গুণ্ডারা এরা তাদের কাজে যেতে দিচ্ছে না তাদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করছে। মিথ্যা মামলায় তাদের হয়রানি করছে, থানার লক-আপে এনে তাদের প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হচ্ছে। এই পর্য্যন্ত ২৫টি ট্রেড ইউনিয়নের অফিস জোর করে দখল করা হয়েছে। অথচ পুলিশের কাছে এফ, আই, আর, করেও কোন এ্যাকসান হয়নি। স্যার, এই ধরণের অনেক ঘটনাই ঘটছে, বিস্তৃতভাবে বলার সেই সুযোগ নাই।

গত ৬.১.৮৯ খয়েরপুরে গোপাল ঘোষ এবং ইন্দ্রজিৎ দাসকে মারাত্মকভাবে আহত করে গোপাল ঘোষকে সেখানে খুন করা হয়। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন ইন্দ্রজিৎ দাস। তাকেও ছুরি মারা হয়েছিল। তাছাড়া এই প্রত্যক্ষদর্শী ইন্দ্রজিৎ দাস যাতে সাক্ষ্য না দিতে পারে তার জন্যে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা সাজিয়ে তাকে এরেষ্ট করা হয়েছে।

স্যার, এই ধরণের আরেকটা আছে, গত ১৫,৫,৮৮ইং তারিখে বিলোনীয়ায় মনীন্দ্র দাসকে, তিনি একজন দীন মজুর কংগ্রেস (ই) নামধারী গুণ্ডারা খুন করেছে। থানায় এফ, আই, আর, করা হয়েছে। অথচ পরবর্তী সময়ে দেখা গেল যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পরামর্শে সে আত্মহত্যা করেছে বলে পুলিশ প্রচার করেছে। তারপর এফ, সি, আই,—এর শ্রমিক নেতা ধরমকুমার দাস এবং তার পুত্রকে ফল্স কেইসে এরেস্ট করেছে আমতলী পুলিশ। ৬,৫,৮৮ইং বিলোনীয়ায় কংগ্রেস (আই) সমাজ বিরোধীরা কলসীমুখ রাবার বাগানের শ্রমিকদের প্রচণ্ডভাবে মারপিট করেছে। বাইখোরা পি, এসএ এফ, আই, আর, করা হয়েছে। কিন্তু কোন একসান বা কোন কাজ হয়নি। তারপর ১৩,৫,৮৯ইং অচিনপুর বাজারে অতুল দেবনাথকে মারধোর করা হয়েছে। ১৭জন রাবার বাগানের শ্রমিককে কাজে যেতে বাঁধা

দিচ্ছে। রাঙ্গনগর পুলিশকে জানানো হয়েছে। এফ, আই, আর, করা হয়েছে, কিন্তু কোন একশান হয়নি।

২০,৫,৮৮ মেলাঘরে জুটমিলের কর্মী ভরতমুনী নোয়াতিয়াকে প্রচণ্ডভাবে মারধোর করা হয়েছে। সে তার অসুস্থ মাকে দেখতে গিয়েছিল হাসপাতালে। এইভাবে কৈলাশহরে সি, আই, টি, ইউ, রাজ্য সম্পাদক, প্রবীন সি, আই, টি, ইউ, নেতা শক্তি প্রসন্নকে তারা বাসায় গিয়ে আক্রমণ করেছে। কারণ তিনি যুব কংগ্রেসের কর্মীদের কথা মত ক্রিক্রিয়াকর দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ১৫.৫, ৮৮ইং চড়িলাম হতে বিশ্রামগঞ্জ যাবার পথে বাসে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, ৭৫ বৎসর বয়সের প্রবীন দুর্গাদাস সিকদারকে কংগ্রেস (আই) নামধারী গুণ্ডারা আক্রমণ করে আহত করেছেন।

গত ২৩-৩-৮৯ইং তারিখে কৈলাশহর রোডের মরোজনী বাগানের শ্রমিক অমূল্য মুণ্ডা নামে জনৈক শ্রমিক কংগ্রেস (আই) সমাজদ্রোহীদের হাতে খুন হন। স্যার, আরও আগে চাফলং বাগানের শ্রমিক নেতা শ্রী গৌরাঙ্গ তাঁতীকে হত্যা করা হয়েছিল।

স্যার, সমগ্র দেশে তথা সমগ্র ত্রিপুরাতে একটা অস্থিরতা চলছে। স্যার, আপনি হয়ত লক্ষ্য করেছেন যে, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ এমন বেড়েছে যে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর আমলে এখন পর্যান্ত ১৮৮টি সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে। এই রাজীববাবু ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য জাত-পাত, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে আজ হাত মেলাচ্ছেন। রাজীববাবু নিজের ঘরটিকে সাজাবার জন্য দুদিন বাদে-বাদেই মুখ্যমন্ত্রী পাল্টাচ্ছেন। আজ যিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রী, আগামীকাল তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছেন। আবার পরদিনই তিনি আবার রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে গেলেন। এভাবে তিনি একের পর এক অনেক নেতাকে আনা-নেওয়া করছেন। এভাবে তিনি দলের সমূহ ভাঙ্গন রোধ করছেন।
স্যার, আমি একটা ছোট গল্প বলতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য ৫টা বেজে গেছে।
এগ্রিকালচারের মিনিষ্টার এবং মুখ্যমন্ত্রীর জরুরী ভাষণ আছে। উনাদের ভাষণ শেষ হলেই আজকের মত সভার কাজ শেষ হবে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, মাননীয় সদস্যকে উনার বক্তব্য শেষ করার জন্য আমি আপনার কাছে অনুরোধ রাখছি। উনাদের বক্তব্য আগামীকাল শোনা যাবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামীকাল কি করে হতে পারে? আগামীকালের কর্মসূচী তাহলে পাল্টাতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আগামীকাল সময় এড্জাস্ট করা যাবে না।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, আমি আবার অনুরোধ করছি, আগামীকাল টাইম এডজাস্ট করে মাননীয় মন্ত্রীদের বক্তব্য রাখার একটা সুযোগ দিন। আমরা বলছি যে উনাদের বক্তব্য আমরাও শুনতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার কর্মসূচী অনুযায়ী উনারা বক্তব্য রাখবেন। আগামীকালের জন্য এটা পাল্টানো যাবেনা। এখন জবাবী ভাষণ দিবেন মন্ত্রীরা।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, উনি তো এখনও বক্তৃতাই শুরু করেন নি, উনার যা বলার আগামী কাল বলুন আমাদের কোন আপত্তি থাকবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্যার সদস্য, হাউস এ্যাক্সেপটেডওে। অতএব, উনাকে বলার সুযোগ দিন।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, ৫টা তো বেজে গেছে, হাউস কতক্ষণ চলবে, তার কোন নিশ্চয়তা নাই, বরং উনি আগামীকাল বলুন, আমাদের তাতে কোন আপত্তি থাকবে না।

শ্রী রবীন্দ্র দেববর্মা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— আগামীকাল তো কাট মোশানের উপর ডিস্কাশন শুরু হবে, কাজেই আজকে জেনারেল ডিসকাশন করার যেটুকু আছে, সেটুকু শেষ করা দরকার।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— স্যার, আপনি বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি ডাকুন, তাতে টাইম এলট করা যাবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, অলরেডী দি হাউস এ্যাক্সেপ্টেড্ দি টাইম, সো, দেয়ার ইজ নো রিজন টু কল ফর বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটি। মাননীয় সদস্য, রুদ্রেশ্বরবাবু, আপনার কি

আর কিছু বলার আছে ? বলার থাকলে, শীঘ্রই আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :-- স্যার, আমি যে কথা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা হল আমাদের দেশে এক প্রকার জন্তু আছে, চতুষপদ জন্তু, সে ৪ পা উপরের দিকে দিয়ে চিত হয়ে শুয়, সে মনে করে এত বড় একটা আকাশ, তার কোন খুঁটি নেই, অথচ একটা চালা ঘরেরও মুলিবাঁশের হলেও ৪টা খুঁটি থাকে। কাজেই আকাশ যদি ভেঙ্গে পড়ে, তাহলে শ্বাস কষ্ট হয়ে চাপা পড়ে সে মরে যাবে, একাই সে ভাবে। কাজেই সত্যিই যদি আকাশ ভেঙ্গে পড়ে তাহলে সেটাকে আর তার ৪ পা দিয়ে আটকে রাখা যাবে না। স্যার, এটা যদি আন-পার্লামেন্টারী না হয়, তাহলে আমি এটার নাম বলতে পারি—এটার নাম হল শূয়র, শূয়র চার পা উপরের দিকে দিয়ে শুয়। আজকে সারা ভারতের মধ্যে যে অবস্থা চলছে, তাতে আমাদের রাজীব বাবুরও একই অবস্থা, তখন এই রাজ্যের চার পায়ের জোট সরকারকেও সে আর আটকিয়ে রাখতে পারবে না। একথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :— (মন্ত্রী) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাই। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আগামী বছরের জন্য ৫১৪ কোটি ৪৫ লক্ষ ৩ হাজার টাকার বাজেট পেশ করেছেন, এই বাজেট অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক এবং উৎসাহ ব্যঞ্জক, কারণ এই বাজেটের দ্বারা আগামী আর্থিক বৎসরে এই রাজ্যের একটা নতুন দিগন্ত খোলে যাবে, ত্রিপুরাতে একটা নতুন অর্থনৈতিক বুনিয়াদের সৃষ্টি হবে, এই বাজেটের মধ্যে যে পরিমাণ টাকা ধরা হয়েছে, এটাই তার প্রমাণ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনারা বসুন বিতর্কের প্রশ্ন নয়। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বক্তব্য শেষ করার পরেই আজকের সভার কাজ শেষ হবে।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনারা যে সমস্ত কথা বলেছেন সে গুলির জবাব আমাদের দিতে হবে।

(গণ্ডগোল)

(বিরোধী সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ)

বাজেট এই বাজেট খুবই আশা ব্যাঞ্জক এবং জনগণের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। এর নীট রেজাল্ট হবে আগামী দিনের ত্রিপুরাকে আমরা নূতন ভাবে গড়াতে পারব এবং বাজেটের সুফল ত্রিপুরা রাজ্যে প্রতিটি নাগরিকের কাছে পৌঁছবে। এটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। স্যার, আমরা ক্ষমতায় এসেছি মাত্র এক বছর হয়েছে। গত বছরও আমরা বাজেট প্লেস করেছিলাম। কিন্তু এটা আমাদের ছিল না। সেই বাজেট ছিল বামফ্রন্ট সরকারের রচিত। সুতরাং সেই বাজেটে আমরা খুব বেশী সুফল দেখাতে পারিনি। কিন্তু, এই বারের বাজেট আমরা নিজেরা তৈরী করেছি। তবুও গত বারের বাজেটে আমরা নূতন সংযোজন করেছিলাম এবং কিছু সাফল্য আনতে পেরেছি। এই বারের বাজেটে আমরা নূতনত্ব আনতে পেরেছি। স্যার, আমি কতগুলি ফিগার তুলে ধরছি। কৃষিতে তুলনামূলক ভাবে যে হিসাব পাওয়া গেছে তাতে গত বছর, ৮৭-৮৮ ইং সনে উৎপাদন ৪.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন ছিল। এবারে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪.৫৭ লক্ষ মেট্রিক টন, প্রায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন আমরা বাড়াতে পেরেছি। গমের ক্ষেত্রে ৮৭-৮৮ ইং সনের ছিল ৫ হাজার ১০০ মেট্রিক টন, ৮৮-৮৯ইং সনে আমরা ৫.৬০০ মেট্রিক টম উৎপাদম বাড়াতে পেরেছি। সামার ভেজিটেবলস ক্ষেত্রে ৮৭-৮৮ ইং সনে ছিল ৭১ হাজার মেট্রিক টন, ৮৮-৮৯ ইং সনের আমরা ৮০ হাজার মেট্রিক টন উৎপাদন করতে পেরেছি শীতের সব্জির ক্ষেত্রে ৮৭ ৮৮ইং সনে ছিল ১.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন, ৮৮-৮৯ইং সনে, আমরা ১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন করতে পেরেছি আলুর উৎপাদন গতবার ছিল ৪২ হাজার মেট্রিক টন, এবার আমরা উৎপাদন করতে পেরেছি ৫০ হাজার মেট্রিক টন। স্যার, এই সমস্ত সাফল্যের পেছনে আমাদের কতগুলি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা কাজ করেছে। যেমন, এবার আমরা এবার ২৫৬৪ হেক্টর পতিত জমি উদ্ধার করেছি এবং এই বিরাট পরিমাণ জমি আমরা চাষের আওতায় আনতে পেরেছি। এই সমস্ত কারণেই এবারে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাছাড়া ফারটিলাইজার কনজাম্পশন এর আগে ছিল প্রায় ২২ কেজি, এবার বার হেক্টর, আমরা পার হেক্টর ২৭ কেজি, নিয়ে এসেছি। আমরা আরেকটা পরিকল্পনা চালু করেছি সেটা হচ্ছে স্পেসিয়াল রাইস প্রডাকশান প্রগ্রাম। এটা আমরা ৯টা ব্লকে চালু করেছি। এতে প্রতিটি ব্লকে ৫ হাজার কৃষক উপকৃত হয়েছেন এবং ৯টা ব্লকে মোট ৫০ হাজার পরিবার উপকৃত হয়েছেন। এর মধ্যে আমরা সাবসিডাইজড রেটে সার দিয়েছি, উন্নত মানের ধানের বীজ দিয়েছি, ৫০ পার্সেন্ট ভর্তুকিতে পাম্পসেট দিয়েছি, মিনিকীটস, ঔষধও আমরা দিয়েছি।

এই বছর বিভিন্ন ব্লক থেকে ৪৫ জন উদ্যোগী কৃষককে আমরা দিল্লীতে পাঠাচ্ছি, তাঁরা প্রায় তৈরী হয়ে গেছে। দিল্লীতে এই যে জাতীয় কৃষি প্রদর্শনী হচ্ছে সেখানে তারা যাবেন এবং দেখবেন সমগ্র দেশে কৃষিতে কি কি নূতনত্ব এসেছে, কি রকম রাজ্যগুলিতে উন্নতি ঘটেছে কৃষি ক্ষেত্রে, কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লব এনেছে ভারতবর্ষে, সেগুলি আজকে আমরা কৃষকদের দেখার সুযোগ করে দিচ্ছি। এর জন্য আমাদের কয়েক লক্ষ টাকা খরচ হতে যাচ্ছে। এইটা এস, আর, পি, পি, আইটেমে আমরা রেখে দিয়েছি এবং সেটা শুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া এবার আমরা কিছু ফল চাষী এবং সবজী চাষী তাদের পশ্চিম বাংলায় যে সমস্ত জায়গায় ভাল সবজি ফলন হয় সেই সমস্ত জায়গায় সবজী চাষীদের আমরা দেখাবার জন্য নিয়ে যাচ্ছি। যারা আনারস চাষ করেন এবং অন্যান্য ফল চাষ করেন তাদের শিলিগুড়িতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এছাড়া ৫০ জন উপজাতি কৃষককে কেরালা এবং দিল্লীতে এই সমস্ত জায়গায় উন্নত প্রথায় চাষ হচ্ছে সেটা দেখানো হবে এবং শেখানো হবে। সেখানকার উন্নত চাষীদের সঙ্গে তাদের আলাপ করানো হবে। আলোচনার মাধ্যমে, মত বিনিময়ের মাধ্যমে যাতে তারা আরও উদ্বুদ্ধ হতে পারে। সামগ্রিক ভাবে আমাদের কৃষকদের দৃষ্টিভঙ্গী যাতে আরও উন্নত হয়, আরও সমৃদ্ধি হয় তার জন্য আমরা এই সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছি। ৫০ জন উপজাতি কৃষক কেরালা থেকে এখন দিল্লী গিয়ে পৌছেছে, সেখানে জাতীয় কৃষি প্রদর্শনীতে তারা এটেণ্ড করছেন, অনুষ্ঠান চলছে। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, অয়েল সিড প্রগ্রাম আরও তিনটা ব্লকে, উত্তর ত্রিপুরার ব্লককে এনেছি, তাতে আমাদের এক হাজার হেক্টার উন্নত ধরণের তৈল বীজের চাষ হচ্ছে। আমি নিজে গিয়ে দেখেছি খুব সুন্দর হয়েছে। সমগ্র উত্তর ত্রিপুরায় এখন সম্ভের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত নূতনত্ব আজকে ত্রিপুরার কৃষকদের কাছে আশীর্বাদ। এটা খুব উৎসাহ জনক এবং উদ্দীপনা তাদের কাছে আমরা লক্ষ্য করছি এবং তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। কৃষি দপ্তর আগে তার চাহিদাগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, বি, এল, ডবলিউ, কৃষককে চিনত না, কৃষকেরাও বি, এল, ডবলিউকে চিনত না মাননীয় সদস্য আজকে প্রশ্ন করেছেন যে, বি, এল, ডবলিউ ষ্টোরের অবস্থা কি? এই বি, এল, ডবলিওর চেহারা আমরা দেখেছি, তার কোন বেড়া ছিল না, তার কোন নিরাপত্তার ব্যবস্থা ছিল না। বৃষ্টির সময় আমরা দেখেছি অফিস থেকে অনেক ঔষধ কাছাকাছি নর্দমায় পড়ে যেতে অথবা কিছু পচে অনেক গাছ নষ্ট হয়েছে। এই রকম অনেক অভিযোগ করেছেন, আপনারা এই ঘর বি, এল, ডবলিউর অফিসের জন্য ভাড়া নিলেম কিন্তু আমাদের গাছ সব মরে যাচ্ছে এই সমস্ত অভিযোগ করেছেন। হতে পারত, আরও ডেনজারাস কিছু হতে পারতো, কারণ তার পাশাপাশি আরও বাড়ী আছে, শিশু, ছেলে মেয়েরা আছে তাদের স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারতো, এই ধরণের করে রাখা হয়েছিল। মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এবার এই জোট সরকার আসার পর আমরা হিসাব করে দেখলাম যে, গত ৫ বছর ধরে কোন মেরামতের কাজ হয়নি। কোন কৃষি দপ্তরের অফিসে ভাল ঘর নেই, একেবারে ভেঙ্গে চুরে শেষ অবস্থায় মার্কেটের শেডগুলি

ভেঙ্গে একেবারে একটা বিরাট মৃত্যু খাদের মত অবস্থা অর্থাৎ সবই আমরা একটা বিরাট সংকটের মধ্যে দেখতে পেলাম। এবারবার আমরা ৬ হাজার মেট্রিক টন, তার মানে ১২ গুণ আমরা শুধু সিমেন্টাই এনেছি। কাজেই যে আবর্জনা সেটা পরিস্কারের কাজ চলছে। যদিও আমি জানি এই আবর্জনার স্তুপ এক বছরে পরিস্কার করা সম্ভব না তবে তাদের কাজের ১১ গুণ কাজ বেশী করে, আমরা যে আবর্জনা সরানোর ব্যবস্থা করেছি প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা কৃষক তা অনুভব করছে. এইটা আমাদের বাড়িয়ে বলার কিছু নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রাইবেল এলাকাতে সবজী চাষের জন্য আমরা একটা স্কীম এনেছিলাম, তাদের যে বাজেট সেই বাজেটে এইটা ছিলনা। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সবজী চাষের জন্য ১ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা এনেছিলাম। এইবার সেই চাষ করেছিল। সালনায়ার মত জায়গাতে, খেদাছড়ার মত জায়গাতে সেখানে সবজী চাষ হয়েছে। কালকে নর্থ ত্রিপুরার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে এসে বললেন যে, আমি ১০ হাজার টাকা নিয়ে খেদাছড়াতে গিয়েছিলাম খয়রাতি সাহায্য দেওয়ার জন্য। কেউ নিলনা স্যার। ডি, এম, অবাক হয়ে গেছেন তারা বলেছে যে, আমরা সাহায্য নেবনা, আমরা ত ১ হাজার ১০ হাজার কেজি করে আলু পেয়েছি। আমাদের আরও জমি উদ্ধার করে দাও, তাহলে আমরা গ্রহন করব, খয়রাতি আমরা চাইনা। আমরা আর ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে থাকতে চাইনা। ডি, এমকে বলেছে ট্রাইবেলরা। ডি, এম, এসে আমাকে বলল স্যার, এস, ডি, ওকে একটা প্রমোশন দিয়ে দিননা। সেখানে শুনেছি হাজার হাজার মানুষ বুভুক্ষু থাকত, সেখানে এসে একজন বিপ্লব করে ফেলেছে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে দিয়েছে, তারা প্রতিবাদ করতে শিখেছে খয়রাতি দিয়ে কাজ হয়না। এইটা কি করে সম্ভব হল? ডি, এম, বলছেন একটা প্রমোশন দেওয়ার জন্য। স্যার, আমি বলেছি সবচেয়ে ভাল পুরস্কার দেবে কৃষকরাই। সবচেয়ে ভাল বিচারক কৃষকরাই। আমি দেখেছি খোয়াইতে যখন কৃষক সম্মেলন হল, সেখানে অনেক ভাল কৃষককে পুরস্কার দিলাম, হঠাৎ করে একজন কৃষক এসে বললেন যে, অরুণ কর থাকলে ভাল হয়। বললেন যে, আপনার পুরস্কার বন্ধ করুন; এখন আমরা পুরস্কার দেব তারপর একজন ভি, এল, ডব্লিউকে পুরস্কার দিতে হয়। এইটা হচ্ছে সর্বোচ্চ পুরস্কার। কাজেই আমাদের প্রথম কথা কৃষক। শেষ কথা কৃষক আর আগে চারি দেওয়ালের মধ্যে কৃষি ব্যবস্থাকে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে যার জন্য কৃষকদের দুরবস্থা ছিল। আজকে সেখানে যেসমস্ত কথা বলা হচ্ছে, যে খেতে পাচ্ছেনা, অনাহারে মরছে বা সন্তান বিক্রী করছে, এইটা আগে ছিল, উনারা আগের পৃষ্ঠা তুলে আনছেন। এখন আর এইসব নাই। আমি এইবার সালনায়াতে গিয়ে দেখলাম তারা ছনগুলি কেটে ফেলছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা ছনগুলি কেটে ফেলছ কেন? ওরা বলল, স্যার, আমরা পুড়ে ফেলব। আমি বললাম, কেন এইগুলি বিক্রী কর। তখন ওরা বলল, আগেত বিক্রী করতাম, এখন ত আলু বিক্রী করি। আগে ছন বিক্রী করার জন্য অমরপুরে বাজারে যেতে হত, তারপর সেগুলি বিক্রী করে ২ বেলার অন্নের সংস্থান হত না। আজকে আমরা আলু ৫০০টাকা ৬০০টাকার আলু ডেইলী

বিক্রী করছি। এখন আর আমরা ছন বিক্রয় করবনা, বরঞ্চ এইগুলি আমাদের সমান করে জায়গা করে দাও। এইবার গভর্ণর গিয়েছিলেন, গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোথায় ছিলে ? ওরা বলল, আমরা ত টিলার উপর ছিলাম। আবার যাবে ? না, যাবনা। গভর্ণর জিজ্ঞাসা করলেন, কেন যাবে না ? ওরা বলল যে, এই জমিতে প্রচুর টাকা আছে।

আমাদের টিলাতে এত টাকা নাই। কাজেই এই রাস্তাটা কে দেখাল ? এইটা সম্পূর্ণ নূতন রাস্তা এবং আমি বার বার বলেছি যে, কোন একটা নিরক্ষর পশ্চাদপদ সেই সমস্ত সাম্প্রদায়কে আমরা হয় উপদেশ দিই বা আমরা কোন কিছু শক্তি প্রয়োগ করি, আমি মনে করি এইটা উচিৎ না। তাকে উপদেশ দিতে নাই, তাকে কোন রকম ইমপোজিশন করতে নাই, ফোবসিবলি কিছু করতে নাই। তাদেরকে যেভাবে তাদের উন্নতি সম্ভব সেটা প্রেকটিক্যালী তার কাছে গ্রহণযোগ্য করে আমাকে দিয়ে দিতে হবে। আজকে এখন সত্যিতে তারা প্রচুর টাকা পাচ্ছে তারা নিজেরাই বলছে যে, এই জমি ছেড়ে আর যাবে না। এখন যদি বলি যে, এই জমিটা বাঙ্গালীর কাছে বিক্রী করবে না। আর আমরা আগে এই জমি ফলাতে দিলাম না, এই জমিতে তাকে ফসল করতে শিখালাম না, এই জমিটাকে সমান করে দিলাম না। তারপর বললাম, বাঙ্গালীর কাছে জমি বিক্রী কর কেন, তোমরা খেতে পাওনা কেন, কাজ কর, এই কর, হয়তো কেউ জোরে কথা বলতেন, কেউ গিয়ে হয়তো উপদেশ দিতেন, কিন্তু কোন কাজ হত না। এই রাস্তা আমরা ছেড়ে দিয়েছি এবং বাস্তব ব্যবস্থা নিয়েছি। আমাদের এই পরিকল্পনা সব চেয়ে নীচু স্তরে যারা আছেন তাদের কাছে পৌঁছে যাবে। আমাদের ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারের মন্ত্রী বলেছেন যে, কাঁচরাছড়া, লোনাছড়ার মত জায়গাতে কোন দিন কোন মিনিষ্টার যাবে কল্পনাও করতে পারেনি, আমি দুবার গিয়েছি। এখানে বিরোধী দল থেকে বার বার বলেছেন যে, রিমোট ট্রাইবেল এরিয়াতে কাজ পায় না টাকা পায় না। আমি গিয়ে দেখলাম যে, তারা কাজ করছে, আর কেউ বাঁশ বিক্রী করে না, ছন বিক্রী করে না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি কাজ করছেন ? ওরা বলল, আপনার কৃষি দপ্তরতো আমাদের দেড় লক্ষ টাকার কাজ দিয়েছে সমস্ত জমি সমান করতে বলেছে। এর পরে আমার কৃষি দপ্তরের একজন এসে আমাকে বলল যে, স্যার, এইটাতো জীবনে দেখিনি, বীজ দেবার সময় দুই একটা বীজ মাটিতে পরে গেলে মহিলারা বাচ্চাসহ সেগুলি খুজে নিয়ে গেছে। আগেতো সার দিলে এইটা নদীর জলে ফেলত বা বিক্রী করে দিত। আর যদি বীজ দেওয়া হত তাহলে তারা বিক্রী করে দিত, না হয় ভেজে খেয়ে ফেলত। এবার দেখলাম খুব যত্ন করে নিয়েছে। এই যে শিক্ষাটা, এই যে দৃষ্টভঙ্গিটা এইটা জোট সরকারের বাস্তব দৃষ্টি ভঙ্গি এবং এই জোট সরকারের এইটা সাফল্য, এইটা জনগণ স্বীকার করবে না। এতে কোন দ্বিমত থাকতে পারবে না। এখানে আমরা আর একটা প্রকল্প নিয়েছি, ফ্লো ইরিগেশান। আমাদের ত্রিপুরার ভৌগলিক অবস্থাটা কি ? প্রথমে টিলা তার পরে

সমতল, ফলে আমার সমস্ত জল আসছে টিলা থেকে সমতলে, টিলা আমাদের জলের উৎস এবং সেই জলগুলি সব বাংলাদেশে চলে যায়। আমার ফিল্ডে যান দেখবেন, সেখানে জল নাই, জলের অভাবে কৃষকরা দুইটা ফসল করতে পারে না। এইভাবে আমার ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আমরা জমিটাকে পরিমান মত তার লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাতে পারছি না। তাই আমরা ফ্লো ইরিগেশান নামে একটা নূতন জল সেচের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। যেখানে উৎস সেখানে এটা বসিয়ে নলে এনে পাইপ ধরে এনে একেবারে সমতলে ফেলে দেবে। এখানে আর অপারেটার লাগবে না, কোন কারেন্ট লাগবে না, সেখানে কোন রকম কোন কিছু দরকার নাই। শুধু জল নীচে নেমে আসছে, ওটা বাংলা দেশে যেতে পারবে না সেটাকে আমরা এনে জমিতে ফেলে দিলাম।

সারা জীবন ধরে চলতে থাকবে। কত জল চাই ? আমরা হিসাব করে দেখলাম ৫টা ডীপ টিউব-ওয়েলের যে শক্তি ১টা ফ্লো-ইরিগেশন সে জল দিতে পারে। তার খরচ মাত্র ১টা ডিপ টিউব-ওয়েলের সমান। কারণ জল নীচে নামবে এটা তার ধর্ম। আর আমি বললাম, নীচে থেকে উপরে তুলে তারপরে দেব, এর নাম পরিকল্পনা এটা হতে পারেনা। আমরা উত্তর প্রদেশ গিয়ে দেখলাম একটা বাঁধ দিয়ে নালা করে জল দেওয়া হচ্ছে, আর আমি এখানে এসে বললাম যে, আমাদের এখানে এটা করতে হবে, এটা হতে পারেনা। কারণ আমাদের রাজ্যের যে ভৌগোলিক পরিবেশ তার সঙ্গে মিল রেখে পরিকল্পনা করতে হবে। আমরা এই উত্তর প্রদেশ বা হরিয়ানার অনুকরণ করতে যাব কেন ? এবার আমি নিজে ৫ ঘন্টা বড়মুড়ায় গিয়ে একেবারে দেওয়ানছড়া, দুইবগলাই, দুই মতাই সবটা ঘুরেছি। শুধু মাত্র একটা জায়গায় পাওয়া গেছে দুই বগলাইতে এবং সেখানে কাজও শুরু হয়েছে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং গভার্ণরের সময়সূচী ঠিক করা হচ্ছে এবারই আমরা সেটা উদ্বোধন করব। এটার খবর পত্রিকায় পাওয়ার পর আমরা দেখলাম, আমাদের সমস্ত ইটের ট্রাক, সমস্ত বালির ট্রাক, সমস্ত রডের ট্রাক আটকিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারা করেছে ? দেখা গেল, মদন জমাতিয়া করছে। সে একদম সি.পি. এম. সে খুনও করতে পারে। গত ১০ বছর শুধু খুনই করেছে। এবারে দেখলাম উন্নয়নে বাঁধা দিচ্ছে। এবার জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসমস্ত করছে, বিরোধী সদস্যগণ থাকলে আমি বলতাম যে এই মদন জমাতিয়াকে বরদাস্ত করা হবেনা। আমাদের উন্নয়নমূলক কাজে তারা বাধা দেবে, জনগণের বিরুদ্ধে যারা যুদ্ধ ঘোষণা করবে, জনস্বার্থ বিরোধী কাজে লিপ্ত হবে তাদের সরকার বরদাস্ত করবেনা। ত্রিপুরার প্রতিটি নাগরিকের উন্নতির জন্য আমাদের সরকার যে-সমস্ত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে সেগুলির কোনটাই কোন শক্তির কাছে মাথা নত করে আমাদের সরকার বাতিল করবেনা, এটা আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল মিনিষ্টার, আপনার আর কতটুকু সময় লাগবে ?

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী) :— আর ১ মিনিট স্যার, মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমাদের কৃষকদের পণ্য যাতে সংরক্ষিত হয় এবং কৃষকদের সহায্যার্থে যে-সমস্ত ঔষধ, স্যার, বীজ, ইত্যাদি আছে সেগুলি যাতে সংরক্ষিত থাকে তারজন্য আমরা বিরাট কর্মসূচী নিয়েছি। তারজন্য ৯১টা, ৪০০ এবং ১০০ মেট্রিক টনের গুদাম তোলা হচ্ছে। ১টাও আগে করা হয়নি। মাননীয় সদস্য ঠিকই বলেছেন যে, এটা তাদের অত্যন্ত অপরাধ এবং এ সমস্ত কারণে কৃষকরা গত ১০ বছর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দেওয়া হয়েছে। এবার আপনারা জায়গায় জায়গায় দেখতে পারেন যে, বিরাট বিরাট গুদাম হচ্ছে। কতগুলি শেষ হয়েছে আবার কতগুলি আধাআধি হয়েছে এবং কতগুলি শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা বলেছি যে, এবার যদি সম্পূর্ণ না করা যায় তাহলে আগামী বছর হলেও এগুলি শেষ করা হবে। ১০ বছরের আবর্জনা এক বছরে শেষ নাও হতে পারে। তবু আমি উদ্যোগ নিয়েছি যাতে করে সময়মত কৃষকদের সার টাটকা ভাবে, সুন্দরভাবে সংরক্ষণ করে সময়মত পৌঁছে দিতে পারি। আমরা আরও উদ্যোগ নিয়েছি যাতে করে কৃষকদের পণ্য আমরা সংরক্ষিত করতে পারি এবং কৃষকদের জন্য বীজ এনে সংরক্ষিত করতে পারি। রাজ্যের সমস্ত কৃষক যাতে সুবিধা পান তারজন্য গোডাউনগুলি শুধু কমরেডদের সুবিধার জন্য যারা স্থান নির্বাচন করেছেন এখন সেভাবে না। কৃষকদের যেখানে যেখানে সুবিধা হয় সেই সমস্ত স্থানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবং কাজও শুরু হয়ে গেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এইবার আমরা ট্রাইবেল এরিয়াতে কতকগুলি পাওয়ার টিলার, ১০টার মত, সব্জি চাষের জন্য দিয়েছি। আগামীবারও আরো ২০টি পাওয়ার টিলার দেওয়া হবে। আমরা ২০টি পকেট বাছাই করে সেখানে জুমিয়াদের জমি সমান করে দেব। এবং জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করে দেব। এই সব জমিতে সব্জি ফলানো হবে। অতএব আগামী বছরে আমরা রেকর্ড পরিমান সব্জি উৎপাদন করতে পারব এবং এইভাবে ধীরে ধীরে রাজ্যকে স্ব-নির্ভরতার পথে আমরা নিয়ে যেতে পারব।

আপনারা জানেন যে, এখানে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে। আমাদের যেখানে সাড়ে পাঁচ লক্ষ মেঃ টনের মত খাদ্য দরকার সেখানে আমাদের উৎপাদন হচ্ছে চার লক্ষ ত্রিশ হাজার মেট্রিক টন। প্রায় সোয়া লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য আমাদের ঘাটতি রয়েছে। সেটা পূরণের জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

এইটা এমন নয় যে এইটা পূরণ করার জন্য আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অভাব রয়েছে, সেটা না। আমাদের এইখানে সেই সুযোগ রয়েছে। এইবার এই নতুন সরকার এইটাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যকে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। তারজন্য এই নতুন জোট সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। সেগুলি হচ্ছে—

(১) যে সমস্ত জমি পতিত রয়েছে, জংলা অবস্থায় আছে, সেগুলি উদ্ধার করা,

(২) জলসেচ সম্প্রসারণ করে সে জমিগুলিকে নির্দ্দিষ্ট লক্ষ মাত্রায় উৎপাদন নিয়ে যাওয়া,

(৩) যে-সকল কৃষক এখনো আধুনিক চাষে অভ্যস্ত নয় তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে নানাভাবে উন্নত পর্য্যায়ে চাষ পদ্ধতি শিখিয়ে দেওয়া।

এই তিনটি পদ্ধতিতে আমরা রাজ্যকে কৃষির দিক দিয়ে স্বনির্ভর করে তোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছি। এবং আমরা আশা করছি যে, এই পদ্ধতিতে আমরা আগামী পাঁচ বছরের মধ্যেই রাজ্যকে খাদ্যে স্বনির্ভর করতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আর বেশী বক্তব্য রাখছিনা। আমি এইটাই বলব যে, এই বাজেটের মধ্যে আমাদের এই সমস্ত লক্ষ রয়েছে এবং এই সমস্ত উদ্দেশ্য রয়েছে। এইজন্য আমরা এই বাজেটকে জনগণের স্বার্থে পেশ করছি এবং জনগণের স্বার্থেই এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— অনারেবল চিফ মিনিস্টার।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসে গত ২০-৩-৮৯ইং তারিখে যে বাজেট আমি পেশ করেছি ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্য, জাতি উপজাতির মানুষের কল্যাণের জন্য, আগামী এক বৎসরের জন্য, সেই বাজেটের উপরে বিভিন্ন বিরোধী নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্য রেখেছেন। এবং সমালোচনা করতে গিয়ে অনেক কথাই তারা বলেছেন। আমি খুব বেশী সময় নেব না, কারণ আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বিশেষ করে ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রীরা এবং সদস্যরা অনেক কথাই বলেছেন। আমি শুধু দু' একটি কথা বলছি।

প্রথম কথা হলো কোন অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা এই শাসন ক্ষমতায় এসেছি। সেই অবস্থার

গত এক বছরে আমরা কতটুকু পরিবর্তন করতে পেরেছি এবং যে কারণে জনগণ আমাদের এই শাসন ক্ষমতায় বসিয়েছেন সেটা আমরা করতে পেরেছি কি না? দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে, আগামী দিনের জন্য আমরা রাজ্যের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলাকে সুস্থিতি করা, এই রাজ্যের জাতি-উপজাতিদের মধ্যে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিকে সুসংহত করে এই রাজ্যকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

প্রথম কথা হচ্ছে, ল এণ্ড অর্ডার কি ছিল? প্রতিটি ক্ষেত্রেই ছিল টেনসন। এই টেনসনটা কি ধরণের? যারা রাজনীতি করতেন বিশেষ করে বিরোধী তাদের ঘর থেকে বেরুবার পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত তারা আবার ঘরে ফিরে না আসছেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের পরিবারের লোকেরা, আত্মীয়-স্বজনরা, তাদের শুভানুধ্যায়ীরা সর্বদাই একটা টেনসনের মধ্যে থাকতেন। বিগত দিনের যে-সমস্ত ঘটনা নিশ্চয়ই সেই ইতিহাস সকলের জানা, তার বিস্তৃত বিবরণ আমি দিচ্ছি না।

কিন্তু আজকে এক বৎসরে সেই অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। আমি এখানে তার দু একটা উদাহরণ দিচ্ছি। প্রয়োজনে এখন মানুষ গভীর রাতে চলাফেরা করতে পারেন। এবং নিশ্চয়ে আবার ঘরে ফিরে আসতে পারেন। এটা কি অবস্থার একটা পরিবর্তন নয়? একটা দিন ছিল যখন মানুষ ঘর থেকে বের হতে পরতো না। অন্ততঃ সন্ধ্যার পর কেউ ঘর থেকে বের হতে পারত না। এখন এই অবস্থার একটা পরিবর্তন এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ টি, এন, ভি, নিয়ে মাননীয় বিরোধী দলনেতা বলেছেন যে, এটা নাকি কংগ্রেস—টি, ইউ, জি, এস-এর সৃষ্টি। এটা নাকি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সৃষ্টি। এটাকে আমি দুই দিক থেকেই বিরোধীতা করছি। আমাদের দলের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে, তাঁরা যা খুশি বলে যাবেন যাদের দলের কোন নেতা বা বিরোধী দলের কোন নেতা আজ পুর্য্যন্ত দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলার জন্য এবং সংহতি রক্ষার জন্য প্রাণ দেন নাই। কিন্তু আমাদের প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী দেশের ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে প্রাণ বিষর্জন দিয়েছিলেন। আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রীরাজীব গান্ধীকে দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য লড়ে যেতে হচ্ছে। দেশে এই বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎপত্তি বিগত জনতা আমলের শাসন থেকে। ২৬ না ২৭ মাসের রাজত্বে তাঁরা দেশটাকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

বিভিন্ন রাজ্যে যেমন, পাঞ্জাবে খালিস্থানী উগ্রপন্থা, ত্রিপুরাতে টি, এন, ভি, উগ্রপন্থা, আসামে অসম ছাত্র পরিষদের আন্দোলন, এই সবই আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী মোকাবিলা করেছেন যাতে দেশের মধ্যে স্থিতি আনা যায়। স্যার, এজন্য আসাম চুক্তি হল, আসামে কংগ্রেস সরকার ছিল, ঐক্য ও সংহতির জন্য সেখানকার কংগ্রেস সরকারকে বাদ দিয়ে, অ, গ, প সরকার আনা হল, এত বড় সেক্রিফাইস, ভাবতে পারেন ? স্যার, আমাদের রাজ্যে ১৯৮০ সালে দাঙ্গা হল, এত বড় দাঙ্গা, কেউ কি পদত্যাগ করলো ? সেই রকম মিজোরামে নিজের সরকারকে বাদ দিয়ে লাল ডেঙ্গাকে প্রতিষ্ঠিত করা হল, এই সবই তো দেশের ঐক্য ও সংহতির জন্য। তারপর, পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ী অঞ্চল দার্জিলিং এর গোর্খা আন্দোলন, যেখানে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলো। স্যার, জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিল না, তাদের ক্ষোভ থাকতে পারে, কিন্তু রাজীব গান্ধী সেগুলিকে প্রশমিত করে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছেছেন। স্যার, আমরা যখন এই রাজ্যের টি, এন, ভির সঙ্গে চুক্তি করলাম, তখন সারা রাজ্যবাসী আমাদের যখন অভিনন্দন জানালো, সারা দেশ যখন আমাদের অভিনন্দন জানালো, তখন এই রাজ্যের মার্কসবাদী কমিউনিষ্টরা আইন অমান্যের ডাক দিলেন। ওরা নাকি রাজ্যে শান্তি চায়, ওরা নাকি বিচ্ছিন্নবাদকে খতম করতে চায়, এটা কেউ বিশ্বাস করবে না। স্যার, ওরা আমাদের এই সরকারের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করেছেন যে, আমরা নাকি কিছু করি নি। স্যার ওদের ১০ বছরের শাসনের সময় আমি বিরোধীদলে ছিলাম, এবং একবার বিরোধী দলের নেতা হিসাবে পি, এ, সির চেয়ারম্যানও ছিলাম। এখন, পি, এ, সি তার বিভিন্ন রিপোর্টের মাধ্যমে সরকার যে অর্থ ব্যয় করেছিলেন, তা সঠিক ব্যয় হয়েছে একথা জানিয়ে কমিটির সুপারিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে যেন একটা করে রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করেন, তার জন্য বলা হয়েছিল। কিন্তু, আমি একনাগাড়ে ৫ বছর পি, এ, সির চেয়ারম্যান ছিলাম; তার মধ্যে একটি রিপোর্টও তারা পেশ করতে দেখলাম না। এর পরেও কি বলতে হবে যে বিগত সরকার এই রাজ্যে তাদের আমলে সম্পদ সৃষ্টি করে গেছে ? স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যের উপজাতি, তপশীলি জাতি এবং অন্যান্য পিছিয়ে পড়া লোকদের জন্য লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা বিগত সরকারকে দিয়েছে, যাতে করে এসব লোকগুলির আর্থিক উন্নতি, এই সব লোকগুলির গরীবি দূর হয়, স্যার, আমার বলতে লজ্জা হচ্ছে যে, ঐ সরকার গরীব লোকগুলির আর্থিক উন্নতি করাতো দূরে থাক, তাদের জন্য এই রাজ্যের মধ্যে যে সম্পদ সৃষ্টি করার কথা, সেটাও করে নি। শুধু কি তাই ? এন, ই, সিও বিগত সরকারকে কোটি কোটি টাকা দিয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের জন্য যাতে ঐ সব প্রকল্প রূপায়ণের মধ্য দিয়ে এই রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টি হয়, দারিদ্র দূরীকরণ হয়। কিন্তু তার কিছুই তারা করে নি, তারাই আবার এখানে বড় বড় গলায় কথা বলছে, এই সরকারকে নানা রকম দোষারূপ করছে। স্যার, আমরা ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যে ৩১ হাজার গরীব অংশের

মানুষকে আই, আর, ডি, পি, দিয়েছি। ওরা ১০ বছরে কতজনকে দিয়েছেন? হয় ১০ হাজার না হয় ১১ হাজার জনকে দিয়েছেন। তাহলে আমরা যে তাদের তুলনায় অনেক দিলাম, এটা কি আমাদের সরকারের কৃতিত্ব নয়? স্যার, উপজাতিদের পুণর্বাসনের জন্য তাদের সময়ে ছিল ৮ হাজার টাকার স্কীম, আমরা এসে সেটাকে ১৫ হাজার টাকার স্কীমে পরিণত করেছি। কিন্তু যে ৮ হাজার টাকার স্কীম ছিল, সেটাও কি ভাবে দেওয়া হত, সেটাও এই রাজ্যের উপজাতি ভাইরা জানেন। জুমিয়া পুনর্বাসন ভূমিহীন পুণর্বাসন, তপশীলি জাতির পুণর্বাসন এবং তাদের উন্নতির জন্য ইন্দিরাজীর যে ২০ দফা কর্মসূচী ছিল, তার টাকা ঐ বিগত সরকারের আমলে এই রাজ্যেও এসেছিল, এই ২০ দফা কর্মসূচীর টাকা দিয়ে অন্যান্য রাজ্যে এসব পিছিয়ে পড়া লোকদের জন্য অনেক কিছু করা হয়েছে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে কি হয়েছে? সেটা এখন গবেষণার বিষয়। এর থেকে প্রমাণ হয় না বিগত ১০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে যে পরিমাণ টাকা দিয়েছে, সেই টাকাগুলি দিয়ে তারা তাদের ক্যাডার পুষেছেন, আর না হয় আত্মসাৎ করেছেন? ফলে এই রাজ্যে কোথাও সম্পদ সৃষ্টি হয়নি, অথবা এই রাজ্যের উন্নতির জন্য আদৌ কোন চেষ্টাই করা হয়নি।

এই এক বৎসরে আমরা ১৭টা নূতন ব্যাঙ্কের শাখা এ রাজ্যে খুলেছি। আজকে নূতন নূতন শিল্পপতিরা এই রাজ্যে আসছে। একটা সময় ছিল যখন তারা এ রাজ্য শিল্প বিনিয়োগ করতে চাইত না। আজকে তারা আগ্রহ দেখাচ্ছে। ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হচ্ছে একটার পর একটা, সেখানে ডিপজিট বাড়ছে, লেন-দেন বাড়ছে। কেন হয়েছে? কারণ, আজকে তারা নিরাপত্তা বোধ করছে। বিগত ১০ বৎসর ধরে তাদের মনে কোন নিরাপত্তা ছিল না। এটা কি পরিবর্তণ নয়? এটা বিরোধী সদস্য মহোদয়ের কামনা না হতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের কামনা ছিল এবং তারা সেটা পেয়েছে। স্যার, ইনডাষ্ট্রিয়াল ডেভেলাপমেন্ট সম্পর্কে অনেক তথ্য এখানে দেওয়া হয়েছে। এ সম্পর্কে আমি অধিক কিছু বলতে চাই না। তবে একটা ইণ্ডাষ্ট্রির কথা আমি এখানে বলতে চাই। গতকাল নিশ্চয়ই আপনারা টি, ভি, তে নেরামেক ইণ্ডাষ্ট্রি সম্পর্কে দেখেছেন। এ সম্পর্কে নৃপেনবাবু বলেছেন যে, এর ভবিষ্যৎ খারাপ, এর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। স্যার, একমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া থেকেই আমরা ১৬ কোটি টাকার অর্ডার পেয়েছি। এবং এতে এ রাজ্যের আনারস চাষীরাও নিশ্চয়ই উৎসাহিত হবেন। বিগত এক দশক ধরে এই রাজ্যের টিলা ভূমিগুলিকে কোন কাজে লাগানো হয়নি। বর্তমান সরকার এই টিলা ভূমিগুলি কাজে লাগাচ্ছেন এবং আজকে সম্পদ সৃষ্ট হচ্ছে। এটা কি পরিবর্তণ নয়? স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি হাউসকে অবহিত করতে চাই। ওদের আমলে কতটা শিল্পায়ন হয়েছে? ওরা শিল্পোন্নয়নের নামে শিল্প নগরীগুলি ধ্বংস করেছে। রাজ্যের শিল্প নগরীগুলি আজকে জরাজীর্ণ অবস্থা। আমি তার প্রমাণ দিচ্ছি, ডুকলীতে যে নূতন শিল্পনগরী ওরা খুলেছিলেন, তা ছিল নূতন কারখানা খোলার ভান করে দলীয় লোকদেরকে পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা। স্যার,

তৎকালীন শিল্পমন্ত্রীর কাণ্ড কারখানা বর্ণনা করতে গেলে একযুগে মহাভারত রচনা করতে হয়। ভদ্রলোক হঠাৎ করে ধবজনগরে একটা প্লাই উড খোলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কারখানা খোলার জন্য বহু কোম্পানি এগিয়ে এলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে না দিয়ে তিনি তার পেটুয়া লোক মেসার্স দিহুয়ানি প্লাই উডকে কারখানার লাইসেন্স পাইয়ে দিলেন। সেটা তিনি বেআইনী ভাবে পাইয়ে দিলেন। মেসার্স দিহুয়ানির এখানে নামমাত্র প্লাই উড তৈরী করে এই লাইসেন্সের জোরে কোটি কোটি টাকার গর্জন কাঠ বহিঃরাজ্যে প্রেরণ করেছেন। মাননীয় বিরোধী নেতা এখানে বলেছেন যে, বন নাকি আমরা ধ্বংস করে ফেলেছি। স্যার, কয়টা প্লাই উড এই রাজ্যে তৈরী হয়েছে ? কোটি কোটি টাকার গর্জন কাঠ এই রাজ্য থেকে উধাও হয়ে গেছে এই মেসার্স দিহুয়ানির মারফৎ। কার স্বার্থে, কারা করেছে ?

স্যার, ওরা দুর্নীতির কথা বলেন, ওদের কাছে আমাদের দুর্নীতির কথা শুনতে হয়। জোট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে আজকে কি হলো ? হঠাৎ করে সেই ব্যবসা গুটিয়ে চলে গেল, আর কোন পাত্তা পাওয়া যাচ্ছে না। সব আমি হাউসকে জানিয়ে রাখতে চাই। এই অবস্থায় বর্তমান সরকার অবশ্যই সেটা তদন্ত করবে। স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এক হাত নিলেন, কি বললেন ? সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এক যোগে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কেন ? কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি বিমাতৃসুলভ মনো ভাবের জন্য। স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি যে তার একটা বিশেষ দৃষ্টি ভঙ্গীরয়েছে তার কয়েকটি ঘটনা আমি বলছি। বলুন, কোথাও আছে অন্য কোন অঞ্চলে এস, ই, সির মত সংগঠন ? একটা বিশেষ ব্যবস্থা স্যার, সেটা কোথাও নেই। কারণ সামগ্রিক ভাবে এই উত্তর পূর্বাঞ্চল নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে এই উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি তাঁর একটা বিশেষ নজর রয়েছে, উত্তর পূর্বাঞ্চল পরিষদ তার প্রমান, তার মাধ্যমে সমস্ত কর্মসূচী রূপায়ন দরকার। এছাড়া রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে চেয়ারম্যানশিপে একটা কমিটি, ইকনমিক কমিটি যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা সমুহ পর্যালোচনা করা হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নিজেই সেই প্রয়াতা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী কতটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রতি তাঁদের নজর রয়েছে তার প্রমাণা বহু রয়ে গেছে। তার প্রমাণ, ওরা না চাইতে টাকা দিয়েছেন। সেই ১৯৮০ সালের দাঙ্গার সময় তাঁরা চেয়েছিলেন ৯ কোটি কিন্তু দীনেশ সিং কমিটি দিয়েছেন ১৮ কোটি। কত টাকা চাইতে হবে সেটাও জানেন না। তারপর সেই টাকা নিয়ে কি করলেন ? কোন বিকল্প কিছু হয়েছে কিনা জানি না। মাননীয় সদস্য শ্রী দীপক নাগ এখানে মান্দাইয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই রকম বহু ঘটনা যারা এই ৮০ সালের দাঙ্গায় পীড়িত।

কিন্তু দাঙ্গার নামে বহু কেডারের চাকুরী হয়েছে, দাঙ্গায় নিহত হয় নি এই রকম বহু তথ্য এই বিধানসভায় দেওয়া হয়েছে। স্যার, ওরা দুর্নীতির কথা বলেন। স্যার, আমরা দেখেছি, ওদের একই স্বভাব যখনই জনগণ তাদের কাছে দাবী করেছেন তখনই ওরা বলেছেন যে, আমরা তো তোমাদের দিতে চাই কিন্তু কি করবো কেন্দ্র তো দেয় না।

দাবী করেছেন তখনই ওরা বলেছেন যে, আমরা তো তোমাদের দিতে চাই কিন্তু কি করবো কেন্দ্র তো দেয় না। যেটা দেয়, সেটা নিজেদের পকেটে ভরে নেয় আর জনগণকে কেবল কেন্দ্রের দোষ দেওয়া হয়। স্যার, উনারা বলেছেন যে, ৫০ হাজারের চাকুরী দিয়েছে, তাতে আমরা ঈর্ষান্বিত তা, কিছু পশ্চিম বাংলা থেকে এসেছে, কিছু বাংলাদেশ থেকে এসে চাকুরী পেয়েছে, এগুলি ছাড়া যাদের চাকুরী হয়েছে, তাদের জন্য আমরা কিছু বলছিনা। যাদের নিয়োগ করা হয়েছে কোন আইনসাফিক ব্যবস্থা ছিলনা। আজকে সরকারের শতকরা ৫১ পারসেন্ট যায় সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিতে। কিন্তু তাতে কি রাজ্যের কোন উন্নয়ন হয়েছে? আজকে যদি বেকারদের চাকুরী দিয়ে তার মাধ্যমে সম্পদের সৃষ্টি হত তাহলে রাজ্যে উন্নয়ন সম্ভব হত। একদিকে বেকারে চাকরী হত, আর একদিকে রাজ্যের সম্পদ বৃদ্ধি হত। সেই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে প্রচুর টাকা দিয়েছে, রাস্তা ঘাট করার জন্য টাকা দিয়েছে, হসপিট্যাল করার জন্য টাকা দিয়েছে, সেই সমস্ত তারা খরচ করে নাই। তারা শুধু দলবাজি করেছে। আইন মাফিক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই। এইখানেই আমাদের বক্তব্য। তার ফলে আমাদের সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছেনা। যার ফলে বেকার প্রচুর রয়ে গেছে। তাই আমরা আজকে পরিকল্পনা-মাফিক ব্যবস্থা নিচ্ছি। মাননীয় মন্ত্রী নগেন্দ্রবাবু বলেছেন কৃষি ব্যবস্থার কথা। তিনি বলেছেন, সবজী চাষের ব্যবস্থা ট্রাইবেল সেট করেছেন। যে ট্রাইবেলদের কর্মসংস্থান ছিলনা, দিনের পর দিন ১০ টাকা ২০ টাকার জন্য এস, ডি, ও, অফিসে ধর্ণা দিয়ে থাকতে হত, আজকে আর তাদের প্রয়োজনই নেই। এইটাতে কি বেকারত্ব দূর হয় নাই? স্যার, আমাদের ১৫০ কোটি টাকার চাউলের ব্যবস্থা প্রতি বৎসর বাইরে থেকে আনতে হত তাহলে এই ১৫০ কোটি টাকা দিয়ে রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থার আরও উন্নয়ন হত, কিছু বেকার সমস্যার সমাধান হত। কাজেই এই বাজেট প্রকৃত বেকারত্বকে দূর করার জন্য এবং আর একদিকে রাজ্যের সম্পদ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তৈরী করা হয়েছে। স্যার, এইখানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এইখানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কৃষি ব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের যে সমস্ত আন-টেপড্ সেপস রয়েছে, যেমন টিলা ভূমি, সেখানে সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে, বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমরা সেগুলি ইউটিলাইজ করতে চাই। তার ফলে সেখানে বেকার সমস্যার সমাধান হবে। আমরা নতুন শিল্প করতে চাই, গ্যাস ভিত্তিক, হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্ট হ্যাণ্ডলুম করতে চাই, পলট্রি ফার্ম করতে চাই, পিসারী ফার্ম করতে চাই, অ্যাগ্রিকালচার ফার্ম করার পরিকল্পনা রয়েছে। নতুন নতুন ইণ্ডাষ্ট্রি সেই গ্যাসভিত্তিক মিথানল কারখানা,

বনস্পতি কারখানা সার কারখানা করার প্রস্তাব রয়েছে, এইগুলির মাধ্যমে শুধু বেকার সমাস্যার সমাধান হবে না, সঙ্গে সঙ্গে সম্পদও বৃদ্ধি হবে, সঙ্গে সঙ্গে ডাউন স্ট্রীম ইণ্ডাষ্ট্রিও হবে। এর মাধ্যমে আরো বেকার সমস্যার সমাধান চাই। অনুৎপাদক ক্ষেত্রে আমরা ভেকেণ্টে পোষ্ট ফিল-আপ করা ছাড়া আমরা সেটা করতে যাচ্ছিনা। তবে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে এই হাজার হাজার যারা বেকার তাদের কি করে কর্মসংস্থান করা যায় এবং কি করে তাঁদের ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করা যায় এই উদ্যোগ সরকার নিচ্ছে। স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা কেবল ধর্ষণ, ধর্ষণের কথা বলেন। আমি বলছি ওদের রাজত্বে প্রতি সপ্তাহে ২টি করে ধর্ষণের রেকর্ড ছিল। একটি কেইসের কথাই যদি আমি বলি তাহলে আপনারা দেখবেন সেটা কত বড় মারাত্মক। ঘটনাটা হচ্ছে প্রমোদনগরে টাকারজলা থানাধীন সেই ঘটনা। যার উপর রেপ করা হয়েছিল সেই মেয়েটির বয়স ১৩ কি ১৪। যার উপর গ্যাংগ্ রেপ হয়েছে, তার নাম সাবিত্রী সূত্রধর। তার উপরে বেশ কয়েকজন বার বার পাশবিক অত্যাচার করে। শুধু এখানেই ক্ষান্ত নয় স্যার, তারপর তার নিম্নাঙ্গ কেটে ফেলে দেয়। এই বীভৎস কাণ্ড ঘটেছিল। নৃপেনবাবু সেই মামলা তুলে নিয়েছেন। ২৩/৪/৮৬ সনে সেই মামলা তুলে নিয়েছে স্যার। এইভাবে শত শত মামলা উনারা তুলে নেন স্যার। হাফ নিয়'তে পাখী দেবনাথকে তার স্বামীর বিছানা থেকে তুলে নিয়ে তাদের কেডাররা রেপ করেছে। জেলখানায় অঞ্জলী কর্মকার, তার বহু তথ্য দেওয়া হয়েছে এবং তেলিয়ামুড়াতে রিনা চৌধুরী তার উপরেও পাশবিক অত্যাচার করেছে, তার পরে তাকে খুন করেছে, খুন করে তার মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য সিগারেট পুড়ে লাগিয়ে দিয়েছে তার সমস্ত দেহে। তারপর ওরা মিছিলের নাম করে ফুডকর ওয়ার্কের নাম করে গ্রামের শত শত মেয়েদের টেনে আনত মিছিল করার জন্য এবং মিছিল করার পর সেখানে কি ঘটনা ঘটত ? কেডাররা তাদের নিয়ে যেত তার পর সেই সমস্ত মেয়েদের অন্ধকার রাস্তায় ছেড়ে দিত, এই ঘটনা যারা করে আজকে ওরা ধর্ষণের কথা বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেই সমস্ত মেয়েদের দেখছে রাস্তায়, আগরতলা শহরের মধ্যে প্রকাশ্য রাজপথে। আজকে সেইগুলি বন্ধ হয়েছে, এইটা তাদের সহ্য হচ্ছে না। নৃপেনবাবু বিরোধী দলের নেতা যে তার শেষ বক্তব্যের মাধ্যমে কে আমাদের মন্ত্রীদের খুনের পরিকল্পনার কথা প্রকাশ পায়নি ? আমিতো বলেছিলাম স্যার, যে ওনারা বলুন যে ওনারা খুন করবেন না, এই গ্যারান্টি দিন, নিশ্চয়ই আমরা আমাদের সিকিউরিটির জন্য অর্থ ব্যয় করব না, কিন্তু বার বার বলা সত্বে তারা চুপ করে গেছেন। স্যার, মাননীয় বাদলবাবু এখানে বলেছেন, বহু কথা বলেছেন, তিনি যখন মন্ত্রী ছিলেন। তার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারী বোনকে চাকুরী দিয়েছিলেন কোন রকম নিয়োগনীতি না মেনে। তারপর ওনারা ভগ্নীপতি দীপক মজুমদারকে লেবার ডিপার্টমেণ্টে অন্যায়ভাবে চাকুরী দিয়েছেন, আবার তিনি এই সব কথা বলছেন। আর কত তথ্য দেব আসে এই রকম, শত শত তথ্য রয়েছে। যেমন নেপাল সিনহা; আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, গত নির্বাচনের

তাকে সমস্ত টি, সি, এস, অফিসারদের ডিঙ্গিয়ে এস, ডি, ও, করেছেন। তারপর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কথা আমি আর কত বলব ? তিনি সেই বাপুজী বিদ্যা মন্দিরে গিয়েছিলেন একজন তার ক্লাস ফোর এমপ্লইর কমপ্লেনের উপর ভিত্তি করে হঠাৎ তিনি সেখানকার মাষ্টারদের সবাইকে ট্রেনসফার করে দিলেন। এইটা সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিলন, সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল এইটা ভিনডিকটিভ ট্রেন্সফার।

আর দশরথবাবু কাহিনীর ত অন্তঃ নাই, ওনার বহু কাহিনী আছে। তিনি ৬০০ চাকুরী দিয়েছেন স্লিপের উপর। বিশ্বজিৎ সাহা মেলারমাঠের যে সবচেয়ে বেশী নাম্বার পেয়েছিল তাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এরকম একজন বিশ্বজিৎ নয় হাজার হাজার এরকম বিশ্বজিৎ আছে। আর এখন ওরা আমাদের এমপ্লয়মেন্টের সমালোচনা করছেন। সবচেয়ে মারাত্মক ঘটনা এই প্রাচ্য ভারতী স্কুলের প্রধান শিক্ষক শশধর ভট্টাচার্যাকে চাকুরী থেকে বাদ দিয়ে তাদের প্রাক্তন মন্ত্রী ব্রজগোপাল রায়কে বসিয়েছেন। স্যার, তারপরও ওরা আমাদের সমালোচনা করেন। আর কতটুকু বলব ? তবে এরকম বহু তথ্য আছে। তবুও আমি বিরোধীদের অনুরোধ করব তারা যেন তাদের খুন, সন্ত্রাসের পথ ত্যাগ করে, জুলুমবাজীর পথ ত্যাগ করে অগনতান্ত্রিক পথ ত্যাগ করে ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে সই বাজেটের বিরোধিতা না করে সমর্থন করেন। এই আবেদন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ,

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : - এখন ১৯৮৯-৯০ ইং সনের বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনা শেষ হয়েছে। এই সভা আগামী ৩১শে মার্চ শুক্রবার, ১৯৮৯ ইং, বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবি রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO.18

Name of the MLA :— Shri Gouri Sankar Reang

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION	প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যে প্রস্তাবিত ডেয়ারী (Dairy firm) ফার্মটি কৈলাশহরের গৌড়নগরে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত হইয়াছে।

২। যদি সত্য হয় তবে কত টাকা ব্যয়ে কবে থেকে উক্ত ফার্মের কাজ চালু হবে ?

৩। ঐ ফার্ম থেকে কত পরিমাণ দুধ কিংবা দুগ্ধজাত দ্রব্য দৈনিক পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়

এবং

৪। এতে সরকারের কত টাকা দৈনিক (গড়) আয় হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER : MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIAH

১। পশুপালন দপ্তরের ডেয়ারী (Dairy) উন্নয়নে পরিকল্পনায় কোন ডেয়ারী ফার্ম কৈলাশহরের গৌড়নগরে স্থাপনের প্রস্তাব নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

৪। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED NO.60

Name of member :— Shri Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৭ ইং সালে বিলোনীয়া মহকুমার বাইখোরা বাজারস্থিত বাজার শেড্ সংস্কারের জন্য ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল;

২। সত্য হলে উক্ত টাকায় ঐ বাজারের কি কি সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, এবং

৩। উক্ত ব্যাপারে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA)

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং সালে পঞ্চায়েত বিভাগ কর্তৃক পশ্চিম চরকবাই-গাঁও পঞ্চায়েতকে বাইখোরা বাজার

শেড্ নির্মান/সংস্কার বাবদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা গ্রান্ট-ইন-এইড হিসাবে মঞ্জুর করা হয়েছিল।

২। উক্ত টাকায় বাইখোরা বাজারে একটি বাজার শেড্ নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

৩। উক্ত ব্যাপারে এ পর্য্যন্ত মোট ৩৭,৮৫২ টাকা খরচ হইয়াছে।

Name of Member :— Sri Dhirendra Deb Nath, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of Agriculture Department be pleased to state :—

১। সদর উত্তরাঞ্চলের মোহনপুর বাজারটি সরকার অধিগ্রহন করার পর বাজারের উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য রাজ্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন ?

২। বাজারের উন্নতির জন্য কোন কমিটি গঠণ করা হয়েছে কিনা ?

৩। যদি না হয়ে থাকে তবে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE OF AGRICULTURE (SRI NAGENDRA JAMATIA)

১। মোহনপুর বাজারটি সরকার অধিগ্রহন করার পর মার্কেট কমিটির অফিস, গুদামঘর, পয়ঃপ্রনালী এবং শৌচাগার ইত্যাদী তৈরী করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। পুরাণো কমিটির সর্ব্বোচ্চ দুই বৎসর মেয়াদ ১লা মে, ১৯৮৮ তারিখে শেষ হয়ে যাবার পরে নতুন কমিটি গঠণ করা হয়নি।

৩। প্রচলিত ত্রিপুরা 'এগ্রিকালচার প্রোডিউস্ মার্কেট অ্যাক্ট' (১৯৮০) বিধি অনুযায়ী কমিটির সর্বোচ্চ সময়সীমা দুই বৎসরের পর কার্যকাল বৃদ্ধির কোন বন্দোবস্ত না থাকায় উক্ত আইনের ধারা-র সংশোধনী বিল বিগত অধিবেশনে মঞ্জুর হওয়ার পর রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। অনুমোদন পাওয়ার পরে-ই নতুন কমিটি গঠণ করা সম্ভব হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.253

Name of the MLA :— Shri Dhirendra Debnath,

Will the Minister In-charge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION	প্রশ্ন

১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত উত্তরদেবেন্দ্র নগর গাঁওসভার মধুচৌধুরী (অবিচরণ) বাজারে একটি পশুহাসপাতাল খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি ?

২। যদি থেকে থাকে তবে কবে পর্যান্ত তাহা বাস্তবায়িত হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER :	MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIAH

১। বর্ত্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 260.

Name of the Member :— Shri Tarani Deb Barma, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে একদল দুস্কৃতকারী গত ১৭ই জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং সদর মহকুমার অন্তর্গত খয়েরপুর অঞ্চলের ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মাঃ) অফিসটি জবর দখল করে দোকান খুলে দেওয়ার জন্য তৎপরতা চালায়;

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে দুস্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহন করেছে কিনা,

৩। না করে থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

Name of the Minister :— Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura,

১। ইহা সত্য নহে।

১ নং এবং
৩ নং প্রশ্নের
উত্তর
} প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 390.

Question raised by :— Shri Rudreswar Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister In-charge of the Fisheries Department be pleased to state :—

প্রঃ ১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমার জলাশয়গুলোর মাছ রোগাক্রান্ত হওয়ার ফলে মৎস্যজীবি সহ জনসাধারণের জীবনে দুর্ভোগ দেখা দিয়াছে ?

প্রঃ ২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে ইহা নিরাসনের জন্য বর্তমান কং (ই) যুব সমিতি সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

উত্তর
ANSWER

উঃ ১। হ্যাঁ, আংশিক সত্য।

উঃ ২। বর্তমান কং (ই) যুব সমিতির জোট সরকার ইহা নিরাসনের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন :—

ক) স্থানীয় পত্র পত্রিকা, বেতার ও অন্যান্য সরকারি সংস্থা মারফত মাছের রোগের বর্ণনা এবং যে বদ্ধ জলাশয়ে মাছের রোগ দেখা দিয়েছে সেখানে কি ধরণীয় তাহার বিশেষ ভাবে বার বার প্রচারিত করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও এই সব বক্তব্য মৎস্যদপ্তরের কর্মীদ্বারা গাঁও পঞ্চায়েত ভিত্তিক Group Meeting করে সমস্ত মৎস্য চাষীও অন্যান্য জনসাধারণকে অবহিত করা হয়েছে।

খ) রোগের লক্ষণ :— মাছের শরীরে বিশেষত লেজের দিকে ও মাথার ঘারের দিকে প্রথমে সাদা ও লালছে "(আধাইঞ্চি) ½ থেকে প্রায় ১ (একইঞ্চি)" পরিমাপের গোল গোল দাগ দেখা যাবে চোখ ঘোলাটে হয়ে, মাছের গতি শ্লথ হবে, অতীব আক্রান্ত হলে ঐ গোল গোল দাগের মাংস পচে খসে পরবে এবং হাঁড় দেখা যাবে এমনকি সম্পূর্ণ লেজ খসে পরে যেতেও দেখা যেতে পারে ?

গ) প্রতিকার :— ১) প্রতি কানি জলাশয়ে প্রতি ২/৩ সপ্তাহ অন্তর মোট ২০০-৩০০ কে-জি লবন ২/৩ বারে প্রয়োগ করা ?

২) এবং বেশী আক্রান্ত হলে সে ক্ষেত্রে লবন ছাড়াও প্রতি কানি জলাশয়ে মোট ১০০-১৫০ কেজি চুন ২/৩ বারে প্রয়োগ করা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 365

Name of the Member :- Shri Gopal Chandra Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to State :—

১) ইহা কি সত্য গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টায় মদমত্ত ২ যুবক ধর্মনগর হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তার ও নার্সদের উপর হামলা ও হয়রানি করে।

২) ইহাও কি সত্য উক্ত ২ যুবককে প্রথমে পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও পরে ছেড়ে দেওয়া হয় ?

৩) সত্য হলে ছেড়ে দেওয়ার কারণ ?

A N S W E R

Name of the Minister :- Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১) গত ২০শে ফেব্রুয়ারী রাত অনুমান ১২টা ১৫ মিঃ সময় ২টি ছেলে মদমত্ত অবস্থায় ধর্মনগর হাসপাতালে ঢুকে ডাক্তার ও অন্যান্য কর্মীদের গালাগাল করে এবং সরকারী কাজে বাধার সৃষ্টি করে।

২) ইহা সত্য নহে। পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে কোর্টে পাঠায়। পরে তারা কোর্ট থেকে জামিনে মুক্ত হয়।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 366.

Name of the Member : - Sri Gapal Ch. Das.

Will be Hon'ble Minister In-Charge of the Agriculture Department be pleased to State :—

১নং প্রশ্ন : — ইহা কি সত্য দঃ জেলার চালিতাছড়িতে হর্টিকালচার কর্পোরেশনের ৫০ হেক্টার জমির উপর কাজুবাদাম ও মিশ্রফল চাষের প্রকল্পটি রাজ্যের বন ও রাজস্ব দপ্তরের অনুমতি না পাওয়ায় কর্পোরেশনের লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

২নং প্রশ্ন :— ইহা ও কি সত্য ১৯৮৮-৮৯ আর্থিক বছরে উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রথম দফায় ২ কোটি ৩ লক্ষ টাকার দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ স্টেট ব্যাঙ্কের মাধ্যমে মঞ্জুর করা হয়েছিল, তাহা উক্ত প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত বৈধ কাগজ পত্র না থাকায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে ;

৩নং প্রশ্ন :— সত্য হলে এই অসুবিধা সমূহ দূর করার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে ?

ANSWER

Minister In-Charge of Agriculture
(Sri Nagendra Jamatia).

১নং প্রশ্ন :— না।

২নং প্রশ্ন :— না।

৩নং প্রশ্ন :— প্রশ্ন উঠে না।

Will the Hon'ble Minister In Charge of the Information, Cultural Affairs and Tourism Department be pleased to state :—

প্রশ্ন :— উত্তর :—

১। ইহা কি সত্য ১৯৮৯ সালের নবম
বই মেলা কমিটি জওহরলাল নেহরুর;

জন্ম শত বর্ষ উপলক্ষে জওহরলাল নেহেরুর কয়েকটি বাংলা অনুবাদ বই যথা ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়া, অটো বায়োগ্রাফী, এ লেটার ফ্রম ফাদার টু ডটার প্রভৃতির উপর (২০ শতাংশ + ২০ শতাংশ) মোট ৪০ শতাংশ ভর্তুকী ঘোষণা করেছিলেন,	হ্যাঁ।
২। সত্যি হলে উক্ত বইগুলি বই প্রেমীরা, বই মেলায় কেনার সুযোগ পেয়েছেন, কি ?	হ্যাঁ।

ANNEXURE—"B"

Admitted Unstarred Question No. 46.

Name of the Member :- Shri Samar Choudhury, M.L.A

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Home Department be pleased to state :-

১। ১৯৮৮ জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের কোন Police Station এ কত অভিযোগ এবং Information রাজ্য সরকারের Prescribed Form এ Record করা হয়েছে।

২। এই সময়ে কত সংখ্যক অভিযোগ এবং অপরাধ মূলক কাজের Information কোন Police Station থেকে Executive Magistrate অথবা Judicial Magistrate কে Communicate করা হয়েছে

৩। এই সময়ে কোন জিলার কটি থানায় District Magistrate গণ Police Officer দের General Diary Inspection করেছেন এবং তাদের Inspection Report এ Police officer দের কাজে সন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে ?

ANSWER

Name of the Minister :— Samir Ranjan Barman,
Home Ministre, Tripura.

১। ১৯৮৮ জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের প্রেসক্রাইব করা ফরমে লিপিবদ্ধ করা অভিযোগ এবং লিপিবদ্ধ অন্যান্য বিবরণী-এর থানা ভিত্তিক।

হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল : -

	ক্রমিক নং	থানার নাম	মোট লিপিবদ্ধ অভিযোগের সংখ্যা	লিপিবদ্ধ অন্যান্য বিবরণীর সংখ্যা
পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা	১)	পূর্ব আগরতলা	৪২৪	৯৮
	২)	পশ্চিম আগরতলা	৪৩৩	১১২
	৩)	জিরানীয়া	২২৭	১২০
	৪)	বিশালগড়	৩৬৮	২২১
	৫)	আমতলী	১৪০	১১৭
	৬)	টাকারজলা	১২১	৩৪
	৭)	সিধাই	১৫৭	১২৩
	৮)	এয়ারপোর্ট	৭৫	৫৫
	৯)	খোয়াই	২৩১	১২৫
	১০)	তেলিয়ামুড়া	১৮৬	১০০
	১১)	কল্যানপুর	৯৮	৬০
	১২)	সোনামুড়া	৩০২	১১৫
	১৩)	যাত্রাপুর	৫১	৪২
	১৪)	কলমছড়া	৭৪	৯৮
দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা	১৫)	রাধাকিশোরপুর	৩৪৩	৯
	১৬)	কিল্লা	২০	১
	১৭)	বিলোনীয়া	২৭১	৫
	১৮)	পুরাণরাজ বাড়ী	৯৭	৩
	১৯)	সাব্রুম	১০৪	৭
	২০)	মনুবাজার	৭৮	২
	২১)	বাইখোরা	৭৬	—
	২২)	অমরপুর	৭১	৪
	২৩)	নূতন বাজার	৫২	২
	২৪)	অম্পি	২৫	—
	২৫)	গণ্ডাছড়া	২৬	৩
	২৬)	তৈইদু	২৩	—
	২৭)	রৈস্যাবাড়ী	৪	—

	ক্রমিক নং	থানার নাম	মোট লিপিবদ্ধ অভিযোগের সংখ্যা	লিপিবদ্ধ অন্যান্য বিবরণীর সংখ্যা
উত্তর ত্রিপুরা জিলা	২৮)	ডাংমুন	২	৫
	২৯)	পানিসাগর	৬৬	—
	৩০)	চুরাইবাড়ী	৯৪	—
	৩১)	ধর্মনগর	১৯৯	২৮৫
	৩২)	কাঞ্চনপুর	১২৮	২২৭
	৩৩)	মনু	১০০	৬
	৩৪)	আমবাসা	৮০	১৬৪
	৩৫)	কৈলাশহর	৩৭৬	—
	৩৬)	গঙ্গানগর	১	—
	৩৭)	কমলপুর	২৪৩	১৩২
	৩৮)	ফটিকরায়	১৫০	৪৩৬
	৩৯)	দামছড়া	২৫	১৬
	৪০)	ছামনু	১৪	—

২। উপরোক্ত লিপিবদ্ধ করা সমস্ত অভিযোগ এবং বিবরণীগুলি আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

৩। এমন কোন Inspection করা হয়নি।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION. 51

Name of the MLA :— Shri Subodh Das

Will the Minister Incharge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION প্রশ্ন

১। Animal Husbandry Deprtment এর ১৯৮৮-৮৯ সনে Assistance to unemployed youth Programme এর দ্বারা যে সব ব্যক্তি benefite করা হয়েছে তাদের নাম ও ঠিকানা

২। তাদের প্রত্যেককে কি কি Assistance দেয়া হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ —

৩। কি ভাবে beneficiary দের Selection করা হয়েছিল।

ANSWER:— MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIAH

১। Animal Husbardry Department এ ১৯৮৮-৮৯ সনে এখন পর্য্য Assistance unemployed youth Programme দ্বারা কোন ব্যক্তিকে benefit দেওয়া হয় নাই

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 52

Name of the MLA :— Shri Bidya Chandra Deb Barma

Will the Minister Incharge of Animal Husbandry Department be pleased to state.

QUESTION

১। কোন্ কোন্ Pig Multi plication farm থেকে কত সংখ্যক Piglets এবং Pigs ১৯৮৮-৮৯ বৎসরে বিক্রয় হয়েছে,

২। Private Consuraption এর জন্য উক্ত Pig farm গুলি হইতে কত টাকা মূল্যের Production বিক্রয় করা হয়েছে,

২। উক্ত সময়ে সরকারী কোন স্কীমে Pig ও Piglets উক্ত farm গুলি থেকে সরবরাহ করা হয়েছে কি এবং

৪। হয়ে থাকলে তার সংখ্যা ?

ANSWER :— MINISTER OF STATE SHRI BILLAL MIAH

১। অত্র দপ্তরে ১টি Prg Multiplication farm (পিগ মালটিপলিকেশন্ ফার্ম) আছে। ১৯৮৮-৮৯ ইং (ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত) এই Prg Multi plication farm (পিগ্ মালটিপলিকেশন ফার্ম) হইতে

১০৭টি Piglets (পিগলেটস) এবং ১৭টি Pig (পিগ) বিক্রয় হয়েছে।

২। Private Consumption (প্রাইভেট কনজাম্পশন) এর জন্য বিভিন্ন Pig farm হইতে মোট ২৭,৭২৬,৫০ টাকা মূল্যের Production (প্রোডাকশন) বিক্রয় করা হইয়াছে।

৩। হ্যাঁ, হয়েছে এবং

৪। ৪৪২টি।

Admitted Unstarred Question No. 55.

Name of Member : - Sri Gouri Sankar Reang.

Will the hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ ইং সালের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত কতগুলি রাজনৈতিক মামলা রাজ্যের বিভিন্ন কোর্টে দায়ের করা হয়েছিল ;

২। উক্ত মামলাগুলির মধ্যে কত সংখ্যাক মামলার বিচার নিষ্পত্তি হয়েছে এবং

৩। কত সংখ্যাক মামলা বিচারাধীন আছে,

৪। বিচারাধীন মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কোনরূপ উদ্যোগ রাজ্য সরকার নিয়েছেন কিনা ;

৫। নিয়ে থাকলে কবে নাগাদ নিষ্পত্তি হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১।
২।
৩। তথ্য সংগ্রহাধীন।
৪।
৫।

PAPERS LAID ON THE TABI
(Questions & Answers)

Admittied unstarred Q. Mo. 67.

Name of Membe rs :— Sri Nakul Das, M. L.A.
Sri Sunil Kumar Choudhry, M. L. A
Sri Matilal Sarker, M. L. A.

প্রশ্ন :— ১ ১৯৮৮ ইং সন হতে ৮৯ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ডুম্বুর জলাশয় থেকে আগরতায় কোন কোন গ্রেডের কত পরিমান মাছ আমদানী করা হয়েছিল, (গ্রেড ভিত্তিক প্রত্যেক মাছের হিসাব)

প্রশ্ন :— ২ তার মধ্যে কোন কোন গ্রেডের কত মাছ এপেক্স ফিসারী মারফৎ বাড়াবে ষ্টলের মাধ্যে বিক্রী করা হয়েছিলো,

প্র :— ৩ কত পরিমান মাছ (গ্রেড ভিত্তিক) রট্টেন ও সাব ষ্ট্যাণ্ডার্ড হিসাবে অকশনে মহাজনে কাছে বিক্রী করা হয়েছে ?

উত্তর

ANSWER

উত্তর :— ১ ১৯৮৮ ইং সন হতে ৮৯ সনের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত ডুম্বুর জলাশয়ের মোট ৯৫,১৯০,২৬৫ কেজি মাছ আগরতলায় আমদানী করা হয়েছিল। তার গ্রেইড ভিত্তিক হিসাব —

গ্রেইড—২ (এ) — ৫,০৩৮'০৫০ কেজি
গ্রেইড —২ (বি) — ৪,২৬১'৭৫০ কেজি
গ্রেইড—৩ — ৫০,৪৯৫'০৪৫ কেজি
গ্রেইড—৪ — ৩১,৯০৩'১০০ কেজি
গ্রেইড—৫ — ৩,৪৯২'৩২০ কেজি

মোট—৯৫,১৯০'২৬৫ কেজি

উত্তর ২ এপেক্স ফিসারী মারফৎ মাছ বিক্রী হয় নাই।

উত্তর ৩ মোট ৭২০৯'১১০ কেজি মাছ Sub tandard হিসাবে অকশনে বিক্রী করা হয়েছে রটেন মাছ বিক্রী করা হয় না। রটেন মাছের পরিমাণ ২৪৫৩,০০ কেজি।

গ্রেড ভিত্তিক Sub-standard ও Potten মাছের হিসাব :—

Crade	Sub-standard fish (in kg.)	Rotten fish (in kg.)
II (A)	623.100	175.000

II (B)		150,000
III	3953.650	1733.000
IV	1943.110	241.150
V	691.250	153·750
	7209.110	2453.000

Name of the Member :- Shri Gopal Ch. Das, M. L. A.

Admitted Un-Starred Question No. 75.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Home Department be pleased to state :—

১) ইহা কি সত্য গত ৩রা মার্চ রাতে রাজ্য পুলিশের ২ নং ব্যাটেলিয়নের অফিসের কেশ থেকে রহস্য জনক ভাবে প্রায় ১৫ হাজার চুরি গেছে ;

১) যদি সত্য হয় তবে তা তদন্ত করে দেখা হয়েছে কি ;

৩) এই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা নিরূপন করা সম্ভব হয়েছে কি ;

৪) সম্ভব হলে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কি ?

ANSWER

Name of the Minister :- Shri Samir Ranjan Barman, Home Minister, Tripura.

১) হ্যাঁ।

২) এই চুরির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারায় আগরতলা পশ্চিম থানায় মোকদ্দমা নং ৩ (৩) ৮৯ নথিভুক্ত করা হয়।

৩) ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাজ্য পুলিশের ২ নং ব্যাটেলিয়নের একজন কনেষ্টবলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

৪) ঘটনাটির তদন্ত কার্য্য অগ্রসর হইতেছে। তদন্তে দোষী প্রমানিত হইলে দোষী ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 31st March, 1989 at 11.00 A.M.

PRESENT

Shri Jyotirmay Nath, Speaker in the Chair, the Chief Minister, the Dy. Speaker, 7 Ministers, 8 Ministers of State and thirty eight Members,

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ - আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তার নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) : স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৯

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) .—মি. স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার— ৯

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকার বেলবাড়ীতে (সদর) নকল বৃন্দাবন গার্ডেন (কর্ণাটকের বৃন্দাবন গার্ডেনের অনুরূপ) স্থাপন করার পরিকল্পনা নিয়েছেন ?

২। যদি নিয়ে থাকেন তবে তাতে মোট কত টাকা ব্যয় করা হবে বলে আশা করা যায় ; এবং

৩। এতে পর্যটন দপ্তরের বার্ষিক অনুমতির আয় কত হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। আগামী আর্থিক বছরে বেলবাড়ীতে বৃন্দাবন গার্ডেনের অনুরূপ একটি প্রকল্প হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন। এ ব্যাপারে এখনো কোন সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় নাই।

২। (১) নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

৩। (১) নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়া :—পার্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা যে, এইটা ত্রিপুরা রাজ্যের একটা গৌরব যে ত্রিপুরাতে বহু দর্শনীয় জিনিস রয়েছে অতীতের এবং এইগুলি সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করে ত্রিপুরার পর্যটন ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহন করবেন কি না ?

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমাদের স্বায়ত্ত-শাসন ডিপার্টমেন্ট থেকে এইরূপ বাগান করার চেষ্টা করছি আগামী আর্থিক বছরে এবং আমি মনে করি এতে বাইরে থেকে বহুলোক আকৃষ্ট হবেন এবং ত্রিপুরার আয় বাড়বে।

শ্রীগৌরী শংকর রিয়াং : পার্লিমেন্টারী স্যার এই গার্ডেন তৈরী করা হলে কত বেকারের কর্ম-সংস্থানের ব্যবস্থা হবে বলে আশা করা যায় ; তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি কর্ণাটকে গিয়ে সেই বৃন্দাবন গার্ডেন দেখেছি এবং তারই অনুরূপ একটি মিনি গার্ডেন এখানে তৈরী করা হবে। এই গার্ডেন তৈরী হলে পরে এর উপর ভিত্তি করে বহু বড় বড় হোটেল গড়ে উঠবে এবং এতে বহু বেকারের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরী এবং শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩

প্রশ্ন নং (১) স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার পঞ্চায়েতগুলিকে ৬ষ্ঠ তপশীলের আওতাভুক্ত ভিলেজ কমিটিতে রূপান্তরিত করার কোন সরকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে কি ?

উত্তর—না, এমন কোন সিদ্ধান্ত সরকারের নাই।

প্রশ্ন নং (২) যদি হয়ে থাকে তবে তা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে ?

উত্তর—প্রশ্নই উঠে না।

প্রশ্ন নং (৩) এ ব্যাপারে স্বশাসিত জেলা পরিষদ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব এসেছে কি ?

উত্তর— রাজ্য সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ থেকে কোন প্রস্তাব পায়নি।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে, বিশেষ করে মাননীয় দ্রাউবাবু এবং অন্যান্য উপজাতি যুব সমিতির নেতা যারা রয়েছেন তারা যখন সরকারে ছিলেন না, তখন তারা বার বার দাবী করেছেন যে, ৬ষ্ঠ তপশীল মোতাবেক জেলা পরিষদের হাতে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেই ধরনের ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা দেবেন কি না? দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, - গত জেলা পরিষদের মিটিং-এ তারা এই ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে একটি বিল পাশ করেন এবং এই বিলটি রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে, এই বিলটি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, ৬ষ্ঠ তপশিল আইন অনুসারে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল হওয়ার বিধান রয়েছে। আমরাও এই ব্যাপারে চিন্তা করছি যদি নির্বাচন হয়ে যায় তা হলে এইটা সম্ভব হবে।

শ্রীঅমর মল্লিক (বিলোনীয়া) ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে বিভিন্নভাবে যুব সমিতির পক্ষ থেকে দাবী তোলা হয়েছিল ভিলেজ কাউন্সিল গড়ার জন্য। কিন্তু তৎকালীন সরকার তা নাকচ করে দিয়েছিলেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মন্ত্রী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, কথাটা অত্যন্ত সত্য যে তৎকালীন ঐ দাবী নাকচ করে দিয়েছিলেন। এখন আমরা সরকারে এসে এটা চিন্তা করছি। এখন ভিলেজ কাউন্সিলের ক্ষমতা এবং পঞ্চায়েতের ক্ষমতা প্রায় সমান সমান। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার পঞ্চায়েতকে ভিলেজ কাউন্সিল-এ পরিণত করার কোন পরিকল্পনা এই সরকারের কাছে আপাততঃ নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উনি বলেছেন যে, নির্বাচন হলে পরে। তাহলে এটা ঠিক যে জোট সরকার পঞ্চায়েত নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। স্যার, আমার বক্তব্যটা হচ্ছে যে, সামনে যদি পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হয়, তবে এখন থেকে আইন কানুন তৈরী করতে হবে। হলে পরে জেলা পরিষদ এলাকায় যে-সমস্ত গাঁও পঞ্চায়েতগুলি পড়বে জেলা পরিষদকে দায়িত্ব দিয়ে সেই ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন করার দায়িত্ব তাদের দেওয়া হবে কিনা? আমরা বলেছি যে, তারা এই ব্যাপারে ইতিমধ্যেই বিল পাশ করিয়েছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ— মিঃ স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হবে এবং তার তারিখ পরে

সময় মত ঘোষনাও করা হবে। নির্বাচনের পর এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে জেলা পরিষদ এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল করা যেতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) **:**—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অবগত আছেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ অধিবেশন করে ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য বিল পাশ করেছে, কাজেই রাজ্য সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য এখন পর্যান্ত কি ব্যবস্থা নিয়েছেন জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) **:**—সামনে যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, সেইনির্বাচনের পর স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় যে-সমস্ত পঞ্চায়েত থাকবে, আমরা সেগুলিকে ভিলেজ কাউন্সিল হিসাবে ঘোষনা করব।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমাদের তদকালীন প্রধান মন্ত্রী এই রাজ্যে এ. ডি. সি, গঠন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং বর্তমানে পঞ্চায়েত স্তর পর্যান্ত উপজাতিরা নিজেরাই যাতে নিজেদের উন্নীত বিধান করতে পারে, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছেন, এটা আপনার জানা আছে কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:** স্যার, ৬ষ্ট তফসিলের বিধান অনুযায়ী এই ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার কথা, কিন্তু আমরা দেখলাম যে ৬ষ্ট তফসিল এই রাজ্যে চালু নাই, যদিও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সংবিধান সংশোধন করে এই রাজ্যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী আমরা দেখেছি যে, বামফ্রন্ট তার জন্য নির্বাচনও করেছিল। তাই, আমরা এই রাজ্যে ৬ষ্ঠ তফসিলের কাঠামো দেখতে পেলেও, এর আসল যে কনটেন্টস যাদের উন্নতির জন্য এটা করা, সেটা আমরা এর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। যদিও আমাদের কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে এস, সেই সময়ই স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার দাবী করেছিলাম, তখন সেটা করা হয়নি। কিন্তু এখন যে প্রশ্ন উঠেছে, তাতে আমি বলছি যে, আমরা (৬ষ্ঠ) তফসিল অনুযায়ী সব ব্যবস্থাই গ্রহণ করব, কিন্তু তার জন্য সময়ের প্রয়োজন, আর সময় সাপেক্ষে সেটা করা হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ৬ষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার

জন্য স্বশাসিত জেলা পারিষদ যে বিল পাশ করেছে, তা অনুযায়ী জেলা পারিষদ এলাকায় ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য সরকার কি কি কার্যাকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :- স্যার, মাননীয় সদস্য বলেছেন যে স্বশাসিত জেলা পরিষদ ভিলেজ কাউন্সিল গঠন করার জন্য যে বিল পাশ করেছে, সেই সম্পর্কে সরকারের কিছু জানা নেই, কারন সেই বিল এখন পর্যন্ত সরকারের কাছে এসে পৌছায় নি।

মিঃ স্পীকার :- শ্রীঅমল মল্লিক

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনিয়া) :- স্যার কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :- স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৯,

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭৮ ইং থেকে ১৯৮৭ ইং সনের মধ্যে বিলোনিয়া মহকুমার লক্ষীছড়া ও বাইখোরা মৌজার অন্তর্গত সর্বধন রিয়াং পাড়া, বামফ্রু মগ ও রিয়াং পাড়ায় গরীব উপজাতিদের জন্য কোন প্রকার পুনর্বাসন কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল কিনা ?

২। যদি না নেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে বর্তমানে এ' সকল দরিদ্র উপজাতিদের জন্য কোন প্রকার পুনর্বাসন প্রকল্প নেওয়া হবে কিনা ?

৩। যদি নেওয়ার পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ নেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। বিলোনিয়া মহকুমার লক্ষীছড়া ও বাইখোরা মৌজার অন্তর্গত সর্বধন রিয়াং পাড়া, বামফ্রু মগ ও রিয়াং পাড়া নামে কোন পাড়া সরকারীভাবে জানা নাই। তবে লক্ষীছড়া মৌজায় এবং বাইখোরা মৌজায় ১৯৭৮ ইং সন থেকে ১৯৮৭ ইং সনে মধ্যে যথাক্রমে ২৫ পরিবার ও ৩৩ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। ১৯৮৮-৮৯ বর্ষে নিবিড় পুনর্বাসন প্রকল্পে আরও ৩০টি উপজাতি পরিবারকে লক্ষীছড়া মৌজায় পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে।

শ্রীঅমর মল্লিক :- সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল বাইখোরা মৌজা এবং লক্ষীছড়া মৌজার

অন্তর্গত সর্বধন রিয়াং পাড়া এবং বামফ্রু মগ পাড়ায় যে সমস্ত উপজাতিরা বাস করেন, তারা খুবই দরিদ্র এবং তাদের জায়গা সম্পত্তি বলতে কিছু নেই। এই সমস্ত কমপেকট্ এরিয়া উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনা ১৯৭৪ইং সালে নেওয়া হয়েছিল এবং দেওয়াও হইতেছিল। কিন্তু ১৯৭৮ ইং সালের পর থেকে তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য জমি এলটমেন্ট এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা এবং এই সরকার তাদেরকে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেবেন কিনা, জানাবেন কি?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, যে জায়গার কথা মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে বলেছেন, সে জায়গার কথা আমি জানি এবং ব্যক্তিগত ভাবেও আমি সেখানে গিয়েছি। সেখানে কিছু ঘর তৈরী করা হয়েছিল। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেখানে আর কোন কাজ করা হয় নি এবং আমি দেখেছি সেখানে খালি মাঠ পড়ে আছে। এই জোট সরকার তাদেরকে সেখানে পুনর্বাসন দেওয়া যায় কিনা চিন্তা করে দেখছেন এবং ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক বছরে এই কাজটা আমরা হাতে নেব।

মিঃ স্পীকার : শ্রীগোপালচন্দ্র দাস।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শ [illegible]গড়া) :—কোয়েশ্চান নম্বার ৯৭ স্যার।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : — কোয়েশ্চান নং ৯৭ স্যার।

প্রশ্ন

১। পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অফার প্রাপ্ত বেকারদের এখনো কোন নিযুক্তিপত্র না দেবার কারন কি?

২। তাদের নিযুক্তিপত্র দেবার ব্যাপারে জোট সরকার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন,

৩। বিভিন্ন দপ্তরের অফার পেয়েছেন কিন্তু নিযুক্তিপত্র পাননি এরূপ বেকারের সংখ্যা কত?

উত্তর

১। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ত্রুটিপূর্ণ এবং পক্ষপাত দুষ্ট সিলেকশনের জন্য অনেক যোগ্য প্রার্থী অফার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাই বর্তমান সরকার উপযুক্ত সিলেকশন পদ্ধতির মাধ্যমে যোগ্যপ্রার্থী নির্বাচনের জন্য নূতন প্রার্থীদের সঙ্গে পূর্বতন সরকারের সময় অফার প্রাপ্তদেরও ইন্টারভিউ বা পরীক্ষা অথবা বিবেচনার সুযোগ দেবেন স্থির করেছেন।

২। বিবেচনাধীন আছে, যথা সময়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

৩। শিক্ষা দপ্তরের বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকারের মোট ৬৫৪ জন অফারপ্রাপ্ত ব্যক্তি রয়েছেন।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে অফারগুলি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, আবার বলছেন বিবেচনাধীন আছে। সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এই উত্তর অসংগতিপূর্ণ। তিনি বলেছেন যে, অফার প্রাপ্ত বেকারদেরকে আবার নূতন করে জোট সরকারের আমলে ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। যাদেরকে অফার দেওয়া হয়েছিল, তাদের যোগ্যতা নিরীক্ষণ করেইতো অফার দেওয়া হয়েছিল। নূতন করে যোগ্যতা নিরীক্ষণের তো প্রশ্ন উঠে না। সরকার চেঞ্জ হতে পারে, কিন্তু গভর্ণমেন্টি মেশীনারী তো চেঞ্জ হয় না। একই প্রসেসেইতো তাদেরকে অফারগুলি দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং অফারপ্রাপ্ত বেকারদেরকে আর হয়রানি না করে অবিলম্বে তাদের নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, আমি জানিনা সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক কোন পদ্ধতিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিলেকশান করেছিলেন তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রী। সুতরাং এগুলি ত্রুটিপূর্ণ। সেগুলিকে আবার রেগুলারাইজ করার জন্য আমরা আবার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে ইন্টারভিউ নেওয়ার ব্যবস্থা করছি।

শ্রীঅমল মল্লিক : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, নির্ব্বাচনকে লক্ষ্য করে নির্ব্বাচনের আগে যে সমস্ত হামলা সংগঠিত হয়েছিল যেমন বক্সনগরের সুবল মজুমদার মার্ডার কেইসের আসামী, খুনী বিধান চৌধুরীর অফার। যেমন জোলাইবাড়ীর অনিল মজুমদার-এর খুনী জনার্দন সাহাকে অফার কি করে এইভাবে নির্ব্বাচনের টোকেন হিসাবে গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করে যাদেরকে নিয়োগ করা হয়েছিল কোন নিয়ম নীতি না মেনে, তাদেরকে পুরস্কৃত করার জন্য এই অফারগুলি দেওয়া হয়েছিল নিয়ম-নীতি বহির্ভূত ভাবে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, সিলেকশ্যান পদ্ধতি থেকে দেখা যায়, তার কারন এই লিষ্টে যদি মুখ্যমন্ত্রী সিলেকশ্যান না করেন, উপ-মুখ্যমন্ত্রী সিলেকশ্যান না করেন, মন্ত্রীরা সিলেকশ্যান না করেন তাহলে সেই কারনে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া যাবে না এটা তাদের চিন্তা ধারা, সে জন্য এটা প্রশাসনিক হেড অব দি অফিস যার হাতে সিলেকশ্যানের সমস্ত যাবতীয় ক্ষমতা থাকে তাকে উপেক্ষা করেই এটা করা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে, যারা অফার পেয়েছিলেন তাদের-মধ্যে কিছু অফার প্রাপ্ত বেকার তারা ইতিমধ্যে হাইকোর্টে গেলে হাইকোর্ট তাদের কেইস গ্রহন করেছেন। হাইকোর্টে যেটা বিচারাধীন থাকা অবস্থায় মাননীয় মন্ত্রী এখানে কিভাবে বলছেন

যে, তাদের অফার বাতিল করে দিয়েছেন ? বামফ্রনট্ যখন ছিল সেই ধরনের কেইস হয়েছে কিনা ? সেই ক্ষেত্রে স্পেসিফিক হাইকোর্ট বলে দিয়েছে যে, একবার যাকে অফার দেওয়া হয় সেটা কোন অবস্থাতেই কেনসেল করা যায় না, এখানে নির্দিষ্ট রুলিং আছে সেখানে যারা হাইকোর্টে গেলেন হাইকোর্টে সিদ্ধান্ত না হওয়ার আগে তারা কিভাবে সিদ্ধান্ত নিলেন ? সেটা তো হাইকোর্টকে অবমাননা করা। এই সিদ্ধান্ত তাঁরা কিভাবে নিলেন ? আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, মাননীয় মন্ত্রী যেটা বলছেন, স্পেসিফিক যারা অফার পেয়েছিলেন এখানে জোট সরকার আসার পর তাদের কাউকে কি নূতন বে এপয়েনট্মেনট্ দিয়ে দিলেন, তারা কারা ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :— আমি আগেই বলেছি পক্ষপাতদুষ্ট ত্রুটি-পূর্ণ সিলেকশ্যানের মাধ্যমে যে অফার দেওয়া হয়েছিল তা জোট সরকার গ্রহণ করতে পারেন নি। মাননীয় গৌহাটি হাই কোর্টের নির্দেশক্রমে ঐসব প্রার্থীদের বি এ, বি.কম, অনার্স, ক্লাসিক্যাল, বি.এস সি, বায়ো মোট ১৩৪ জনকে ইতিমধ্যেই ইনটারভিউ ডাকা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা তাঁরা করতে পারেন কিনা যাদের হাইকোর্টে কেইস আছে, এটা বে-আইনি।

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : স্যার তাদের যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য হাইকোর্টের নির্দেশেই তা করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী : এটা বে-আইনী হয়েছে। এটা পারেন কিনা ? এটা তো পারেন না, এটা তো হাইকোর্টকে অবমাননা করা হয়েছে, এটা পারা যায় কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — স্যার, হাইকোর্ট এমন কোন নির্দেশ দেয়নি যে ইনটারভিউ নেওয়া যাবে না, এমন কোন নির্দেশ দেয় নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবাদল চৌধুরী : সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা পারেন কিনা ?

শ্রীগৌরীশঙ্কর রিয়াং : আমার সাপ্লিমেন্টারী হলো এইসব অফার প্রাপ্ত বেকারদের জন্য চিৎকার করছেন আসলে এইসব পোষ্ট ক্রিয়েশন হয়েছিল কিনা, না এটা ইলেকশানের টোপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :- এটার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

শ্রীঅর্জুনকুমার কর (মন্ত্রী) :—এই তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমার প্রশ্ন ছিল অফার যারা পেয়েছে তাদের কাউকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—নো সাপ্লিমেন্টারী অ্যালাউড্।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—সাবজুডিশের ব্যাপারে আমরা কোন বক্তব্য রাখিনা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস :—স্যার, আমাদের স্টেটা প্রশ্ন ছিল যাদের অফার দেওয়া হয়েছে, জব ফর্ম ফিল আপ করা হয়েছিল, ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল, বোর্ড করে দেওয়া হয়েছিল, বোর্ড পরীক্ষা নীরিক্ষা করে শিলেকশান করে তাদের অফার দেওয়া হয়েছে। এইগুলি বাতিল করা হয়েছে. এইটা অগনতান্ত্রিক।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, ওদের নিয়োগ পদ্ধতি ছিল যে কেউ ইন্টারভিউ দেবে, প্রথমে তাদের লোকাল কমিটিতে পাশ হলে পরে··· ···

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৮৮

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২৮৮

প্রশ্ন

১। পূর্ব করাঙ্গীছড়ায় রাবার বাগানটি কবে সৃষ্টি হইয়াছে,

২। উক্ত বাগানের গাছগুলি থেকে লেটেক্স কোন মাস হইতে সংগ্রহ করা যাবে,

৩। ইহা কি সত্য পূর্ব করাঙ্গীছড়া রাবার বাগানের জন্য দুটি স্মোক হাউস তৈরী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে,

৪। সত্য হইলে কোন্ মাস হইতে উক্ত স্মোক হাউসগুলি তৈরী করা হবে ?

উত্তর

১। পূর্ব করাঙ্গীছড়ায় প্রথম রাবার বাগানটি ১৯৮০ সালে সৃষ্টি হয়েছে।

২। আগামী আর্থিক বৎসরে (১৯৮৯-৯০ সনে) এই বাগানের গাছগুলি হইতে লেটেক্স সংগ্রহ করার কাজ শুরু হইবে।

৩। না, প্রথম পর্যায়ে একটি স্মোক হাউস তৈরী করার জন্য চলতি আর্থিক বৎসরে আর্থিক মঞ্জুরী দেওয়া হয়েছে। পরবর্ত্তী পর্যায়ে আরও স্মোক হাউস তৈরী করা হবে।

৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরে দেওয়া স্মোক হাউসটি তৈরী করার জন্য ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়েছে। এই মাসে কাজ আরম্ভ হবে এবং আশা করছি আগামী এপ্রিল মাসের (১৯৯০ ইং সনের) মধ্যে কাজটা সম্পূর্ণ হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কত সাল পরে এই লেটেক্স সংগ্রহ করা হয়?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—সাধারনভাবে ৭ বৎসর পরে পাওয়া যায়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— কত বৎসর হয়েছে এই লেটেক্স তোলা হয়না. এই যে লেটেক্স সংগ্রহ করা হলনা এই ক্ষতির জন্য দায়ী থাকবে কে?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— সাধারনভাবে ৭ বৎসর থেকে লেটেক্স পাওয়া যায়। এখন এর মধ্যে বামফ্রন্টের লোকেরা যদি নষ্ট করে ফেলে আবার লাগাতে হয়, কাজেই সময় লাগতে পারে।

শ্রীবিমল সিন্হা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী যত হাল্কাভাবে প্রশ্নের উত্তরটা দিচ্ছেন, তত হাল্কা নয়। ৭ বৎসর পরে যদি লেটেক্স কালেকশান হয় তাহলে ১ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলল, আরও ২ বৎসর বেশী অতিক্রান্ত হতে চলল, তাতে ত্রিপুরার প্রডাকশান বাড়ার কথা, ইকনমি বাড়ার কথা এইভাবে হাল্কা করে নিয়ে জিনিষটা হাল্কা করা উচিত নয়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিমল বাবুর কথায় ছয় বছর কি সাত বছর পাওয়া যায়, ১৯৮০ সালে এইটা করা হয়েছে, তাহলে ওনারা কয় বছর ছিলেন, তখনতো করতে পারতেন, তা করেন নি কেন?

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস (সুরমা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৬

শ্রীঅরুণ কুমার কর (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩২৬

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কংগ্রেস (ই) যুব সমিতির জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৯ইং

পর্য্যন্ত বিভিন্ন স্তরে কয়টি স্কুলকে আপগ্রেড. করা হয়েছে (স্তরভিত্তিক স্কুলের নাম) এবং
২। আগামী শিক্ষা বর্ষে স্কুল আপগ্রেডশান-এর কোনরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১। দুইটা হাইস্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নিত করা হয়েছে, নাম নন্তননগর গার্লস হাই স্কুল ও আমতলী হাইস্কুল, সদর।
২। আছে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :– সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগামী শিক্ষা বর্ষে কমলপুর মহকুমার কোন সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নিত করা হবে কি না। দ্বিতীয়ত হলং পচাশী সিনিয়র বেসিক স্কুলকে এবং ছোট শর্মা সিনিয়র বেসিক স্কুল এই দুইটা স্কুলকে আপগ্রেডেশানের দাবী এলাকা থেকে উঠেছে. এই সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তর কোন সিদ্ধান্ত নিবেন কি বা কোন পরিকল্পনা আছে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী :—স্যার, স্কুলকে আপগ্রেড করার কতগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে, সেই অবস্থাগুলি আমাদের সার্ভে বিভাগ সমস্ত কিছু যোগাড় করেছেন।. এখন এইগুলি পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে এবং যেখানে যেখানে প্রয়োজন সেখানে সেখানে স্কুল আপগ্রেড করা হবে।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস : স্যার, এই যে বললেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপগ্রেড করবেন তার মধ্যে আগামী শিক্ষা বৎসরে কয়টা প্রাথমিক স্কুলকে সিনিয়র বেসিক, কয়টা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুল, কয়টা হাইস্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করা হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) :– আগামী আর্থিক বৎসরে ১৬টা জে বি স্কুলকে এস বি স্কুলে, ২০ টা এস বি স্কুলকে হাইস্কুল এবং ১৪টা হাইস্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। আগামী শিক্ষা বৎসরের শুরুতেই উন্নীত করনের কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর) ঃ—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে কোন কোন স্কুলকে আপগ্রেড করা হবে ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) ঃ– এইটা আলাদা প্রশ্ন, এইগুলি এখন পরীক্ষার স্তরে আছে। কাজেই পরীক্ষা করে তা যথা সময়ে জানানো হবে।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জানাবেন কি যে, কি কি নিয়মের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্কুলকে আপগ্রেডেশান করা হয় ?

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) **:**— ছাত্র সংখ্যা, স্কুলের অবস্থান ও শিক্ষার সুযোগ, এইগুলির কথা বিচার বিবেচনা করেই স্কুল আপগ্রেড্‌ করা হয় ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ও শ্রীবাদল চৌধুরী ।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৮

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) **:**— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪৮ ।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য জম্পুই পাহাড়ে বসবাসকারী মিজো উপজাতিরা জম্পুই আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের দাবী জানিয়েছে ?

২। সত্য হলে উক্ত এলাকায় আলাদা মিজো কাউন্সিল গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা,

৩। থাকিলে কবে নাগাদ কার্য্যকরী হবে বলে আশা করা যায় ;

৪। ইহাও কি সত্য যে উক্ত এলাকায় আলাদা মিজো কাউন্সিল গঠনের দাবিতে কয়েকটি সংগঠন সম্প্রতি বন্ধ ও অন্যান্য আন্দোলন আরম্ভ করেছে ?

৫। সত্য হলে এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ।

২। জম্পুই পাহাড়ে আলাদা করে মিজো কাউন্সিল গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই

৩। প্রশ্ন উঠে না ।

৪। মিজো কাউন্সিল গঠনের দাবীতে মিজো কনভেনশন ১৫ই মার্চ ১৯৮৯ ইং সনে সকাল ৬টা হইতে ৪৮ ঘন্টার বন্ধের আহ্বান করিয়াছিল যাহা শান্তিপুর্ণভাবে অতিবাহিত হয় ।

৫। ৪৮ ঘন্টা বন্ধ আহ্বানের ফলে উক্ত এলাকায় যাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তারজন্য সরকার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থাই নিয়েছিলেন ।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা যে বর্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীসন্তোষ মোহন দেব তাদেরকে নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যদি তারা সরকারে আসেন তাহলে আলাদা মিজো

কাউন্সিল গঠন করবেন এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ রকম কোন ঘটনা জানা নাই।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং : সাপ্লিমেন্টারি স্যার, বিগত দিনগুলিতে ভোট আদায়ের লক্ষ্যে ভোট বাক্স ভারি করার জন্য সি, পি, আই (এম) পার্টি এসব করতেন এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, বামফ্রন্ট বিশেষ সি. পি, আই (এম) পার্টি এভাবে উস্কানি দিয়ে চলে। সুতরাং জম্পুই পাহাড়েও তারা এমন উস্কানি দিতে পারে।

শ্রীদশরথ দেব (রামচন্দ্রঘাট) : সাপ্লিমেনটারি স্যার, আমরা এই মিজো কাউন্সিলের বিরুদ্ধে কারন আমরা আগেও বলেছি যে এখানে এ. ডি. সি. আছে, অতএব মিজো কাউন্সিলের কোন দরকার নেই। এটা আমরা একটা ষ্ট্যাণ্ড নিয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন, হি ইজ এ লায়ার।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি মিথ্যা কথা বলিনা যতটুকু সম্ভব। স্যার, আমার প্রশ্ন হচ্ছে তারা যে উস্কানিদাতা এটা সত্যি।

শ্রীধীরেন্দ্র দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারি স্যার, সাপ্লিমেনটারী স্যার।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— সাপ্লিমেনটারী স্যার, নির্বাচনের আগে তাদের কাছে এ ব্যাপারে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটা ঠিক কিনা ? তিনি ত সভায় হাজির আছেন জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এ রকম কোন তথ্য নাই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, উনি ত সভায় হাজির আছেন। উনি যে লিখিত কাগজ দিয়েছিলেন সেটা উনি জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমাকে প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র দেবনাথ :- সাপ্লিমেনটারী স্যার, মাননীয় সদস্য নৃপেনবাবু ও দশরথবাবু নির্বাচনের আগে তাদেরকে মিজো কাউন্সিল গঠন করা হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এটা জানা আছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে এরা

উস্কানিদাতা, সব সময়েই উস্কানি দিয়ে চলেছেন। কাজেই সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ওরা এখনও উস্কানি দিয়ে চলেছেন।

শ্রীদশরথ দেব : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্ন ডিরেকট্‌লী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে করেছি। মিজো নেশনাল কনভেনশন থেকে একটা মেমোরেণ্ডাম মাননীয় চিফ্‌ মিনিষ্টারের কাছে দিয়েছে এবং তার একটা কপি তারা আমাকে বিধানসভার বিরোধী দলের উপ-নেতা হিসেবে দিয়েছে। এই মেমোরেণ্ডামে পরিষ্কার লেখা রয়েছে যে, নির্বাচনের পূর্বে কংগ্রেস (আই)-এর পক্ষে মাননীয় শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার এবং কেন্দ্রিয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসন্তোষ মোহন দেব তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, যদি ভোটে জেতে তাহলে সেখানে আলাদা মিজো কাউন্সিল, বা রিজিওনাল মিজো হিল কাউন্সিল-এর যে দাবী সেটা পূরণ করা হবে। তারা আমার কাছে গিয়েছিল, আমি তাদের পরিষ্কার ভাবে বলেছি যে, এইটা তো আর আমার প্রতিশ্রুতি নয়। আপনারা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করুন। এইটা সত্য কি না ? এই মিজো কনভেনস-এর কাছ থেকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কোন মেমোরেণ্ডাম পেয়েছেন কি না ? এর জবাব আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, মিজো কাউন্সিল, আর মিজো হিল কাউন্সিল তো এক নয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী : — মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জবাব চাই।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এর জবাব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি আমাকে জবাব দেবার জন্য নির্দেশ দিতেন তাহলে আমি দিতাম।

শ্রীদশরথ দেব : — মিঃ স্পীকার স্যার, মৌন সম্মতির লক্ষণম্‌। তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে সত্যিই তাদের এই ধরনের প্রতিশ্রুতি নির্বাচনের পূর্বে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : — এখানে মৌন থাকার প্রশ্ন উঠে না। যদি মাননীয় স্পীকার আমাকে জবাব দেবার জন্য নির্দেশ দিতেন তাহলে আমি নিশ্চয়ই তার জবাব দিতাম। আমি হাউসের নিয়ম-নীতি মেনেই চলছি।

মিঃ স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার (কমলাসাগর) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৯

শ্রীঅরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৫৯

প্রশ্ন :—(১) সারারাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের কত পদ শূন্য রয়েছে ?

উত্তর :— রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিষয় শিক্ষকের মোট ৪২৪টি পদ শূণ্য রয়েছে।

প্রশ্ন :—(২) কি কি বিষয়ের জন্য এই সব পদ খালি রয়েছে ?

উত্তর :— উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের অধিকাংশ বিষয়ের বিষয় শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

প্রশ্ন :—(৩) বিষয় শিক্ষকের এইসব শূণ্যপদ পূরনের জন্য কি কি উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে ?

উত্তর :—বিষয় শিক্ষকের এই সব শূণ্যপদ পূরনের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের প্রার্থীদের আবেদনের ভিত্তিতে ইন্টারভিউও নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে।

শ্রী মতিলাল সরকার :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কি, যে সমস্ত স্কুলে বিষয় শিক্ষক এর পদ খালি আছে, উপযুক্ত এস, সি. এস, টি প্রার্থী কম থাকাতে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হয়। উপযুক্ত প্রার্থীর অভাবে স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন-এর অসুবিধা হলে ছাত্রদের পক্ষে তা ক্ষতিকর হবে। কাজেই এই দিকটা চিন্তা ভাবনা করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কি ?

শ্রী অরুনকুমার কর (মন্ত্রী) : মি: স্পীকার স্যার, এই সমস্যাটা যথেষ্ট বাস্তব। বিষয় শিক্ষকের বিষয় শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। উপযুক্ত উপজাতি এবং তফসিলী উপজাতি পার্থী না পাওয়ার ফলে পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। স্পর্শকাতর ব্যাপার বলে এটা ডি-রিজার্ভেশন করা সম্ভব হবে না। কাজেই সরকার এই ব্যাপারে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে দেখছেন যে এই সমস্যার সমাধান কি ভাবে করা যায়।

শ্রী মতিলাল সরকার :— স্যার, আমি আমার প্রশ্নে কোথাও এই কথা বলিনি যে ডি রিজার্ভেশন করে বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। আমি এখনও বলছি যে তাঁদের খালি পদতো খালিই থাকবে যতক্ষণ পর্যান্ত লোক না পাওয়া যায়। কিন্তু অপর দিকে বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন চালাতে হবে। কাজেই সরকার এই ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নিয়ে স্কুলগুলিতে পঠন পাঠন ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করবেন বা অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহন করবেন কিনা ?

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার স্কুলের যে সমস্যাটা উনারা সৃষ্টি করে গেছেন আমি

অনুমতি নিয়েই বলছি, ইট ইজ ইমপ্লাইড্। স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই।

মি: স্পীকার :—হ্যাঁ, বলুন।

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী :—আমি দুঃখিত যে, আমি আগে কথাটা বলি নাই। কিন্তু এখন আমি বলছি। স্যার, এই যে সমস্যাটা, এটা উনাদের তৈরী কিভাবে সৃষ্টি করেছে আমি এখানে সেটা বলছি। আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে, রেশিও মানতে গিয়ে তাঁরা ১০০ শূন্য পদ সৃষ্টি করলে ২৯টি বাদ দিয়ে অর্থাৎ রিজার্ভেশন করে বাকিগুলিতে নিয়োগপত্র দিয়ে নিয়োগ করলেন এবং আবার দরকার হলে আরও ১০০ পোষ্ট ক্রিয়েট করে ২১টি পোষ্ট রিজার্ভেশন করে রেখে বাকিগুলিতে নিয়োগ করলেন। এইভাবে তারা একটা ইনবেলেনস্ সৃষ্টি করেছিলেন।
এখানে মাননীয় সদস্য বললেন যে অনেক বিষয় শিক্ষক প্রয়োজন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তী বেআইনিভাবে তাঁর দপ্তর থেকে একটা সার্কুলার দিয়ে সমস্ত ট্রেন্সফার, প্রমোশন, নিয়োগ ইত্যাদি উনার দপ্তর এর মাধ্যমে হইত। অসাংবিধানিকভাবে নিয়োগ নীতি ব্যবস্থার আইন চালু করেছিলেন।

স্যার, বিভিন্ন স্কুলে এই যে শিক্ষকের সমস্যা, এটা উনারাই সৃষ্টি করে গেছেন। সেটা কিভাবে সৃষ্টি করেছেন, তার একটা নমুনা আমি দিচ্ছি, যেমন ১০০ পোষ্ট ক্রিয়েট করা হল, তার মধ্যে রিজার্ভেশান কোটা পূরণ না করে বাকীগুলি পূরন করা হল, তারপর, আবার ১০০ পোষ্ট ক্রিয়েট করা হল, আবারও রিজার্ভেশান কোটাটা বাদ দিয়ে বাকীগুলি পূরন করা হল, কারন, ওরা দেখাতে চেয়েছিল রিজার্ভেশান কোটার রেসিও মানা হচ্ছে। এভাবে শিক্ষকের পদ পূরণের ক্ষেত্রে ওরা একটা ইমবেলেন্স ক্রিয়েট করে গিয়েছিল, আর তার জন্য দায়ী তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই, কারন উনি উনার দপ্তর থেকে সার্কুলার দিয়েছিলেন যে, সমস্ত প্রমোশন, ট্রেন্সফার এ্যাণ্ড এ্যাপয়েন্টমেন্ট তার দপ্তর থেকে হবে, অন্য দপ্তর করতে পারবে না, যেটা অত্যন্ত বে-আইনী এবং অসংবিধানিক ছিল। স্যার, ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যাদেরকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে, তাদের লিষ্ট তৈরী করেছিল ওদের লোকাল কমিটিগুলি, কারন তখন উনাদের লোক ছিলনা, এখনও নাই। ক্যাণ্ডিডেটদের ডেকে বলা হল, নাম লেখ, লাল কার্ড নাও, মিছিলে চলো, আবার শুধু মিছিলে গেলেই হবে না, অমুক-কে খুন করে এসো, তারপর চাকুরী পাবে, এভাবেই ওরা এসব করেছে।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন কোয়েশ্চানের সংগে রিলেটেড নয়, আসল প্রশ্নটা ছিল, সাবজেক্ট টিচারের যে সর্টেজ আছে, তাতে এমন কোন ভায়া মিডিয়ার কথা সরকার চিন্তা করছে কিনা যাতে সাব টিচার স্কুলগুলিতে পাঠানো যায় আবার এস. টি অথবা এস, সির রিজার্ভেশনও রক্ষা করা যায়?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমার মনে হয় এই ধরনের পরিস্থিতি কিভাবে উদ্ভব হয়েছে, সেটা তিনি এখানে এ্যাকস্‌পেলেইন করতে চাইছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই অবস্থার মধ্যে বিগত দিনে তারা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষের স্বার্থে অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করার আদৌ প্রয়োজন মনে করেন নাই। ১০০ পার্সেণ্ট রোষ্টার যেটা আছে, সেটাকে একদিকে ঠেলে রেখে নিজেদের দলবাজী আর ক্যাডারবাজীই করে গিয়েছেন।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, তখন তো এস, টি অথবা এস, সির রিজার্ভেশান রক্ষা করে যাতে স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট টিচার্স পাঠানো যায়, তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) : স্যার, সে রাস্তাটা তো আগে থেকেই উনারা বন্ধ করে দিয়ে গেছেন, আজকের যে সমস্যা এটা তো উনারাই সৃষ্টি করে গেছেন, তাদের দলবাজী আর ক্যাডারবাজী করার জন্য, যার ফলে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ছাত্রছাত্রী সম্প্রদায়কে ভোগ করতে হচ্ছে।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এই এস, টি অথবা এস, সির থেকে যদি সাবজেক্ট টিচার্স না পাওয়া গিয়ে থাকে, তার জন্য দায়ী হল ঐ কংগ্রেস সরকার, যারা এই রাজ্যে ৩০ বছর ধরে রাজত্ব করে গিয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেই কথাটাই বলছেন যে কিভাবে এই ধরনের একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, সাবজেক্ট টিচার্স থাকা সত্ত্বেও কোন এস, টি, অথবা এস, সি, ক্যানডিডেটকে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেওয়া হয়নি, এই রকম কোন তথ্য কি উনি দিতে পারবেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, রাস্তাটা উনারাই বন্ধ করে দিয়ে গেছেন আমি এখানে পরিস্কারভাবে বলতে চাই যে, এই সরকার কোন অবস্থাতেই ১০০ পার্সেণ্ট রোষ্টার লঙ্ঘন করে কাউকে কোন এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেবেন না।

শ্রীদশরথ দেব :— স্যার, এখানে তো ঘোষণা করা হল যে এই সরকার আসার পর ২০০০ লোককে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দিয়েছে। এখন এই যে এ্যাপয়েণ্টমেনট দিলেন, তাতে রোষ্টার পয়েণ্ট অবজার্ভড করা হয়েছে কি ? তা যদি হয়, তাহলে কতজন এস, টি, কতজন এস সি, কতজন জেনারেল তার একটা লিষ্ট দিন, তাহলে আমরা বুঝব যে আপনারা সব কিছু ঠিক ঠিক করছেন ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি তো কয়েকদিন আগে মাত্র কোন এক

প্রশ্নের জবাবে এসব তথ্য অলরেডী দিয়ে দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমার মনে হয় আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে উনি রোগের চিকিৎসা না করে রোগ নির্ণয় এবং রোগ নিরাময়ের চেষ্টা করছেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমরা মোট ১৩০০ এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছি, তার মধ্যে ৬০০ এস. টি, ৩০০ এস. সি. এবং বাকীটা জেনারেল। এছাড়া যতগুলি ভেকান্ট পোষ্ট আছে, সেগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (ধনপুর) :— কোয়েশ্চান নং ৩৭৬ স্যার।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭৬ স্যার।

প্রশ্ন

১। আগরতলায় সুকান্ত একাডেমীর গৃহ নির্মাণ কার্য্য সমাধা করতে কতদিন সময় লাগবে অনুমিত হয়েছে,

২। বামফ্রন্ট সরকার এই সুকান্ত একাডেমীতে শিশু ও কিশোরদের জন্য কি কি প্রকল্প এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিস্তারের জন্য কি কি প্রকল্প গ্রহন করেছিলেন,

৩। বর্তমান জোট সরকার সেই স্কুল প্রকল্প রূপায়নের কি উদ্যোগ গ্রহন করেছেন ?

উত্তর

১। আগরতলায় সুকান্ত একাডেমীর গৃহ নির্মাণ-কার্য সমাধা হতে আর এক বছর লাগবে বলে অনুমান।

২। মূল প্রকল্প অনুযায়ী এই কেন্দ্রে বিজ্ঞান জনপ্রিয় করনের জনা যেসব উপাদান থাকছে সেগুলি হল :

ক) বিজ্ঞান পার্ক।
খ) বিজ্ঞান সংগ্রহশালা।
গ) শিশুদের জনা পাঠাগার।
ঘ) আকাশ পর্য্যবেক্ষন কেন্দ্র।
ঙ) মাছঘর (অ্যাকোয়ারিয়াম)
চ) পাখীশালা।
ছ) সভা গৃহ।

৩। বর্তমান জোট সরকার বিজ্ঞান কেন্দ্রটিকে আরো দ্রুত শেষ করার সর্বাত্বক প্রয়াস চালাচ্ছেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদীনেশ দেববর্মা।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা (সালেমা) :– কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৮ স্যার।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :– কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৯৮

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্য সরকার থেকে টি.টি.এ, এ.ডি 'স'-কে সাব-প্ল্যান এরিয়ার জন্য কোন টাকা মঞ্জুর করা হয় নি,

২। যদি টাকা মঞ্জুর না করে থাকেন তবে তার কারন,

৩। ইহাও কি সত্য যে ষ্টেট সাব-প্ল্যান-এ টাকা যাহা বরাদ্দ হইয়াছে উক্ত টাকা এ. ডি, সি, সাব প্ল্যান এরিয়ার বাহিরে খরচ করা হইয়াছে ?

উত্তর

১। না, ইহা সত্য নহে।

২। প্রশ্নই উঠে না।

৩। না. সত্য নহে।

মি: স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা (*) চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলোর লিখিত উত্তর এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি (ANNEXTURES "A" & "B")।

PANNEL OF CHAIRMEN.

Mr. Speaker :—I announce the pannel of Chairmen for the next year i. e. 1989-90 as below :

1. Shri Rashik Lal Roy.
2. Shri Amal Mallik.
3. Shri Buddha Deb Barma.
4. Shri Keshab Majumder.

REFERENCE PERIOD.

মি: স্পীকার :– এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দাস

মহোদয়কে তাঁর বিষয়টি দাঁড়িয়ে উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীগোপালচন্দ্র দাস (শালগড়া) :— স্যার. আমার রেফারেন্সের বিষয়টি হলো "গত ১৩-২-৮৯ রাধাকিশোরপুর থানাধীন তেলানিয়া গ্রামে কতিপয় সমাজবিরোধীদের আক্রমনে বামফ্রন্ট সমর্থক শ্রীমতি ডলি দেবনাথ, শ্রীমান পিন্টু দেবনাথ, শ্রী বাবুল দাস প্রমুখ গুরুতর রূপে আহত হওয়া সম্পর্কে"।

মিঃ স্পীকার :— আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করিতেছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখিতে পারিবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ৬-৩-৮৯ইং তারিখে এ সম্পর্কে হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্স-এর নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। যিনি নোটিশ দিয়েছেন তার নাম উল্লেখ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১৭শে মার্চ্চ, ১৯৮৯ইং বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর গাঁও পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত নবোদয় সংঘ বাজার আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা যেন অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) : মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই নোটিশের জবাব ৬-৪-৮৯ইং তারিখ দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আজ আর একটি রেফারেন্সর নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে আমি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য যিনি নোটিশ দিয়েছেন তাঁর নাম উল্লেখ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) :— আমার নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "গত ২৭শে মার্চ্চ ১৯৮৯ইং

রাজ্যের ধর্মনগর মহকুমার ধর্মনগর থানাধীন রেলষ্টেশনের কাছে ৫০০ বস্তা সিমেন্ট-সহ টি, আর, এল ১৪১১ গাড়ীটি পুলিশ ও জনতা আটক করার ঘটনা সম্পর্কে"।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করিয়া জানান।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন : স্যার, আমি এই নোটিশটির জবাব ৬-৪-৮৯ইং তারিখ দেব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আজ একটি রেফারেন্স পিরিয়ডের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার মহোদয় কর্তৃক আনীত নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।
নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ১২ই মার্চ ১৯৮৯ইং সদরের বিশালগড় থানাধীন মধুপুরের দিপালী বর্দ্ধন কতিপয় সমাজ বিরোধী কর্তৃক অমানুষিক নির্যাতনে আহত হওয়া ও পরে হাসপাতালে মারা যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— গত ১৭-৩-৮৯ ইং বেলা ১ ঘটিকার সময় বিশালগড় থানাধীন মধুপুর সাকিনের শ্রীমতী হেমলতা বর্দ্ধন, স্বামী মৃত নগেন্দ্র বর্দ্ধন পুলিশের নিকট এই মর্মে অভিযোগ করেন যে, গত ১২-৩-৮৯ইং তাহার মেয়ে দিপালী বর্দ্ধন, বয়স ১৭ বৎসর, মধুপুরস্থিত শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের আশ্রমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য যান। রাত্রি প্রায় ১০টা সময় মধুপুর সাকিনের শ্রীদীনবন্ধু দাস ও শ্রীচণ্ডী সরকার দিপালীকে অজ্ঞান অবস্থায় রাস্তার পার্শ্বে পায় ও সঙ্গে সঙ্গে মধুপুর হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়। সেখানে দিপালী জানায় যে শংকর পাল ও তাহার সংগীরা তাহার উপর পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে। গত ১৪-৩-৮৯ইং তারিখ দিপালীকে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠান হয় এবং ১৬-৩-৮৯ইং রাত্রে দিপালী বর্দ্ধন হাসপাতালে মারা যায়।

উক্ত অভিযোগমূলে বিশালগড় থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬/৩০৪ ধারায় ২৮ (৩) ৮৯নং মোকদ্দমা নথীভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন।

দিপালী বর্দ্ধনের ময়না তদন্ত করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ উক্ত ঘটনায় জড়িত নিম্নলিখিত আসামীগনকে গ্রেপ্তার করে মাননীয় আদালতে প্রেরণ করেন।

ধৃত আসামীগণের নাম	গ্রেপ্তারের তারিখ
১। শ্রীশংকর পাল পিতা শ্রীসুবোধ পাল সাং মধুপুর	১৭-৩-৮৯ইং

২। শ্রীনির্মল বনিক ১৮-৩-৮৯ইং
পিং-নীলরতন বনিক
সাং-সেকেরকোট

৩। শ্রীঅজিত কর ১৮-৩-৮৯ইং
পিং মৃত দেবেন্দ্র কর
সাং দেবীপুর

৪। শ্রীঅজিত শীল ১৯-৩-৮৯ইং
পিং মৃত অনিল শীল
সাং খামারহাটি।

উক্ত আসামীগণ সি, পি, আই (এম) দলের সমর্থক। বিগত নির্বাচনে এই আসামীরা মাননীয় সদস্য মতি লাল সরকারের হয়ে নির্বাচনের কাজ করে।

তদন্তকালে প্রকাশ পায় যে আসামীগণ কাম চরিতার্থ করার জন্য এই অপকর্মে লিপ্ত হয়। বাদীনী শ্রীমতি হেমলতা বর্দ্ধন লোক লজ্জার ভয়ে ও সামাজিক কলঙ্কের ভয়ে ঘটনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানান নাই। তাহার মেয়ের মৃত্যুর পর ১৭-৩-৮৯ইং ঘটনাটি পুলিশকে জানান এবং পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে তদন্তকার্য্য আরম্ভ করেন। মৃত দীপালী বর্দ্ধনের পরিবার কংগ্রেসের সমর্থক।

মোকদ্দমার তদন্তকার্য্য চলিতেছে।

শ্রীমতিলাল সরকার :— পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান স্যার, এইটা একটা নাক্কারজনক ঘটনা। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কতগুলি পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান রাখছি, যারা ধরা পড়েছে তারা সবাই এলাকায় কংগ্রেস আই (এম) কর্মী বলে পরিচিত। আমি এলাকার জনপ্রতিনিধিরূপে এই কথা বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, জানিনা এইটা পুলিশের রিপোর্ট কি না, না নিজের বানানো রিপোর্ট। কংগ্রেস (আই) এর কর্মী যখন ধরা পড়ে তখন তাকে সি, পি, আই, (এম) এর কর্মী বলে চালু করা এইটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে অনেকবার দেখেছি, এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দেখছি। আমার পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশান হল, যাতে এরা ধরা না পড়ে তার জন্য পুলিশ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু এখানকার দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ তারা যখন ক্ষেপে যায় এবং তাদেরকে ধরে মানুষ পুলিশের হাতে দেয় তারপর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।

স্যার, এর পরেও আসামীদেরকে আড়াল করার জন্য কি কি চেষ্টা হয়েছি আমি এই রকম কয়েকটা তথ্য রাখছি। যখন তাকে মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তখন গুরুতর সংকটজনক অবস্থায় সেখানকার ডাক্তার তার অবস্থাটা দেখেই বললেন যে এইটা রেপ কেইস, অন্তত আট দশ জন তাকে রেপ করেছে, তাকে আমি এখানে চিকিৎসা করতে পারবনা। আপনারা জি বি তে নিয়ে যান। এই ডাক্তার এখানে কোন ট্রিটমেন্ট করেন নি তাকে অফিসিয়েলি রেফারও করেন নি। তখন তারা তাকে জি বিতে নিয়ে যায়। আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর রিপোর্টে দেখলাম, যে উনি বললেন পাশবিক অত্যাচার হয়েছে এবং মধুপুর হাসপাতালেই নাকি সেটা ধরা পড়েছে। কিন্তু মধুপুর হাসপাতাল থেকে তাকে রেফার করার

সময় সেটা বলা হয়নি। এখানে কিভাবে অ.সামীদেরকে রেহাই দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, স্যার, আমি এই জায়গায় যাচ্ছি এবং এই তথ্যগুলি এই কেইসের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট। রেপ কেইসের কোন ট্রিটমেন্ট তাকে করা হয়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় মেম্বার আপনি সংক্ষিপ্তভাবে বলুন।

শ্রী মতিলাল সরকার :—স্যার, আমি সংক্ষিপ্ত করছি। তার শরীরে কামড় ও আচড়ের ক্ষত ছিল, তার জামা ছিন্নভিন্ন ছিল, তার প্যান্ট সমাজবিরোধীরা খুলে নিয়েছিল, এইসব দেখা সত্ত্বেও হাসপাতালের ডাক্তার তাকে রেপ কেইস হিসাবে ট্রিটমেন্ট করেনি, যদি করত তাহলে তাকে বাঁচানো যেত এইভাবে স্যার, কেন তাকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়ে অ'সামীদেরকে আড়াল করার চেষ্টা করা হয়েছে এই তথ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি ?

শ্রীসুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, এখানে যে তথ্য আমি দিয়েছি সেই তথ্য কি প্রমান করে যে অসামীদেরকে ঢাকা দেওয়া হয়েছে ? স্যার, এখানে যেটা আমি বলেছি যে ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষ থেকে শুরুতে এইটা রেপ বলে কোন অভিযোগ আনেননি। সুতরাং এইটা একটা পরিবারের পক্ষ থেকে হয়তো চাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এইটা প্রমান করেনা যে এইটা ঢাকা দেওয়ার কোন চেষ্টা চলছিল দ্বিতীয়তঃ যেটা বলেছেন তিনি কংগ্রেসের, সি পি আই এম এর নয়, এইটা সত্য কথা, কিছু কিছু সি পি আই (এম) কর্মী যেহেতু আমাদের দল গনতান্ত্রিক আমরা সেখানে এই রকম কড়াকড়ি করি না তাদের মত, এখানে কিছু কিছু চেষ্টা এই রকম হচ্ছে, মিটিংও তাদের হয়েছে। যে তোমরা এখন কংগ্রেসের মধ্যে টি ইউ জে এসের মধ্যে ঢুকে পড় এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাও এবং এই ধরনের ঘটনা তারা করে কংগ্রেসের নাম দলে। কিন্তু এই কথা সত্য যে, গত নির্বাচনে ওরা মতিবাবুর হয়ে কাজ করেছেন এবং ওরা কংগ্রেস নয়, কংগ্রেস ওদের কোনদিন গ্রহণ করেনি, যদিও চেষ্টা করছে কংগ্রেসে ঢুকে এই ধরনের প্রচেষ্টা করতে। স্যার, একটা কথা আমি বলছি যে, ঢাকা দেবার জন্য এখানে যে কোন প্রচেষ্টা হয়নি, খুব তাড়াতাড়ি রেপ কেইসের ব্যাপারে এই সরকার এই ধরণের জঘনা ঘটনার ব্যাপারে যে আমরা তৎপর এই ঘটনাই তার প্রমাণ উনারা সাপ হয়ে কাটেন আর ওঝা হয়ে ঝাড়েন। এবার আমরা দেখব তাদেরকে এই শংকর পাল নির্মল বনিক, অজিত কর, অজিত শীল যখন আমরা তাদের বিরুদ্ধে এই জঘনা অপরাধের জন্য শাস্তি দেওয়ার উদ্যোগ নিচ্ছি সরকারের তরফ থেকে, পুলিশের তরফ থেকে ত ব্যবস্থা নিয়েছি, তাদের হয়তো, আমরা এইটাতে আশ্চর্য্য হব না, হয়তো ওরা আন্দোলন শুরু করবেন। ওনারা এইটা বলুন যে ওনারা কোন আন্দোলন করবেন না। তাদের কঠোর সাজা হবে, এই কেইসের জঘনা অপরাধের আমরা সত্যিকারের যারা অপরাধী তাদের সাজা দিতে উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা এই ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা চাই। এখন সুষ্ঠু তদন্ত চলছে সাজেই তদন্তের স্বার্থে আর কিছু বলা যাবেনা।

শ্রীমতিলাল সরকার :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, আমি যেসব পয়েনটগুলি তুলেছিলাম তার অনেকগুলি এড়িয়ে গেছেন। আমার প্রশ্ন ছিল, এটাকে রোড ট্রেন্সপোর্ট একসিডেনট বলে রেকর্ড করা হয়েছিল পূর্ব থানাতে. কিন্তু যারা সেখানে তাকে নিয়ে এসেছিল তারা বলল যে, এটা তা না। তখন তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে পোষ্ট মর্টেম করা হয়। প্রথমে পোষ্ট মর্টেম করতেই চাইছিলনা। পরে এলাকার সি, পি, এমের নেতারা এবং সঙ্গে কংগ্রেসের লোকেরাও ছিল, বলার পরে রেইপ কেইস হিসাবে পোষ্ট মর্টেম করতে বাধ্য হয়। এটা রেইপ কেইস হিসাবে স্বীকৃত হয় কিন্তু জি, বি, হাসপাতালে রেইপ কেইস হিসাবে কোন ট্রিটমেনট করা হয় নাই। তাকে হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় মেরে ফেলা হয়েছে। এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর জানা আছে কিনা ? জানা না থাকলে খবর নিয়ে তার বিধি ব্যবস্থা করবেন কিনা এবং এই অসহায় মহিলার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা করবেন কিনা ? গুণ্ডারা শুধু এই ৪ জন নয় আরও অনেকে ছিল, তাদের সবাইকে ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবেন কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, আমি আগেই বলেছি যে তদন্তের স্বার্থে এবং সত্য উৎঘাটনের স্বার্থে সরকারের তরফ থেকে এবং পুলিশের তরফ থেকে সমস্ত চেষ্টা চলছে কাজেই স্যার, আমি এর বেশী আলোচনা করতে রাজী নই। কারণ আমরা দেখছি এখানে যারা বিকৃত কামুক তারাই ধর্ষণের আলোচনা করতে আনন্দ পায়। আমরা চাই এদের চিকিৎসা হওয়া দরকার।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি এই যে দীপালি বর্ধনের ঘটনার ব্যাপারে যেসব আসামীর নাম বলা হয়েছে তারা বিগত নির্বাচনের আগের দিন রাত্রে বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অর্থাৎ তৎকালীন বিশালগড় কংগ্রেস-ই প্রার্থীকে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে ওনার গাড়ীতে বোম মেরেছিল সে ঘটনার সঙ্গে তার যুক্ত কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, সন্দেহ করা হচ্ছে ওরা অনেক কুকর্মের সঙ্গে জড়িত। ওদের নির্দেশে ওরা এসব কাজ করছে। এটা তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপ। এটার তদন্ত চলছে। মাননীয় সদস্য এসব তথ্য পুলিশকে দিতে পারেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী (ঋষ্যমুখ) : স্যার, আমার একটা পয়েন্ট অব্ ক্লেরিফিকেশান,

মি: ডেপুটি স্পীকার :- না, আর নয়, অনেকগুলি হয়েছে। এবার আমি অপরেকটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশে যাচ্ছি। "নোটিশটি উত্থাপন করেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল"— বিগত ২০-১-৮৯ইং রাত্রে প্রায় ১১টার সময় বিলোনিয়া মহকুমার মনপাথর ও.পি-র অধীন তাকমার কং (ই) কর্মী অনিল মিত্রের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে"। আমি এখন মাননীয়

মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দিতে।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :—"বিগত ২০-১-৮৯ইং রাত্রে প্রায় ১১টার সময় বিলোনীয়া মহকুমার মনপাথর ও, পি,-র অধীন তাকমার কং(ই) কর্মী অনিল মিত্রের বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া সম্পর্কে",।

মিঃ স্পীকার স্যার, বিগত ২০-১ ৮৯ইং আনুমানিক ১১-৩০ মিঃ সময় কতিপয় অজ্ঞাত দুষ্কৃতকারী বিলোনীয়া থানাধীন মনপাথর আউটপোষ্ট অন্তর্গত উক্ত তাকমা গ্রামের শ্রীসোনাতন মিত্রের ছেলে শ্রী অনিল মিত্র মহাশয়ের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে শ্রী মিত্রের বসত ঘর সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ভস্মিভূত হয়ে যায়। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ২,৫০০টাকা। উক্ত ঘটনায় শ্রীঅনিল মিত্র তার পার্শ্ববর্তী বাড়ীর শ্রীমানিক দত্ত, শ্রীমিলন বৈদ্য শ্রীপবিত্র দেববর্মা, শ্রীমতি কাননবালা মুহুরী, এবং শ্রীরামপ্রসাদ ভৌমিকের হাত আছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন।

উক্ত ঘটনাটি বিলোনীয়া থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৬ ধারায় ১৬ (১) ৮৯ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে এবং প্রকৃত অপরাধিদের খোঁজে বের করতে জোর তদন্ত চালাচ্ছে। এই ঘটনায় এখনো কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হয়নি। শ্রীঅনিল মিত্র কং (ই)-র সক্রিয় কর্মী বলে জানা যায়।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব্ ক্ল্যারিফিকেসন স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য আছে কি না যে, এই এলাকার মধ্যে একটা পতিছড়ি এলাকা যেটার ভাগ পুনর্বাসন পাওয়া গরীব অংশের লোক বাগান শ্রমিক। তাদের পরিবারের অবস্থা খুবই খারাপ। এবং এই জায়গাতে সি, আই, টি, ইউ, অর্গানাইজেশন-এর কিছু লোক মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারন ছিল। সেই জায়গায় অনিল মিত্রের নেতৃত্বে আই এন, সি, ইউ, সি-এর এবং কংগ্রেস এর কিছু লোক একটি সংগঠন করার চেষ্টা চালাচ্ছে সেটাকে ভাঙ্গার জন্যে ঐদিন ২০-১-৮৯ দুপুর ১২টার সময়ে মাননীয় বিধায়ক বাদলবাবুও সেখানে গিয়েছিলেন মিলন বৈদ্য, পবিত্র দেববর্মা, কাননবালা মুহুরী, মানিক দত্ত এবং রামপ্রসাদ ভৌমিকের বাড়িতে একটা মিটিং করে এবং সেই মিটিং এর পরেই এই ঘটনা ঘটে। শুধু এইটাই নয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই তথ্য রয়েছে কি না যে, এর পরবর্তী অবস্থায় ঐ পতিছড়ি ড্রপ গেইটে আরেকটি কংগ্রেস (আই) এর অফিস ঘর ছিল সেটাকে ১৬-৩-৮৯ ইং তারিখে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আমার বিবৃতিতে বলেছি যে, শ্রীঅনিল মিত্র কংগ্রেস (আই) এর একজন সক্রিয় কর্মী। এখানে পবিত্র দেববর্মা, কানন মুহুরী, মিলন বৈদ্য, মানিক দত্ত তাদের রাজনৈতিক পরিচয়, এরা সি, পি, এম এর লোক, এদের সন্দেহ করা হচ্ছে।

আর স্যার, এইটাও আমরা দেখেছি যে, মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতারা বিশেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরার কয়েকজন নেতা যারা ঐখানে সন্ত্রাসসৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে ধর্ষণ, অগ্নিকাণ্ড, খুন এই সমস্ত কার্যাকলাপ চালাচ্ছে। এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে দেখা যায় যে, একটা পরিকল্পনা এর পেছনে রয়েছে। এবং দেখা যায় যে, এই সমস্ত নেতারা সেখানে যখন কোন মিটিং-এর জন্য যান তখন যেই সেখানকার মানুষ শুনে যে তারা মিটিং করছে তখন সেখানে মানুষের মধ্যে একটা আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং দেখা যায় যে এর পরে হয় কোন খুনের ঘটনা ঘটে অথবা কোন অগ্নিকাণ্ড বা ধর্ষন ইত্যাদি একটা না একটা ঘটনা ঘটে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে, এই সমস্ত ঘটনাও এক সঙ্গে ঘটে।

স্যার, আমি ওদের হুসিয়ার করে দিতে চাই যে, তারা যেন ঐ পথ ত্যাগ করেন। যদি তারা এটা ত্যাগ না করেন তাহলে আমরা জানি কিভাবে জনরোষে তাদের পড়তে হবে এবং এই জনরোষের বলি হয়েছেন তাদেরই শ্রীদাম পাল। এবং সেই জনরোষ তাদের বেলায়ও পড়তে পারেন এবং তখন তাদের রক্ষা করার আর কোন পথ আমরা খুঁজে পাব না।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশান স্যার, আমি আশা করেছিলাম যে, আমার তরুন বন্ধু এই প্রথম বিধানসভায় এসেছেন এবং উনি সত্য কথা বলবেন। যাই হোক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানাবেন কিনা, এই যে অনিল মিত্র যিনি এখানে আছেন, তিনি বিদ্যুৎ-এর তার দিনের বেলায় চুরি করে নিয়েগিয়েছিলেন এবং সেই বিদ্যুতের তার নিবেজ করে উনার ঘরে আগুন লাগে। এই ব্যাপারে স্থানীয় পুলিশের সংগে আমার এই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী এটা জানাবেন কিনা, এই যে অনিল মিত্র উনিই বীরচন্দ্র মনুর ঘটনার এক নম্বর নায়ক কিনা? আমরা সেটাও জানি যে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী নিজে উদ্যোগ নিয়ে সেশান জাজকে ল-সেক্রেটারির মাধ্যমে দিয়ে তাকে আগাম জামিনের ব্যবস্থা করিয়েছিলেন। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:** এই ব্যাপারে তদন্ত চলছে। আমার বক্তব্যে আমি পরিস্কার করে এটা বলেছি। তারপরও যদি উনাদের কাছে কোন অভিযোগ থেকে থাকে তাহলে তারা যেন পুলিশ অফিসারকে এই ব্যাপারে অবগত করেন।

শ্রীগৌরীশংকর রিয়াং (শান্তিরবাজার) **:** স্যার, এই যে পতিছড়ির ঘটনাগুলি আমি এখানে বলছি। ১০-১ থেকে আরম্ভ করে ১৬-৩, ১৭-৩, ২১-৩ পর পর আগুন লাগানোর যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সে ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কিনা? যদি থেকে থাকে তাহলে ঐ সমস্ত ঘটনার সংগে কারা জড়িত? কেন বা কি উদ্দেশ্যে এই সমস্ত কার্যকলাপ করা হচ্ছে? এই সমস্ত ঘটনার সংগে কি সি. পি এমের, হাত আছে? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কিনা?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ— স্যার, এটা সত্যি যে তারা আগুন লাগানোর, মানুষ খুন করার এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কাজ করার জন্য অনেক ট্রেনিং দিয়ে থাকেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, অন এ পয়েন্ট অব অর্ডার। আমরা যে অপরাধমূলক কাজ করার জন্য ট্রেনিং দেই বলে যে কথা বলছেন, তার প্রমান দিতে পারবেন কি? আমরা প্রমান চাই।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— এখনও অনেক বাকী আছে, আর পয়েন্ট অব অর্ডার নয়। আজ, আমি নিম্নোক্ত মাননীয় সদস্যদের নিকট হতে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। প্রথম নোটিশ পেয়েছি, মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল দাস মহোদয়ের কাছ থেকে, উনার নোটিশটির বিষয়বস্তু হল—"উত্তর ত্রিপুরার ফটিকরায় থানাধীন কৃষ্ণপুর গাঁও সভার বানী মন্দির উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়টি গত ২২/৩/৮৯ইং রাত্রে ২ ঘটিকার সময় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা অগ্নি সংযোগ ভষ্মিভূত হওয়ার সম্পর্কে"। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী মাননীয় সদস্য এর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের অনুমতি আমি দিয়েছি। (স্যার, উনি হাউসে নেই)—এাজ দি মেম্বার কনসার্ণ ইজ এ্যাবসেন্ট ফ্রম দি হাউস, সো হিজ নোটিশ ফর কলিং এটেনশান ফলস থ্রু।

দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য, শ্রীগোপাল দাস মহোদয়, উনার নোটিশের বিষয়বস্তু হল—"গত ২৩/৩/৮৯ইং টাকারজলা থানাধীন কেশবন বাসুদেব কলোনির আর, এস, পি, কর্মি কমরেড শঙ্কর দেকে কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক বেধড়ক মারপিঠ করে আহত করার ঘটনা সম্পর্কে"। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী মাননীয় সদস্য এর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনে আমি সম্মতি দিয়েছি।

এখন আমি মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :- স্যার, আমি আগামী ৬-৪-৮৯ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ৬-৪-৮৯ ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর তাঁর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন!

পরবর্তী দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—স্যার, আমি একটা বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হল সব মন্ত্রীরাই এই সেসানের শেষদিনে উত্তর দেবেন বলে বলছেন, কিন্তু আমরা আগের সেসানেও দেখছি যে শেষ দিনে এত বেশী কলিং এটেনশান নোটিশের জবাব দিতে হয় যে শেষ পর্যান্ত সময় হয়ে উঠেনা। অথচ এর আগে বেশ কয়েকদিন রয়েছে যেদিনের উনারা অনায়াসেই এগুলির জবাব দিতে পারেন।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, উনারা কি এই ব্যাপারে আমাদের বাধ্য করতে পারেন আমি মনে করি, পারেন না।

মি: স্পীকার :— আমি, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের অনুরোধ করব উনারা যেন আরও যে কদিন আছে, তার মধ্যে সমান ভাগ করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেন।

মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন জমাতিয়া মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হল "গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯ইং খোয়াই বিভাগের তেলিয়ামূড়া থানাধীন ভুইবাং বাড়ী (সরমা ক্যাম্প) গ্রামে কতিপয় দুস্কৃতিকারী কর্তৃক উপজাতি বিধবা মহিলা শ্রীমতি কন্দতী জমাতিয়াকে নিগৃহীত করার ঘটনা সম্পর্কে"। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুযায়ী মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটি উত্থাপনের সম্মত আমি দিয়েছি।

এখন, আমি ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্র বিভাগের মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে মাননীয় সদস্য কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন, তবে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এই বিষয়ে তাঁর বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—স্যার, আমি আগামী ৫.৪.৮৯ইং তারিখে এই বিষয়ের উপর আমার বিবৃতি দেব।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী আগামী ৫/৪/৮৯ইং তারিখ এই বিষয়ের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন।

আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়, মাননীয় সদস্য, নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক আনীত একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি, এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয় আনীত নিম্নোক্ত বিষয়বস্তুর উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনু-রোধ করছি। বিষয়বস্তু হল "গত ২৮ মার্চ, ১৯৮৯ইং বিলোনিয়া বিভাগের বড়পাথরি পঞ্চায়েতের লক্ষীপুর গ্রামে সুষমা বৈষ্ণবকে দেববর্মা একদল দুস্কৃতিকারী অমানবিক নির্য্যাতন করার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ৮/৩/৮৯ইং রাত্রি অনু-

মান ১-৩০ মিঃ সময় বিলোনিয়া থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামের শ্রীমতি সুষমা বৈষ্ণব (দেবশর্মা) স্বামী শ্রীননী গোপাল দাস, তাঁর সৎ কন্যা শ্রীমতি [illegible] সহ দুইজনে যখন পাশাপাশি দুইটি ঘরে ঘুমাইতেছিলেন, তখন ১০/১২ জনের একটি অপরিচিত দল কালো পোষাক পরিহিত মুখ ঢাকা অবস্থায় শ্রীমতি সুষমা বৈষ্ণবের ঘরে হাত-দা, ডেগার ও টর্চ, লাইট ইত্যাদি অস্ত্রসহ প্রবেশ করে, ঘরে থাকা নগদ ৪০০ টাকা, সোনার জিনিস [illegible], চুরি এবং [illegible] ও বাসনপত্র লুট করে নেয়। শ্রীমতি সুষমা বৈষ্ণব অপরিচিত দলটির [illegible] চিৎকার [illegible] এ দলটির মধ্যে কেহ তাহার গলা টিপিয়া ধরে এবং [illegible] ঘুসি ও [illegible] টর্চ দ্বারা [illegible] আহত করে। দুস্কৃতিকারীরা শ্রীমতি বৈষ্ণবের সৎ মেয়েকেও [illegible] সময়ে দুস্কৃতিকারীগণ লুট করা মালামালসহ পালাইয়া যায়। [illegible] বৈষ্ণব-এর চিৎকারে গ্রামবাসীগণ ঘটনাস্থলে আসিলে উপরোক্ত [illegible] করেন। এই অভিযোগটি ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় ৮ (৩) ৮৯ নং মোকদ্দমা [illegible] করেন।

[illegible] পুলিশ [illegible] পরিদর্শন করেন এবং আহত শ্রীসুষমা বৈষ্ণবের [illegible] চিকিৎসার [illegible] জনসাধারণের সাক্ষ্য গ্রহন করেন। এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদেরকে [illegible] করেন:

১। [illegible] বৈষ্ণব [illegible] সাং [illegible] থানা পি, আর, বাড়ী।
২। [illegible] মনোরঞ্জন [illegible] পি - [illegible] নন্দী, সাং নন্দীপাড়া, বিলোনীয়া।
৩। [illegible] নন্দী, পিং [illegible] নন্দী, সাং নন্দীপাড়া, বিলোনীয়া।

[illegible] বৈষ্ণব [illegible] গলায় সামান্য আহত হন। তদন্তকালে [illegible] যে, উপরোক্ত ঘটনাটি স্থানীয় দুস্কৃতিকারীদের দ্বারা ঘটিয়াছে এবং সম্ভবতঃ বাংলাদেশী [illegible] ঐ দলটির সাথে [illegible]। কারণ ঘটনাস্থল হইতে বাংলাদেশের [illegible] মাত্র এক কিলোমিটার।

ঘটনাটির তদন্ত চলিতেছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী : [illegible] স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে [illegible] তথ্য দিয়েছেন। সুষমা বৈষ্ণব, নিজে পুলিশের ডি. জি. এবং এস. পির নিকট লিখেছেন যে ৭ তারিখে দুস্কৃতকারীরা তার ঘরে লুটপাট করেছে, তাকে ধর্ষণ করেছে এবং একজনের নামও তিনি উল্লেখ করেছেন-শ্রী স্বপন পাল, পিতা-[illegible]কুমার পাল, সোনাপুর। আমি চ্যালেঞ্জ করছি যদি সাহস থাকে তো [illegible] দিন। সে নিজে সই করে পুলিশের ডি. জি এবং এস. পি, সাহেবের নিকট লিখেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রকৃত আসামীদেরকে আড়াল করার জন্য ঘটনা অন্য দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং আসল আসামীদের

খালাস দেওয়া হচ্ছে। সবচেয়ে অবাক হওয়ার বিষয় হচ্ছে, এই সুষমা বৈষ্ণবের স্বামী একজন পুলিশ কনষ্টেবল। তিনি নিজে বিলোনীয়া থানায় গিয়েছেন, দক্ষিন ত্রিপুরার এস, পির সাথে দেখা করেছেন এবং বিলোনীয়া থানায় নিজের স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে সুনির্দ্দিষ্টভাবে আসামীর নামও বলেছেন এবং বলেছেন যারা আমার উপর আক্রমন করেছেন তাদের নাম বলতে পারছি না. কিন্তু দেখলেই চিনব এবং কিছু নামও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু দেখা গেল কাউকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। ঘটনাটা অন্যদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই. এটা তিনি জানেন কিনা যে, ৭ তারিখ রাত্রিতে যে ঘটনাটা হয়, ৮ই মার্চ বিলোনীয়া থানার এস. আই, অরুন দাস সেখানে গিয়েছিলেন। যেহেতু এই সমস্ত দুস্কৃতকারীরা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আছে, তাই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না। গত কয়েকদিন আগেও এই বিধানসভায় আলোচনা হয়েছে যে সেখানে অনেকগুলি ডাকাতি হয়েছে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। আমি সেদিনও নির্দ্দিষ্টভাবে বলেছি যে অন্তত: ৭ জন লোককে গ্রেপ্তার করার জন্য যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে আমিও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি ঐ এলাকায়, আর কোন ডাকাতি হবে না। সেখানে স্বপন পাল, দীপক মল্ল, দুর্গাচরণ সরকার এরা মা-বোনের ইজ্জত কেড়ে নিয়েছে। হাইকোর্টে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। এই ঘটনার যারা দুস্কৃতকারী, সুষমা বৈষ্ণব তাদের নামও বলেছেন পুলিশের কাছে কেইস দায়ের করেছেন। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে সমস্ত তথ্য এখানে দিয়েছেন, সেই সমস্ত তথ্য আমার কাছে নেই। ধর্ষণের কোন অভিযোগও নেই, উনারা সব কিছুতেই ধর্ষণ টেনে আনেন। পুলিশ তদন্ত-কার্য্য চালাচ্ছে এবং তদন্তকালে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানাবেন কি যে, এই ননী বৈষ্ণব বিগত দিনে বামফ্রন্টের আমলে যে পুলিশ এসোসিয়েশান করা হয়েছিল সেই নন গেজেটেড পুলিশ এসোসিয়েশান. ননী বৈষ্ণব দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস সংগঠনের লোক এবং এই বিগত বামফ্রন্টের আমলে এই ননী বৈষ্ণবের তিন কানি সম্পত্তি জোর করে নকুল বাবু এবং বাদল বাবুর মদতে সেখানকার সি, পি. এমের নেতা বাসুদেব মজুমদার এবং পরিমল সাহার নেতৃত্বে জোর করে দখল করে নেওয়া হয়েছিল। এই ননী বৈষ্ণবের বাড়ীতে আমাদের লোক গিয়েছে, আমি নিজে ননী বৈষ্ণবের সঙ্গে কথা বলেছি, আমাদের দীর্ঘ দিনের সমর্থক ননী বৈষ্ণব কোনদিন বাদল বাবু বা নকুল বাবুর কাছে যেতে পারে না, এখন যদি ষ্টেটমেন্ট নেওয়া হয় সেটা পরিস্কার হয়ে যাবে। উনারা লোক পাঠিয়েছেন, বাদলবাবু লোক পাঠিয়েছেন সেই জায়গায় যে, ঐ ভদ্রলোক যেন একটা রিটেন কাগজ দেয়. একটা কাগজে সই করে দেন. কিছু সাহায্য দেওয়া যাবে। দিল্লীতে চিঠি লিখে কিছু সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেবেন নানাভাবে তাদের থেকে কাগজ আনবার ব্যবস্থা

করেছিলেন। বিলোনীয়া থানা জানে না, এলাকার লোক জানে না কিন্তু সেখানে আগরতলা ডি, আই, বির কাগজ চলে গেল সেখানে রেপ করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী কাছে এই তথ্য আছে কিনা আবু পাল, চন্দন বৈদ্য, দীপক পাটোয়ারি বামফ্রন্টের ছত্রছায়ায় তারা দীর্ঘ দিন থেকে বাংলাদেশের মুসলমান-সহ অবাধে গাছ কেটে সমস্ত বাংলাদেশে পাচার করেছিলেন। এখন এই সরকারের সময় সেটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায়……

(গণ্ডগোল)

শ্রীমতিলাল সরকার :— স্যার, বাংলাদেশের মুসলমান এই যে কথাটা এটা একটা সাম্প্রদায়িক কথা, এই কথাটা প্রত্যাহার করার জনা মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, আমি আগেই উনাদের যে চরিত্র সেটা আলোচনা করেছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ইয়েস, লেট হিম আনসার প্লিজ। সিট ডাউন প্লিজ।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) **:**— স্যার, তবুও আমি বলছি এই ধরনের কোন অভিযোগ আদের কাছে থাকলে তাঁর দিন, সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমার পয়েন্ট অব্ অর্ডার শেষ হয় নি স্যার।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনকুল দাস :— একি মগের মুল্লুক চলছে নাকি! এটা কি এসেম্বলী না মগের মুল্লুক?

মিঃ স্পীকার :— No, No, I shall not allow.

শ্রীনকুল দাস :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই দীপক মল্ল, পরিতোষ বিশ্বাস, পরিমল বিশ্বাস ইত্যাদি ১০।১১ জনের একটা গ্রুপ, এই ১১ জনের নামে লিখে আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই গভর্ণর থেকে শুরু করে সেই সমস্ত জায়গায় দিয়েছি, কাগজে দিয়েছি। এই একটা মাত্র গ্রুপ তারা বড় পাথারি এলাকাকে তছনছ করছে। কিছুদিন আগে সেখানে নাকি পুড়ানো হয়েছে, কালী ঘোষের বাড়ী ডাকাতি ওরা করেছে। সেই মুকুন্দ বৈদ্যের বাড়ীতে ওরা যখন ডাকাতি করতে যায় এই কালো কাপড় পরে, দাড়ি টাড়ি লাগিয়ে পুলিশ রিপোর্টে আছে স্যার, সেটা প্রমানিত হয়েছে। ওরা বাইরে থেকে বলছে দরজা খোল দরজা খোল, ভদ্রলোক বলছে দরজাটা খোলে দাও, যা আছে নিয়ে যাক্। ভদ্রমহিলা বলছে, সাব-

ধান বন্দুক আছে, গুলি করে দেব। তারপর শেষ পর্যান্ত ভদ্রমহিলা একটা মিস্ ফায়ার করেছে। সেই মিসফায়ার করার পরে ওরা সব দৌড়ে পালিয়ে যায়। পরের দিন ডি, এস, পি, নিজে বলেছে যে, ভদ্রমহিলা ভালই করেছে, আপনি যদি সরাসরি গুলি করতেন তাহলে একটা পড়ে থাকত, আমাদের সুবিধা হত। ডি. এস, পি নিজে বলতে বাধ্য হয়েছে। ১০-১১ জনের একটা গ্রুপ এই কাজ করেছে। গত ২৪ তারিখে নারায়ণ চৌধুরী, সোনাপুর তার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়েছে। সুষমা বিশ্বাসের বাড়ীতে ঢুকে তাকে অত্যাচার করেছে, ধর্ষণ করেছে, এই সমস্ত পুলিশকে জানানো হয়েছে। আইনের মধ্যে আছে স্যার, একজন মহিলা যদি নিজে দাঁড়িয়ে বলে, আমাকে রেপ করেছে তার ভিত্তিতে শাস্তি দেওয়া হয়, আপনি নিজে আইনের লোক আপনি জানেন। এই সমস্ত পুলিশের কাছে লিখিত দেওয়ার পরেও সমস্ত ব্যাপারটাকে রিপোর্ট করার জন্য মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজে উদ্যোগী হয়ে গুণ্ডাবাহিনীকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছেন, এইটার জবাব মাননীয় মন্ত্রী দেবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমার বিবৃতিতে আমি সবই বলেছি। কারো কাছে যদি কোন তথ্য থাকে তাহলে লিখিত দেবেন, তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীঅমল মল্লিক : পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে, আমাদের সিপিএম বিধায়ক, আমি সন্মানের সঙ্গে বলছি বাদলবাবু আছেন, নকুলবাবু আছেন, নকুলবাবু যার নাম বলেছেন সেই বৈদ্য না কসাই প্রতাপ বৈদ্যের বাড়ীতে একটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত গান আছে উনার। উনি ওদের কংগ্রেসী। অতুল বৈদ্য এবং প্রতাপ বৈদ্যের বাড়ীতে মিসফায়ার নয় জোর করে করা বলা হয় এবং ঘর থেকে বাহির করা হয়েছে, ভয়ে চারদিকে গরুর ঘর ছিল একদিকে, গরু মারা যাবে না আশংকা করে ভদ্রলোক উনাদের তাড়াতাড়ি সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যায়। উনি সেটা বলেছেন, ওরা কোনদিন প্রতাপ বৈদ্যের বাড়ীতে যাননি। প্রতাপ বৈদ্যের বাড়ীতে গেলে কারা গিয়েছিল, কারা সেখানে রুমাল রেখে গেছে, কারা কোথা দিয়ে উনাদের শক্ত ঘাঁটি নন্দী পাড়ায় চলে গেছে এই যে নন্দী যাদের নাম বলা হয়েছে, যেখানে মনোরঞ্জন নন্দী, বিধু নন্দী, যেখানে তারা মিটিং করে? তারা যদি মিটিং করেন তাদের বাড়ীতে গিয়ে মিটিং করেন, এইভাবে নির্জীব অঞ্চলকে বাংলাদেশী দুষ্কৃতকারী সহ উনাদের দলের চক্র এইভাবে বিলোনীয়ায় শান্তি বিঘ্নিত করার চেষ্টা করছে সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এইখানে যে তথ্য আমার কাছে আছে, আমি বলেছি। যদি কারো তথ্য থাকে তদন্তকারী অফিসারের কাছে দেবেন। আর এইটা ত সব সময়ই আছে যখন তাদের স্বরূপ ধরা পড়ে তখন তারা এইসব কথা বলে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— স্যার, বড়পাথারীতে ডাকাতি, ছিনতাই অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে।

এইটা মাননীয় মন্ত্রী রাজী হবেন কিনা যে, এই বিধানসভা থেকে কমিটি করে মড়পাথারী এবং রাজনগরের ঘটনাগুলি তদন্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) ঃ—আমি ত বলেছি তদন্ত করা হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— বড় বড় কথা বলবেন না। অতীতে কয়টা কমিটি করেছেন ?

শ্রীমতিলাল সরকার :— ওদের সর্ব্বদলীয় কমিটি করার সাহস নাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—

"গত ২৭-১-১৯৮৯ইং খোয়াই মহকুমার কৃষ্ণপুর অফিসটিলা গ্রামের বাসিন্দা অঙ্গনাদি স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতি বৈশাখী দেববর্মা কতিপয় সমাজবিরোধী কর্ত্তৃক অমানবিকভাবে নির্য্যাতিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, "গত ২৭-১-১৯৮৯ইং খোয়াই মহকুমার কৃষ্ণপুর অফিসটিলা বাসিন্দা অঙ্গনাদি স্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতি বৈশাখী দেববর্মা কতিপয় সমাজবিরোধী কর্ত্তৃক অমানবিকভাবে নির্য্যাতিত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে"।

স্যার, গত ২৮-১-৮৯ইং তেলিয়ামুড়া থানাধীন অফিসটিলার বাসিন্দা মুকুল দেববর্মার মেয়ে শ্রীমতি বৈশাখী দেববর্মা তেলিয়ামুড়া থানায় উপস্থিত হয়ে এই মর্মে এজাহার করেন যে গত ২৭-১-৮৯ইং বেলা অনুমান ৪-৩০মিঃ সময় বাড়ী যাওয়ার পথে মাইগঙ্গা গ্রামের শ্রীনিশিকান্ত মণ্ডল পিতা শ্রীনিকান্ত মণ্ডল ও শ্রীচন্দ্র সরকার পিতা রাজেন্দ্র সরকার রাস্তায় তাহার পথ অবরোধ করে। তাহাদিগকে দেখে শ্রীমতি দেববর্মা অন্যদিকে যেতে চাহিলে তাহারা তাহাকে মারধোর করতে আরম্ভ করে। শ্রীমতি দেববর্মা চিৎকার আরম্ভ করলে তাহারা চলে যায়।

উক্ত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩২৩, ৩৫৪ ধারায় তেলিয়ামুড়া থানায় ১৬/১৮৯ নং মোকদ্দমা নথিভুক্ত করে পুলিশ তদন্ত-কার্য্য আরম্ভ করেন।

তদন্তকালে পুলিশ গত ১২-২-৮৯ই উক্ত মোকদ্দমার এফ. আই. আর-এ বর্নিত আসামী শ্রীনিশিকান্ত মণ্ডল, পিতা নীলকান্ত মণ্ডল ও শ্রীচন্দ্র সরকার পিতা রাজেন্দ্র সরকারকে গ্রেপ্তার করে ১৬-২ ৮৯ ইং মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন। উক্ত আসামীদ্বয় পেশায় গৃহস্থ এবং এদের কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিচয় নেই। তদন্তশেষে পুলিশ আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭১,৩২৩,৩৫৪ ধারায় . তেলিয়ামুড়া থানায় ১৬নং চার্জসীট দাখিল করেন।

শ্রীজ্যোতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, তাদের কোন রাজনৈতিক পরিচয় নাই তারা গত নির্বাচনেও কংগ্রেসের হয়ে কাজ করেছেন। তাদের মধ্যে আরও সেখানে আছেন চন্দ্র সরকার, নিশিকান্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র সরকার বাবার নাম সোনাধন বলা হয়েছে এখানে তাকে মারপিট করেছে, তাকে ধর্ষণ করেছে, স্যার। আর একটা জিনিষ আছে যে সেই মেয়েটি যখন থানায় এজেহার দিয়ে আসল এব সেই অনুযায়ী কিছু আসামী গ্রেপ্তার হল, তার পরের দিন এই গ্রামের বাসিন্দা কানাইলাল বিশ্বাস ও শ্যামল ভট্টাচার্যা, কানাই বিশ্বাস কংগ্রেস এর সেখানকার নেতা, এলাকায় টাউড, বাটপার হিসাবে পরিচিত এবং সে উন্নয়ন কমিটির একজন সদস্য। তারপরে শ্যামল ভট্টাচার্যা রেশন সপের ডিলার, এই জোট সরকার আসার পর, চন্দন পাচ্ছিল সেই রেশন সপের ডিলার তার নাম আমি প্রডিউস করব, আপনি দয়া করে খোঁজ নেন। তাহলে রিজাইন দিন। এই মেয়েটিকে বাড়ীতে গিয়ে, ঐ এলাকার মধ্যে মুকুন্দ দেববর্মা মারা যাওয়ার পর তারা ভাই বোন ২ জন আছে আর তার কাকা আছে। এই দুটি মাত্র ঐ এলাকার ট্রাইবেল পরিবার। তাদের উচ্ছেদ করার জন্য এই ষড়যন্ত্র এবং এই ঘটনার পর যাতে এই মেয়েটি তাদের বিরুদ্ধে যে কেইস করেছিল সেটি উইদড্র করে তারজন্য উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা গিয়ে মেয়েটিকে থ্রেট করে এবং পরে সাদা কাগজে দস্তখত আনে কেইসটি উইদড্র করার জন্য। এই চক্রান্ত করছে এই কথা আমাদের কাছে বলেছে, আরও অনেকের কাছে বলেছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কিনা না, থাকলে এটার খোঁজ-খবর নেওয়া হবে কিনা যাতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সে ব্যবস্থা করা হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এখানে আমি পরিস্কার করে বলেছি যে, ২৮ ১-৮৯ ইং তারিখে তেলিয়ামুড়া থানায় বৈশাখী দেববর্মা এই ঘটনায় তাকে যে ভাবে হয়রানি ও হেনস্থা করেছে তার অভিযোগ করেছে এবং তার অভিযোগমূলে নিশিকান্ত মণ্ডল ও চন্দ্রশেখর সরকার করা ঘটনা করছে বলা হয়েছে তাদেরকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে এবং সেখানে কোন ধর্ষণের অভিযোগ নাই। তাকে যে রাস্তায় আটকান হয়েছে সেটা সে অভিযোগে বলেছে। ২য়তঃ তাদের উপরে চাপ সৃষ্টি করে মামলা তুলে নেওয়ার যে কথা বলা হয়েছে সেটা যে কত অসত্য তার প্রমাণ হচ্ছে মামলার চার্জশীট দেওয়া হয়েছে এবং কোর্টে সেটা বিচারাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :— Now it is 1 P. M . The House is adjourned till 2 P. M.

After recess at 2-00 P.M.

মি: স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রী দীপককুমার রায় মহোদয় কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৮-৩-৮৯ইং রাত্র প্রায় ৯ ঘটিকায় আগরতলা উষাবাজার সিনেমা হলের সম্মুখে পরিকল্পিত আক্রমণে জয়ন্ত রায় সহ চার জন আহত হওয়া এবং পরে জি. বি. হাসপাতালে জয়ন্ত রায় মারা যাওয়া সম্পর্কে"।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার, দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ২৮-৩-৮৯ইং রাত্র প্রায় ৯ ঘটিকায় আগরতলা উষাবাজার সিনেমা হলের সম্মুখে পরিকল্পিত আক্রমণে জয়ন্ত রায় সহ ৪ জন আহত হওয়া এবং পরে জি, বি, হাসপাতালে জয়ন্ত রায় মারা যাওয়া সম্পর্কে"।

গত ২৮-৩-৮৯ইং তাং রাত্র অনুমান ৯ ঘটিকার সময় উষাবাজার ও চিনাইহানী এলাকার দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, অসিত ঘোষ, কাজল সাহা, গৌতম দাস, হরিলাল বর্মন, বিশ্বজিৎ সরকার, পৃথ্বিরাজ ভৌম, প্রদীপ সরকার, সমীর বৈদ্য, প্রদীপ দাস, এবং আরো কিছু অজ্ঞাত লোক দা, লাঠি, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হইয়া আচমকিতে উষাবাজার সিনেমা হলে অনধিকার প্রবেশ করিয়া নারায়ণপুর সাকিনের মৃত পরিমল নাগের ছেলে শ্রীরঞ্জন নাগ এবং অধর লালার পুত্র শ্রীবিকাশ লালাকে জখম করে। অত্র এলাকার জনসাধারণের সহায়তায় উক্ত জখমীদ্বয়কে নরসিংগড় প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠানো হয়। পরবর্তী সময়ে তাহাদিগকে জি, বি, হাসপাতালে প্রেরন করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখিত যে, দেবাশিষ ভট্টাচার্য্য প্রাক্তন বিধায়িকা শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

উপরোক্ত ঘটনার সংশ্রবে উষাবাজার সাকিনের শ্রীবীরেন্দ্র দাসের পুত্র শ্রীসমীর দাসের লিখিত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৮।১৪৯।৩২৬ ধারার বিধান মতে এয়ারপোর্ট থানার ৬ (৩) ৮৯নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া পুলিশ তদন্ত কার্য্য শুরু করে।

উক্ত ঘটনার অনুমান আধা ঘন্টা পরে রাত্র অনুমান ৯-৩০মিঃ সময়ে নারায়ণপুরের দিক হইতে জীপ গাড়ী সহযোগে অনুমান ১০।১২০ জন লোক দা লাঠি ইত্যাদি নিয়া উষাবাজার চিনাইহানী এলাকায় আসিয়া নির্বিচারে মারধোর শুরু করে ফলে শ্রীজয়ন্ত রায়, নীলকণ্ঠ বর্মন এবং রাখাল ঘোষ গুরুতর জখম হয়। উপরোক্ত বিবাদীরা উষাবাজার মণীন্দ্র সাহার কাপড়ের দোকান, রেশন দোকান, শংকর দেবের

বাঁশ, ছনের দোকান, রনজিৎ দাসের কাঁচা তিনটি বসত ঘর আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া দেয়। তাছাড়াও বিবাদীর চিনাইহানী সাকিনের মনীন্দ্র সাহা এবং রমনী বর্মনের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করন দরজা জানলা, ভাঙ্গিয়া ক্ষতি করে।

জখমী নীলকণ্ঠ বর্মন ও রাখাল ঘোষকে এলাকার জনসাধারন সঙ্গে সঙ্গে জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়।

উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে চিনাইহানী সাকিনের মৃত রমানাথ সাহার ছেলে শ্রীমনিন্দ্র সাহা লিখিত অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৪৮।১৪৯।৪৪৮।৪২৭।৩২৬।৪৩৬ ধারার বিধান মতে এয়ারপোর্ট থানার ৭ (৩) ৮৯নং মোকদ্দমা রুজু করিয়া পুলিশ তদন্তকার্য্য শুরু করে।

যথা সময়ে আগরতলা হইতে উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনীসহ এবং অগ্নি-নির্বাপক বাহিনীসহ ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আগুন আয়ত্বে আনে ও এলাকার পরিস্থিতি আয়ত্বে আনে।

উপরোক্ত মোকদ্দমার সংশ্রবে জড়িত অপরাধীদের ধরিবার জন্য পুলিশবাহিনী জোর তল্লাসী অব্যাহত রাখিয়াছে। গত ২৮-৩-৮৯ইং ৬ (৩)৮৯নং মোকদ্দমার সংশ্রবে চিনাইহানী সাকিনের মণিন্দ্র সাহার পুত্র শ্রীউজ্জল সাহাকে পুলিশ ধৃত করিয়া ২৯-৩-৮৯ইং মাননীয় আদালতে প্রেরন করেন।

জখমী জয়ন্ত রায় গত ২৯-৩-৮৯ইং বিকেল ৪ ১০ মিনিট সময় জি, বি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কং (আই) সমর্থক বলিয়া প্রকাশ। জখমী নীলকণ্ঠ বর্মণ এখনো জি,বি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন এবং, আরোগ্যের পথে। উপরোক্ত মোকদ্দমাদ্বয়ের সংশ্রবে জখমী বাকী তিনজন হাসপাতাল হইতে চিকিৎসান্তে ছাড়া পান।

উপরোক্ত ৭ (৩) ৮৯ নং মোকদ্দমায় সর্বমোট আনুমানিক ৫৫ থেকে ৬০ হাজার টাকার মত ক্ষতি হয়েছে। সঠিক ক্ষতির পরিমাণ নিরূপনের জন্য প্রয়াস চালানো হইতেছে।

উপরোক্ত ৭ (৩) ৮৯নং মোকদ্দমা সংশ্রবে জড়িত সন্দেহে পুলিশ টি আর টি ৫১০. ১৩৯৫নং জীপ গাড়ী টুটিকে আটক করিয়া হেপাজতে নেয়।

এলাকার শান্তি শৃঙ্খলার, রক্ষার্থে নারায়ণপুর, উষাবাজার, চিনাইহানীতে ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়। উষাবাজার ও চিনাইহানীতে ২টি অস্থায়ী পুলিশ চৌকি বসানো হয়।

তদন্তে প্রতিয়মান হয় যে, বিবদমান দুইগোষ্টির মধ্যে পূর্ব শত্রুতা মূলেই এই ঘটনা ঘটিয়াছে। ৬ (৩) ৮৯ নং মোকাদ্দমার বিবাদীগণ সি, পি, এম-এর সমর্থক বলিয়া প্রকাশ।

উক্ত মোকাদ্দমার সংগে জড়িত আসামীগণকে ধরিবার জন্য পুলিশ জোর তল্লাসী চালাইতেছে ও মোকাদ্দমার তদন্ত অব্যাহত আছে।

শ্রীদীপককুমার রায় (বড়জলা) :— পয়েন্ট অব ক্লিয়ারীফিকেশন স্যার, আজ এসেই লক্ষ্য করলাম যে এই মাইক্রোফোনটা খারাপ। অথচ গতকাল একটা কলিং এটেনশ্যান আনা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত

এই মাইক্রোফোনটাও ঠিক ছিল। কি কারণে কি অবস্থায় এই মাইক্রোফোনটা আজকে আবার এই বিধানসভার মধ্যে, এই সময়ের মধ্যে এই অবস্থা করে রাখা হয়েছে? আমি মনে করি যে, সন্ত্রাসবাদীরা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে খুন করে বেরাচ্ছে, তাদের চেহারাটা এই বিধানসভাতে প্রস্ফুটিত হবে বলে এই বিধানসভাতেও তাদের লোকজনদেরও এই বিধানসভাতে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা একটা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা হয়েছে। এবং আমার আশংকা হচ্ছে, যে কোন দিন এই বিধানসভার মধ্যেও এই খুনীরদল বোম ফিট্ করে আমাদের হত্যা করবে। অতএব এটার একটা তদন্ত হওয়া দরকার। স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি এই যে, উষাবাজার এলাকায় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। গত ২৭ তারিখ রাত্রি ১১ ঘটিকায় মাননীয়া প্রাক্তন বিধায়িকা গৌরী ভট্টাচার্যের বাড়ীতে, উষাবাজার সংলগ্ন, গৌরী ভট্টাচার্য্যের পুত্র দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য এর নেতৃত্বে নারায়ণপুরে সি,পি,এম, দুস্কৃতিকারীরা এবং উষাবাজারের দুস্কৃতিকারীরা মিলে একটি মিটিং করে। এই মিটিং-এ সিদ্ধান্ত হয় যে, ২৮ তারিখ রাত্রি বেলা অতর্কিত হামলা করে এলাকায় একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হবে। এবং কিছু কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থককে খুন করা হবে। এটা পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত ছিল। সেটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ২৭ তারিখ একটা সভার মাধ্যমে। পরবর্তী সময় আমাদের চার-চারজন কর্মীকে এই সিদ্ধান্তের জের হিসাবে, তাদের নাম জয়ন্ত রায় সঞ্জীব নাগ, নীলু বর্মণ, নীলকণ্ঠ বর্মণ। এদের মধ্যে জয়ন্ত রায় গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং মৃত্যু হয়। এটা একটা গভীর ষড়যন্ত্র, এই ষড়যন্ত্রে গৌরী ভট্টাচার্য্যের পুত্র দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য নেতৃত্ব দিয়েছে এই ঘটনার পর সারা এলাকায় একটা সন্ত্রস্তভাবের সৃষ্টি হয়েছে এবং পরেরদিন ঐ গুন্ডারা অত্র এলাকায় "রাস্তা রোক" আন্দোলন শুরু করে দেয়। আমি ঐ এলাকায় গিয়ে সমস্ত ঘটনা জেনে এসেছি, কালকে এই বিধানসভায় আসার আগে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা নৃপেন চক্রবর্তী মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে আসামীর কথা বলেছেন, কাজল সাহা, তার বাড়ীতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটা মিটিং করে ঐ গুণ্ডাদের উৎসাহিত করে এসেছেন যাতে ঐ এলাকায় একটা সন্ত্রাস জীয়ে রাখা যায় এবং সরকারকে একটা বেকায়দায় ফেলানো যায়, তারই একটা ষড়যন্ত্র করেছেন, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কিছু জানা আছে কি?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলনেতা ঐ এলাকায় গিয়েছিলেন, এই খবর সরকারের জানা আছে এবং ঐ এলাকায় প্রাক্তন বিধায়িকার পুত্র দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য এই ঘটনার একজন আসামী। আমি বলেছি যে সরকার এই ঘটনার প্রয়োজনীয় তদন্ত করছে, কাজেই তদন্ত চলাকালীন তদন্তের স্বার্থে এই ব্যাপারে বিশদ আর কিছু বলা সঙ্গত হবে না বলে আমি মনে করি।

শ্রীদীপককুমার রায় :— এখানে যে সব আসামীর নাম বলা হয়েছে, যেমন দেবাশীষ ভট্টাচার্য্য, অসিত ঘোষ, কাজল সাহা, পৃথ্বিরাজ ভীম, গৌতম দাস, সমর বৈদ্য, প্রদীপ দাস আরও অনেক, তাদের

গ্রেপ্তার করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের কাছে খবর আছে যে, এই ঘটনার অব্যবহিত পরে সি, পি, এম, দলের পার্টি অফিস থেকে ঐ এলাকায় একটা গাড়ী যায়, যাতে আসামীদের সেখান থেকে সরিয়ে আনার জন্য। তবু আমরা দেখছি আসামীদের খোঁজ পাওয়া যায় কিনা। কারণ এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন ধরণের খবর পাচ্ছি যে, কিছুক্ষনের জন্য আসামীদের নাকি মেলার মাঠের পার্টি অফিসে এনে রাখা হয়েছিল, আবার অন্য খবর পাচ্ছি যে আসামীদের নাকি কোন বিধায়কের বাড়ীতে এনে রাখা হয়েছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ- পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান. স্যার, মাননীয় মন্ত্রীর কাছে এমন তথ্য আছে কি, কারণ উনি নিজেই বলেছেন, যে ঘটনাটা ঘটেছে সেটা একটা পুরানো বিরোধ নিয়ে, সে দিন প্রথমে নারায়ণপুরের কিছু ছেলে সিনেমা হলের সামনে কিছু মেয়ের শীলতাহানি করার চেষ্টা করে, তাতে সেখানকার ভারত রত্ন ক্লাব তার প্রতিবাদ করে, তারপর স্থানীয় লোকেরা বসে সেটা মিমাংসা করে ফেলে। কিন্তু নারায়ণপুরের কিছু কংগ্রেস (আই) সমর্থক যারা বেকার যেমন রঞ্জিত নাগ সঞ্জীব নাগ এবং অজিত নাগ তাদের নেতৃত্বে ৬ গাড়ীর মতো সমাজবিরোধী উষাবাজারে আসে এবং তারা প্রথমে মনিন্দ্র সাহার দোকানে ঢুকে এবং প্রায় দেড় লাখ টাকার মাল তার দোকান থেকে লুটপাট করে পরে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে তার ঘরটা পুড়িয়ে দেয়। তারপর একজন মৎস্যজীবি খণ্ডিত দাস, তার উপর আক্রমণ করে এখানে মাননীয় মন্ত্রীও স্বীকার করেছেন যে, নীলু বর্মন নামে একজন গুরুতর আহত হয়ে জি, বি. হাসপাতালে আছে, আর গৌতম দাস তিনি সেখানকার এস, এফ, আইর একজন লীডার, তাকে খুন করার জন্য তার বাড়ীতে যায়. সে বাড়ী থাকলে অবশ্যই তাকেও খুন করা হত। সেখানকার একজন সি. আর, পির সুবেদারের স্ত্রী এবং স্থানীয় লোকেরা জানিয়েছে যে, যেসব লোক সেখানে এসেছিল. তাদেরকে তারা চিনে। কাজেই মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে যে গল্প ফাঁদছেন. তা আদৌ ঠিক নয়, এখানে প্রকৃত যারা আসামী. যারা নারায়ণপুরের ব্লেকার যাদেরকে নিয়ে সেখানকার পুলিশকেও প্রতিনিয়ত সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাদের বিরুদ্ধে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :— স্যার, যারা আহত হয়েছেন তারা হাসপাতালে ডাক্তারের সামনে পুলিশের কাছে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন। ওদের ষ্টেটমেন্টের উপর ভিত্তি করেই আসামীদের খোঁজা হচ্ছে। গৌতম দাস, দেবাশীষ ভট্টাচার্যা সি, পি আই, (এম এর সঙ্গে জড়িত এই কথা আমি আগেই বলেছি। ওদের এরেষ্ট করার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি। এই কেসটি যেহেতু তদন্তাধীন আছে. তাই এর বেশী কিছু আমি বলব না। মাননীয় বিধায়কের যদি এই মোকাদ্দমা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা থাকে উ পুলিশের কাছে ষ্টেটমেন্ট দিতে পারেন। আমি পুলিশকে বলেছি যারা এই ঘটনা সম্পর্কে জানেন, তারা

যে কোন ব্যক্তিই হোন, তাদের কাছ থেকে ষ্টেটমেন্ট নিয়ে প্রকৃত দোষীদের ধরার জন্য।

শ্রীদীপককুমার রায় :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিরোধী বেঞ্চের যে সমস্ত সদস্য মহোদয়রা আছেন, এখান থেকে যদি তল্লাশীর নির্দেশ দেওয়া হয় এক্ষুনিই তাঁদের কারো না কারোর বাড়ীতে এই আসামীদের পাওয়া যাবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি আগেই বলেছি, আসামীদের ধরার জন্য সমস্ত প্রকার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি আশা করব মাননীয় বিরোধী দলনেতা এবং বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রাও এই ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী (প্রমোদনগর) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ঘটনায় নারায়ণপুরের কে কে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছে, কতদিন তারা হাসপাতালে ছিলেন এবং এখনও কেউ আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন কিনা ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (মন্ত্রী) :—স্যার, নারায়ণপুরের কেউ হাসপাতালে বলে এখনও পর্য্যন্ত আমাদের গোচরে আসে নি।

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER

Mr Speaker : In pursuance of Rule 202 (1) read with Rule 204 (1) I declare the following Committees elected.

All the nomination papers regarding elected Committees i. e. Committee on Public Accounts, Committee on Estimates, Committee on Public Undertakings, Committee on Welfare of Scheduled Tribes and Committee on Welfare for Scheduled Castes are valid. I announce the names of the members elected for the above mentioned Committees. As the number of nomination papers are equal to the numbers of members of the Committees are as follows :

I. COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

1. Shri Dasarath Deb. — Chairman.
2. Shri Ratan Lal Ghosh. — Member.

3.	Shri Diba Ch. Hrangkhowal.	Member
4.	Shri Dhirendra Deb Nath,	Member.
5.	Shri Buddha Deb Barma,	Member.
6	Shri Dipak Kr. Roy,	Member.
7.	Shri Rasik Lal Roy,	Member
8.	Shri Bidhu Bhusan Malakar,	Member
9.	Shri Badal Choudhury,	Member.
10.	Shri Bimal Sinha,	Member
11.	Shri Baidhya Nath Majumder.	Member

II. COMMITTEE ON ESTIMATES

1.	Shri Rasik Lal Roy,	Chairman.
2.	Shri Ratan Lal Ghosh.	Member.
3.	Shri Amal Mallik.	Member.
4.	Shri Gouri Sankar Reang,	Member.
5.	Shri Sunil Ch. Das.	Member,
6.	Shri Diba Ch. Hrangkhowal.	Member.
7.	Shri Sunil Kr, Chowdhury,	Member
8.	Shri Matilal Sarkar,	Member.
9.	Shri Dinesh Deb Barma,	Member
10.	Shri Anil Sarkar,	Member.
11.	Shri Samar Choudhury,	Member.

III. COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS.

1.	Shri Gouri Sankar Reang,	Chairman.
2.	Shri Susil Chakma,	Member.
3.	Shri Anju Mog,	Member.
4.	Shri Ratan Lal Ghosh.	Member.
5.	Shri Amal Mallik,	Member.
6.	Shri Sunil Ch. Das,	Member.

7.	Shri Bidya Ch. Deb Barma	Member
8.	Shri Rudreswar Das	Member
9.	Shri Chitta Ranjan Saha	Member
10.	Shri Subodh Das	Member
11.	Shri Nakul Das	Member

COMMITTEE ON WELFARE FOR SCHEDULED TRIBES

Mr Speaker :—

1.	Shri Diba Ch. Hrangkhowal,	Chairman
2.	Shri Anju Mog,	Member
3	Shri Susil Kr. Chakma,	Member
4.	Shri Amal Mallik,	Member
5.	Shri Gouri Sankar Reang,	Member
6.	Shri Dipak Nag,	Member
7.	Shri Khagendra Jamatia,	Member
8.	Shri Tarani Deb Barma,	Member
9.	Shri Bimal Sinha,	Member
10	Shri Purna Mohan Tripura,	Member
11.	Shri Dinesh Deb Barma,	Member

COMMITTEE ON WELFARE FOR SCHEDULED CASTES

1.	Shri Sunil Ch. Das,	Chairman
2.	Shri Dipak Kr. Roy,	Member
3.	Shri Ratan Lal Ghosh.	Member
4.	Shri Dipak Nag,	Member
5.	Shri Susil Kr. Chakma,	Member
6.	Shri Buddha Deb Barma.	Member
7.	Shri Sukumar Barman,	Member

8.	Shri Makhan Lal Chakraborty,	Member
9.	Shri Jitendra Sarkar.	Member
10.	Shri Gopal Ch. Das,	Member
11.	Shri Nakul Das,	Member

In pursuance of Rule 202 (1) read with Rule 204 (1) I declare the following Committee nominated by me.

RULES COMMITTEE

1.	Shri Jyotirmoy Nath	Chairman
2.	Shri Ratimohan Jamatia	Member
3.	Shri Anju Mog	Member
4.	Shri Dilip Sarkar	Member
5.	Dipak Nag	Member
6.	Shri Makhan Lal Chakraborty	Member
7.	Shri Sunil Kumar Choudhury	Member
8.	Shri Bidya Ch. Deb Barma	Member
9.	Shri Purna Mohan Tripura	Member

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

1.	Shri Jyotirmay Nath	Chairman
2.	Shri Ratimohan Jamatia	Member
3.	Shri Ratan Chakraborty	Member
4.	Shri Diba Ch. Hrangkhowal	Member
5.	Shri Rasik Lal Roy	Member
6.	Shri Samar Choudhuri	Member
7.	Shri Anil Sarkar	Member
8.	Shri Badal Choudhury	Member
9.	Shri Gopal Das	Member

COMMITTEE ON PRIVILEGES

1.	Shri Amal Mallik	Chairman
2.	Shri Dilip Sarkar	Member
3.	Shri Ratan Lal Ghosh	Member
4.	Shri Sunil Ch. Das	Member
5.	Shri Dhirendra Deb Nath	Member
6.	Shri Badal Choudhury	Member
7.	Shri Rashiram Deb Barma	Member
8.	Shri Keshab Majumder	Member
9.	Shri Jitendra Sarkar	Member

COMMITTEE ON LIBRARY

1.	Shri Dipak Kr. Roy	Chairman
2.	Shri Amal Mallik	Member
3.	Shri Sushil Kr. Chakma	Member
4.	Shri Dipak Nag	Member
5.	Shri Diba Ch. Hrangkhowal	Member
6.	Shri Subodh Das	Member
7.	Shri Ji'endra Sarkar	Member
8.	Shri Braja Mohan Jamatia	Member
9.	Fayzur Rahaman	Member

COMMITTEE ON DELEGATED LEGISLATION

1.	Shri Ratan Lal Ghosh	Chairman
2.	Shri Gouri Sankar Reang	Member
3.	Shri Dhirendra Deb Nath	Member
4.	Shri Buddha Deb Barma	Member
5.	Shri Dilip Sarkar	Member

6.	Shri Samar Choudhury	Member
7.	Shri Gopal Ch. Das	Member
8.	Shri Khagendra Jamatia	Member
9.	Shri Sukumar Barman	Member

COMMITTEE ON GOVT. ASSURANCES

1.	Shri Dipak Nag	Chairman
2.	Shri ' asik Lal Roy	Member
3	Shri Dhirendra Deb Nath	Member
4.	Shri Diba Ch. Hrangkhowal	Member
5.	Shri Amal Mallik	Member
6.	Shri Dinesh Deb Barma	Member
7.	Shri Rudreswar Das	member
8.	Shri Fayzur Rahaman	member
9.	Shri Braja mohon Jamatia	member

COMMITTEE ON PETITION

1.	Shri Dhirendra Deb Nath	Chairman
2.	Shri Sushil Kr. Chakma	member
3.	Shri Rasik Lal Roy	member
4.	Shri Gouri Sankar Reang	member
5.	Shri Buddha Deb Barma	member
6.	Shri Bimal Sinha	member
7.	Shri Gopal Ch. Das	member
8	Shri Sukumar Barman	member
9.	Shri Khagendra Jamatia	member

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTING OF THE HOUSE

1.	Shri Sushil Kr. Chakma	Chairman
2.	Shri Anju Mog	Member

3.	Shri Dilip Sarkar	Member
4.	Shri Buddha Deb Barma	Member
5.	Shri Dipak Kr. Roy	Member
6.	Shri Rashiram Deb Barma	Member
7.	Shri Tarani Deb Barma	Member
8.	Shri Chitta Ranjan Saha	Member
9.	Shri Braja Mohon Jamatia	Member

HOUSE COMMITTEE

1.	Shri Anju Mog	Chairman
2.	Shri Ratan Lal Ghosh	Member
3.	Shri Sunil Ch. Das	Member
4	Shri Dipak Kr. Roy	Member
5.	Dhirendra Deb Nath	Member
6.	Shri makhan Lal Chakraborty	Member
7.	Shri Purna mohan Tripura	Member
8.	Shri Bidhu Bhusan Malakar	Member
9.	Shri Tarani Deb Barma	Member

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE
(Laying of Rules)

মিঃ স্পীকার :-- সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :—

"Laying of a copy of the Tripura Town & Country Planning Rules, 1988 as required under sub-section 70 of the Tripura Town & Country Planning Act, 1975".

আমি স্বায়ত্বশাসন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয়মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি, রুলসটি সভার

সামনে পেশ করার জন্য।

Sri Jawhar Saha (Minister of State) :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the House a copy of the Tripura Town & Country Planning Rules, 1988, as required under sub-section (3) 70 of the Tripura Town & Country Planning Act. 1975".

মিঃ স্পীকার : – সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :

"Laying of a copy of the Tripura Motor Vehicles Tax (Second Amendment) Rules. 1989. as required under sub-section (3) of Section 133 of the of the Motor Vehicles Act. 1939".

Sri Matilal Saha (Minister of State) :—Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the table of the House a copy of the Tripura Motor Vehicle Tax (Second Amendments) Rules, 1989, as required under sub-education (3) of Section 133 of the Motor Vehicles Act, 19 9.

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা রুলস্ দুটির প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

LAYING OF REPLIES TO POSTPOND QUESTION

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :–"লেয়িং অব্ দি রিপ্লাইজ্ টু দি পোষ্টপণ্ড কোয়েশ্চানস্"।

গত বিধানসভার অধিবেশনে গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বারস্ ৪৭. ৫০ এবং ৬৮ এর উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এখন আমি উক্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৪৭. ৫০ এবং ৬৮ এর উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

শ্রীজওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পোষ্টপণ্ড আনষ্টার্ড কোয়েশ্চানস্ নাম্বার ৪৭, ৫০ এবং ৬৮ এর উত্তরপত্রগুলি সভার টেবিলে পেশ করছি। (ANNEXTURE—"C")

মি: স্পীকার :— সভার পরবর্ত্তী কার্য্যসূচী হলো :— ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সালের ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলি সভার সামনে উপস্থাপন, আলোচনা এবং উহাদের উপর ভোট গ্রহন।

আজকের কার্য্যসূচীতে মোট ৮টি (আট) ব্যয় বরাদ্দের দাবী আছে। এখন ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ হবে এবং আলোচনা শেষে ভোট গ্রহন হবে।

মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, আজকের কার্য্যসূচীর সাথে আজকের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়ের নাম এবং ছাটাই প্রস্তাবগুলোও (কাটমোশানস্) পেয়েছেন। আজকের কার্য্য-সূচীর অন্তর্ভুক্ত যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলো আছে এবং যে সমস্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর ছাটাই প্রস্তাব (কাটমোশান) ভোটে দেব এবং তারপর মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একটি একটি করে ভোটে দেব।

আলোচনা শুরু হওয়ার পূর্বে আমি প্রত্যেক দলের হুইপদের কাছে অনুরোধ রাখব আজকের এই আলোচনায় তাঁদের দলের যে সকল সদস্য মহোদয়গণ অংশগ্রহন করবেন তাদের নামের একটি তালিকা আমায় দেবার জন্য। আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে উনার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্যয় বরাদ্দের দাবী-গুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি। যেহেতু সময় খুব কম, প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আছে। সুতরাং সদস্য সংখ্যা যত কম হয় ভাল।

শ্রীসুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— এইটা মুভ হয়ে গেছে স্যার, আমি পরে বলব।

মি: স্পীকার :— আমি ২৫ মিনিট সময় টোটাল দিতে পারি। ১৫ মিনিট ট্রেজারী বেঞ্চ আর ১০ মিনিট অপোজিশান বেঞ্চ পাবেন। আপনারা ডুটাবনে নাম দিলে ভাল হয়। আমি অ্যানাউন্স করতে পারি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— মি: স্পীকার স্যার, এই উত্থাপিত ডিমাণ্ডগুলির উপরে আমাদের কিছু দল থেকে কিছু কাটমোশান আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ সংস্থগুলি কাট মোশানকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শুরু করছি। প্রথমেই এখানে বলতে হয় যে সুভাষ সাহা বিশালগড় ব্লকে খুন হল তার পরিবারে এখনও কোন সাহায্য দেওয়া হয়নি বা পলিটিকাল ডেথের প্রশ্ন যেটা ছিল যে পরিবারের একজনকে চাকুরী দেওয়া, সেটাও কিছু করা হয়নি। আমি এই সম্পর্কে আর একটা কথা বলছি যে, সাব্রুমে বিভাগের চাইলতা ছড়ার সুজিত ঘোষ তিনি একজন ভূমিহীন কৃষক, রাজনৈতিক সংঘর্ষে মারা গেছে এক বৎসর হয়ে গেছে, এখনও সেই পরিবারে তার যে স্ত্রী তাঁকে আজও চাকুরী দেওয়া হয়নি, কোন সরকারী সাহায্যও দেওয়া হয়নি। কাজেই এই কথাটা ঠিক ত্রিপুরা রাজ্যের

জনগন এইটা দেখবে বিচার করবে যেখানে না কি একটা সিদ্ধান্ত আছে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের সাহায্য করা হবে এবং চীফ মিনিষ্টারের ডিস্‌ক্রিয়েশনারী ফাণ্ড থেকে যারা সাহায্য পেতে পারত তারা পেল না। আর এদিকে আমরা কি দেখি? এই বিধানসভার মধ্যে আলোচনা হয়েছে যে, রেভেনিও মিনিষ্টারকে এই ডিস্‌ক্রিয়েশনারী ফাণ্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হয়, আর যারা না কি পলিটিক্যাল ইস্যুর উপর মার্ডার হয়েছে তাদের পরিবার কোন সাহায্য পায় না। এইটা বুঝতে হবে. এই কথাটা ঠিক যে, এক বৎসর হয়ে গেছে সুজিত মারা গেছেন এবং তার পরিবার না খেয়ে মরবে, ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ তা হতে দেয় নি, ত্রিপুরার জনগণ সেই দুস্থ পরিবারকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং বাঁচিয়ে রাখবে। এই সরকার যদি তাদের উপর কোন ব্যবস্থা নাও নেন তাহলেও ত্রিপুরার জনগণ তাদের রক্ষা করবে এইটা ঠিক। তারপর আমরা এখানে দেখলাম, টি,আর,টি,সি, একটা সিদ্ধান্ত নিল এক্সপ্রেস বাস আগরতলা থেকে সাব্রুম পর্য্যন্ত চালাবে. ও তারিখ সব কিছু ঠিক হল। একটা সরকার যখন সিদ্ধান্ত নেন তার সমস্ত কিছু পর্য্যবেক্ষন করেই নেন। কিন্তু এখানে আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখলাম যে বে-সরকারী বাস এসোসিয়েশান যেটা আছে বাস সিণ্ডিকেট এর সম্পাদক গোপাল কর ও ট্রাক ওনার এসোসিয়েশানের সম্পাদক নীরেন ভট্টাচার্য্য তারা সেখানে গিয়ে হুমকি দিল আর সেই হুমকির ফলে টি,আর,টি, সি, বাস বন্ধ হয়ে গেল। আমরা দেখলাম টি,আর,টি,সি আর চলল না, অথচ সরকারী সিদ্ধান্ত। কাজেই এখানে বুঝতে হবে এই যে সিদ্ধান্তটা নেওয়া হয়েছে এবং এইটা যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এইটা কি শুধু মাত্র হুমকির উপর নির্ভর করে? আমার মনে হয় যে, না এইটার সঙ্গে দুর্নীতি জড়িত আছে, কারণ এই সিদ্ধান্ত পালটানোর ক্ষেত্রে দুর্নীতিটা পরিস্কার, না হলে একটা সিদ্ধান্ত পিছু হটার কোন কারণ থাকতে পারেনা। তারপর ল্যাম্পস, প্যাকস, কোপারেটি ভগুলির নির্বাচনও হচ্ছে না গণতন্ত্রে তা নাই কেইস করেছে ওরা হাইকোর্টে, হাইকোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি স্যার, আপনার মাধ্যমে সাব্রুমে বিলাঘর টি-গার্ডেনের তারা কোর্টে গেল, কেইস হল, অর্ডার হল তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন করতে হবে, দুই মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনও নির্বাচন করা হয়নি, গণতন্ত্র থাকল কোথায় সেটাই প্রশ্ন, হাইকোর্ট নির্দ্দেশ দিল দুই মাস হয়ে গেল নির্বাচনের কোন প্রস্তুতি নাই। তাহলে এইটা বুঝতে হবে তাছাড়া এক মাসের নোটিশ দেওয়া ছাড়া নির্বাচন করা যায় না। তারপর স্যার, শিক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন স্কুল বিল্ডিংগুলি করে সুষ্টভাবে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা এইগুলি ভাষণের মধ্যে উল্লেখ করা আছে। কাজেই এই সম্পর্কে খুব বেশী বলার দরকার নাই। রাস্তাঘাটের ব্যাপারে স্যার, মনু বাজারের ব্রীজটা পুড়িয়ে দেওয়ার পর একটা বিকল্প রাস্তা বামফ্রন্ট সরকার করেছিল, মনুবাজার থেকে মনুঘাট হয়ে সাব্রুম যাওয়া যায়। সেই রাস্তার মধ্যে কিছু ব্রীজ আছে, সেখানে পাঁচটা ব্রীজ আছে। ঐ ব্রীজটা পোড়ানোর পর গাড়ী যেতে পারে না, তখন ওখান দিয়ে ঘুরে গাড়ী নেওয়া যায় কি না তার চেষ্টা করা হল, দেখা গেল যে এই রাস্তাটার মধ্যে যে পাঁচটা ব্রীজ আছে সেই পাঁচটা ব্রীজই আজকে গাড়ী চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে যার জন্য সেখান দিয়ে

গাড়ি নেওয়া গেল না কিছুদিন পর্য্যন্ত যাতায়াত বন্ধ রাখতে হল। কাজেই এই কথাটা বুঝতে হবে এবং এইভাবে বড় বড় কথা বললেইতো আর হবে না, জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য যেটুকু কাজ দরকার সেটা করতে হবে। কাজেই এই পুলটা মনুবাজারে যেটা টেম্পোরারী করা হলো, একটু বৃষ্টি হলেই সেটা ওয়াশড্ আউট হয়ে যাবে। কয়েকদিন আগে বৃষ্টি হলো এবং সেই বৃষ্টি হওয়ার ফলে যখন জল বাড়লো তখন গাড়ী চলাচল আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কাজেই এইটা বুঝতে হবে যে একটা লাইফ লাইন সাব্রুমের সঙ্গে আগরতলার যোগাযোগ এই লাইন ছাড়া আর নেই সেখানে এদের কোন চিন্তা ভাবনা নেই, কোন চেতনা নেই।

কাজেই এইভাবে আমরা দেখছি গ্রামীণ জল সরবরাহের কাজে বিভিন্ন জায়গায় বামফ্রন্ট সরকার প্রকল্প নিয়ে টিউবওয়েল করে গেছেন। আজকে দেখা গেছে যে, পাম্প হাউস হয়েছে, কোন কোন জায়গায় পাইপ বসানো হয়েছে, কিন্তু বিগত তেরটি মাসে একটি জায়গাও কোন কানেকসান দেওয়া হয়নি। কোন কাজই হয়নি। আমি তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি যেমন ছোটখিল, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সেখানে পাম্প হাউস তৈরী হয়েছে কিন্তু এখনো সেখানে কোন জলসেচের ব্যবস্থা হয়নি। তারপর হলেফা, গুয়াচাং, দক্ষিণ বুড়াবাড়ী, দুর্গানগর এই সব এলাকায় জলসেচের কোন ব্যবস্থা করা হয়নি। উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। তাহলে কিভাবে আমরা এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করতে পারি? আজকে তের মাস অতিক্রান্ত হতে চলেছে কিন্তু কোন কাজই হয়নি। অথচ বামফ্রন্ট সরকার তার সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করে গেছে। আর এখন এই তের মাসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে, তারা মাত্র একটি কাজ করতে পেরেছে সেটা হচ্ছে এখানে যে গণতন্ত্র ছিল সেটাকে ভেঙ্গে চুরমার করে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে এবং এই স্বৈরতন্ত্রের পদধ্বনি আমরা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু এইভাবে গণতন্ত্রকে কোন মতেই ধ্বংস করা যায় না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি সমস্ত ডিমাণ্ডগুলির বিরোধীতা করে এবং আমার এবং অন্যান্য বিরোধী সদস্যরা যে সকল কাটমোশান এনেছেন সে সমস্ত কাটমোশানগুলিকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীসুরজিৎ দত্ত।

শ্রীসুরজিৎ দত্ত (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :- মি: ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী দলের সদস্য শ্রীসুকুমার বর্মন, শ্রীব্রজমোহন ত্রিপুরা এবং শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী আমার ডিমাণ্ড নাম্বার-১৭ হেজার হেড-২১০১-এর উপর তারা কাটমোশান এনেছেন, আমি তার বিরোধীতা করে আমার ডিমাণ্ড পাশ করার জন্য সকলকে অনুরোধ করছি।

আজকে এই কাট মোশানগুলির উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই কথাই বলতে হয় যে, এই পরি-

বিধানসভায় অযথা সময় নষ্ট না করে, বড় বড় লম্বা চওড়া বক্তৃতা না দিয়ে গণতন্ত্রের সমালোচনা না করে সুষ্ঠ এবং সবল কণ্ঠে দরিদ্র জনগণের জন্য কিছু বলবার জন্য আমি উনাদের অনুরোধ করছি।

আমরা গত তের মাসে দরিদ্র জনগণের কৃতার্থে কাজ করে এসেছি। অথচ বিভিন্ন স্তরে জনগণের জন্য কাজ করতে গিয়ে আমরা টের পেয়েছি, কি ধরণের যে নোংরা রাজনীতি, বিভিন্ন অফিসে, মাঠে-ঘাটে বাজারে বামফ্রন্ট করে গেছে। কিভাবে তারা অর্থের অপব্যবহার করেছে দলবাজী করেছে তার কয়েকটি উদাহরণ আমি দিচ্ছি।

উনারা কিছুদিন আগে সেন্ট্রিফিউক্যাল পাম্পের উপর কিছু প্রশ্ন এনেছিলেন। ওনারা বলেছেন গার্ডেনরীচ কোম্পানিকে কেন কাজ দিলাম। এটা নাকি নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে দেওয়া হয়েছে। ওনারা হয়ত জানেন এবং জানা থাকলেও হয়ত চেপে গেছেন। এই গার্ডেনরীচ হচ্ছে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের ডিফেন্সের একটা আণ্ডারটেকিং কোম্পানি। এটাকে কেন কাজ দিয়েছিলাম ওনারা তারও সমালোচনা করেছেন, কিন্তু বামরাজ্যের দুই মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি চালাচালিতে, মেকেন্টস বার্ণ নামে একটা ব্রীজ কোম্পানি আছে, জ্যোতিবাবু চিঠি দিয়েছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে এই মেকেন্টস বার্ণ কোম্পানির সম্বন্ধে ফটিকরায়ের ব্রীজ করার ব্যাপারে। প্রথম টেণ্ডারে যারা লোয়েষ্ট হয়েছিল তাদের কাজ দেওয়া হয়নি। ২য়বার আবার টেণ্ডার কল করা হয় এবং সেখানে এই মেকেন্টস বার্ণ কোম্পানী ৩য় লোয়েষ্ট হয়। প্রথম লোয়েষ্ট হন আর. কে. ভট্টাচার্য, ২৬ লক্ষ, ৮৩ হাজার ৬৬ টাকা, ২য় লোয়েষ্ট হয়েছিলেন বি. দাস এণ্ড কোং ৯৯ লক্ষ, ১৩ হাজার ৪ শত ৫৩ টাকা আর ৩য় লোয়েষ্ট হচ্ছে এই মেকেন্টস বার্ণ কোং লিঃ ১ কোটি, ২৭ লক্ষ, ৮৬ হাজার ১ শত ৬৭ টাকা। সমস্ত নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে একটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে, ১১ জন মিনিষ্টার উপস্থিত ছিলেন, এই কাজটা মেকেন্টস বার্ণ কোং কে দিয়ে দেয়। ওরা এখনও কাজ করছে। তারা ক্ষমতায় থাকাকালীন আরও যে কত শত সহস্র দুর্নীতি করেছে তার প্রমাণ, কেবিনেট ডিসিশন, সমস্ত কিছুর কপি আমার এই ফাইলে আছে। জনগণকে এভাবে মুর্খ বানিয়ে এ সমস্ত জালিয়াতি তারা করেছেন। এখন আমরা যখন জনগণের স্বার্থে কাজ করছি তখন এই জনগণের স্বার্থ ক্ষুন্ন করার জন্য অজস্র কাটমোশান এনেছেন। কাজেই এই সমস্ত কাটমোশনের বিরোধিতা করে তাদেরকে অনুরোধ করছি তারা যেন আর এ ধরণের লজ্জাজনক ঘটনা না করেন এই পবিত্র বিধানসভাতে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আপনার মাধ্যমে তাদেরকে অনুরোধ করছি যে এখনও সময় আছে তাদের চরিত্র সংশোধন করার। তা না হলে যতটুকু বিপথে গেছেন আরও যাবেন। গত বিধানসভায় বলেছিলাম যে জনগণ আপনাদেরকে ছিটকিয়ে ফেলেছে বর্তমানে, ওখানে এবার ছিটকিয়ে ফেলবে রাস্তায়। তাদের দেখে আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। গল্পটা হচ্ছে, একটা সভার মধ্যে ১জন ভদ্রলোককে সবাই মিলে প্রেসিডেন্ট করল আর লোকটা না বুঝে বলল, আমার অবজেকশন। তখন পাশের লোক বলল যে, আপনাকেই ত প্রেসিডেন্ট করা হয়েছে তখন চুপ করে বসে গেছে। তাদের সবকিছুতেই অবজেকশন। প্রেসিডেন্ট করলেও অবজেকশন, চীফ মিনিষ্টার করলেও অবজেকশন কিন্তু

চুরির গন্ধ পেলে আর কোন অবজেকশন নাই।

সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আর বিশেষ কিছু বলার নাই। আর একটা কথা, যদি উনারা জ্যোতিবাবুর চিঠিটি দেখতে চান তাহলে আমি এই বিধানসভাতেই পেশ করতে পারি। সেজনা বক্তব্য শেষ করার আগে আমি একটি কথা বলে যেতে চাই, কথাটি হচ্ছে সিনেট ডিষ্টিকের : "দুধেরও ময়লা আছে, কিন্তু উনাদের কথার কোন মূল্য নাই"।

ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :– অনারেবল চীফমিনিষ্টার।

শ্রী সুধীরঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) —স্যার, আমার যে-সমস্ত ডিমাণ্ড এখানে রয়েছে যেমন ডিমাণ্ড নং ১, ২, ৭, ৯, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, এই হাউসে গ্রহন করার জন্য এবং বিরোধীদলের আনা ছাঁটাই প্রস্তাব তুলে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। কারণ ছাঁটাই প্রস্তাব সম্পর্কে উনাদের বক্তব্য থেকে কয়েকটা জিনিষ পরিস্কার বুঝা যাচ্ছে যে, উনারা এই ব্যাপারে ভালভাবে অবগত নন। বিরোধী-দলের জনৈক মাননীয় সদস্য মুখ্যমন্ত্রীর ডিস্‌ক্রিশনারি ফাণ্ড সম্পর্কে যা বলতে চেয়েছেন তাতে করে আমার মনে হচ্ছে যে, সেটার উদ্দেশ্য উনি জানেন না। কোথাও কোন মার্ডার, যেমন পলিটিকেল মার্ডার হলে সেটা ডিস্‌ক্রিশনারির ফানড থেকে দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় এক্সগ্রেসিয়া ফাণ্ড থেকে। ডিস্‌ক্রি-শনারি ফাণ্ড থেকে শুধু মাত্র অভাবি লোকদের এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকেও অনুদান দেওয়া হয়। প্রায় ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষ ও এলাকার এম এল এ-এর মাধ্যমে দরখাস্ত দেওয়া হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী বরাবর দরখাস্ত দেওয়া হতে পারে। ঐ সকল দরখাস্ত বিবেচনাপূর্বক উক্ত খাত হইতে অর্থ মঞ্জুর করা হয়। এবং ঐ সব অর্থ এস,ডি,ও, বি,ডি,ও এবং মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় থেকে প্রদান করা হয়। উপরোক্ত ফাণ্ড থেকে শুধু মাত্র দুরারোগ্য ব্যাধীর রোগী ইত্যাদি চিকিৎসার জন্য অর্থ সাহায্য করা হয়।

সুতরাং এ ব্যাপারে মাননীয় সদস্য যে কাটমোশন এনেছেন তাহা গ্রহন করা যেতে পারে না।

এছাড়া উনারা আর একটা বিষয় উল্লেখ করেছেন যে মনুতে পুল পুড়ানোর ব্যাপারটা। সেটার ব্যাপারে তদন্ত চলছে। আশা করা যাচ্ছে যে কিছুদিনের মধ্যে আসামী ধরা যাবে। তখনই বুঝা যাবে যে আসামী কারা। কি তাদের প্রকৃত পরিচয়।

আর ডিপ্ টিউবওয়েলের যে কথা বলেছেন, সমস্ত ডিপ্ টিউবওয়েল চালানো হয়েছে। আর যদি ১-২টা চালানো না হয়ে থাকে তাহলে তবে সেগুলিও চালানো হবে। সুতরাং এইসব প্রশ্ন আসেই না।

স্যার, উনারা বলেছেন যে, হাইকোর্ট নাকি নির্বাচনের কথা বলেছেন। স্যার, ওরাই নির্বাচন করেন নাই সেইজন্য বোর্ড অব এডমিনিস্ট্রেটার বসানো হয়েছে। আবার সেটার জন্য কোর্টের আশ্রয়

নিয়েছেন। আবার উনারাই এখন গণতন্ত্রের কথা বলছেন। আমরা ঐ সমস্ত গোলমাল সরিয়ে নিয়ে নির্বাচন অবশ্যই করব। সুতরাং এই সমস্ত অভিযোগকে ভিত্তিহীন মনে করে সমস্ত কাটমোশনকে বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং হাউসকে এই ডিমাণ্ডগুলি গ্রহন করার জন্য আবেদন রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, এইমাত্র আজকের কার্যাসূচীর অন্তর্ভূক্ত ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি এবং ছাঁটাই প্রস্তাবগুলির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে।

এখন, আমি আলোচিত ১৯৮৯-৯০ইং আর্থিক সনের ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আনীত ছাঁটাই প্রস্তাবগুলি ভোটে দেব, তার মূল ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি একে একে ভোটে দেব।

There is no cut motion on Demand No 1. So. I am putting the Demand No. 1 to vote. The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs 1. 13. 00. 000/- exclusive of charged expenditure of Rs 2, 16, 000/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation Vote on Account)Bill, 1989. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No 1 under the following Major heads :—

2011 Parliament/Legislature/State Union Teritory Rs. 1. 05, 50, 000/-

2071-Pension other retirement benefits Rs. 7. 50, 000 -

(The Demand was put to voice vote and passed)

Now, demand No. 2. There is a cut motion on this demand I am puting the cut motion to vote first. and then the main motion

The question before the House is the cut motion moved by Hon'ble member Shri Matilal Sarkar that the amount of the demand be reduced by Rs. 100/-to ventil te the specific grievance that failure to sanction any amount from the C. M's discretionary grants for the survival of the family of Subhas Saha who was murdered by miscreants at Gakulnagar under Bishalgarh Block". (The Motion was put to voice vote and lost.)

Now, the question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that in sum not exceeding Rs. 36, 83, 000/- exclusive of

charged expenditure of Rs. 24. 11, 000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account). Bill, 1989. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 2 under the following Major head :—

2013 Council of Ministers Rs. 36,83,000/-

(The Demand was put to vote and passed)

Next, Demand No. 7 and 9. There is no cutmotion on these demands So, I am putting the demands one after another to vote.

The question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 18,15,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill. 1989, be granted to defray the charges which will come in course of paymenting during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No 7 under the following Major head :—

2070-Other Administrative Services Rs. 18, 15,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed.)

Next question before the House is the motion moved by Hon'ble Chief Minister that 'a sum not exceeding Rs. 3, 30, 11, 000/- (inclusive of the sum specifed in column 3 of the Schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill, 1989, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990in respect of Demand No. 9 under the following Major heads :—

2052 Secretariat General Services Rs. 2.92.67,000/-

2070 Other Administrative Services Rs 32 24 000/

3451-Secretariat Economic Services Rs. 4,70.000/-

(The Demand was put to voice vote and passed)

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No 12 to vote. But there is one Cut Motion on this Demand. First. I am putting the Cut Motion to

vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member on Demand No. 12, Major Head-5055.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-
to represent disapproval of the policy underlying the demand
viz :

"ত্রিপুরা সড়ক পরিবহণের দুর্নীতির প্রতিবাদে"।

(The Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 1,92,78,000/- (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation Vote on Account) Bill, 1989, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 12 under the following Major Heads :

2041—Taxes on Vehicles	Rs. 14,28,000/-
3055—Road Transport	Rs 2,00,000/-
3075—Other Transport Services	Rs. 6,50,000/-
5055—Capital Outlay on Road Transport.	Rs. 1,70,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand No. 13 to vote. But there are three Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motions to vote one by one.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Samar Chowdhury on demand No. 12, Major Head 2425.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to redresent disapproval of the Policy underlying the demand viz :

Failure to assist the credit co-operatives and their members".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost.)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jitendra Sarkar on Demand No. 13. Major Head 2425.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/- to represent disapproval of the policy underlying the demand viz :

(The Cut Motion was put to voice vote and lost)

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Tarani Deb Barma on Demand No. 13, Major Head 2425.

"That the amount of the Demand be reduced to Re. 1/-to represent disapproval of the Policy underlying the demand viz :

In protest against descruction of autonomous character of the co-operative Societies".

(The Cut Motion was put voice vote and lost).

Now I am putting the Demand No. 13 to vote.

Now the question before thd House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a sum not exceeding Rs. 6,02,64,000/- (inclusive of the sum specified in coloumn 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill, 1989. be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March. 1990 in respect of Demand No. 13 under the following Major Heads :

2425—Co-operation	Rs.	3,56,64,000/-
4425—Capital Outlay on Co-operation.	Rs.	1,06,00,000/-
6425—Loans for Co-operation.	Rs.	1,40,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

Now I am putting the Deman No. 14 to vote. But there are 7 (Seven) Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sukamar Barman on Demand No. 14

"That the amount of Demand be reduced by Rs. 400.00/ to represent

the economy that can be effected on the particular matter viz :

Need to constructs New Building for Kash Chowmohani XII School".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Braja Mohan Jamatia on Demand No. 14.

"That the a ount of the Demand be reduced by Rs. 300000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :

বিলোনীয়া মহকুমার কলসী হাইস্কুল ও পশ্চিম পিলাক বিদ্যালয়ের পাকা গৃহ নির্মাণের প্রয়োজনে"।

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sunil Kumar Choudhury on Demand No. 14.

"That the amount of the Deman be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Failure to repair the building of No 2 Jalafa High Schcol (Damdam) under Sabroom sub-division'

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Sunil Kr. Chouduri on Demand No. 14.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :

Need to repair the bridge on the Road from Manu bazar to Manughat under Asbroom Sub Division".

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das on Demand No. 14.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Failure to repairt he deplereble condition of the School Bilding of Palatana High School under Udaipur Sub-Division".

The Cut Motan was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Jitendra Sarkar on Demand No. 14.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the specific grievance that :—

Failure of the Govt. to reconstruct the building of Brahma High School under Teliamura Inspectorate in the interest of the students".

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma on Demand No. 14.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 4,00,000/- to represent the economy that can be effected on tha particular matte viz :—

Need to censtrusted new building for Asharam Bari High School.

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Now the question before the House is the Motion moved by the Hon'ble Chief Minister that a further sum not exceeding Rs. 38,20,99,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 4,00,000/- (inclusive of the sum specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account Bill, 1989), be grantep to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1990 in respect of Demand No. 14 under the following Major Heads :—

2059—Public Works	Rs.	32,81,50,000/-
2202—General Education	Rs.	9,05,000/-
2205—Art and Culture	Rs.	2,36,000/-
2210—Medical	Rs.	3,93,000/-
2216—Housing	Rs.	95,71,000/-
2235—Soil Security and Welfare	Rs.	,25,000/-
2403—Animal Husbandry	Rs.	1,50,000/-
2851—Village and small Industries	Rs	1,27,000/-
3054 Roads and Bridges	Rs.	4,25,4?,000/-

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker : –Now I am putting the Demand No. 15 to vote. But there is 10 (ten' Cut Motions on this Demand. First I am putting the Cut Motion to vote.

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 15 Major Head 4210

"That the amount of the Demand be reduced by Rs 1,00000/- to represent the economy that can be effected on the Particular viz :—

Need to set up a deep tubewell for drinking water at Mohanpur Bazar and its neighbouring villages".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No 15. Major Head 4202

"That the amount of the Demand be reduced to Rs. 1/- to represent disapp.oval of the policy underlying the demand viz : –

In protest os substandard constractional work and misuse of Govt. money".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 15 Major Head 4202.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 6,000 00/- to represent the economy that can be effected on the Particular matter viz :—

Need to construct a campus Hall at Madhupur H. S. School under Bishalgarh Block".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das on Demand No. 15. Major Head 4202

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 6,000.00/- to represent the economy that can be effected on the partieular matter viz :

Need to construct new buildings at Dudhpuskarani, Palatana & Gakulpur High Schools.

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No 15. Major Head 4202.

"That the a' ount of the Demand be reduced by s. 40c000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :

Need to constructs New Building for West Gakulnagar High School under Bishalgarh Block".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Matilal Sarkar on Demand No. 15.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 6.03000/- to respresent the economy that can be effected on the particular matter viz :

Need to construct a new building for Konaban High School under Bishalgarh Block.

(The Cut Motan was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Demand No. 15. Major Head 4202.

"That the amount of the Deman be reduced by Rs. 1,00000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz.

Need to construct New Building at Garjanmura High School".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the Cut Motan moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Demand No. 15- Major Head 4210

"That the amount of the Demand be reduced by Rs 1,00 000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Need to setup a new Deep tubewell at Amtali under Udaipur sub-division for drinking water".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the House is the motion moved by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch Das on Demond No. 15. Major Head 4210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 1,00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular viz :—

Ned to set up a new Deep tubewell at Garjanmure under Udaipur subdivision for drinking water".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question before the Hou e is the House is the Cut Motion move by the Hon'ble Member Shri Gopal Ch. Das on Demand No. 15, Major Head 4210.

"That the amount of the Demand be reduced by Rs. 00,000/- to represent the economy that can be effected on the particular matter viz :—

Need to set up a new Deep tubewell at Murapura under Matarbari Block for drinking water".

(The Cut Motion was put to voice vote and lost).

Now the question bejore the House is the Motion moved by the Hon'ble Minister that a further sum not exceeding Rs. 5,63,27,0 0/ (inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 19. 9), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on teh 31st March, 1990 in respect of Deman: No. 15 under the following Major Heads :—

4059 Capital outlay on Public Works.	Rs. 1,89.C0,000/-
4202 - Capital outlay on Education Sports Arts and Culture.	Rs. 1,76.62,000/-
4210—Capital outlay on Medical and Public Health	Rs. 1.17.00 000/-
4211– Capital outlay on Family Welfare	Rs. 16,00 00/-
4235– Capital outlay on Animal Husbandary	Rs. 13,`5,000/-
4404—Capital outlay on Dairy Development	Rs. 1,00 000/-
4552 Capital outlay on North Eastern Areas	Rs. 16,00,000/-

(The Demand was put to voice vote and passed).

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো—"প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান"।

আজকের কার্য্যসূচীতে তিনটি (৩টি) প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিউলিউশান আছে। রিজিউলিউশানের প্রায়রিটি অনুযায়ী প্রথমটি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়, দ্বিতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় এবং তৃতীয়টি উত্থাপন করবেন মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস মহোদয়কে প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনকুল দাস (রাজনগর) : স্যার, আমাদের এই প্রস্তাবের উপর মোট আড়াই ঘণ্টা সময় বরাদ্দ ছিল। আমরা কি আড়াই ঘণ্টা আলোচনা করতে পারব ?

মিঃ স্পীকার :—২ ঘণ্টার মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখুন। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি বাড়িয়ে দেব। তবে আলোচনাটা ২ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন।

শ্রীনকুল দাস : তাহলে আমাদের সময়টা ভাগ করে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে।

শ্রীনকুল দাস : মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাবটি হচ্ছে, "ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, রাজ্যের শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বেকার এবং গ্রামীণ মজুরদের মধ্যে বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাদের মধ্যে নারী বেকারের সংখ্যাও ক্রমবর্দ্ধমান। ত্রিপুরা বিধানসভা ইহাও লক্ষ্য করছে যে, যেসকল বেকার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চাকুরীর অফার পেয়েছিলেন, বর্তমান সরকার তাদের নিয়োগপত্র দিতে বিলম্ব করায় তাদের চরম আর্থনৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই এই বিধানসভা প্রস্তাব করছে যে, নারী, পুরুষ এবং সব অংশের বেকারদের জন্য একটি জরুরী-ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হোক। বয়সোত্তীর্ণ শিক্ষিত বেকারদের অবিলম্বে পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ করা হোক এবং সরকার যাদের কাজ দিতে পারবেন না সেইসব নথীভুক্ত বেকারদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে বেকার ভাতা দেওয়া হোক এবং এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে স্বীকৃত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করা হোক"। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বেকার সমস্যা আজকে সারা দেশের মধ্যে একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে এবং আমরা যেটা লক্ষ্য করি সেই নথীভুক্ত বেকারের সংখ্যা যা ছিল ৮৫ সালের শেষদিকে ২৬.২৭ মিলিয়ন সেটা ৮৬ সালের শেষ দিকে এসে দাঁড়িয়েছে ৩০.১৩ মিলিয়ন। এই ১ বৎসরের মধ্যে এই বেকারের সংখ্যা বেড়েছে ১৪.৭ শতকরা এবং এর পরের বৎসর ৮৭-তে ৩০.২৫ মিলিয়ন। এইভাবে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে এবং এই বেকারের বৃদ্ধির জন্য আমাদের প্ল্যানিং কমিশন ১৯৯০ সনের

মধ্যে ২২৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থানের কথা বলেছিলেন এবং সেই দিনটা হচ্ছে ২৭৩ ওয়ার্কিং ডেইজ দৈনিক ৮ ঘন্টা কাজ ধরে এবং যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬০ এর মধ্যে। অথচ এই সময়ের মধ্যে বেকারের সংখ্যা বেড়ে দারাবে ৪ কোটি ৫০ লক্ষের মত অর্থাৎ ৪৫০ মিলিয়ন। আমরা যদি দেখি ৪০ বৎসর স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে শ্রমশক্তির অর্ধেকটাই কাজে লাগাতে পারেনি। এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে এই একটা স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে আমাকে একটা প্রস্তাব আনতে হয়েছে। এই সমস্যার সমাধান এই হাউস করতে পারে বা এই সরকার করতে পারে নিশ্চয়ই সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা দেখিনা। কারণ কোন একটি রাজ্য সরকারের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় যে অর্থনীতি, সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে এই বেকার সমস্যার মূল নিহিত আছে। আজকে আমরা যদি লক্ষ্য করি, দেখি সারা পৃথিবী মূলতঃ ২টি শিবিরে বিভক্ত। একটা হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক শিবির, আর একটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক শিবির। সমাজতান্ত্রিক শিবিরে কোন বেকার নেই, যেখানে প্রতিদিন মনুষ্যের জীবনের মানদণ্ডকে তারা উঁচু করতে পারছেন। আর সেই ধনতান্ত্রিক দুনিয়া, সেই দুনিয়া আজকে চরম অবক্ষয়ের মুখে মুখী হচ্ছে এবং তার মধ্যে আমরা যেটা লক্ষ্য করি উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে আমাদের ভারতবর্ষের স্থান—১৭ এবং সেখানে আমেরিকা এই সময়ের মধ্যে পার ক্যাপিটা ইনকাম হচ্ছে ১৬ হাজার ৯৯০, সেখানে ভারত হচ্ছে ১৭০ কাজেই এই সমস্ত তথ্য থেকে আমাদের স্বাভাবিক অবস্থাটা সেখানে বুঝা যাচ্ছে। আমি এই সমস্তদিকে তথ্য দিতে যাচ্ছিনা। আসল সমস্যাটা কোথায় এই যে বর্তমান ব্যবস্থা এই ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে না, এইটা আজকে সমস্তদিক থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে। সেই নেহেরুজীর সময় থেকে শুরু করে আজকে রাজীব গান্ধীর সময় পর্যান্ত আমরা অনেক এখানে শুনে এসেছি। আমাদের মেইন পলিসি মিক্সড ইকনমিকস. সমাজতান্ত্রিক ধাচে গণতন্ত্র ইত্যাদি অনেক কথা আমরা শুনে এসেছি এবং সমস্ত কথার মধ্যে একটার পর একটা পরিকল্পনা যখন শুরু হয় তখন দেখি সেই পরিকল্পনাটা শুরু হয় তার শেষ হওয়ার সময় গিয়ে সেই পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এই পরিকল্পনার ঘাটতিকে পূরণ করতে গিয়ে এরপরেও আরও একটা বড় পরিকল্পনার সেখানে জরুরী হয়ে পড়ে, কেন এই রকম হচ্ছে? এর মূল কারণটা হচ্ছে আমাদের দেশের সমস্ত যে সম্পদ সেইসমস্ত সম্পদ ক্রমান্বয়ে মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে পুঞ্জিভূত হচ্ছে, কি শিল্পক্ষেত্রে, সমস্ত শিল্প গুটিকয়েক কিছু মানুষের হাতে আজকে পুঞ্জিভূত হচ্ছে আস্তে আস্তে। আমাদের কৃষি জমির কথা যদি বলি সেই জমিও আস্তে আস্তে মুষ্টিমেয় কয়েকটা মানুষের হাতে আজকে পুঞ্জিভূত হচ্ছে এবং এইটাই হচ্ছে নিয়ম ধনতন্ত্রের নিয়মে সেটাই হয়। মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে সমস্ত সম্পদ, পাঁচ ভাগ মানুষের হাতে ৯৫ ভাগ সম্পদ জমা হয়, আর ৯৫ ভাগ মানুষকে সেখানে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়। সেখানে বেকার যদি বেশী বেড়ে যায় তাহলে সেটাকে আরও বাড়তে সুযোগ করে দেওয়া এইটাই ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিনতি এবং সেটাই আজকে হচ্ছে। সুতরাং গরীবি হটাও, বেকারী হটাও, সমাজতান্ত্রিক ধাচে গণতন্ত্র মিশ্র অর্থনীতি, এত কথা উনারা বলেছিলেন সেই সমস্ত কথার ব্যর্থতা আজকে

দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। এই সমস্যা একটুও সেখানে সমাধান করা যাচ্ছেনা। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নিশ্চয়ই আমাদের একটা রাজ্য সরকার তাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করবেন এইটা আশা করে লাভ নাই। কারণ মূল যে স্রোত মূল যে অবস্থা সেই অবস্থার একটা অঙ্গ হচ্ছে আমাদের এই রাজ্য সরকার সেখানে তাদের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেই জিনিষ যদি প্রতিফলিত না হয় সেই সমস্যার সমাধানের যদি রাস্তা না হয় তাহলে এই রাজ্য সরকারের পক্ষেও সেটা করা সম্ভবনা। সেই জন্য আজকে আমরা দাবী করছি যে, তার মধ্যেও যতটুকু সম্ভব রাজ্যসরকারকে এখনই পদ সৃষ্টি করতে হবে, পদ সৃষ্টি করে যাদের বয়স শেষ হয়ে যাচ্ছে তাদেরকে চাকুরী দিতে হবে।

আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষিত বেকারের সমস্যা একটা ভয়াবহ সমস্যা। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্য গুলিতে কিছুটা সুযোগ আছে কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে তাও নাই। এখানে রেল নাই, শিল্প নাই, কাজেই একমাত্র সরকারী দপ্তর ছাড়া কোন সুযোগ নাই। সেখানে আমরা দেখলাম শ্রীমতি গান্ধী বলেছিলেন, গরিবী হঠাও আর এখন রাজীব গান্ধী বলেন, বেকারী হঠাও এবং এখানে সুধীরবাবুও সেই কথাই বলেন। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে যেটুকু তারা করতে পারেন সেটুকুও তারা করছেননা। সেজন্য আজকে এই প্রস্তাবটা এই প্রস্তাবে বেকার ভাতার যে কথা বলা হয়েছে তাতে কিন্তু আমরা মনে করিনা যে, এতে বেকারদের সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এই ২০০ কি ৩০০ টাকা দিয়ে কি তাদের সারা জীবন যাবে? কিন্তু এমন একটা ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে এই সমাজ এসে পড়েছে যে, অন্ধের মত সমাজদ্রোহী বাহিনীতে তারা যেতে বাধ্য হচ্ছেন। সেজন্য অন্ততঃ এই যুবসমাজ বিপথে না যায় তারজন্য তাদেরকে অন্ততঃ ৩০০ টাকা করে মাসিক বেকার ভাতা দেওয়ার জন্য আমরা দাবী করছি। কি পাবলিক সেকটর, কি প্রাইভেট সেকটর কোথায়ও ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যান্ত কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন যা হয়েছে তাহল ১৩০ মিলিয়ন টন, এর আগে ১৪৪ মিলিয়ন টন, এর আগে ১৬০.৪ মিলিয়ন টন, এভাবে দেখা যাচ্ছে উৎপাদন বাড়ছেনা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে সমস্ত অংশের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাচ্ছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— অনারেবল মেম্বার, আরেকজন আছে, সময় ৩০ মিনিট।

শ্রীনকুল দাস ঃ এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাদের রাজ্যের বেকার সমস্যা সমাধান করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার যেসব কর্মসূচী নিয়েছিল আজকে সেগুলিও নাই। গ্রামীণ বেকারদের কথা বলতে গেলে সেখানে আজকে এস,আর,ই,পি, ও এন,আর,ই,পি-র কাজ খোঁজ করলে দেখা যাবে গত ১ বৎসরে ১/২টা কাজ হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। শুধু তাই নয় কুটির শিল্পের যে সম্ভাবনা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে গেছে। সমবায় সমিতিগুলিকে কাজে লাগানো হচ্ছে না। বিশেষকরে অনাহারপ্রাপ্ত বেকারদের কথা যদি বলি তাহলে এটা ত ত্রিপুরা সরকার, এটা কি বামফ্রন্ট সরকার না কংগ্রেস সরকার সেটা তারা দেখেনা। রেশনারা বেগম সে খেয়ে না খেতে পেয়ে মারা গেছে। সোনা চৌধুরী না খেয়ে মারা গেল। আগার্টের বামফ্রন্টস রকার বিভিন্ন দপ্তরে প্রচুর পদ খুলে গেছেন বিশেষকরে এই এস,সি ও এস,টি, ডিপার্টমেন্টে

প্রচুর সংরক্ষিত পদ আছে। এক সময় বামফ্রন্ট সরকার যখন শাসন ক্ষমতায় ছিল তখন এস,টি-দের মধ্যে শিক্ষিত বেকার ছিলনা বললেই চলে। আর আজকে এস.টি-দের মধ্যে হাজার হাজার নতুন শিক্ষিত ছেলে বেকার হয়ে রয়েছে। এস.সি-দের মধ্যে তো আরো ভয়াবহ অবস্থা। অথচ সেগুলি পূরণ করা যাচ্ছে না। সেগুলি যদি পূরণ করতে হয় তাহলে আজকে তাদের কিছু অন্ততঃ চাকুরী দিতে হয়।

কিছুদিন আগে জব ফর্ম-এর ব্যবস্থা করা হলো এবং প্রায় ৪০ হাজারের মত জবফর্ম পূরণ করা হলো। কি হলো? জবফর্মের কোন মূল্য নেই। সেখানে আমরা দেখলাম, ভিকটিমাইজেসন কমিটি করা হয়েছে। ভিকটিমাইজেসন। ভিকটিমাইজেসন কারা? না, আমরা দেখলাম বিগত দশ বছরে বামফ্রন্ট রাজত্বে কংগ্রেসের ছেলেরা ভিকটিমাইজ হয়েছে, এরা চাকুরী পায়নি। আর আমরা তথ্য দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারি যে, এই রাজ্যে চাকুরীর ক্ষেত্রে কংগ্রেস বা কমিউনিষ্ট এসব কোন প্রশ্ন তখন ছিলনা। একটা সুষ্ঠু নিয়োগনীতির ভিত্তিতে এইখানে চাকুরী হতো। সিনিয়রিটি কাম্ পভারটির ভিত্তিতে সেখানে চাকুরী হতো। তারমধ্যে কংগ্রেসের ছেলেরা অনেক বেশী চাকুরী পেয়েছে। তখন আমরা কংগ্রেস না কমিউনিষ্ট সেটার কোন বিচার করিনি। তাহলে আজকে কেন ভিকটিমাইজেসন কমিটি করা হয়েছে? এইখানে যদি ভিকটিমাইজেসন কমিটি করতে হয় তাহলে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, গুজরাট বা কেন্দ্রের রাজীব গান্ধী কংগ্রেস তারা ৪০ বছর ধরে শাসন করছে, সেখানে কেন ভিকটিমাইজেসন কমিটি গঠিত হবে না? সেখানে যদি কাউকে ফাঁসিতে ঝুলাতে হয় তাহলে রাজীব গান্ধীকে সবপ্রথমে ফাঁসিতে ঝুলাতে হবে। সেখানে শত শত কংগ্রেসের ছেলেরা বেকার হয়েছে রয়েছে।

কাজেই এইসব অবস্থার মধ্যে আমরা দেখলি এই জবফর্মের মাধ্যমে যদি কিছু অন্ততঃ কাজ দেওয়া হতো তাহলে বেকারদের হয়তো কিছু উপকার হতো। কিন্তু আজকে সেটা করা হচ্ছেনা। বরং আজকে নিজেদের মধ্যে দলীয় কোন্দলে জনা—কে স্লিপ বেশী দিচ্ছে কে কম দিচ্ছেন এই নিয়ে মারামারি, পিটা-পিটি- অফিসারদের পর্যন্ত অতিষ্ঠ। তাই সবকিছু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বেকারদের যেটুকু সুযোগ ছিল এখানে সেটুকুও বন্ধ হয়ে গেছে।

এই অবস্থার মধ্যে আমরা এই প্রস্তাবটি সবসম্মতভাবে আপনারা গ্রহণ করবেন। এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার (কমলাসাগর) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি।

স্যার, এই প্রস্তাবটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাস যে প্রস্তাব এনেছেন সে প্রস্তাব বেকারদের সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধানের জন্য প্রস্তাব তা নয় কারণ বেকারদের সমস্যার সমাধান এরা করতে পারবে না। বলা হয়েছে যে বেকারদের যন্ত্রণা, বেকারীত্বের জ্বালা সেটাকে খানিকটা লাঘব

করে অন্ততঃ ন্যূনতম বাঁচার পথ তাদের করে দেওরা যায় সে কথাটাই মাননীর সদস্য তাঁর প্রস্তাবে বলেছেন কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বেকারের সমস্যার সমাধান হয়না। আমরা যদি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের দিকে তাকাই তাহলে দেখব, যেখানে ধনতন্ত্র সেখানে লক্ষ লক্ষ বেকার। আর যদি সমাজতান্ত্রিক দেশের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখি, সেখানে কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে একটিও বেকার নাই। পরিকল্পিত অর্থনীতির মধ্যে দিয়ে সেই বেকার যুবকদের যখন কাজের সময় হয় তখন সেখানে তাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা রাখা হয়।

স্যার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ হয়েছে প্রায় ৪২ বছর হয়। ১৯৪৭ সালে যখন দেশ স্বাধীন হয় তখন এই দেশে রেজেষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা ছিল অর্ধ কোটি। আর এই ৪২ বছরের সেটা বেড়ে হয়েছে প্রায় ৩ কোটির মত। মাননীয় সদস্য এখানে হিসেব দিয়েছেন ৩ কোটির উপর হচ্ছে রেজেষ্ট্রিকৃত বেকারের সংখ্যা। আর গ্রামীণ বেকারের সংখ্যা যদি ধরা হয় তাহলে সে সংখ্যা হবে প্রায় ১২ কোটি।

এখন এই যে অবস্থাটা হলো তার কারন কি? তার কারন হচ্ছে, আমাদের দেশে যে সমাজ ব্যবস্থা সেটা হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যুবক ছেলেদের বেকারীত্বের মধ্যে ঠেলে না দিয়ে, মানুষকে নিরক্ষরতা মধ্যে নিমজ্জিত না করে কোন দেশেই সেটা টিকতে পারেনা। এবং এরই ফল আমরা দেখি একটা দেশের মধ্যে মজুরদের একটা বিরাট বাহিনী তৈরী করা হচ্ছে। ফলে কারখানার মালিকদেরকে সস্তায় মজুর কেনার একটা উর্ব্বর ক্ষেত্র হিসেবে তৈরী করেছে। স্যার, শুধু তাই নয়, আজকে সেই বেকার যুবকদের ক্ষুধার জ্বালায় তাদের দেশের শত্রুরা বিপথে পরিচালিত করেছে।

স্যার, আজ আমরা কি দেখছি। সেই যন্ত্রনা-কাতর বেকারদের বিপথে পরিচালনা করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। আজ তারা বিপথে গিয়ে বলছে যে স্বাধীন খালিস্তান চাই। স্বাধীন ত্রিপুরা চাই। স্বাধীন গোর্খাল্যাণ্ড চাই। বিভিন্ন জাত পাতের শ্লোগান দিচ্ছে।

স্যার, এই বেকার যুবকরাতো এই দেশেরই বিরাট সম্পদ। তাদের শ্রম, তাদের চিন্তা শক্তি, বিদ্যা-বুদ্ধি সমস্ত কিছুই হচ্ছে এই দেশের বিরাট সম্পদ। সমাজকে গঠন করার জন্য, দেশকে গঠন করার জন্য, দেশকে সমৃদ্ধে পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, দেশের সভ্যতাকে গঠন করার লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আজ বেকারদের সচেষ্ট থাকার কথা ছিল। কিন্তু তা না করে বেকারদের বিপথে পরিচালিত করা হইতেছে। জনশক্তিকে খণ্ড বিখণ্ড করে দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারী শক্তিদের এক উর্বর অবাধ বিচরন ক্ষেত্র হিসাবে পরিগনিত করা হচ্ছে আমাদের এই দেশকে। তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। স্বাধীনতার ৪২ বৎসর পরও কংগ্রেস (আই)-এর জনবিরোধী কার্যকলাপের ফলে এসব হচ্ছে।

স্যার, দেশের সামনে এক বিরাট বিপদ। সেই বিপদ হচ্ছে বেকারদের বিস্ফোরনের বিপদ। সেখানে বেকার যুবকদের সামাজিক অন্যায়-অবিচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়তে হবে, শ্রমিক-কৃষকদের পাশে তাদের দাঁড়াতে হবে, দেশ গড়ার কাজে মনোনিবেশ করতে হবে, তখনই তাহারা বিপথে চলে যাচ্ছে।

স্যার, আমরা সেই দায়িত্ব পালন করছি। বেকার যুবকদের সংগঠিত করে তাদের সমাজের দুর্বলতর শ্রেনীর সামনে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছি।

সস্তা কথায় মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এরকম কিছু বলে থাকেন। স্যার, আজ সারা ভারতের মধ্যে কাজের দাবীকে মৌলিক অধিকার হিসাবে নথিভুক্ত করার জন্য দাবী উঠেছে। সারা দেশের যুবকেরা, বিশেষ করে ভারতের ১০টি বাম পন্থী সংগঠন সারা দেশের মধ্যে আওয়াজ তুলেছে যে কাজের অধিকারকে মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। কিন্তু এই কংগ্রেস (আই) সরকার, সেই দাবীর প্রতি বধির। কিন্তু আমাদের সংবিধানের মধ্যে বিশেষ করে ডায়েক্‌টিভ প্রিন্সিপালের মধ্যে যেটুকু অধিকার দেওয়া আছে, সেটুকু আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল আমাদের সংবিধানের ৩৯(এ) ধারায় বলা হয়েছে—The state shall in particular direct its policy towards securing them, the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelyhood. আর সংবিধানের ৪১ ধারায় বলা হয়েছে—The state shall within the limit of its economy capacity and development make the provision for securing the right to us. স্যার, আমাদের সংবিধানে ডাইরেক্‌টিভ প্রিন্সিপলের মধ্যে যে নির্দেশ দেওয়া আছে, সেই নির্দেশও ওরা মানছেন না। স্যার, গত নির্বাচনে কংগ্রেসের যে নির্বাচনী ইস্তাহার ছিল, তাতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে প্রতি ঘরে ঘরে একটা করে চাকুরী দেওয়া হবে। সেই নির্বাচন তো হয়ে গেল, এখন সুধীর বাবুরা বিভিন্ন জায়গায় জনসভা করে বলছেন যে ৫৬ হাজার বেকারকে বামফ্রণ্ট চাকরী দিয়ে গেছে কাজেই আর চাকুরী দেওয়ার মত চেয়ার টেবিল খালি নাই, আমরা আর কাউকে চাকুরী দিতে পারব না। তাহলে বেকারগুলি কি করবে? না, সরকার তোমাদের জন্য সেলাই মেসিন দিচ্ছি, ঠেলাগাড়ী দিচ্ছি, আর আর রিক্সা দিচ্ছি, তোমরা মেরে খাও আর চড়ে খাও, তোমাদের জন্য সরকারের আর কোন দায় দায়িত্ব নাই। অর্থাৎ এই রাজ্যের বেকারদের সঙ্গে এই রাজ্যের জোট সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। বেকার যুবকদের তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটা ভঙ্গ করা হল। আর এভাবেই এই সরকার তাদের কাজ হাসিল করে থাকেন। কাজ হাসিল হয়ে গেলেই, তারা তাদের প্রতিশ্রুতির ধারে কাছে থাকেন না। তারপর, আমরা কি দেখলাম? ওরা এখানে নিয়ম-নীতির কথা বলছেন, অন্ধকার প্রান্তে বেকারদের কথা বলছেন, কিন্তু আমরা দেখলমে সেক্রেটারিয়েটে চাকুরী হয়েছে, তার জন্য কোন ইণ্টারভিয়্ নাই আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটিতে চাকুরী হচ্ছে, সেখানে নিয়ম নীতি মানা হচ্ছে না; এস, টি অথবা এস, সির কোটা মানা হচ্ছে না, এমন কি ইণ্টারভিয়্ পর্য্যন্ত নেওয়া হয় নি। আর, এসব করার জন্যই রিক্রুটমেন্ট কমিটি করা হয়েছে যাতে বে-আইনী কংগ্রেস কর্মীদের চাকুরী নেওয়া যায়। এছাড়া, আমরা আরও দেখছি যে, যিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী, তিনি বিভিন্ন জায়গায় ভাষণ দিয়ে বলছেন, যারা কংগ্রেসী করবে না, যারা জাতীয় কংগ্রেসের দলে আসবে না, তাদের চাকুরী হবে না। স্যার, একথার কোন অর্থ হয়? আমরা মধুপুরে আমরা কি দেখলাম? সেখানে নাকি অনেক মন্ত্রী গিয়ে ছিলেন, সেখানে বলা হয়েছে, নতুন

করে যারা কংগ্রেসে আসছে, পুরানো কংগ্রেসী যারা আছে, তাদের তো কিছু আশা আছে, কিন্তু যারা নতুন তারা আরও বেশী করে বস্তা টানো, এক্ষুনি চাকুরীর কথা বলবে না। কাজেই এই জোট সরকারের ধাপ্পার বিরুদ্ধে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ তৈরী হতে শুরু করেছে। কাজেই অবিলম্বে মাননীয় সদস্য নকুল বাবু এই যে প্রস্তাব এনেছেন, তাকে মেনে নিয়ে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহন করুন একথা বলে প্রস্তাবটিকে সমর্থন করে আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (মোহনপুর): — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এখানে মাননীয় সদস্য নকুল দাস মহোদয় যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তার তীব্র বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, মাননীয় সদস্য নকুল বাবু অথবা মতি বাবুরা গত এক বছর ধরে যে চিন্তা ভাবনা করেছেন, এই রাজ্যের বেকার সমস্যার সমাধান সম্পর্কে, তাতে আমার মনে হয়, ওদের লো প্রেসার হয়ে গেছে। তাই, আমি মনে করি আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয়ের অতি তাড়াতাড়ি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। এরই মধ্যে ওদের এত জ্বালা হয়েছে যে তারা সেটা সহ্য করে উঠতে পারছেননা। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আজকে ওরা বেকারদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন. এই উদ্বেগ তো আমরা এবং আমাদের নেতা বর্ত্তমানের মুখ্যমন্ত্রী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন বাবুর কাছে প্রকাশ করেছিলেন কৈ তখন তো তৎকালীন সরকার বেকারদের বেকারত্বের জ্বালা দূর করার চেষ্টা করেন নি? তারা যাকিছু করেছেন তাদের পার্টি ক্যাডারদের জ্বালাই দূর করেছেন, অন্যদের কথা একবারও চিন্তা করেননি। তাই, আজকে এই যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন. তার জন্য তাদের লজ্জা হওয়া উচিত। আমার তো মনে হয়, এখন নৃপেন বাবুকে হাইপ্রেসার ধরেছে। উনি তো একবার রাশিয়াতে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে এসেছেন, আমার মনে হয়, আর উনাকে রাশিয়াতে যেতে হবে না, এই রাজ্যে আমাদের নতুন মন্ত্রীসভা ডাক্তারদের দিয়ে যে ব্যবস্থা করিয়েছেন, তাতে আর উনার বিদেশে গিয়ে চিকিৎসা করার কোন প্রয়োজন হবেনা। স্যার, আমরা তাদের আমলে এই হাউসে চিৎকার করে বলেছিলাম, এই বেকারদের সম্পর্কে, সেদিন ওরা ৬ হাজার বেকারকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন, আজকে আবার তারাই বেকারদের কথা বলছেন, এর জন্য ওদের লজ্জা হয় না? এক বছরের মধ্যেই ওদের এতটা লো প্রেসার হল, আর ৫ বছরের মধ্যে ওদের প্রেসার কতটা নীচে নামবে, কে জানে? আর তা যদি হয়, তাহলে তাদের আর কোন মতেই বাঁচানো যাবে না। কারণ, ওনারা রাজ্যের মধ্যে যে অবস্থার সৃষ্টি করে গেছেন, কি ভাবে উনারা বেকারদের চাকুরী দিতেন. সেটা আমরা জানি, সেই চাকুরী দেওয়ার গোপন কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেনবাবু সেইসময় চাকুরী দেওয়ার নাম করে বেকারদের যে, ইনটারভিয়ু ডাকা হত, তাতে তাদের উনার চেম্বারের নিয়ে গিয়ে বলতেন, খুন করতে পারলেই চাকুরী পাবে। কাজেই এটাও আমাদের জানা আছে যে উনারা ছিলেন খুনের নায়ক। এই রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে হাজার হাজার লোককে খুন করা হয়েছিল, আজকে তারাই আবার নিয়োগ নীতি, বদলি নীতির কথা বলছেন, তাদের

নীতি তো ছিল আগে খুন কর, তারপর চাকুরী পাবে। তাই আজকে ওদের বেকারদের জন্য এত জ্বালা।

স্যার, এখানে বলছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৪২ বৎসর পর ভারতবর্ষে আজকে বেকারত্ব বাড়ছে। আপনারা ত্রিপুরার কথা চিন্তা করুন বিগত ১০ বৎসরে আপনারা কি করেছেন? ত্রিপুরায় রাজ্যের মানুষ বিগত ১০ বৎসর ধরে কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে এ রাজ্যকে রক্ষা করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু আপনারা এই রাজ্যের কি অবস্থা সৃষ্টি করেছেন, সেটা ভেবে আপনাদের লজ্জা পাওয়া উচিৎ। আজকে এই জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার এক বৎসরের মধ্যেই এ রাজ্যে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প কারখানা স্থাপন করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনারা কাদেরকে চাকুরী দিয়েছিলেন? যারা খুন করতে পারত তাদেরকেই চাকুরী দিয়েছেন। ৮০ ইং সনে দাঙ্গা সৃষ্টি করে শিক্ষিত বেকারদের মৃত বলে ঘোষণা করে, বাংলাদেশ থেকে আগত লোকদেরকে চাকুরী দিয়েছেন, আপনাদের ক্যাডারদের চাকুরী দিয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ২৪ লক্ষ মানুষ আপনাদের কীর্তিকলাপ সব জানেন। ত্রিপুরার মানুষ আপনাদেরকে ক্ষমা করবেন না। আজকে মাননীয় সদস্য নকুলবাবু বেকারত্বের জ্বালায় উথলে উঠে এখানে ৩০০ টাকা করে বেকার ভাতা দেওয়ার দাবী করেছেন। বিগত ১০ বৎসর ধরে আপনারা বেকার ভাতা দেন নি কেন? আমরাতো বার বার দাবী করেছিলাম, এই বিধানসভায় বেকার ভাতা দেবার জন্য প্রস্তাব এনেছিলাম। আপনারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা এনে এ রাজ্যে খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। স্যার, মাননীয় কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া এখানে বলেছেন, আজকে পাহাড়ে, সমস্ত জায়গাতে কৃষি-ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী আরম্ভ করেছেন। যার ফলে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক জোয়ার এসেছে। আজকে গ্রামে গঞ্জে কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ছে। এই সমস্ত সাফল্য তো আপনারা স্বীকার করলেন না। কারন, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়ন আপনাদের সহ্য হয় না। আপনারা চাইছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে অর্থ এনে পাঁচটা কূপন দিয়ে গরীব লোকদের দিয়ে মিছিল করাতে, শ্লোগান দেওয়াতে। ত্রিপুরার উন্নতি, বেকার সমস্যা সমাধান আপনারা কোন দিনই চাননি। স্যার, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী উনার চেম্বারে উগ্রপন্থীদেরকে ডেকে নিয়ে খুনের ষড়যন্ত্র করতেন। আর অন্য দিকে এ রাজ্যের বেকারদেরকে ট্রেনিং দেওয়াতেন কি ভাবে খুন করতে হবে, কিভাবে লুঠপাট করতে হবে, কিভাবে ডাকাতি করতে হবে। আমরা দেখেছি, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী একবার সমস্ত ক্যাডারদের ডেকে এনে তোমরা ডাকাতি কর, এই ঘোষণা দিয়েই দিল্লী চলে গিয়েছিলেন। তখন আমরা দেখে ছিলাম, আগরতলা শহরে এবং তার আশপাশ এলাকাগুলিতে প্রচণ্ড ডাকাতি শুরু হয়েছিল। তারপর উনি দিল্লী থেকে এসে বললেন, ডাকাতি বন্ধ কর। তারপর ডাকাতি বন্ধ হলো। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আপনারাই এইসব ডাকাতির নায়ক ছিলেন। এমপ্লয়মেণ্ট এ্যাক্সচেঞ্জে রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারদেরকে মৃত বলে ঘোষণা করার নায়ক ছিলেন। আমরা বেকারদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চাই না। আমরা বেকারদের প্রতি দরদী। তাই, এ রাজ্যে বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য কুটির শিল্প করতে চাই, গ্যাস ভিত্তিক শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমাদের এই মন্ত্রী সভা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মি: স্পীকার স্যার, আজকে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এই রাজ্যে হ্যাঁ, সত্যি কথা বেকার বৃদ্ধি হচ্ছে অস্বীকার করার কিছু নেই। ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করার পর যখন এই রাজ্য থেকে চলে গেল তখন মাত্র ৫০ হাজার বেকার ছিল আপনারা বলেছেন কিন্তু গত ১০ বছর আপনারা যে শাসন করেছেন তার ফল স্বরূপ আমাদের সরকারকে দিয়েছেন ১ লক্ষ, ৩০ হাজার বেকার। আপনারা বলছেন আপনারা ৫০ হাজার লোককে চাকুরী দিয়েছেন। চাকুরী দিয়েছেন নৃপেন বাবুর ভাইয়ের ছেলেকে, নকুল বাবুর ভাই পুত্রকে এবং বাদল বাবুর বোনের জামাইকে কতজনকে ডিঙ্গিয়ে এস, ডি, ও করেছেন? একমাত্র বাম রাজত্বের তাঁরাই এই সমস্ত সুকৌশল জানেন। মি: স্পীকার স্যার, আজকে যারা শিক্ষিত বেকার তাদের জন্য উনারা দরদ দেখাচ্ছেন। আমাদের সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন সে জায়গায় আমাদের সরকার ঘোষণা দিয়েছেন যাদেরকে উনারা মৃত্যুর পথে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন তাদের আমাদের সরকার চাকুরী দিয়ে জীবিত করবেন। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, নকুলবাবু যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রনোদিত তাই এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার প্রস্তাব শেষ করছি।

মি: স্পীকার: - অনারেবল চীফ মিনিষ্টার, শ্রী সুধীর রঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য নকুল দাস বেকার সমস্যা সম্পর্কে একটা প্রস্তাব এনেছেন এবং বলেছেন এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর। এটা আমি বুঝতে পারছি না যদি সত্যিকারের উনার একটু শুভ-বুদ্ধি থাকত, শুভ চিন্তা যদি থাকত তাহলে তিনি সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে পারতেন। নিশ্চয়ই এই ধরনের প্রস্তাবে বেকারদের যদি সঠিক কোন রাস্তা দেখাতে পারতেন তাহলে সেটা গ্রহণ করতাম এবং গ্রহণ করা উচিত। যে কোন সরকারের উচিত মানুষের জন্য স্বাস্থ্য, মানুষের জন্য অন্ন, মানুষের জন্য বস্ত্র, মানুষের জন্য শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত কিছুকেই সুনিশ্চিত করা। আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পর্যান্ত কর্মসূচী নিয়েছেন এবং বিশেষ করে বেকারদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন এইজন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন ভারতবর্ষে প্রথমে প্রতিটা পরিবারে ১টি করে চাকরী বা ট্রেইণ্ডফুল অ্যামপ্লয়মেণ্ট যাকে বলে সেটা সুনিশ্চিত করার জন্য এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং আজকে উনারা এই প্রস্তাব আনছেন। ১০ বৎসর কোথায় ছিলেন? ১০ বৎসর যদি সত্যিই উনাদের চেতনা থাকত, চিন্তা থাকত, তাহলে ৬ হাজার বেকার যাদের বয়স-সীমা পার হয়ে গেছে, যারা কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত হয়েছে, এমনকি সেল্ফ অ্যামপ্লয়মেণ্ট থেকেও বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য একফোটা চোখের জলও ওদের পড়েনি। আমরা এই হাউসে অনেক তথ্য দিয়েছি, তার কোন ব্যবস্থা তারা করেনি। সুতরাং আজকে এই উদ্দেশ্য প্রনোদিত এই প্রস্তাবকে আমরা মানতে পারছিনা। মানতে পারছিনা এই কারনে বেকারদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা সজাগ নই তা না, বরং তার উল্টো। বেকারদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ সজাগ এবং আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং ইতি মধ্যে আমরা কিছু পদক্ষেপও নিয়েছি এবং কিছু কিছু বেকারের কর্মসংস্থানও করেছি, করিনি এমন নয়। সুতরাং আজকে যে সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে আমরা কাজ করছি, যে ব্যবস্থা

উনারা করে গেছেন, গত ১০ বৎসরের অব্যবস্থা আজকে এই সমস্যার জন্য দায়ী। সুতরাং এইটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। সেই কারনেই এইটাকে বিরোধিতা করছি। স্যার, এইখানে একটা কথা বলা হয়েছে, অফার প্রাপ্তদের বেকারদের কথা। আমি বলছি কিভাবে দেওয়া হয়েছে। আমরা এই অফার প্রাপ্ত মধ্যে যারা সত্যিকারের পাওয়ার যোগ্য নিশ্চয়ই দেওয়া হবে। কিন্তু টেকনিক্যালি যে ডিফেক্ট উনারা রেখে গেছেন, আমরা সেটা রাখতে চাইনা। মুখ্যমন্ত্রীর লিস্টের উপর, উপ-মুখ্যমন্ত্রীর লিস্টের উপর সিলেক্ট করা হয়েছে। আমি জানিনা উনি কবে সিলেক্শান বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন উপমুখ্যমন্ত্রী কবে সিলেক্শান বোর্ডের চেয়ারম্যান হয়ে গেলেন। যদি উনারা ফাইল দেখতে চান আমরা ফাইল দেখাতে পারি। আমরা শিক্ষা দপ্তরকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কিভাবে সিলেক্শান করা হয়েছে, শিক্ষা দপ্তর থেকে দেখিয়ে দিয়েছে এই মুখ্যমন্ত্রীর লিষ্ট, এইটা উপমুখ্যমন্ত্রীর লিষ্ট। সিলেক্শান হয়েছে উনার অফিসে। এই সিলেক্শান কোন গণতন্ত্রসম্মত সরকার মেনে নিতে পারে না। (নৃপেন চক্রবর্ত্তীর উদ্দেশ্যে) কেবিনেটে ত অনেক ডিসিশান হয়। কেবিনেটে খুনের ডিসিশানও হয়। খুনীদের মামলা তুলে নেওয়া হয়। রেপ কেইসের মামলা তুলে নেওয়া হয়েছিল, তথ্য দিয়েছি এই হাউসে। খুনীদের কেবিনেট ছিল। স্যার, এই অবস্থায় এই প্রস্তাব আমরা মানতে পারছিনা। আর ২-১টা বিষয়ে বক্তব্য রেখেই আমি শেষ করব। হ্যাঁ, আমি স্বীকার করছি, বেকার রয়েছে কংগ্রেস যখন শাসন করেছে, অর্থাৎ ওদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে চলে যায় তখন ৫৯ হাজার ২৯০ জন রেজিস্ট্রিকৃত বেকার ছিল। উনারা ত অনেক কিছু করেছেন বেকারের জন্য তাহলে কেন স্যার, আজকে ১লক্ষ ২৫ হাজার এই লিষ্ট? উনাদের হাতে ত অনেক টাকা দেওয়া হয়েছিল। স্যার, আমি ও মনে করিনা, উনারা যদি এই যুক্তি মানেন আমিও উনাদের সাথে একমত, সরকারী চাকুরী দিয়ে কোন দিনও বেকার সমস্যার সমাধান করা সম্ভব না। স্যার, ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা রাজ্য যার প্রতি ২৪ জনে একজন সরকারী কর্মচারী। ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায়ও নাই। কেরালা ত উনাদের তীর্থস্থান, সেখানে কি হয়েছে? সেখানে ১৩ পারসেন্ট সরকারী কর্মচারীদের জন্য। এইখানে এই সরকারের মাথায় আজকে ৫১ পারসেন্ট বাজেট সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিতে হয়। আমি এই হাউসে বলেছি, আজকেও বলছি তাদের ভ্রান্ত নিয়োগ নীতি তার জন্য দায়ী। যত জন কর্মী ওনারা নিয়োগ করেছেন, বেকাররা কাজ পাচ্ছেন এতে আমি যারা সত্যিকারের এই রাজ্যের মানুষ পাওয়ার যোগ্য তারা পেয়েছেন আমি তার বিরোধীতা করছি না। কিন্তু বলুনতো সবাইকে সরকারী কাজ করার জন্য দিয়েছেন সেই পরিমান কাজ ছিল কি না? একমাত্র শিক্ষা দপ্তর ছাড়া কোন দপ্তরের সেই কাজ ছিল কি না? স্কুলগুলি চালু কি না আমি সেটাও বলি। সেখানে তাদের কি কাজ ছিল? তাদের কাজ ছিল খুন করা, তাদের কাজ ছিল স্লোগান দেওয়া, তাদের কাজ ছিল মিছিল করা, তাদের কাজ ছিল অফিস ছেড়ে সরকারী কাজ ছেড়ে তাদের পার্টির কাজ করা এবং সেই উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। কিন্তু এই সরকার সেই উদ্দেশ্যে কোন নিয়োগ নীতি নেবেন না, ঘোষনা আমাদের সেই জন্য আমরা সেটা করব। আমরা এই কথা বলছি না, যে বেকারদের কাজ দেব না। আজকে যদি কৃষিতে স্বয়ংসম্পুর্ণতা আনার

জন্য যে উদ্যোগ নেওয়া হবে দেড়লক্ষ মেট্রিক টন চাউল এবং অন্যান্য কৃষিপন্য উৎপাদন করার যে উদ্যোগ কৃষি দপ্তর নিয়েছেন এইটা যদি রূপায়িত হয় তাহলে সেই সঙ্গে এমপ্লয়মেণ্ট, হাজার হাজার শত শত এমপ্লয়মেণ্ট অপারচুনিটি বাড়বে। আমরা গ্যাস-ভিত্তিক শিল্প করছি, আমরা বিভিন্ন স্মল স্কীম করছি হ্যাণ্ডলোম, হ্যণ্ডিক্রাফট তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, শুধু কি তাই? স্যার, আজকে এই সমস্ত শিল্পের উৎপাদিত জিনিষ বিক্রী যাতে ত্রিপুরার বাহিরে হয় এবং এই হাউসে তার বিবরন দিয়েছি যে, নেরামাকের যে আনারসের রস ঘনীভূত কারখানার যারা সোভিয়েত রাশিয়া থেকে ১৬ কোটি টাকার অর্ডার পেয়েছে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অর্ডার দিয়েছে সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তার অর্থ আজকে ত্রিপুরার উৎপাদিত হ্যাণ্ডলোম, হ্যাণ্ডক্রেফট, সেরীকালচার উৎপাদিত জিনিষ শুধু ত্রিপুরায় নয় ভারতবর্ষের বাহিরে তার চাহিদা রয়ে গেছে এবং তার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা যখন নেওয়া হবে তার ফলে হাজার হাজার বিক্রী ও কর্মের সংস্থান হবে। সেইভাবে আজকে এই বাজেট তৈরী হয়েছে, সেইভাবে বেকার সমস্যার সমাধানের বক্তব্য রাখা হয়েছে, মাননীয় রাজ্যপালও বক্তব্য রেখেছেন এবং সেই ব্যপারে আমরা সম্পূর্ণভাবে সজাগ। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে আমরা নিয়োগ নীতি নিয়েছি। বলেছি শিক্ষা দপ্তর ছাড়া অন্য দপ্তরে প্রয়োজন ছাড়া পোষ্ট ক্রিয়েট করা হবে না, তার অর্থ নিয়োগ করা হবে না তা নয়, শুধু ভেকেণ্ট পোষ্ট ফিলআপ করা হবে এবং সেটা করা হচ্ছে। তাঁর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। যারা তাদের আমলে বঞ্চিত হয়েছে তাদের জন্য শতকরা ২০ পারসেণ্ট রাখা হয়েছে। ভেকেণ্ট পোষ্টের প্রভিশান রাখা হয়েছে। স্যার, আজকে ওনারা যদি মনে করেন যে এই সমস্ত প্রস্তাব এনে শুধু এই বেকারদের নিয়ে রাজনীতি করবেন তাহলে আমি মনে করি না কেউ তাদের ফাঁদে পা দেবেন। গত দশ বছরে ত্রিপুরার বেকার যুবকরা হারে হারে টের পেয়েছেন আশা করি মাননীয় সদস্যরা এইভাবে উস্কানী সৃষ্টি করার জন্য এবং আইন শৃংখলার সমস্যার সৃষ্টি করার জন্য আগুন নিয়ে খেলা করবেন না। এই কথা বলেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :- মাননীয় প্রস্তাবক, আপনি ৫ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রী নকুল দাস :- স্যার, আমি বক্তব্য রাখব না। আমি যেটা রেখেছি সেটা পরিস্কার; কারণ এই অভাব যারা পেয়েছেন তাদের চাকুরী দেওয়ার জন্য আমি বলছি নতুন পদ সৃষ্টি করে বেকারদের চাকুরী দেওয়ার জন্য আমি বলেছি, নতুন পদ সৃষ্টি করে বেকারদের চাকুরী দেওয়ার কথা বলেছি এবং মানবিক কারণেই ৩০০ টাকা করে মাসিক ভাতা দেওয়ার কথা বলেছি, আমার প্রস্তাবের মধ্যে সেটা পরিস্কার। আশা করি এই বেকারদের প্রতি যদি সামান্য একটু মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে তাহলে এই হাউস সর্বসম্মতি ক্রমে আমার প্রস্তাবটা গ্রহণ করবেন।

মিঃ স্পীকার :- আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী নকুল দাস মহোদয় কর্তৃক উথাপিত রিজলিশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিউশানটি হলো :-ত্রিপুরার বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে,

রাজ্যে শিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত বেকার এবং গ্রামীণ কৃষি মজুরদের মধ্যে বেকার সমস্যা[তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাদের মধ্যে নারী বেকারের সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান

ত্রিপুরা বিধানসভা ইহাও লক্ষ্য করেছে যে, যে সকল বেকার বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চাকুরীর আকার পেয়েছিলেন, বর্তমান সরকার তাদের নিয়োগ পত্র দিতে বিলম্ব করায় তাদের চরম অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তাই এই বিধানসভা প্রস্তাব করেছে যে, নারী-পুরুষ সব অংশের বেকারদের জন্য একটি জরুরী ভিত্তিক কাজের পরিকল্পনা গ্রহন করা হউক। বয়সোত্তীর্ণ শিক্ষিত বেকারদের অবিলম্বে পদ সৃষ্টি করে নিয়োগ করা হউক এবং সরকার যাদের কাজ দিতে পারবেন না, সেই সব নথীভূক্ত বেকারদের মাসিক ৩০০ টাকা হারে বেকার ভাতা দেওয়া হউক এবং এই সমস্ত সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে স্বীকৃত সংরক্ষন নীতি অনুসরন করা হউক ”

(রিজলিউশানটি সভা কর্ত্তৃক ধ্বনি ভোটে বাতিল ঘোষিত হয়)।

দ্বিতীয় রিজলিউশাণটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয়। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার রিজলিউশানটি সভায় উর্ত্থাপন করার জন্য।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা (রাধাকিশোরপুর):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাব হচ্ছে ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে রাজ্যর সর্বত্র চালের দর বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে স্বল্প সংখ্যক মজুরের হাতে চলে যাচ্ছে, রেশন কার্ড থাকা সত্বেও দুর্গম এলাকাগুলিতে খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে না তোলায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ছে। কোথাও কোথাও অনুপযোগী চাল সরবরাহ করা হচ্ছে এবং রেশনের চাল চোরা বাজারে চলে যাচ্ছে।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে তারা যেন এই সংকট অতিক্রম করার নিম্ন লিখিত ব্যবস্থা সমূহ গ্রহন করেণ :—

১] মজুত খাদ্য ধরার জন্য খাদ্য আইন অনুসারে আগামী ১ মাসের মধ্যে ডিক্লেয়ারেশন অব ফুড স্টক-এর জন্য আদেশ জারী করুন।

২] বর্ষা আসার আগে উপযুক্ত মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এফ. সি, আই,-এর নিকট প্রতি মাসে কমপক্ষে বিশ হাজার মেট্রিকটন চাল সরবরাহের দাবী জানান।

৩] খাদ্যের উপর নজর রাখার জন্য প্রত্যেক রেশন দোকানে সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করে তাদের হাতে রেশন ব্যবস্থার তদারকি করার ক্ষমতা দেন।

৪] শহর অঞ্চল সমেত সর্বত্র সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি করে মজুত খাদ্য উদ্ধারের অভিযান পরিচালনা করেন।

৫] এ, ডি, সি, এলাকাগুলিতে অবিলম্বে ডাবল রেশন চালু করেন।

৬] ত্রিপুরার রেশনের চালের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব বাতিল করেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই জোট সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কিছু দিনের মধ্যে সমস্ত রেশন শপগুলিতে পূর্বে যারা ডিলার ছিল তাদের বাতিল করে দিয়ে কংগ্রেসের কেডারদের এখানে উনারা বলেন সি, পি, এম, কেডার তাই আমি এখানে কংগ্রেস কেডার বলছি সেখানে ডিলারশিপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন এই তের মাসের মধ্যে আমরা কি দেখছি? প্রত্যেকটা দোকানে রেশনের চাল নেবার সঙ্গে সঙ্গে চোরা কারবারীদের হাতে এবং খোলা বাজারে চলে যাচ্ছে। এই হচ্ছে জোট সরকারের আমলে এই তের মাসের মধ্যে রেশন সপগুলির অবস্থা। এই সব খবর অনেক দিন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বের হয়েছে এবং এই খবর পাওয়ার পর আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রেশন শপ চেক করার জন্য উদয়পুরে চলে গেলেন। এক দিনে তিনি সাত থেকে আটটি রেশন শপ ঘুরে দেখলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এস, ডি, ও, এস, পি, এবং অন্যান্য পদস্থ অফিসাররা। তারা প্রত্যেকটা দোকান ঘুরে ঘুরে দেখেছেন যে, রেশন সপগুলির কোথায়ও চাল নেই।

শ্রী সুধীররঞ্জন মজুমদার (মুখ্যমন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যেটা বলছেন এইটা ঠিক নয়। রেশন সপে চাল নেই এই কথা আমি কখনো বলিনি।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা :— উনি প্রত্যেকটা দোকান দেখার পর এত উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, ৫নং রেশন সপে যাবার সময় তিনি ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে যান। তখন সেখানে যেসব রিক্সাওয়ালারা ছিল তারা ট্রাফিক পুলিশকে জিজ্ঞেস করলো, আমরা এইভাবে ট্রাফিক আইন ভঙ্গ করে গেলে তো আমাদের উপর কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কিন্তু এখন তো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীই নিজে ট্রাফিক আইন ভাঙ্গলেন, এখন আপনারা কি ব্যবস্থা নিতে পারবেন?

তারপর স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনি ৫ নং রেশন সপে গিয়ে দেখলেন সেখানে কারচুপি করা হয়েছে। তখন তিনি নিজে উপস্থিত থেকে ৫ নং রেশন সপের মালিককে এরেষ্ট করালেন।

স্যার, এরপরেও কি আমরা বলব যে, এই জোট সরকার আসার পরে রেশনসপে চাল ঠিকমত সরবরাহ করা হচ্ছে? সেখানে পরে ওকে ছেড়ে দেবার জন্যে আগরতলা থেকে ফোন করা হয়েছে। এরপর সেই ডিলারকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

কাজেই স্যার, আগামী বর্ষা আসার আগেই এখানে রেশন শপ গুলিতে ঠিকমত চাল সরবরাহ করার জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাতে বাফার ষ্টক গড়ে তোলা হয় সে প্রস্তাব আমি এখানে রাখছি। আমি আশা করি আপনারা সকলে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। আমি আমার ট্রেজারী বেঞ্চের মন্ত্রীদের

এবং ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় বিধায়কদের অনুরোধ করছি আমার এই প্রস্তাব সমর্থন করার জন্যে। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী জহর সাহা।

শ্রী জওহর সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী): — মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি আপনার মাধ্যমে বলতে চাই যে, মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্ত সাহা একটা সস্তা রাজনৈতির কায়দা লুটার জন্য এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মার্কস্বাদী কমিউনিষ্ট পাটিওতাদেব লেজুর পাট আর, এস, পি, পাটি সস্তা রাজনৈতিক কায়দা লুটার জন্য এই বিধানসভায় যে ধরণের বক্তব্য রেখেছেন, যে ধরণের আলোচনা করছেন তাহা ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের স্বার্থের পবিপন্থী বলে আমি মনে করি। এখানে মাননীয় সদস্য চিত্তসাহা যে ধরনের প্রস্তাব পাঠ করে গেলেন. এটা উনার নিজের কথা কিনা জানিনা। হয়তবা কেউ লিখে দিয়ে থাকতে পারেন। যাক; এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছিনা। এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে, এই বিধানসভায় সরকার পক্ষ এবং বিরোধী পক্ষ উভয়েরই উচিৎ গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে এই. বিধানসভার পবিত্রতাকে রক্ষা করা। বিধানসভার একটা আচরন বিধি কাছে সেটার প্রতি সকলেরই উচিৎ লক্ষ রাখা। বিগত কয়েকদিন এই সভাতে বেশ কয়েকজন সদস্য এমন সব কথা বলেছেন যে এতে করে বিধানসভার পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। তবে এই প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে. আজকে যাঁরা এখানে আছেন; বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় নৃপেন চক্রবর্তী মহাশয় এই বিধানসভাকে এবং লোকসভাকে বলে ছিলেন যে. এগুলি নাকি শুয়রের খোঁয়ার। এবং বলেছিলেন এটা নাকি পতিতালয়। সুতরাং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৪০ বৎসর পরও গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে আজকে যখন এখানে এসেছেন তখন তাঁরা এই পবিত্র বিধানসভাটাকে আবার পতিতালয় বা একটা শুয়রের খোঁয়ার, যে কথাগুলি তাঁরা অতীতে উচ্চারন করেছিলেন সেভাবেই এটাকে ব্যবহার করতে চাইছেন অতীতে তাঁরা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সাধারণ মানুষকে, ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষকে বোকা বানাতে গিয়ে যেভাবে তাঁহারা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পরেছেন সম্ভবত তাদের অতীতের সেই রুপটাই আবার আমরা এই বিধানসভায় দেখছি।

আমি জানিনা যে. ওগুলি ওদের প্রেতাত্মা কিনা। আমি জানিনা, আজ যে ধরনের অশালীন এবং সংবিধান বহির্ভূত যে ধরনের বক্তব্য তুলে ধরছেন তাদের এই বিগত দিনের কাজের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার জনগন ভারতবর্ষের গনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় বিশ্বাসী কোটি কোটি মানুষের কাছে, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আগামী দিনে তারা এদের আস্তা-কুড়ে ফেলে দিবেন। মতাদর্শের কথা বলে তারা ত্রিপুরার মানুষের ভারতবর্ষের মানুষের গনতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখানে প্রবেশ করেছেন। আজকে সেগুলিতে তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না।

নিশ্চয় আজকে উনারা লক্ষ্য করছেন যে মতাদর্শে তারা গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্য দিয়ে কি এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, কি ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মানুষের ভোটাধিকারের মাধ্যমেই, তারা এখানে আসতে পেরেছেন, আজকে সেটাতেও তাদের আস্থা নাই। উনারা ভুলে যাচ্ছেন সোভিয়েট রাশিয়ার বর্তমান অবস্থার কথা, সেখানে আজকে তাদের পলিটবুরোর নেতারা পর্য্যন্ত হেরে যাচ্ছেন, দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে তাদের পার্টির একক নির্বাচনী ব্যবস্থা থাকার পরেও এই নতুন নির্বাচন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে। এটা তাদের দুর্ভাগ্য কিনা, আমি বলতে পারছি না। তবে আজকে মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, যার নেতৃত্বে এই পবিত্র বিধানসভাকেও অপবিত্র করা হচ্ছে, তার জন্য বড় দুঃখ হয়, কারন তিনিও তার পার্টির পলিটবুরোর একজন সদস্য। আমার মনে হয়, এ সবের মাধ্যমে তারা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে ধ্বংস করতে চাইছেন, এই পবিত্র সভার মর্য্যাদাকে ক্ষুন্ন করতে চাইছেন, তারা তো প্রকাশ্য এটা বলতে পারেন যে, এই ব্যবস্থার মধ্যে আমাদের আর বিন্দুমাত্র আস্থা নাই। অবশ্য গোপাল বাবুর কথা এখানে বেশী কিছু বলে লাভ নাই, কারন তাদের যতীনবাবু একবার ধাক্কা খাচ্ছেন জ্যোতি বাবুর কাছ থেকে আর এক অন্য নেতা ধাক্কা খাচ্ছেন, সেই বি. জি. পির কাছ থেকে, তাই ওদের একটাই উদ্দেশ্য, সেটা হল সি. পি. এমের লেজ ধরে রাখা। এছাড়া ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন অথবা ভারতের বাম পন্থী আন্দোলনে ওদের কথা বলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা আদৌ শোভনীয় নয়। আমি শুধু বলব যারা ভারতের মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্য উনাদের নেতৃত্বে উনাদের দলেরই কিছু কিছু সদস্য এমন আচরন এবং এমন উক্তি করছেন, তাতে উনারা যে সত্যি নেতার আসনে আছেন, একথাটা বুঝা যাচ্ছে না তা যদি না। হত, তাহলে এই ধরনের কোন ঘটনাই এখানে ঘটত না। তাই আমার মনে হয় বর্ষীয়ান স্বর্গীয় নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের মৃত্যুর পর মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কেবল অধঃপতনই ঘটছে না, তার ধ্বংসও অনিবার্য্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাতে এটা মনে করা স্বাভাবিক যে, যে নৃপেন বাবু তাঁরই প্রেতাত্মা হিসাবে এই বিধানসভায় তাঁর ভূমিকা নিচ্ছেন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তারা কথায় কথায় বলেন অনাহারে লোক মারা যাচ্ছে, কিন্তু কোথায় খাদ্যাভাব, কোথায় লোক মারা যাচ্ছে তার সঠিক তথ্য তারা দিতে পারছেন না। অন্য দিকে এই সরকার রাজ্যের গরীব মানুষ, গ্রামাঞ্চলের বুভুক্ষ মানুষ ও জনসাধারনের খাদ্য এবং কর্ম সংস্থানের জন্য কর্মযজ্ঞ চালিয়েছেন গত ১৩ মাস ধরে তার সুন্দর প্রসারী ফল এই রাজ্যের মানুষ হাতে হাতে পেতে শুরু করেছে। স্যার, আমার কাছে একটা খবর আছে, সেটা আমি আপনার অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, এই মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির দলে কিছু লোক থাকে, যাদের তোলা টাইমার বলা হয়। স্যার, আমিও এক সময়ে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম এবং বাম পন্থী আন্দোলনে তাদের সঙ্গে অনেক দিন ধরে কাজও করেছি, সেই অভিজ্ঞতার থেকে আমি বলতে পারি যে, বর্তমান সময়ে এ সব তোলা টাইমাররা কোন কাজ পাচ্ছে না, কারন ত্রিপুরার মানুষ থেকে তারা আজ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অথচ সেই তোলা টাইমারদের কাজ দিতে হবে। কিন্তু কি কাজ তাদের দেওয়া হয়েছে? না তোমরা এই রাজ্যের যেখানে শশানখোলা আছে,

সেখানে বসে বসে লিষ্ট তৈরী কর কে কখন আসছে, কে কখন মারা যাচ্ছে তাই আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বসে তাদের হোল টাইমারদের পাঠানো তালিকাটা প্রকাশ করছেন—যেমন, এই আগরতলার দশমী ঘাটে বা রাজ্যের অন্যান্য স্থানে শশান খোলা আছে। এমন কি যারা যারা বার্ধক্যজনিত কারনেও মারা যাচ্ছে, তাদেরও বলা হচ্ছে যে অনাহারে মারা গেছে। আজকে এটাই হল তাদের একমাত্র কাজ। কাজেই আজকে তাদের সেই সকল অসত্য ভাষণের জবাব দিহি করার মত কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। এখানে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য চিত্তবাবু তার প্রস্তাবে বলেছেন যে এ. ডি. সি. এলাকায় ডাবল রেশন দিতে হবে। চিত্ত বাবু বিরোধী দলের নতুন সদস্য হয়ে এসেছেন, কিন্তু গোপাল বাবু অনেক দিন ধরেই এখানে আছেন। তাদের কথা তো আমরাও অনেক দিন ধরে এই হাউসে বলেছিলাম, যখন আমরা বিরোধী দলে ছিলাম। শুধু এ, ডি সি, এলাকাই নয়, আমাদের সরকার এই রাজ্যে সমস্ত এলাকাতেই ১.২৫ টাকা দরে সাবসিডিতে রেশন সরবরাহ করছে। এই রাজ্যের এ. ডি. সি, এবং সাবপ্লেন এলাকাতে মজুত ভান্ডার গড়ে তুলে যাতে আরও ব্যাপক ভাবে রেশনের সরবরাহ সম্প্রসারন করা হয়, তার ব্যবস্থা করতে এই সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন। এমন কি ১.২৫ টাকা হারে যাতে রেশনটা দেড়গুণ হারে সরবরাহ করা হয়, তার এ ব্যবস্থা এই সরকার নিচ্ছে।

স্যার, গ্রামাঞ্চলে প্রতিটি ব্লকে, প্রতিটি পঞ্চায়েতে এস. আর, ই. পি, এন, আর. ই. পি, আর, এল, ই, জি, পির কাজ চলছে। কিছু দিন আগে রাজ্যের সমস্ত ব্লকগুলিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী সহ অনান্য মন্ত্রী এবং আমি নিজেও ভিজিট করেছি। বিভিন্ন ব্লকে, বিভিন্ন পঞ্চায়েতে মিটিং করে এস, আর, ই. পি, এন, আর, ই পি, এবং আর, এল, ই, জিতে কাজের ব্যবস্থা করেছি। আমাদের এই জোট সরকার সহযোগিতার মনোভাব নিয়েই এগিয়ে চলেছেন। বরং আপনাদের লোক যারা, এ. ডি, সির পরিচালক বর্গ, ওরা ইচ্ছা করেই গ্রামাঞ্চলে খাদ্য সংকট সৃষ্টি করছে। গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে সাধারন মানুষকে বঞ্চিত করেছে। স্যার, আমি জোর দিয়ে বলছি, রেশনে চাউলের দাম বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমান সরকারের নাই। আমি আশা করব সরকার বর্ত্তমানে গ্রামাঞ্চলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়েছেন, সেগুলি বিরোধীতা না করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবেন। আমরা চাই বিগত এক দশক ধরে আপনাদের সৃষ্টি করা জঞ্জাল, ভাঙ্গাঅর্থনীতির হাত থেকে ত্রিপুরাকে উদ্ধার করে নূতন ত্রিপুরা গড়ে তুলতে। আমরা ত্রিপুরার ২৪ লক্ষ মানুষের জন্য অন্ন সংস্থান, কর্ম সংস্থান এবং ত্রিপুরার অর্থনীতিকে সবল করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহন করেছি। আপনারা আমাদের পরিকল্পনা গুলিকে সমর্থন করুন এবং কাজে সহায়তা করুন। এই বলেই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রী তরণী দেববর্মা।

শ্রীতরনী দেববর্মা (টাকারজলা) :—মান গীনাগু উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর' যে চাং এতো দিন কক্ সালাই তংমানি জাগাঅ, ত্রিপুরানি সত্য ঘটনান' তৌয়াই অ হাউস' উপস্থিত খীলাইখা। আ জিনিস এমনকি শাসক দলনি প্রত্যেকটা মন্ত্রী, এম,এল,এ-রগ আ সত্য ঘটনান' থাপনামি বাগীই মিথ্যা সীনাম' বরক। মাননীয় মন্ত্রী জহর সাহা এক সময়' ব বিরোধী দলনি সদস্য তংমানি আ সময় ব' বিধানসভাঅ, অ জাগাঅন' মাইক্রোফোন খুলগীই, বামফ্রন্টনি মন্ত্রীরগন' খিতারমানি আব' আংখা সংবিধান' অন্তর্ভুক্ত খীলাইজাক তংগ বরকনি। কাজেই চাং যেখানে সত্য কক্ সামানি আ সত্য ককন' মিথ্যা সীনামীই তংগ বরক তাবুক। শুধু আব' সিমিন' যা সারা ত্রিপুরা রাজ্য যে সত্য ঘটনা, বরক বুভুক্ষু আং তংমানি আব' বরক মুকরা। যে ত্রিপুরা রাজ্য অনাহার চলিই তংখা অর্দ্ধাহার চলিই তংখা, ত্রিপুরা সামুগু কীরাই সুমুং কীরাই, আ ব্যাপার' বরক মুকরা। স্যার, আপনেনি তরফ থেকে আং বরকন' ফুমুক রীনা নাইঅ। অ মন্ত্রীরক লাচিয়া বরক মুকয়া। তামথে মুকনাই! যেখানে নির্বাচননি আগে বরক প্রতিশ্রুতি রীই কাইমানি আ প্রতিশ্রুতিনি বোল আনানি এক আনাফান' পীলাই মানয়া, গ্রামাঞ্চল' বরক থাংমানয়া তাবুক। গ্রাম' তাম' আং তংখা মাচারা মা নীংয়া আং তংখা সামুং কীরাই সুমুং কীরাই এমন আং তংখা তাবুক। কাজেই অ অন্ধকার' মকল খলবীই তংনাইরক অ মন্ত্রী সভান' কাইসা কাইসা আপনেনি মাধ্যমে ফুমুক রীনাই। সাব্রুম এলাকাঅ গঙ্গানগর ঘোড়াকাপ্পা বগাফা এলাকারগ' কোন কোন জাগা ১০/১২/১৫ এমনকি ২০/২৫ মাইল হাচাল বরকনি রেশনসপ বাজার' থাংথে রেশননি মাইরুং তুবুনা কীলাইঅ সপ্তাহ একবার মাত্র বাজার বার। বাজার দিন সিমি থাংনা সম্ভব। সপ্তা উইসা থা থে তাম' মুগীই মাইরুং কীরাই, চিনি কীরাই, দাইল কীরাই, কেরোসিন কীরাই। এই সমস্ত ঘটনা এলাকাঅ আং তংখা সারা ত্রিপুরা রাজ্য'। কমলপুর সিদ্ধিপাড়া, রাজারামবাড়ী, চাকমা পাড়া এই সমস্ত গাঁও পঞ্চায়েৎ একেবারে অর্দ্ধাহার অনাহারে বরক থাই তংখা বা জাগারগ'। থা বলং চগীই চাই মা তংখা, বলং বিসিং লতাপাতারগ চাই মা তংখা, থাইপুগু গানথিয়া চাই মা তংখা। এমন থাইপুং গানথিয়া ব তাবুকথে কীরাইখা, অমহাই আং তংখা, ত'ম' খীলাই তংখা বরক। উ সীকাংগ রবীন্দ্র দেববর্মা সাঅ নকসিপ পাইফুন বরক অ সরকার নকসিপ পাইফুন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ নকসিপ অংখর তংগ সাব' পাইনাই তং তাবুক? কাজেই নকসিক ফালাই চানা বাদে বরকনি কোন সুবিধা কীরাই তাবুক। অমহাই দিনের পর দিন অবস্থা আং তংখা আ জাগারগ' বরকনি মাইরুং লুটা ঘটি বাটি বেবাগ ফালাই কিসা মিসা যা তংমানি সমস্ত কিছু ফালাই জীবন ধারণ খীলাইনা নাংগীই তংখা। আহাইথে সুদ্রন' পুসকলিয়া। শেষ পর্য্যন্ত তাম আংখা হুগসে হ য়াখু, হুগ মাইচালাই কাইরাখু আবসে হুগনি ফসলনি আগাম দাম প্রতি একশ টাকায় আড়াইশ টাকা সুদ রীঅই চালিনা খীলাই তংগ আ জাগারগ' তাবুক। মন্ত্রীসভা মুগীলাক। কাজেই অ জিনিস আপনেনি মাধ্যমে ফুমুক রীনা মুচুংগু কিসা। এই দুর্যোগনি অবস্থা আং তংখা তাবুক। ভাংমুন এলাকাঅ ৬৪টি পরিবার মাই মাচায় থাইতাই থাইথাই আং তংখা আব বরক মুগীলাক। শুধু আব সিমিয়া অ ত্রিপুরা রাজ্যনি শত শত রিয়াং সম্প্রদায়নি বরক হালাম সম্প্রদায়নি বরক অ ত্রিপুরা

ইয়াকায়াই আসাম' থাং মা তংবাইখা, অন্য জাগা থাং মা তংবাইখা বহুকনি কারণে চানানি তাড়নায়। কিন্তু মন্ত্রীরগ নেতারক কোনদিন আবন' মুকরা। কাজেই লিষ্ট রানাই, কীবাংমা লিষ্ট তংগ দরকার নাংখে রানাই। আর এদিকে শাসক দলনি এম,এল,এ,রগ মন্ত্রীরগ বরক দিল্লীঅ থাংগ, ফ্রান্স থাংগ, কলকাতা থাংগ, বোম্বে থাংগ—

ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি—

শ্রীতরনী দেববর্মা :—দুই মিনিট স্যার, বরক ফাইভ ষ্টার, Six Star হোটেলঅ (তংগ)

ডেপুটি স্পীকার :—নিনি বক্তব্যন প্রস্তাবনি উপরে নারীকনা চেষ্টা খীলায়দি।

শ্রীতরনী দেববর্মা :—স্যার, আপনেনি মাধ্যমে আং বরকন সানা নাইঅ বামফ্রণ্টনি আমলে গরীব কীরাই আ কক চাং সায়া, বামফ্রন্টনি আমলে ব গরীব তংগ। কিন্তু তাবুক চাং তাম লুগ বামফ্রণ্টনি আমলে গরীববগ যেভাবে সামুং মান' কিন্তু তাবুক একেবারে কীরাই। বামফ্রন্ট আমলে যে গরীব তংমানি তাবুক একগুণয়া দুই গুণযা দশ গুণ বারিই থাংখা। সেই শ্রমিকরগ তাবুক মন্ত্রীরগনি থানি মালাইনানি ফাইঅ বরকনি এলাকানি খবর সানা ফাইঅ বরকনি এলাকানি দুঃখনি খবর সানা ফাইঅ, বরক মাচায়ানি খবর সানা ফাইঅ। আফুরু মন্ত্রীরগ পুলিশ দারাতাই জানগাই রাঅ তাবুক সময় কীরাই, তাবুক মালাই মানয়া, তাবুক মন্ত্রী অসুস্থ আবতাই। খরকসা খরকনাই মালাইখেই আফুরু A.D.C ফুমুক রহর', A.D.C-অ থাংদি চাং A.D.C-রাং রহবখা হীনাই। লাচিনা বীয়ারগ। A.D.C-নি যে মানথাই আ মানথাই নি শতকরা তিরিশ ভাগ পর্যান্ত সরকার রীয়াখু। অথচ লেবাররগন' ফুমুক রহর' A.D.C-থাংদি রাং রহবখা হীনাই। কাজেই আপনেনি মাধ্যমে অম' সানা নাইখা ও মকল খলবাই তংনাইরকন' আপনি কিসা মকল ফিয়কদি হীনাই সাদি। কৈলাশহর এলাকারগ' অনাহার চলিই তংখা, বহুকনি তাড়নাবাই বীসা কালাই মা তংখা তাবুক, একশ টাকা, দুইশত টাকা তিনশত টাকা চারশ' টাকা। অ সত্য ঘটনা যখন বিধানসভা তিসাজাগ' আফুরু অ মন্ত্রীরগ তাম' খীলাই ইয়াফা খরবাই আনন্দ উচ্ছ্বাস খীলাইঅ অ বীসা ফালমানি ককন'। অর' কাখা পত্রিকা খুলুক নাইদি মকল তংগ আপনেনি। কাজেই মন্ত্রীরক এম,এল,এ,রক মাই মাচায়া দ্বারাতেই বীসা মা ফাল তংখা বরক ইয়াফা খরবাই মীনাইঅ -

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—Point of Order Sir, মাননীয় Deputy Speaker, যে চিত্র তুলে ধরেছেন, মানুষ নাকি কাঠাল পাতা খায়, এ সমস্ত মিথ্যা কথা বলা অন্যায় কিনা আপনি বিবেচনা করবেন। আর একটা কথা ঘোড়াকাপ্পা A.D.C এলাকায় যদি অভাব লাগে তারাই শাসনে আছে কেন অভাব হয় তারাই দেখতে পারেন স্যার—

শ্রীতরনী দেববর্মা :— এলাকা থাইপুং গানখিয়া কীরাইখা, আবতাই এলাকা থাংনাইনি। ও খিতুংরক তাম' খীলাইখা।

(গণ্ডগোল)

ডেপুটি স্পীকার ঃ — মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি—

(গণ্ডগোল)

শ্রীতরনী দেববর্মা ঃ—কাজেই যে প্রস্তাব অর' তুবুক্সাকমানি আবন' আং সম্পূর্ণভাবে সমর্থন খীলাইঅ। কাজেই আং অনুরোধ খীলাইঅ আপনেনি মাধ্যমে ও শাসক দলটি মন্ত্রী এম,এল,এ,রগন সার্বিক ত্রিপুরানি স্বার্থে সঠিক লামা রমনানি। জুমিয়ানি বাগীই চাং বা প্রস্তাব তুবুমানি বহক মাই রীনানি বাগীই যে পাঁচ-ছয়টা নীতি তুবুমানি আ নীতি মাধ্যমে সরকার ও মন্ত্রী মীথাং রীজায়গ, জামবুরা মীথাংরগ গসিনা আঁংথাং হীনীই সাই আনি কক্ পাইরীখা—।

—ঃ বঙ্গানুবাদ ঃ—

শ্রীতরনী দেববর্মা ঃ— (টাকার জলা)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এখানে এতোদিন আমরা যে জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি, যে সত্য ঘটনাগুলো আমরা এখানে উপস্থিত করেছি সেগুলোকে শাসকদলের মন্ত্রী প্রত্যেকটা মন্ত্রী — এম এল এ-রা সেসব সত্য ঘটনাগুলোকে মিথ্যায় রুপান্তরিত করছেন। মাননীয় মন্ত্রী জহর সাহা উনি এক সময় এই বিধানসভায় বিরোধীদলের সদস্য ছিলেন। এই বিধানসভাতেই উনি বামফ্রন্ট মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে মাইক্রোফোন খুলে ছুড়ে দিয়েছিলেন এটা ওদের সংবিধানে অন্তর্ভূক্ত করা আছে। কাজেই আমরা যেখানে সত্য ঘটনার উল্লেখ করছি সেগুলোকে মিথ্যা করছেন। শুধু তাই নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে সত্য ঘটনা। মানুষ বুভুক্ষু হয়ে আছে সেটা ওরা দেখতে পাচ্ছেন না। যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহার চলছে কাজ নেই। সেটা ওরা দেখছেন না। স্যার আপনার মাধ্যমে আমি ওদের দেখিয়ে দিতে চাই। এই মন্ত্রীদের লজ্জা নেই ওরা দেখতে পায় না, দেখবেন কি করে? যেখানে নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতির দিয়ে এসেছিলেন যেসব প্রতিশ্রুতির ষোল আনার এক আনাও পূরন করতে পারছেন না। গ্রামাঞ্চলে ওরা এখন যেতে পারছেন না। গ্রামে কি হচ্ছে, খেতে পাচ্ছে না, কাজ কর্ম নেই। কাজেই এই অন্ধকারে চোখ বুজে থাকা এই মন্ত্রীসভাকে একটি একটি করে আমি আপনার মাধ্যমে দেখিয়ে দিতে চাই। সাক্রম এলাকায় গঙ্গানগর, ঘোড়াকাপ্পা। বগাফা এলাকা গুলোতে কোন কোন জায়গায় ১০, ১১, ১২ এমনকি ২০/২১ মাইল পর্য্যন্ত দূর ওদের রেশন শপ। বাজারে গিয়ে রেশনের দ্রব্য আনতে হয় সপ্তাহে একবার মাত্র বাজার বসে। সপ্তাহে একবারে সেখানে গেলে ওরা দেখে রেশনে চাল নেই, চিনি নেই, ডাল, তেল, নুন কিছুই নেই, কেরোসিন নেই। এই সব ঘটনা ঘটছে এলাকাগুলোতে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। কমলপুরের সিদ্ধিপাড়া, রাজা রামবাড়ী, চাকমা পাড়া এসব গাঁও পঞ্চায়েৎ গুলোতে অর্দ্ধাহার অনাহারে মানুষ মরছে। বনের আলু খেতে হচ্ছে, কাঠালের এঁচোড় খেয়ে বেঁচে আছে। এমন কচি কাঁঠাল পর্য্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। এসব চলছে ওরা কি করছেন। রবীন্দ্র দেববর্মা সেদিন বলেছিলেন সরকার নাকি ঝাড়ু কিনছেন। হাজার হাজার

লক্ষ লক্ষ ঝাড়ু বাজারে আসছে কে কিনছে ? কাজেই ঝাড়ু বিক্রি করে খাওয়া ছাড়া ওদের আর কোন পথ নেই। এ অবস্থা চলছে দিনের পর দিন। সে সব জায়গায় মানুষ ঘটি, বাটি বিক্রি করে, সামান্য যা কিছু আছে সব বিক্রি করে কোন প্রকারে জীবন ধারন করার চেষ্টা করছে। এভাবেও হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কি হলো, জুম কাটা শেষ হয়নি, জুমে বীজ লাগানো হয় নি, সেই জুমের ফসল প্রতি একশ টাকায় আড়াইশ টাকা সুদ দিয়ে মহাজনদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে মানুষ। মন্ত্রীসভা দেখতে পাচ্ছেন না। কাজেই এই জিনিস আপনার মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিতে চাই। এই দুর্যোগের অবস্থা চলছে এখন। ভাংমুন এলাকায় ৬৪ টি পরিবার না খেয়ে অর্ধমৃত অবস্থায় আছে ওরা তা দেখতে পাবেন না। শুধু তা নয়। ত্রিপুরা রাজ্যের শত শত রিয়াং সম্প্রদায়ের মানুষ হালাম সম্প্রদায়ের মানুষ এই ত্রিপুরা ছেড়ে আসামে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, অন্য জায়গায় চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, পেটের কারনে, খাদ্যের কারণে। কিন্তু মন্ত্রীরা, নেতারা সেটা কোন দিন দেখতে পান না। কাজেই তালিকা দিতে পারি দরকার হলে। আর এদিকে শাসকদলের মন্ত্রীরা M. L. A. রা দিল্লী, বোম্বে, কলকাতায় যান, ফ্রান্সে যান।

ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি –

শ্রীতরনী দেববর্মা :—দুই মিনিট স্যার, সেখানে ওরা ফাইভষ্টার সিক্স স্টার হোটেলে থাকেন — মি: ডেপুটি স্পীকার :—আপনার বক্তব্য প্রস্তাবের উপর রাখার চেষ্টা করবেন। এখানে যে প্রস্তাব এসেছে তার উপর রাখুন।

শ্রীতরনী দেববর্মা : স্যার, আপনার মাধ্যমে আমি ওদের বলতে চাই, বামফ্রন্টের আমলেও রাজ্যে গরীব ছিলো না তা নয় সেটা আমরা বলি না, তখনও গরীব ছিলো। কিন্তু আমরা কি দেখছি বামফ্রন্টের আমলে গরীবরা যেভাবে কাজ পেত এখন একেবারেই পাচ্ছেন না। বামফ্রন্টের আমলের চেয়ে এখন গরীবের সংখ্যা এক গুন, দুইগুন নয়, দশগুন বেড়ে গেছে। সেই শ্রমিকরা এখন মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন, তাদের এলাকার খবর নিয়ে এলাকার দুঃখের খবর বলতে আসেন, মানুষের অনাহারের খবর বলতে আসেন তখন মন্ত্রীরা পুলিশদের দিয়ে জানিয়ে দেন। এখন সময় নেই, এখন দেখা করা যাবে না, এখন মন্ত্রী অসুস্থ ইত্যাদি। দুই একজন দেখা করলে A. D. C কে দেখিয়ে দেন ওখানে যান আমরা A, D, C কে টাকা দিয়েছি বলে। লজ্জা নেই ওদের। A, D, C র পাওনার শতকরা তিরিশ ভাগ টাকা পর্যন্ত এখনো রাজ্য সরকার দেন নি। অথচ ওরা লেবারদের এ, ডি, সি-কে দেখিয়ে দিচ্ছেন। কাজেই আপনার মাধ্যমে আমি এটা বলতে চেয়েছি ঐ যারা চোখ বন্ধ করে আছেন ওদের, আপনি দয়া করে চোখ খুলে দেখতে বলুন। কৈলাশহর এলাকা গুলোতে অনাহারে অভাবে মানুষ সন্তান বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে। একশ টাকায়, দুশো, তিনশো টাকায়, চারশ টাকার বিনিময়ে। এই সত্য ঘটনা যখন বিধানসভায় উত্থাপিত হয় তখন মন্ত্রীরা কি বলেন হাতে তালি দিয়ে আনন্দ উল্লাস করেন। এখানে উঠেছে দেখুন পত্রিকা খুলে দেখুন চোখ আছে আপনার। কাজেই মানুষ খাদ্যের অভাবে সন্তান বিক্রি করে আর ওরা হাতে তালি দিয়ে হাসাহাসি করেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং (মন্ত্রী) :—Point of order Sir, মাননীয় Deputy Speaker. যে চিত্র তুলে ধরেছেন মানুষ নাকি কাঁঠাল পাতা খায় এ সমস্ত মিথ্যা কথা অন্যায় কিনা আপনি বিচার করিবেন। আব একটা কথা ঘোড়াকাপ্পা A.D.C. এলাকায়। যদি অভাব লাগে তারাই শাসনে আছে তারাই বলতে পাবেন অভাব কেন হচ্ছে স্যার,—

শ্রী তরনী দেববর্মা : এলাকায কাঠালের এচোঁড ও শেষ হয়ে গেছে, ওসব এলাকায় গিয়ে দেখুন। ওই লেজুড়বা কি কবেছে। (গণ্ডগোল)

ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি (গণ্ডগোল)

শ্রী তরুনী দেববর্মা : কাজেই যে প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্নভাবে সমর্থন করি। আমি আপনাব মাধ্যমে অনুবোধ করেবা শাসকদলের মন্ত্রী এম, এল, এ-দের সার্বিক ত্রিপুরা বাজ্যেব স্বার্থে সঠিক রাস্তা ধবাব জন্য। জুমিয়াদেব জন্য আমরা যে প্রস্তাব এনেছি. পেটে ভাত দেবাব জন্য যে পাঁচ ছয়টা নীতি আমবা এনেছি সেই সব নীতিব মাধ্যমে সবকার ও গালের ভারী চামড়া মন্ত্রীরা স্বীকাব নেবেন বলে আমাব বক্তব্য শেষ কবছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় মন্ত্রী শ্রী মতিলাল সাহা। ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয সদস্য চিত্তরঞ্জন সাহা মহাশয এখানে যে প্রস্তাব এনেছে আমি মনে কবি সেটা অবাস্তব প্রস্তাব এবং বাস্তবের সাথে এই প্রস্তাবেব কোন মিল নাই। শুধু তাই নয় মাননীয় সদস্য যে কতগুলি পযেণ্ট এনেছেন প্রত্যেকটা পযেণ্টের উপর উনি আলোকপাত করেননি। যদি কবতেন তাহলে আমি জবাব দিতাম। তবুও আমি বলছি. উনি ৬টা পয়েণ্ট এখানে এনেছেন। প্রথমেই উনি বলেছেন পূর্বে যারা ডিলার ছিল এই সমস্ত ডিলারকে বাতিল করে নতুন ডিলাব নিযোগ করা হয়েছে। যদিও এই প্রস্তাবে সেই কথা উল্লেখ নাই। শুধু তাই নয় এই প্রস্তাবের পক্ষে আলোচনা কবতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কবে ট্রাফিক আইন লংঘন করেছেন, সেই কথা এইখানে তুলে ধরেছেন। আমি জানিনা সেটা উনার নিজের বানানো কিনা, না উনার বন্ধুরা মাননীয় সি পি এমের সদস্য যারা আছেন উনারা দিয়ে দিয়েছেন। উনি যা বলতে চেয়েছেন, উনি নিজেই বুঝতে পারেননি না পড়েননি। এই জন্য উনার বক্তব্যের মধ্যে কোনকিছু প্রকাশ পায়নি ! তবু আমি বলতে চাই. আর একজন সদস্য তরণীবাবু বক্তব্য রেখেছেন. আমি অবশ্য ককবরক ভাষা জানিনা, তা না হলে আমি উত্তর দিতে পারতাম। তবু আমি বলছি প্রথমেই ৫ নং পয়েণ্টে . বলেছেন এ. ডি. সি, এলাকাগুলিতে অবিলম্বে ডাবল রেশন চালু করার জন্য। ভাল কথা বলেছেন. কিন্তু উনি উনার বক্তব্যে বলেননি, আমি বলেছি আমাদেব সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ, ডি. সি, এলাকায় এবং স ব্ব প্লেন এরিয়ার ১৭ টা জায়গায় আমরা ডাবল রেশন চালু করেছিলাম, যখন চাউলের চাহিদা কমে গেছে তখন আমরা আবার সেটা বন্ধ করে দিয়েছি এবং ১লা মার্চ থেকে পুনরায় দেড়গুন করে চাউল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। (বিরোধীদের দিকে তাকিয়ে) অসত্য নয়। হতে পারে আপনাদের দলের

কোন লোক যদি রেশনশপের মালিক থাকে, উনারা যদি কাউকে ডিসট্রিবিউশান না করে, সেটা আমি বলতে পারবনা। তারপরও যদি ২ গুন, ৩ গুন দেওয়ার প্রয়োজন হয় নিশ্চয়ই আমরা সরবরাহ করব। শুধু তাই নয় আমরা এ, ডি, সি, এলাকাতে কমন রাইস মাত্র ১ টাকা ২৫ পয়সা কিলো দরে দিচ্ছি। বলতে পারেন, গত ১০ বৎসরে আপনারা কোথাও ১ টাকা ২৫ পয়সা করে চাউল দিয়েছেন? কোন জায়গায় দেননি। আমরা ফাইন রাইস এ, ডি, সি, এলাকাতে ১ টাকা ৩৫ পয়সা কিলো করে দিচ্ছি, সুপার ফাইন দিচ্ছি ১ টাকা ৫০ পয়সা করে। তাহলে আপনারা কেন যে অবাস্তব প্রস্তাব হাউসে আনলেন তা আমি বুঝতে পারছিনা। আর যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবের উপরে যদি সঠিক ভাবে আলোচনা করতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা জবাব দিতাম।

আর একজন বলেছেন, আমি জানিনা, ওনাদের বক্তব্য থেকে আমি যতটুকু বুঝলাম রাজ্যে নাকি কাঠাল পাতা খেয়ে মানুষ বেঁচে আছে, কিন্তু আপনাদের 'দেশের কথা' পত্রিকা যেটার মধ্যে আপনাদের তথ্য উঠে সেই পত্রিকায়ও তো আমরা দেখিনি কোন দিন অনাহারে কোন জায়গায় কোন মৃত্যু ঘটেছে। হ্যাঁ, শিশু সন্তান বিক্রী হয়েছে দুই একটা জায়গায় আপনারা বলেছেন, আপনাদের মুখপত্রেও উঠেছে। কিন্তু আপনাদের সেই মুখপত্রও কোন দিন অনাহার মৃত্যুর ঘটনা উঠেনি। সি পি আই (এম) দলটা যে কি জিনিষ সেটা আপনারাও জানেন আমরাও জানি, যদি ত্রিপুরা রাজ্যে কোন জায়গায় অনাহার মৃত্যু ঘটত তাহলে ওনারা কি করতেন সেটা ওনারাও জানেন আমরাও জানি। উষা বাজারের ঘটনা নিয়ে যারা ফ্লোরে বসতে পারেন আর অনাহারে যদি কিছু ঘটত তাহলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ওনারা তোলপাড় করে তুলতেন এইটা ওনারাও স্বীকার করবেন সেটা আমরাও স্বীকার করি। তাছাড়া এই রকম হলে ওনারা মিছিল মিটিংও করতেন। কাজেই এই জাতীয় কথা বলে পবিত্র বিধানসভাকে অপবিত্র করবেন না এইটা বিরোধী সদস্যদের আমরা অনুরোধ করছি। আর একটা পয়েন্টে ওনারা বলেছেন, ত্রিপুরা রাজ্যে ২০ হাজার মেট্রিক টন খাদ্য স্টক করার জন্য। এইটার দরকার আছে আমরাও স্বীকার করি, কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক সময় যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের চাল বাহিরের রাজ্য থেকে আসে, অনেক সময় বর্ষার সময় রাস্তায় ধ্বস নামলে আমাদের চাল আসতে বিঘ্ন ঘটে তার জন্য বাফার স্টক করার অত্যান্ত প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্য যেটা বলেছেন এইটার গুরুত্ব আছে বলে আমি মনে করি, কিন্তু তিনি কোন কিছু না জেনে কি করে ২০ হাজার মেট্রিক টন বাফার স্টক করার কথা বললেন আমি বুঝতে পারিনি। আমি ওনার অবগতির জন্য বলছি, বর্তমানে আমার রাজ্যে প্রায় ২৪ হাজার মেট্রিক টন চাউলের বাফার স্টক আছে। আপনারা যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী (প্রমোদনগর) : স্যার, এখানে প্রতি মাসে ২০ হাজার মেট্রিক টন আনতে হবে বলা হয়েছে এখানে প্রশ্নটাকে বিকৃত করছেন।

শ্রী মতিলাল সাহা (রাষ্ট্রমন্ত্রী) : — প্রতি মাসে আমাদের ২০ হাজার মেট্রিক টন চাউলের দরকার নাই। সুতরাং প্রতি মাসে আমাদের ২০ হাজার মেট্রিক টন চাউল আনার কোন প্রয়োজন উঠে না এবং

তার প্রয়োজন হয় না। স্যার, এ, ডি, সি, এলাকাতে দুর্গম এলাকাতে ওনারা বলেছেন স্টক ভাল না। এখানে আমি একটা তথ্য দিচ্ছি, কাঞ্চনপুর গোডাউনে প্রয়োজন প্রতি মাসে ২৮৮ মেট্রিক টন চাউলের, সেখানে স্টক আছে ২১৮ মেট্রিক টন চাউল। দামছড়াতে প্রয়োজন ১০৪ মেট্রিক টন চাউল, আমাদের এখানে আছে ১৭২ মেট্রিক টন চাউল। খেদাছড়াতে প্রয়োজন ২১ মেট্রিক টন চাউল, আমাদের ষ্টক আছে ২৬ মেট্রিক টন চাউল। জম্পুইতে প্রয়োজন ৭২ মেট্রিক টন চাউল আমাদের স্টক আছে ৫৬ মেট্রিক টন চাউল। যতন বাড়ীতে প্রয়োজন ১৮৯ মেট্রিক টন চাউল আর সেখানে আমাদের স্টক আছে ১১৭ মেট্রিক টন চাউল। গণ্ডাছড়াতে প্রয়োজন ১৯ মেট্রিক টন চাউল আমাদের এখানে স্টক আছে বর্তমানে ৪০৯ মেট্রিক টন চাউল। বৈসাবাড়ীতে প্রয়োজন ৩৫ মেট্রিক টন চাউলের আমাদের স্টক আছে বর্তমানে ১৪৫ মেট্রিক টন চাউল, এইটা আমাদের গতকল্যের হিসাব। তাই আমি বলছি, মাননীয় বিরোধী সদস্যদের অনুরোধ করছি খাদ্য নিয়ে আপনারা রাজনীতি করবেন না। যদি কোন দিন কোন জায়গায় খাদ্যের অভাব ঘটে নিশ্চয়ই এস, ডি ও এবং ডি, এম,দের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আমরা চেষ্টা করছি খাদ্য যাতে ঠিক ঠিক ভাবে দুর্গম এলাকাতে পৌঁছানো যায়, কারণ খাদ্য নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাইনা। মাননীয় সদস্য চিত্তবাবু যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন এইটা অত্যান্ত অবাস্তব, তাই আমি বলব এই প্রস্তাবকে আমি কোন অবস্থাতেই সমর্থন করতে পারছি না। আমি আশা করি আপনারাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় প্রস্তাবক চিত্ত সাহা আপনি রিপ্লাই দেবেন, সময় ৫ মিনিট পাবেন।

শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা : মিঃ স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্যে ছিল যে মজুতকরনের জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি করার জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রেখেছি, কিন্তু এই সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। আমার মনে হয় এই মজুত সম্পর্কে জন্য যে প্রস্তাব রেখেছি ওনারা সেটা করবেন না। মজুতদারের সঙ্গে এই কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস জোট সরকারের সব সময় যোগাযোগ ভাল, ওরা মজুতদার, মুনাফাদারদের মদত দিয়ে ছিলেন। সেই জন্যই আমার মনে হয় এই প্রস্তাবটা ওনারা উল্লেখই করেন নি, এইটাকে ওনারা বাদ দিয়ে দিয়েছেন তবে আমি আশা করব এই হাউস আমার এই প্রস্তাবকে এই জোট সরকার সর্বতভাবে সমর্থন করবেন এবং এই অনুরোধ রাখব যেন ওনারা আমার প্রস্তাবকে সর্ব্বতভাবে সমর্থন করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার — আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী চিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় কর্তৃক উংথাপিত রিজিউলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলিশানটি হলো ঃ—

ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, রাজ্যের সর্বত্র চালের দর বৃদ্ধি পাচ্ছে, বাজার থেকে চাল উধাও হয়ে স্বল্পসংখ্যক মজুতদারের হাতে চলে যাচ্ছে, রেশন কার্ড থাকা সত্বেও দুর্গম এলাকাগুলিতে খাদ্য ভাণ্ডার গড়ে না তোলায় খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। কোথাও রেশনের দোকানে মনুষ্যখাদ্য অনুপযোগী চাল সরবরাহ করা হচ্ছে এবং রেশনের চাল চোরা বাজারে চলে যাচ্ছে।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করছে তারা যেন এই সংকট অতিক্রম করার জন্য নিম্ন লিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহন করেন।

১) মজুত খাদ্য ধরার জন্য খাদ্য আইন অনুসারে আগামী এক মাসের মধ্যে ডিক্লারাশান অব্ ফুট স্টক্-এর জন্য আদেশ জারি করেন।

২) বর্ষা আসাব আগে উপযুক্ত মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এফ. সি. আই-এর নিকট প্রতিমাসে কমপক্ষে বিশ হাজার মেট্রিক টন গম সরবরাহের দাবী জানান।

৩) খাদ্যের উপর নজর রাখার জন্য প্রত্যেক রেশন দোকানে সর্বদলীয় কমিটি গঠন করে তাদের হাতে রেশন ব্যবস্থার তদারকি করার ক্ষমতা দেন।

৪) শহর অঞ্চল সমেত সর্বত্র সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিটি করে মজুত খাদ্য উদ্ধারের অভিযান পরিচালনা করেন।

৫) এ ডি সি এলাকাগুলিতে অবিলম্বে ডাবল রেশন চালু করেন।

৬) ত্রিপুরায় রেশনেব চালের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব বাতিল করেন।

(ধ্বনি ভোটে রিজিউলিশানটি বাতিল ঘোষিত হয়)।

মিঃ স্পীকার :— এখন সভাব সামনে প্রশ্ন হল. মাননীয় সদস্য রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক আনিত রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করা। আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস মহোদয়কে অনুরোধ করছি ওনার রিজলিউশনটি সভায় উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস :— (সুরমা) মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রস্তাব হচ্ছে, "ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের গরীব মানুষের মধ্যে কমপক্ষে পঞ্চাশ শতাংশ কোন না কোন রকম ব্যাংক ঋণ বা সমবায় ঋণগ্রস্ত এবং সেই ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন।

তাই ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে তারা যেন রিজার্ভ ব্যাংককে অনুরোধ করেন যাতে তাদের সম্যক ব্যাংক ঋণ মুকুব করেন।

স্যার, আমি আমার প্রস্তাব উত্থাপন করতে গিয়ে মাননীয় ট্রেজারি ব্যাংকের মন্ত্রী এবং এম এল এ দের অনুরোধ করব তারা যেন ত্রিপুরার গরীব মানুষের স্বার্থে, পেছনে পড়া মানুষের স্বার্থে এই প্রস্তাবকে সর্ব্বসম্মতক্রমে গ্রহন করবেন। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ৪২ বৎসরে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ে শতকরা ৩২ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করত কিন্তু ১৯৮৭ সালে দেখলাম শতকরা এখন ৫৩ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করছে। বামফ্রন্ট সরকার এই ত্রিপুরা রাজ্যে ক্ষমতায় এসে দেখল যে এখানে শতকরা ৮২/৮৩ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। ১০ বছরে বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে নামিয়ে ৭০-৭৫ ভাগে এনেছেন। স্বাধীনতার পর পণ্ডিত জওহর লাল নেহেরু, লাল বাহাদুর শাস্ত্রি, শ্রীমতি

ইন্দিরা গান্ধী ও বর্তমানে শ্রীরাজীব গান্ধী দেশ শাসন করছেন। ধরতে গেলে স্বাধীনতার পর ভারতবর্ষ ও ভারতের প্রায় সব রাজ্যেই এই জাতীয় কংগ্রেস শাসন করছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার আসার আগ পর্য্যন্ত শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুখময় সেনগুপ্ত প্রভৃতি কংগ্রেস দলের লোকরাই শাসন করেছেন। স্বাধীনতার পর তারা কোন সময় "কল্যাণ রাষ্ট্র" কোন সময় "সবুজ বিপ্লব" আবার কোন সময় "গরীবি হটাও" প্রভৃতি শ্লোগান দিয়েছেন। বর্তমানে রাজীব গান্ধী নয়া অর্থনীতির নামে একচেটিয়া পুঁজিপতি যারা তাদের সুযোগ সুবিধা করে দিচ্ছেন। কংগ্রেসের এই ভ্রান্ত নীতির ফলে দেশের আজ এই দুরবস্থা। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এই রাজ্য যোগাযোগের দিক থেকে বিচ্ছিন্ন। এই রাজ্য বন-জঙ্গলে ঘেরা, এই রাজ্যে সবচেয়ে গরীব উপজাতি অংশের মানুষ এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু অধ্যুষিত গরীব অংশের মানুষ বাস করছেন। এই গরীব মানুষদের স্বার্থে এই ব্যাংক ঋন মকুব করা দরকার। স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি, বিগত নির্বাচনের সময়ে রাজীবজী থেকে শুরু করে সুধীরবাবু পর্য্যন্ত মানুষকে বলেছেন যে, আমাদের জন্য নাকি তারা ঋণ মেলা দিতে পারছেন না। তখন তারা আরও বলেছেন যে; এই টাকা ফেরৎ দিতে হবে না। এই টাকার কোন সুদ লাগবেনা। আর এখন মানুষ দেখছে যে টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য বাড়ীতে বাড়ীতে নোটিশ যাচ্ছে। গ্রামের গরীব মানুষ যারা ঋণ নিয়েছিল তাদের একান্ত সৎ ইচ্ছা থাকা সত্বেও এই দরিদ্রতার জন্য ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। রিজার্ভ ব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ভারতবর্ষে ৯২ হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন ব্যাংকে মানুষজন জমা রেখেছেন এবং সেখান থেকে দেখা গেছে ৪৬ হাজার কোটি টাকা বিভিন্ন রাজ্যের মানুষকে ঋণ দিয়েছে। তারমধ্যে শতকরা ৫১ ভাগ ঋণ দেওয়া হয়েছে পুঁজিপতিদেরকে, শিল্পপতিদেরকে। আর সেখানে ১৬ ভাগ ঋণ দেওয়া হয়েছে কৃষি খাতে। এগ্রি-সেকটার যেটাকে বলে, সেটা বাগিচা সহ চা বাগান এবং হর্টিকালচার সহ সেখানে ১৬ ভাগ ঋন দেওয়া হয়েছে। এবং গ্রামের মানুষকে, গ্রামাঞ্চলে কৃষি ইত্যাদি দরিদ্র অংশের মানুষকে শতকরা ৭ পারসেন্ট-এর উপর ঋন দেওয়া হয় নাই। অথচ দেখা যায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন ব্যাংকে গ্রামাঞ্চলের গরীব অংশের মামুষ সেখানে ৯ হাজার কোটি টাকা ব্যাংকে জমা রেখেছেন। কিন্তু দেখা গেল সেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকেও তারা যে টাকা জমা রেখেছেন তার অর্ধেক টাকা ঋণ দেওয়া হয় নি। দেখা গেল উত্তর পূর্বাঞ্চলের জন্য শতকরা ২০ ভাগ ঋণ দিচ্ছে এবং মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, দিল্লী ইত্যাদি উন্নত রাজ্যগুলি ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলি সেখানে শতকরা ৮০ থেকে ৮১ ভাগ ঋন দেওয়া হচ্ছে।

কাজেই এই যে, অর্থনৈতিক বৈষম্য এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে যদি ত্রিপুরার মানুষের জন্য কিছু করতে চান, যদি তারা তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী করতে চান তাহলে তারা নিশ্চয়ই আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন।

আমরা দেখছি স্যার, এই ঋনমেলা বা আই আর, ডি, পি, র নামে কৃষক গ্রামের গরীব অংশের মানুষকে ঋণ দেওয়া হচ্ছে। আমার এলাকায় ছোট সুরমা গাঁও সভায় আই আর ডি পি ঋণ রবীন্দ্র মুণ্ডা,

পিতার নাম শংখ মুণ্ডা, বাকি অর্থাৎ ধান কিনে চাল বিক্রি করবে, সেজন্য তাকে ৫,০০০ টাকা ঋণ মঞ্জুর করা হয়। এই ৫,০০০ টাকা পেতে গিয়ে তাকে ৫০০ টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে—

শ্রীজহর সাহা :— (রাষ্ট্রমন্ত্রী) পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এইখানে আপনার একটা রুলিং আছে যে, কোন সদস্যের বিরুদ্ধে বা কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ঘুষ নেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিযোগ থাকলে তার সঙ্গে প্রমান দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার : – ইয়েস, ইয়েস, ইট ইজ এক স্পাঞ্জড।

শ্রী রুদ্রেশ্বর দাস :—স্যার, আমি যখন আমার এলাকায় গিয়েছি তখন সেখানকার মানুষ আমাকে এসব বলেছেন, আমি তাদের কথা কি এখানে বলতে পারব না? তারপর স্যার, মরাছড়া গাঁও পঞ্চায়েতের তালিকায় শতনামী, পিতা পতিরায় শতনামী, তিন হাজার টাকা ঋণ পেয়েছে, সেখানে তাকেও

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ অলসো এক্সপাঞ্জড। বিধানসভার সদস্য নয় এমন কাহারো বিরুদ্ধে এখানে নাম করে অভিযোগ আনা যায় না।

শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস : — কাজেই স্যার, আজকে এইবিধানসভায় যে প্রস্তাব রেখেছি এইটা গ্রামের গরীব অংশে মানুষের যারা ভূমিহীন, রিক্সা শ্রমিক, ক্ষেত মজুর,, তারা যারা ঋণ নিয়েছেন তাদের সেই ঋণের উপর সুদ দিন দিন বাড়ছে, ফলে তারা আরো ঋণগ্রস্ত জর্জরিত হয়ে পড়ছেন। কাজেই তাদের সম্যক ঋণ মকুব করার জন্য বিশেষ করে তফসিলী জাতি এবং উপজাতির অংশের মানুষের সম্যক ঋন মকুব করার জন্য কেন্দ্রিয় সরকারের রিজার্ভ ব্যাংকে অনুরোধ করার ব্যবস্থা গ্রহন করে এই বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব নেবার জন্য আমি ট্রেজারী বেঞ্চের মাননীয় মন্ত্রী এবং সদস্যদের অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার : – মাননীয় মন্ত্রী শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া (মন্ত্রী): – মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন, আমি লক্ষ্য করলাম যে, ঋণ মকুব করা এইটা কোন সর্তে না রেখে সর্তহীনভাবে এই ঋণ মকুব করতে হবে, এই ধরনের প্রস্তাব কোন দায়িত্বশীল মেম্বার আনতে পাবেন এইটা ভাবাই যায় না।

মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে, দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিটি সেকটরে বিভিন্ন বানিজ্যিক ব্যাংক, জাতীয় ব্যাংক তাদের অবদান অনস্বীকার্য্য এবং বিরাট তাদের ভূমিকা রয়েছে। এখন যদি বলা হয় যে, আমরা যদি দরিদ্র অংশের মানুষ যারা ঋন গ্রহন করেছেন ব্যাংক থেকে তাদের যদি বলি যে, তোমরা যে ঋণ নিয়েছ সেটা আর ফেরত দিও না তাহলে এইটা বানিজ্যিক ব্যাংককে গলা টিপে হত্যা করার মত অবস্থা হবে। সেটা হবে সমগ্র দেশের মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা।

Expunged as ordered by the chair.

মিঃ স্পীকার স্যার, :— এই প্রস্তাবটা আসতে পারে যদি সমগ্র উত্তর ভারতে ১৯৮৭ সালে যেরকম খরা হয়ে গেছে। সেরকম ধরনের যদি একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। যদি দেখতে পাই যে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংক ঋন ফেরৎ দেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষেত্রে প্রস্তাবগুলি আসতে পারে। একটা শর্ত রেখে প্রস্তাবগুলি আনা যেতে পারে। আমার দেশের সম্পদ সৃষ্টির জন্য ব্যাংক ঋন দিচ্ছে। যদি প্রাকৃতিক কারনে কৃষকরা, জুমিয়ারা ফসল ফলাতে না পারেন, তাহলে আমরা ব্যাংকে বলতে পারি যে, তাঁরা যেন ঐ ঋণমকুব করে দেন। এই প্রস্তাবটা এই বিধানসভাতে আসতে পারে। মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি যে কৃষি সেক্টরে ক্রপ লোন দেওয়া হচ্ছে। ফসল ফলানোর জন্য। আমার মনে হয় যে, যদি ঐ লোনের টাকা দিয়ে ফসল ফলাতে পারেন, তাহলে ব্যাংক ঋণসুদ করে আবার দ্বিতীয় দফায় তিনি ব্যাংক ঋণ নিতে পারেন। এমন না যে ব্যাংক থেকে একবার ঋণ নিয়ে আসলে এবং তাহা সুদ করলে ব্যাংক আর টাকা দিবে না। নিশ্চয় টাকা পাওয়া যায়। কাজেই একশ টাকা দিয়ে যদি ঋণ শুরু হয় সেটা এক লক্ষ টাকায় গিয়ে পড়তে পারে। আর লেন দেনও ভাল হয়। এটাই হল একটা ভাল রাস্তা এবং একটা ভাল চিন্তা ধারা। অন্ততঃপক্ষে আমি আমার সরকার তাই মনে করেন। আমি দেখেছি, এবার আমি যখন টাইবেল এরিয়াতে যাই কিছু টাইবেলজুমিয়াদের দেখতে পেয়ে তাদের সংগে আলাপ প্রসংগে বললাম যে, আপনারা আলুর চাষ করুন। আমি এক এক জন টাইবেল চাষীকে, জুমিয়াকে ১০ মন করেআলু দিয়েছি।

আমি তাদের বলেছি যে, এই ১০ মন আলুটা ২০ মন করার পর ১০ মন খেয়ে নাও। এবং বাকী ১০ মন রেখে দেবে ভবিষ্যতের জন্য। আর সেখানে সি পি এম-এর লোকেরা এদের বলছে যে, যা পেয়েছ তা দিয়ে গে'দক খেয়ে নাও। এই সমস্ত কথা বলে আমাদের সরকারের অনেক সর্বনাশ তারা করেছেন। ওরা যদি এভাবে উস্কানি না দিত তাহলে আরও বেশী সম্পদ সৃষ্টি হইত। কাজেই ব্যাংক থেকে যে টাকাটা নেওয়া হবে সেটা যাহাতে দেশের সম্পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো যায় সেটা আমাদের সবাইকে দেখতে হবে। আমরা এই হাউস থেকে জনগণকে অনুরোধ করব যেন ব্যাংকের প্রতিটি টাকা পয়সা যেন দেশের সম্পদ সৃষ্টির কাজে লাগে তারজন্য আমরা জনগণকে উৎসাহ দিব এবং ব্যাংককে সহযোগিতা করব। এটাই আমাদের ভূমিকা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

স্যার, আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা প্রশ্ন তুলেছেন লোন দেওয়ার সম্পর্কে, কিন্তু কোথায় কাকে কত টাকা দেওয়া হবে বা হয়েছে তার কোন তথ্য নেই। মনে হয় তাদের অভ্যাসবশতঃ এসব প্রশ্ন তুলেছেন। আই, আর, ডি, পিতে কত টাকা দেওয়া যায়, কতজনকে দেওয়া যায়, এসব কি ওর জানেন? আমার অম্পিতে আগে একজনকে দেওয়া হত, এখন ৫ জনকে দিতে হচ্ছে। স্যার, আগে যে ওরা আই, আর, ডি, পি, দিত, তার একটা নমুনা আমি এখানে তুলে ধরছি, যেমন গাঁও সভার যতজন সদস্য ছিল, তাদের, গাঁও প্রধানদের, উপপ্রধানদের এমন কি যারা ব্লকের কর্মচারী ছিল, তাদেরও একটা অংশ দিতে হত। এসব করার পর যিনি আই, আর, ডি, পি, নিতো, সে কোন মতেই ১

হাজার টাকার বেশী নিয়ে ঘরে যেতে পারত না, অথচ এই আই, আর, ডি, পি, নেওয়ার জন্য লোক-টাকে ৭ থেকে ৮ হাজার টাকার দায়বদ্ধ হতে হত, কেন না এই ধরণে লোন নেয়া তো সর্ত সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। অথচ আমাদের জোট সরকারের আমলে তাদের মত কাউকে লোনের টাকার ভাগ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না। এছাড়া রেভিনিউ ডিপার্টমেণ্ট এই রাজ্যের মধ্যে যদি কোন প্রকৃতিক দুর্যোগ ঘটে, তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করার জন্য তার বাজেটে যথেষ্ট অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। এছাড়া রয়েছে চীফ মিনিস্টার্স রিলিফ ফাণ্ড, ত্রান তহবিল ইত্যাদি। এখন তো নানা রকমের ইন্সু-রেন্সের প্রচলন হয়েছে, আই, আর, ডি, পিতে যাদের গরুর জন্য লোন দেওয়া হচ্ছে, তাদের ইন্‌সুরেন্স করতে হচ্ছে। আজকাল তো কৃষকদের জন্য ক্রুক ইন্‌সুরেন্‌সও চালু হয়েছে। এর পরেও যদি বলা হয় যে, যারা লোন বা ঋণ নিয়েছেন, তাদের মুকুব করে দাও, তাহলে কি দেশের মধ্যে সম্পদ বলে কোন কিছু থাকবে? কাজেই এই যে প্রস্তাব এসেছে, এটাকে যদি আমরা মেনে নেই, তাহলে রাজ্য তথা দেশের ইকনোমিকে পঙ্গু করে দেওয়ার সামিল হবে। তাই আমরা এই প্রস্তাবকে কোন মতই মানতে পারছি না, এর বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— এখন, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস মহোদয় কর্তৃক উথাপিত রিজলিউশানটি ভোটে দিচ্ছি। উনার রিজলিউশানটি হল — ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদবেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী তফ্‌সিলি জাতি, তফ্‌সিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অংশের গরীব মানুষদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ কোন না কোন রকম ব্যাংক ঋণ বা সরকারী ঋনগ্রস্ত এবং সেই ঋন পরিশোধের ক্ষমতা ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছেন।

তাই, "ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে তারা যেন রিজার্ভ ব্যাংকে অনুরোধ করেন যাতে তাদের সম্যক ব্যাংক ঋণ মকুব করেন।"

রিজলিউশানটি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটাধিক্যে বাতিল বলে ঘোষিত হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ— এই সভা আগামী ৩রা এপ্রিল, সোমবার, ১৯৮৯ ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

ADMITTED STARRED Q. NO. : 16

Name of the Member : SHRI Gouri Sankar Reang.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Educatiou Deprtment be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য যে Hostel Students দের কোচিং দেওয়ার নিয়ম এবং উপযুক্ত বরাদ্দ থাকা সত্বেও রাজ্যের সব হোস্টেলে অদ্যাবধি কোচিং শুরু হয় নাই, এবং

২। ইহাও কি সত্য যে কোচিং-এর Fee এর যে হার নির্দ্ধারিত হয়েছে তা কম বলে শিক্ষকরা উৎসাহিত হচ্ছেন না,

৩। যদি উভয় ক্ষেত্রেই সত্য হয়ে থাকে তবে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কোনরূপ পরিকল্পনা রাজ্য সরকার নিয়েছেন কিনা,

৪। যদি থাকে তবে কবে নাগাদ তা কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :- SRI A. K. KAR.

১। মোট ৮০টি (৭২টি সরকারী এবং ৮টি বেসরকারী) হোষ্টেলের মধ্যে ৫৪টিতে (সরকারী ৪৯ + বেসরকারী ৫) কোচিং দেওয়া হচ্ছে।

২। এই তথ্য শিক্ষা বিভাগে নেই।

৩। বাকী ২৬টি হোস্টেলের মধ্যে ২১ টিতে (১৮ সরকারী + ৩ বেসরকারী) Tutor নিয়োগ করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৪। পরবর্তী শিক্ষা বর্ষে বাকী হোস্টেলগুলোতে যাতে Tutor নিয়োগ করা যায় সেজন্য উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

Admitted Starred Question No. 19.

Name of the M.L.A. :- Sri Gouri Sankar Reang.

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৮৯ সন থেকে চাকুরীরত অবস্থায় বি,এ পাশ শিক্ষকদের এখনও পর্যন্ত Graduate Scale দেওয়া হয়নি।

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে এ ব্যপারে বিবেচনা করার কোন রূপ পরিকল্পনা সরকারের নিকট আছে কি,

৩। যদি থাকে তবে কবে নাগা'দ তা কার্যকর হবে বলে আশা করা যায়।

৪। এবং না থাকলে তার কারন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE Sri Arun Kumar Kar.

১। হ্যাঁ, ইহা সত্য।

২। বিষয়টি বর্তমানে সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

৩। যথা শীঘ্র বিষয়টি কার্যকরী করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted starred question NO. :— 75

Name of the M.L.A :— Sri Amal Mallik.

Will the Ho'nble Minister-in charge of the Forest Department be pleased to state.

Minister-in-charge of the Forest Department :—

Sri Drao Kumar Reang.

১। বিলোনিয়া মহকুমায় কত হেক্টর ফরেষ্ট ভূমি আছে,

১) বিলোনীয়া মহকুমায় মোট ৪৬৫২৫'৫৯ হেক্‌টর ফরেষ্ট ভূমি আছে।

২। তন্মধ্যে কত হেক্টর ভূমি আর এফ এবং পি·আর.এফ এর অধীন আছে, এবং

২) তার মধ্যে ২৪'৩৩২·১০ হেক্‌টর ভূমি আর, এফ ও ১০২১৭'৩০ হেক্‌টর ভূমি পি, আর, এফ এর অধীন আছে।

৩। যে সকল এলাকায় কোন বাগান নেই কিন্তু জায়গাগুলি আর· এফ পি.আর এফ এর অধীন সেগুলিতে নতুন বনায়ন করার কোন পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছে কিনা ?

৩) হ্যাঁ। আর. এফ ও পি, আর. এফ-এর অধীন যে সকল এলাকায় কোন বাগান নেই প্রতিবছরই সেখানে নির্দ্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে নতুন করে বনায়ন করা হচ্ছে এবং আগামী বছর গুলোতেও এই ব্যবস্থা চালু থাকবে।

Admitted Starred question No : 77

Name of the M. L. A. :—Sri Amal Mallik

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to State.

Minister-in-charge of the Forest Department

Sri Drao Kumar Reang.

১) বিলোনীয়া মহকুমায় বড় ধরনের মোট কয়টি রাস্তা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর অধীনে আছে,

১) বিলোনীয়া মহকুমায় মোট ৭ (সাতটি) বড় ধরনের রাস্তা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর অধিনে আছে।

২) তন্মধ্যে পাইখোলা বাজার হইতে মান্দারিয়া পর্যান্ত রাস্তাটি ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর অধিনে কিনা,

২) হ্যাঁ

৩) যদি করেষ্ট ডিপার্টমেন্ট-এর অধিনে হয় তাহা হইলে সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি ?

৩) হ্যাঁ, আগামী আর্থিক বছরে সংস্কারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশা করা যায়।

Admitted starred question No. :—289

Name of the M. L. A. Sri Bidya ch. Debbarma.

Will the Hon'ble Minister-in-chagre of the Forest Department be pleased to state :—

Hon'ble Minister-in-charge for Forest Department :—
Sri Drao Kumar Reang.

১) পূর্ব ও পশ্চিম করাঙ্গীছড়া এবং বন বাজারে পুনর্বাসন প্রকল্পে যে সমস্ত রাবার বাগান ও নারিকেল বাগান তৈরী করা হইয়াছে ও হইতেছে সেগুলি কবে নাগাদ পুনর্বাসন প্রাপ্তদের নামে বন্টন ও রেকর্ড করা হইবে,

১] ক] তফসিলী উপজাতি পুনর্বাসন পরিকল্পনায় পূর্ব করাঙ্গীছড়া মৌজায় ২৪৭ ৫০ হেক্টর এবং পশ্চিম করাঙ্গাছড়া মৌজায় ১০৩ ০০ হেক্টর, মোট ৩৫০.৫০ হেক্টর রাবার বাগান টি. এফ. ডি. পি. সি. মাধ্যমে সৃষ্টি করা হইয়াছে। মোট ২৩৩ জন পুনর্বাসন প্রার্থীদের মধ্যে, ইতিমধ্যে ১২২ জন পুনর্বাসন প্রাপকদের মধ্যে বাগান বন্টন ও তার বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হইয়াছে। ৭৫ জন পুনর্বাসন প্রাপকের তালিকা তৈরী হইয়াছে, আরও ৩৬ জন পুনর্বাসন প্রাপকের তালিকা, তৈরীর অপেক্ষায় আছে।

পুনর্বাসন প্রাপকদের তালিকা প্রনয়ন, উপজাতি কল্যানদপ্তর ও ভূমি বন্দোবস্ত রাজস্ব দপ্তরের দায়িত্ব। সেই হেতু কবে নাগাদ সকল পুনর্বাসন প্রাপকদের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ সম্পুর্ণ হইবে এই দপ্তরের তাহা জানা নাই।

খ) তফ্সিলী জাতি পুনর্বাসন পরিকল্পনায় ৪৬ পরিবারের জন্য বনবাজার মৌজায় মোট ৫২'৭৫ হেক্টর রাবার বাগান টি, এফ, ডি, পি, সি মাধ্যমে সৃষ্টি করা হইয়াছে। পুনর্বাসন প্রাপকদের তালিকা তৈরী হইয়াছে। বাগান বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ চলিতেছে। ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগের উপর ন্যস্ত।

গ) টি, এফ, ডি, পি, সি, এই এলাকায় কোন নারিকেল বাগান তৈরী করে নাই।

২] যদি ইতিমধ্যে বণ্টন করা হয় তাহা হইলে কোন মাস হইতে পুনর্বাসন প্রাপ্তদের ঘড় বাড়ী তৈরী করা হইবে ?

২] যাহাদের বাগান বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হইয়াছে তাহাদের ঘর বাড়ীর কাজ আগামী বৎসর আরম্ভ হইবে। ছনের ছাউনি দেওয়া মাটির ঘর তৈরীতে বাগান প্রাপকদের আপত্তি থাকায়, হালসনে মঞ্জুরী থাকা সত্ত্বেও ঘর তৈরীর কাজ সম্ভব হয় নাই। প্রকাশ থাকে যে তাহারা টিনের ছাউনি সহ ঘর দাবী করিয়াছিল।

Admitted Starred Question No. 353

Name of the M. L. A. :— Shri Matilal Sarkcr.

Will the Minister-in-charge of the Education Department be pleased to stated.

১] ইহা কি সত্য যে, বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের জন্য বিগত সরকারের আমলে হাউসিং ঋণ চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হয়েছিল।

২] সত্য হলে এই ঋণ প্রথা এখনও কার্যকরী না করার কারন কি এবং

৩। কবে পর্যন্ত তা কার্য্যকর হবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

MINIRTER-IN-CHARGE Shri Arun Kumar Kar.

১] হ্যাঁ বিগত সরকারের আমলে বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মীদের জন্য গৃহ নির্মাণ অগ্রিম চালু করার বিষয়ে মন্ত্রীসভা কর্তৃক ১৩-১২-৮০ তারিখে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হইয়াছিল এবং ঐ সঙ্গে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিতে ঋণ বরাদ্ধ ও আদায় সংক্রান্ত বিষয়ে অবলম্বনীয় সংস্থানাদি পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত ও গ্রহন করা হইয়াছিল।

২] উক্ত ঋণ বরাদ্ধ ও আদায় সংক্রান্ত অবলম্বনীয় সংস্থানাদি কি হইবে সিদ্ধান্ত হীনতার জন্য তাহা কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই।

৩] প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে বেসরকারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রে এই সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে সেই সম্বন্ধে যোগাযোগ ক্রমে এবং তথ্য আহরনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিধিগত সংস্থানাদি হওয়ার পরই তাহা কার্যকরী করা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 361.

Name of M. L. A. Sri Subodh Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :

১। ত্রিপুরার কতটি জে বি. স্কুলে এখনও শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

২। এর মধ্যে কতটি এস, টি, এবং কতটি এস, সি. প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত, এবং

৩। উক্ত শূন্য পদগুলি আগামী কতদিনের মধ্যে পূরণ করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ANSWER

১।
২। } তথ্য সংগৃহীত হইতেছে
৩।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 385.

Name of M. I. A. Sri Gopal ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State : —

১) ত্রিপুরা সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে পাশকরা বেকার শিল্পীদের সংখ্যা কত;

২) সরকার তাদের কর্মসংস্থানের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে;

৩) ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরের বাজেটে উক্ত বেকার শিল্পীদের কর্ম সংস্থানের জন্য কোন ব্যবস্থা

আছে কি এবং থাকলে তা কি;

৪) এ পর্য্যন্ত রাজ্য সরকার আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা কয়জন বেকার শিল্পীদের চাকুরী দিয়েছেন ?

Answer.

১) ত্রিপুরা সরকারী চারু কারুকলা মহাবিদ্যালয় থেকে পাশ করা ২৯ জন শিল্পী রাজ্যের কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে তাদের নাম নথিভুক্ত করেছেন,

২) জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণের জন্য বিদ্যালয় স্তরের কার্যসূচী পর্যালোচনা করে, এই ধরণের পাশ করা শিল্পীদের কি ভাবে কাজে লাগাতে পারেন,—তা সরকার পরীক্ষা করে দেখছেন।

৩) ১৯৮৯-৯০ আর্থিক বছরের বাজেটে এই ধরণে বেকার শিল্পীদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ কোন পরিকল্পনা এখনও গ্রহণ করা হয়নি।

৪) রাজ্য সরকারের পূর্ত্তদপ্তরে ত্রিপুরা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করা ১জন শিল্পীর চাকুরী হয়েছে।

ANNEXERE "B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 70

Name of Member :— Shri Gopal Ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Scheduled Castes welfare Department be pleased to State :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। ও, বি, সি-র দাবীদাওয়া পূরণে সরকার কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন;	১। ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাসরত ও, বি, সি-র সমস্যাবলী খতিয়ে দেখার জন্য এবং তা রাজ্য সরকারের নিকট উপস্থাপনার জন্য সরকার ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন।
২। ও, বি, সি-র প্রধান প্রধান দাবীগুলি কি কি;	২। রাজ্য সরকার কর্তৃক গঠিত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ও, বি, সি-র প্রধান দাবীগুলি কি তা জনা যাবে।
৩। ও, বি, সি-র দাবী সমূহ পর্য্যালোচনা করে Report প্রদান করার জন্য যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল সে কমিটি কোন Report প্রদান করেছে কি;	৩। ১ নং প্রশ্নের উত্তরে বর্ণিত কমিটির নিকট থেকে এখনও পর্য্যন্ত কোন রিপোর্ট পাওয়া যায় নি।
৪। Report দিয়ে থাকলে তার বিষয় বস্তু কি ?	৪। ৩ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ADMTTED STARRED QUNSTION NO. 76

Name of M. L. A. :— sri Gopal ch. Das

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১) রাজ্যে বর্তমানে মোট কয়টি সরকারী কলেজ রয়েছে,

২) উক্ত কলেজগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপক রয়েছেন কি,

৩) না থাকলে কোন্ কোন্ কলেজ কোন বিষয়ের অধ্যাপকের অভাব আছে,

৪) উক্ত অভাব পূরণের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে,

ANSWER

১। রাজ্যে বর্তমানে মোট ২১টি সরকারী কলেজ (১৩টি সাধারণ ডিগ্রী কলেজ এবং ৮টি অন্যান্য কলেজ আছে;

২) কতিপয় কলেজে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যাপকের অভাব রয়েছে;

৩) কলেজ ও বিষয় ভিত্তিক অধ্যাপকের চাহিদার একটি তালিকা জুড়ে দেওয়া হল,

৪) টি, পি, এস,সি-র মাধ্যমে শূন্যপদগুলি পূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে,

ANNEXURE TO ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 76.

Sl. No	Name of the College	Subject wise Vacancy	Total Vacancy.
1	2	3	4
1.	M.B.B. College,	English—3, Sanskrit—2, History—2, Education—2, Pol. Science—1, Physiology—4. Commerce—2, Botany—2,	18 Posts.
2.	Sabroom College,	English—1, Bengali—1, Sanskrit—1, Philosophy—1, Education—1, Economics—1,	6 Posts.
3.	Udaipur College,	Economices—2,	2 Posts.
4.	Belonia College	English—1, Bengali—1, Sanskrit—1, Philosophy—1, Education—1, Pol. Science—1, Mathematics—1,	7 Posts.

1.	2	3	4
5.	Ramthakur College	Bengali—1, Economics—3, Chemistry—1,	5 Posts.
6.	Sonamura College,	English—1, Bengali—1, History—1, Philosophy—1, Pol. Science—1,	5 Posts.
7.	Khowai College,	Economics—1, Mathematics—1,	2 Posts.
8.	Women's College,	English—2, History 1, Education—1, Physiology—1,	5 Posts.
9.	B.B. Evening College,	Education—1, English—1,	2 Posts.
10.	Amarpur College,	History—1, English 1, Enucation—1, Pol. Science—1,	4 Posts.
11.	Tripura Engg. College,	Professor (Electrical)—1,	1 Post.
		Assist. Prof. 2 in Elect. Engg. and 1 (one) in Mech. Engg.	3 Posts.
		Lecturer 1 (one) in applied Mech. and 1 One in Elect. Engg.	2 Posts.
		Associated Lecture in Mech. Engg.—2, Civil Engg—1.	3 Posts.
12.	Govt. Music College	Sr. Lecturer—2 (Instrumental Music)	2 Posts.
		Lecturer—4 (1 for Classical, 1 for Vocal, 1 for Setter, & 1 for Dance)	4 Posts.
13.	Basic Training College, Kakraban.	1 (one) Post each in Pedagogy, Pure-Science and Music,	3 Posts.
14.	Basic Training College, Agartala.	—do—	3 Posts.
		Total :	77 Posts.

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Admitted Unstarred Question No. 77

Name of M.L.A. : Sri Gopal Ch. Das.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to st state :—

১। রাজ্যের কোন্ কোন্ দ্বাদশ শ্রেণী, মাধ্যমিক উচ্চ বুনিয়াদী, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক, বিষয় শিক্ষক ব্যতীত আরও কি কি শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

২। ঐ সমস্ত পদ কবে নাগাদ পূরণ করা হবে ?

ANSWER

১। }
২। } তথ্য সংগৃহীত হইতেছে।

ANNEXURE—'C'

Postponed Unstarred Question No. 47

Name of Member :—Shri Bidhu Bhusan Malakar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। গত এপ্রিল মাসে কুমারঘাট ব্লকে কোন গাঁওসভায় কি কি স্কীমে কত বেনিফিসারিকে কি বেনিফিট দেওয়া হয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ (নগদ টাকা এবং অন্যান্য সাহায্য পৃথক হিসাব)

উত্তর

Name of Minister :—Shri Birjit Sinha.

১নং প্রশ্নের উত্তর এতৎসহ দেওয়া গেল—

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	এস,আর,ই,পি		জুম বীজ		নিউ ক্লিয়ার বাজেট		বৃদ্ধ পেনসন		এ,ডি,সি ফিসারীজ	
		টাকার পরিমাণ	শ্রম দিবস	পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	ইরাণী	১৪,০০০	১,০০০	—	—	—	—	১.৭২৫	২৩	—	—
২।	গোলধারপুর	১৪,০০০	১.০০০	—	—	—	—	১,৫০০	২০	—	—
৩।	সোনাইমুড়ি	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৪।	জলাই	—	—	—	—	—	—	২.৪০০	২৩	—	—
৫।	কাউলিকুরা	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	১,৭২৫	২৩	—	—
৬।	গকুলনগর	১৯,০৪০	১৩৬০	—	—	৩০০০	১০	১৭১৫	২৩	—	—
৭।	গঙ্গানগর	১৫,৯৬০	১১৪০	৪০০কেঃজি	২০	১৬৭০	১৭	২১৭৫	২৯	—	—
৮।	পূর্ব রাতাছড়া	১৪,২৮০	১০২০	—	—	১৫০	১	২০২৫	২২	—	—
৯।	ধনবিলাস	৭,১৪০	৫২	—	—	—	—	২৪০০	৩২	—	—
১০।	জগন্নাথপুর	৬.৫৮০	৪৭০	—	—	৫৪০	১	২০২৫	২৭	—	—
১১।	পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী	৪,৯০০	৩৫	—	—	—	—	১৩৫০	১৮	—	—
১২।	লালজুরী	৮,৫৪০	৬১০	—		২০০	১০	২৪৭৫	৩৩	—	—
১৩।	দেমদাম	৮,৮২০	৬৩০	২০০ কেজি	৬৩০	৩৯৭০	১১	২১০০	২৮	৫৪,৯২৩	২৩
১৪।	পশ্চিম রাতাছড়া	৯,৩৮০	৬৭০	৫০০ ,,	২৫	৫৫০	২	২৬২৫	৩৫	—	—
১৫।	সিধাছড়া	১৮,২০০	১৩০০	১৬ ,,	৮	৩৩০০	১৭	২০২৫	২৭	১৪,২৯৮	২
১৬।	লক্ষীপুর	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	১৯৫০	২৬	—	—
১৭।	ইছবপুর	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	২১৭৫	২৯	—	—
১৮।	টিলাগাঁও	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	২৪০০	২৯	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৯।	গৌরনগর	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	২২৫০	৩০	—	—
২০।	শ্রীরামপুর	৭,০০০	৫০০	৫০০ ,,	২৫	—	—	২০৭৫	৩০	—	—
২১।	বিলাসপুর	১৪,০০০	১০০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২২।	কুমারঘাট	৭,৫৬০	৫৪০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৩।	পাবিয়াছড়া	৪,৩৪০	৩১০	৩৬০ ,,	১৮	২৫০	১	৪৫০	২	—	—
২৪।	দারচই	৪,২০০	৩০০	৩৬০ ,,	১৮	—	—	—	—	—	—
২৫।	কৃষ্ণনগর	১১,২০০	৮০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৬।	রাধানগর	১২ ৬০০	৯০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৭।	ফটিকরায়	১১.২০০	৮০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৮।	রাজকান্দি	৭.১৪০	৫১০	২৪০ ,,	১২	--	—	৬৪১০	২১	—	—
২৯।	দুধপুর	৯.৮০০	৭০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩০।	বেতছড়া	১১,৩৪০	৮১০	—	—	—	—	৩৭৫	২	—	—
৩১।	পূর্ব বেতছড়া	৯,২৪০	৬৬০	৬০০ ”	৩০	—	—	—	—	—	—
৩২।	পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী	১০,১০০	২১৫০	—	—	—	—	৩০০০	৪	—	—
৩৩।	দক্ষিণ উনকোটী	১১,২০০	৮০০	১৬০ ”	৮	—	—	১১৭৫	৪	—	—
৩৪।	দেওরছড়া	৫,৬০০	৪০০	২০০ ”	১০	—	—	—	—	—	—
৩৫।	উনকোটি	৫,৬০০	৪০০	১৮০ ”	৯	—	—	৭৫০	২	—	—
৩৬।	ব্রাংরুং	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৭।	জামতৈলবাড়ী	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৮।	মনুভেলী	৭,১৪০	৫১০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৯।	গোলকপুর	৯,৮০০	৭০০	১৮০ ”	—	—	—	৩২৬	২	—	—
৪০।	দেউভেলী	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	৩২৫	২	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪১।	কটিকরায়	—	—	৪৪০ কেজি	২২	—	—	—	—	—	—
৪২।	ধনবিলাস	—	—	৬০০ ”	৩০	—	—	—	—	—	—
৪৩।	সিঙ্গিরবিল	—	—	৫০০ ”	২৫	—	—	১৫৭৫	২১	—	—
৪৪।	সামরুরপাড়	—	—	১৬০ ”	৮	—	—	২২৫০	২২	—	—
৪৫।	মূর্তিছড়া	—	—	৩০০ ”	১৫	—	—	—	—	—	—
৪৬।	চান্দুইল	—	—	—	—	—	—	২৪০০	২২	—	—
৪৭।	রাঙ্গাউটি	—	—	—	—	—	—	১৯৫০	২৬	—	—
৪৮।	লতিয়াপুর	—	—	—	—	—	—	৫৭৫	১৩	—	—
৪৯।	ভগবাননগর	—	—	—	—	—	—	২৪৭৫	৩০	—	—
৫০।	মাসওলি	—	—	—	—	—	—	২০২৫	২৭	—	—
৫১।	ফুলতলী	—	—	—	—	—	—	১৮৭৫	২৫	—	—
৫২।	জারুলতলী	৭০০০	৫০০	৫০০ ”	২৫	—	—	—	—	—	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Postponed Unstarred Question No. 50

Name of the Member :— Shri Bidya Ch. Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Developement Deprtment be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। গত এপ্রিল মাসে কুমার ঘাট ব্লকের কোন্ কোন্ গাঁও সভায় কি কি স্কীমে কত বেনিফিসিয়ারীকে মোট কত টাকা ও অন্যান্য সরকারী বেনিফিট বণ্টন করা হয়েছে ?

২। গাঁওসভা ভিত্তিতে বেনিফিসিয়ারী সংখ্যা এবং টাকা ও অন্যান্য জিনিষের পরিমাণ

উত্তর

Name of the Minister :-- Shri Birajit Sinha

১ নং এবং ২ নং প্রশ্নের উত্তর এতৎসহ দেওয়া গেল :

ক্রমিক নং	গাঁওসভার নাম	এস,আর ই,পি		জুম বীজ		নিউ ক্লিয়ার বাজেট		বৃদ্ধ পেনসন		এ,ডি,সি ফিসারীজ	
		টাকার পরিমাণ	শ্রম দিবস	পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা	টাকার পরিমাণ	বেনিফিসিয়ারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১।	ইরাণী	১৪,০০০	১,০০০	—	—	—	—	১,৭২৫	২৩	—	—
২।	গোলধারপুর	১৪,০০০	১,০০০	—	—	—	—	১,৫০০	২০	—	—
৩।	সোনাইমুড়ি	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৪।	জলাই	—	—	—	—	—	—	২,৪০০	২৩	—	—
৫।	কাউলিকুরা	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	১,৭২৫	২৩	—	—
৬।	গকুলনগর	১৯,০৪০	১৩৬০	—	—	৩০০০	১০	১৭২৫	২৩	—	—
৭।	গঙ্গানগর	১৫,৯৬০	১১৪০	৪০০কেঃজি	২০	১৬৫০	১৭	২১৭৫	২৯	—	—
৮।	পূর্ব রাতাছড়া	১৪,২৮০	১০২০	—	—	১৫০	১	২০২৫	২২	—	—
৯।	ধনবিলাস	৭,১৪০	৫২	—	—	—	—	২৪০০	৩২	—	—
১০।	জগন্নাথপুর	৬,৫৮০	৪৭০	—	—	৫৪০	১	২০২৫	২৭	—	—
১১।	পূর্ব কাঞ্চনবাড়ী	৪,৯০০	৩৫	—	—	—	—	১৩৫০	১৮	—	—
১২।	লালজুরী	৮,৫৪০	৬১০	—	..	২০০	১০	২৪৭৫	৩৩	—	—
১৩।	দেমদাম	৮,৮২০	৬৩০	২০০ কেজি	৬৩০	৩৯১০	১১	২১০০	২৮	৫৪,৯২৩	২৩
১৪।	পশ্চিম রাতাছড়া	৯,৩৮০	৬৭০	৫০০ ,,	২৫	৫৫০	২	২৬২৫	৩৫	—	—
১৫।	সিধাছড়া	১৮,২০০	১৩০০	১৬ ,,	৮	৩৩০০	১৭	২০২৫	২৭	১৪,২৯৮	২
১৬।	লক্ষীপুর	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	১৯৫০	২৬	—	—
১৭।	ইছবপুর	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	২১৭৫	২৯	—	—
১৮।	চিলাগাঁও	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	২৪০০	২৯	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৯।	গৌরনগর	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	২২৫০	৩০	—	—
২০।	শ্রীরামপুর	৭,০০০	৫০০	৫০০ ,,	২৫	—	—	২০৭৫	৩০	—	—
২১।	বিলাসপুর	১৪,০০০	১০০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২২।	কুমারঘাট	৭,৫৬০	৫৪০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৩।	পাবিয়াছড়া	৪,৩৪০	৩১০	৩৬০ ,,	১৮	২৫০	১	৪৫০	২	—	—
২৪।	দারচই	৪,২০০	৩০০	৩৬০ ,,	১৮	—	—	—	—	—	—
২৫	কৃষ্ণনগর	১১,২০০	৮০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৬।	রাধানগর	১২ ৬০০	৯০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৭।	ফটিকরায়	১১,২০০	৮০০	—	—	—	—	—	—	—	—
২৮।	রাজকান্দি	৭,১৪০	৫১০	২৪০ ,,	১২	—	—	৬৪১০	২১	—	—
২৯।	দুধপুর	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩০।	বেতছড়া	১১,৩৪০	৮১০	—	—	—	—	৩৭৫	২	—	—
৩১।	পূর্ব বেতছড়া	৯,২৪০	৬৬০	৬০০ ,,	৩০	—	—	—	—	—	—
৩২।	পশ্চিম কাঞ্চনবাড়ী	৩০,১০০	২১৫০	—	—	—	—	৩০০০	৪	—	—
৩৩।	দক্ষিণ উনকোটী	১১,২০০	৮০০	১৬০ ,,	৮	—	—	১১৭৫	৪	—	—
৩৪।	দেওরছড়া	৫,৬০০	৪০০	২০০ ,,	১০	—	—	—	—	—	—
৩৫।	উনকোটি	৫,৬০০	৪০০	১৮০ ,,	৯	—	—	৭৫০	২	—	—
৩৬।	ব্রাংরুং	৯,৮০০	৭০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৭।	জামতৈলবাড়ী	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৮।	মনুভেঙ্গী	৭,১৪০	৫১০	—	—	—	—	—	—	—	—
৩৯।	গোলকপুর	৯,৮০০	৭০০	১৮০ ,,	—	—	—	৩২৬	২	—	—
৪০।	দেউভেঙ্গী	৭,০০০	৫০০	—	—	—	—	৩২৫	২	—	—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৪১।	ফটিকরায়	—	—	৪৪০ কেজি	২২	—	—	—	—	—	—
৪২।	ধনবিলাস	—	—	৬০০ "	৩০	—	—	—	—	—	—
৪৩।	সিঙ্গিরবিল	—	—	৫০০ "	২৫	—	—	১৫৭৫	২১	—	—
৪৪।	সামরুরপাড়	—	—	১৬০ "	৮	—	—	২২৫০	২২	—	—
৪৫।	মূর্ত্তিছড়া	—	—	৩০০ "	১৫	—	—	—	—	—	—
৪৬।	চাম্পইল	—	—	—	—	—	—	২৪০০	২২	—	—
৪৭।	রাঙ্গাউটি	—	—	—	—	—	—	১৯৫০	২৬	—	—
৪৮।	লক্ষিয়াপুর	—	—	—	—	—	—	৫৭৫	১৩	—	—
৪৯।	ভগবাননগর	—	—	—	—	—	—	২৪৭৫	৪০	—	—
৫০।	মাসওলি	—	—	—	—	—	—	২০২৫	২৭	—	—
৫১।	ফুলতলী	—	—	—	—	—	—	১৮৭৫	২৫	—	—
৫২।	জারুলতলী	৭০০০	৫০০	৫০০ "	২৫	—	—	—	—	—	—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

Postponed Unstarred Question No. 68

Name of Member :— Shri Rudreswar Das

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Rural Development Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বছরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কয়টি মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত বছরের জন্য মঞ্জুরীকৃত সমস্ত মার্ক-টু টিউবওয়েল বসানো সম্ভব হয়নি,

৩। ইহা কি সত্য যে সমস্ত টিউবওয়েল উক্ত সময়ে বসানো হইয়াছে ইহাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক অকেজো হয়ে পড়েছে এবং

৪। যদি সত্য হয় তবে ইহার কারণ ?

উত্তর

Name of Minister : Shri Birajit Sinha

১ নং প্রশ্নের উত্তর

১৯৮৬-৮৭ ইং আর্থিক বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫৫৪টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে।

ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

১।	জিরানীয়া—	৪৩টি
২।	মোহনপুর —	৪১টি
৩।	তেলিয়ামুড়া—	২৯টি
৪।	খোয়াই —	৩৩টি
৫।	বিমানঘর—	৬০টি
৬।	জম্পুইজলা—	১৬টি
৭।	মেলাঘর —	২৫টি
৮।	অমরপুর —	১৬টি
৯।	মাতারবাড়ী—	৭৪টি
		৩৩৭টি

	BF	৩৩৭টি
১০।	বগাফা—	২৩টি
১১।	রাজনগর—	৪০টি
১২।	সাতচাঁন—	৫০টি
১৩।	ডুম্বুরনগর—	×
১৪।	কুমারঘাট—	৪৩টি
১৫।	পানিসাগর—	১৭টি
১৬।	কাঞ্চনপুর —	×
১৭।	ছামনু —	৬টি
১৮।	সেলেমা—	৩৮টি
	সর্ব্বমোট —	৫৫৪টি

২নং প্রশ্নের উত্তর

হ্যাঁ। সর্ব্বমোট ৭০০টি মার্কিটু টিউবওয়েলের মধ্যে ৫৫৪টি বসানো হইয়াছে।

৩নং প্রশ্নের উত্তর

ইহা সত্য নহে। তবে সাধারনতঃ যান্ত্রিক গোলযোগের জন্য সাময়িক ভাবে কিছু সংখ্যক অকেজো হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তাহা সারাইয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হইয়া থাকে।

৪নং প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন উঠেনা।

— 0 —

PRINTED BY

Secretary,

ALL TRIPURA SMALL PRESS OWNER'S ASSOCIATION

Office : C/O. Paul Printing House

AKHAURA ROAD, AGARTALA, TRIPURA (W.)